



The sweetest Children!
Manmana Bava! Mathyaji Bava!
Daily Murli Bengali
April 2019

"মিষ্টি বাচ্চারা -- এই চোখ দিয়ে যা কিছু দেখছ - সেসব শেষ হয়ে যাবে, তাই এসবের প্রতি অসীমের (বেহদের) বৈরাগ্য প্রয়োজন, বাবা তোমাদের জন্যে নতুন দুনিয়া বানাচ্ছেন"

প্রশ্ন :- বাচ্চারা, তোমাদের সাইলেঞ্চে কোন্ রহস্য-টি সমায়ািত আছে ?

উত্তর :- যখন তোমরা সাইলেঞ্চে বসো তখন শান্তিধামকে স্মরণ কর। তোমরা জানো সাইলেঞ্চে অর্থাৎ জীবিত অবস্থায় মৃত হওয়া। এখানে বাবা তোমাদের সঙ্করূপে সাইলেঞ্চে থাকা শেখাচ্ছেন। তোমরা সাইলেঞ্চে থেকে বিকর্ম গুলি দক্ষ কর। তোমাদের এই জ্ঞান আছে যে এখন ঘরে (পরম ধামে) ফিরতে হবে। অন্য সংসঙ্গে শান্তিতে ব'সে কিন্তু তাদের শান্তিধামের জ্ঞান নেই।

ওম্ শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি আত্মা রূপী (রুহানী) বাচ্চাদেরকে শিববাবা বলছেন। গীতায় আছে শ্রী কৃষ্ণ বলেছেন, কিন্তু আসলে আছে শিববাবা বলছেন, কৃষ্ণকে বাবা বলা যাবে না। ভারতবাসী-রা জানে যে পিতা হয় দুইজন, লৌকিক ও পারলৌকিক। পারলৌকিককে পরম পিতা বলা হয়। লৌকিককে পরম পিতা বলা যাবে না। তোমাদের কোনও লৌকিক পিতা বোঝাচ্ছেন না। পারলৌকিক পিতা পারলৌকিক সন্তানদের বোঝাচ্ছেন। সর্ব প্রথমে তোমরা যাও শান্তিধাম, যাকে তোমরা মুক্তিধাম, নির্বাণধাম বা বানপ্রস্থও বল। এখন বাবা বলছেন - বাচ্চারা, এবার শান্তিধাম যেতে হবে। শুধুমাত্র তাকেই বলা হয় টাওয়ার অফ সাইলেঞ্চে। এখানে বসে প্রথমে শান্তিতে বসতে হবে। সব সংসঙ্গে প্রথমে শান্তিতে বসানো হয়। কিন্তু তাদের শান্তিধামের জ্ঞান থাকে না। বাচ্চারা জানে আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের এই পুরানো শরীর ছেড়ে ঘরে (পরমধাম) ফিরতে হবে। যে কোনও সময়ে শরীর ত্যাগ করতে হবে , তাই এখন বাবা যা পড়াচ্ছেন সেসব ভালো রীতি পড়তে হবে। সুপ্রিম টিচারও হলেন তিনি। সন্নতি দাতা গুরুও হলেন তিনি, তাঁর সঙ্গেই যোগ যুক্ত হতে হবে। এই একজন-ই তিনটি সার্ভিস করেন। এমন ভাবে অন্য কেউ তিনটি সার্ভিস করতে পারে না। একমাত্র শিববাবা সাইলেঞ্চেও শেখান। জীবিত অবস্থায় মৃত তাকেই সাইলেঞ্চে বলা হয়। তোমরা জানো আমাদের এখন শান্তিধাম ঘরে ফিরতে হবে। যতক্ষণ আত্মারা পবিত্র নয়, ততক্ষণ ঘরে ফিরতে পারে না। ফিরতে তো সবাইকে হবে তাই শেষ কালে পাপ কর্মের সাজা প্রাপ্ত হয়, তাতেই পদ ভ্রষ্ট হয়ে যায়। কষ্ট যন্ত্রণা সবই সহ্য করতে হয় কারণ মায়ার কাছে হেরেছে। বাবা তো আসেন মায়াকে পরাজিত করতে। কিন্তু গাফিলতি করে বাবাকে স্মরণ করে না। এখানে তো এক বাবাকেই স্মরণ করতে হবে। ভক্তিমার্গেও অনেকে চতুর্দিকে ঘুরে বেড়ায়, যেখানে মাথা নোয়ায় তার পরিচয় জানে না। বাবা এসে এমন ভ্রমণ বন্ধ করেন। বোঝান জ্ঞান হল দিন, ভক্তি হল রাত। রাতের অন্ধকারেই ধাক্কা খেতে হয়। জ্ঞানের দ্বারা দিন অর্থাৎ সত্যযুগ-ত্রৈতা। ভক্তি অর্থাৎ রাত, দ্বাপর-কলিযুগ। এই হল সম্পূর্ণ ভ্রামার সময় অবধি বা ডিউরেশন। অর্ধেক সময় দিন, অর্ধেক সময় রাত। প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমার-কুমারীদের দিন ও রাত। এইটি হল অসীমের কথা। অসীম জগতের পিতা অসীমের সঙ্গমে আসেন, তাই বলা হয় শিবরাত্রি। মানুষ এই কথা জানে না যে শিবরাত্রি কাকে বলে ? তোমাদের ছাড়া আর একজনও শিব রাত্রির গুরুত্ব জানে না কারণ এই সময়টি হল মাঝখানে। যখন রাত পুরো হয়ে, দিন শুরু হয় , একেই বলা হয় পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ। পুরানো দুনিয়া ও নতুন দুনিয়ার মধ্যস্থানের সময়। বাবা আসেন পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগে -যুগে। এমন নয় যুগে-যুগে। সত্যযুগ-ত্রৈতার সঙ্গম কালকেও সঙ্গম যুগ বলে দেয়। বাবা বলেন এই কথাটি ভুল।

শিবাবা বলেণ আমাকে স্মরণ করো, তাহলে পাপ বিনষ্ট হবে, একেই যোগ অগ্নি বলা হয়। তোমরা সবাই হলে ব্রাহ্মণ। যোগ শেখাও পবিত্র হওয়ার জন্য। ওই ব্রাহ্মণরা কাম চিতায় বসায়। ওই ব্রাহ্মণ এবং তোমরা যে ব্রাহ্মণ, দুই ব্রাহ্মণদের মধ্যে রাত-দিনের তফাৎ আছে। ওরা হল কুখ বংশী (গর্ভে জন্ম হয়), তোমরা হলে মুখ বংশী। প্রত্যেকটি কথা ভালো ভাবে বুঝতে হবে। যদিও কেউ আসলে তাকে বোঝানো হয়, অসীম জগতের (বেহদের) বাবাকে স্মরণ করো তাহলে বিকর্ম বিনাশ হবে এবং বেহদের বাবার কাছে স্বর্গের অধিকার প্রাপ্ত হবে। তারপরে যত খানি দৈবী গুণ ধারণ করবে ও করাবে ততই উঁচু পদের প্রাপ্তি হবে। বাবা আসেন পতিতদের পবিত্র করতে। অতএব তোমাদেরও এই সার্তিস করতে হবে। পতিত তো সবাই। গুরু কাউকে পবিত্র করতে পারেন না। পতিত-পাবন নাম হল শিবাবার। তিনি আসেনও এখানে। যখন সবাই পুরোপুরি পতিত অবস্থায় পৌঁছে যায় ড্রামা প্ল্যান অনুযায়ী, তখন বাবা আসেন। সর্ব প্রথমে বাচ্চাদের অঙ্ক বুঝিয়ে দেন। আমাকে স্মরণ করো। তোমরা বল তাইনা উনি হলেন পতিত-পাবন। রুহানী বাবাকে বলা হয় পতিত-পাবন। বলা হয় - হে ভগবান্ অথবা হে বাবা। কিন্তু পরিচয় কেউ জানে না। এখন তোমাদের অর্থাৎ সঙ্গমবাসীদের পরিচয় প্রাপ্ত হয়েছে। তারা হল নরক বাসী। তোমরা নরক বাসী নও। হ্যাঁ, কেউ যদি হেরে গিয়ে একেবারে নীচে পড়ে যায়। তার অর্জিত জমা ধন শেষ হয়ে যায়। মুখ্য কথা হল পতিত থেকে পবিত্র হওয়ার। এ হল পাপময় দুনিয়া। ওই হল পাপমুক্ত দুনিয়া, নতুন দুনিয়া, যেখানে দেবতারা রাজত্ব করেন। এখন তোমরা বাচ্চারা জানতে পেরেছ। সর্ব প্রথমে দেবতারা-ই সবচেয়ে বেশি জন্ম নেন। তার মধ্যেও যারা প্রথমে সূর্যবংশী হয় তারা প্রথমে আসেন, ২১ জন্মের বর্সা প্রাপ্ত করেন। এই বেহদের অর্থাৎ অসীমের বর্সা হল - পবিত্রতা-সুখ-শান্তির। সত্যযুগকে পূর্ণ সুখধাম বলা হয়। ত্রেতা হল সেমি স্বর্গ, কারণ দুই কলা কমে যায়। কলা বা কোয়ালিটি কম হলে উজ্জ্বলতা কম হতে থাকে। চাঁদের কলা কম হলে আলোও কম হয়। শেষে একটি রেখা বাকি থেকে যায়। একদম নিল (Nil) হয়ে যায় না। তোমাদেরও এইরকম হয় - নিল (Nil) হয় না। একেই বলা হয় আটায় নুন অর্থাৎ খুবই অল্প মাত্রায়।

বাবা আত্মাদের বসে বোঝান। এ হল আত্মা এবং পরমাত্মার মেলা। বুদ্ধি দিয়ে এই কথাটি বুঝে নিতে হয়। পরমাত্মা কখন আসেন ? যখন অনেক আত্মারা অথবা সংখ্যায় অনেক মানুষ হয় তখন পরমাত্মা মেলায় আসেন। আত্মা ও পরমাত্মার মিলন মেলা কেন আয়োজিত হয় ? ওই মেলা তো ময়লা হওয়ার জন্যে। এই সময় তোমরা বাগানের মালিক দ্বারা কাঁটা থেকে ফুলে পরিণত হচ্ছ। কিভাবে হও ? স্মরণের শক্তি দ্বারা। বাবাকে বলা হয় সর্ব শক্তিমান। যেমন বাবা হলেন সর্ব শক্তিমান তেমনই রাবণও কোনও কম শক্তিমান নয়। বাবা নিজেই বলেন মায়া খুব শক্তিশালী, খুব প্রবল। বাচ্চারা বলে বাবা আমরা আপনাকে স্মরণ করি, মায়া আমাদের বিস্মৃত করে দেয়। একে অপরের শত্রু হল তাইনা। বাবা এসে মায়াকে জয় করতে শেখান, মায়া আবার হারিয়ে দেয়। দেবতা ও অসুরের যুদ্ধ দেখানো হয়। কিন্তু এমন কিছু হয় নি। এই হল যুদ্ধ। তোমরা বাবাকে স্মরণ করলে দেবতা হও। মায়া স্মরণে বিঘ্ন সৃষ্টি করে, পড়াশোনাতে নয়। স্মরণেই বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। ঋণে ঋণে মায়া বিস্মৃত করে। দেহ-অভিমানী হলে মায়া চড় লাগিয়ে দেয়। কাম বিকার গ্রন্থ দেয় জন্যে কঠিন শব্দ ব্যবহার করা হয়। এ হল রাবণের রাজ্য। এখানেও বোঝানো হয় পবিত্র হও তবুও পবিত্র হয় না। বিকার গ্রন্থ হয়ো না, মুখ কালো করো না। তা সত্ত্বেও বাচ্চারা লেখে বাবা মায়া হারিয়ে দিয়েছে অর্থাৎ মুখ কালো হয়েছে। সুন্দর ও শ্যাম বর্ণ আছে তাই না। বিকারী হল শ্যাম

বর্ণ এবং নির্বিকারী গৌর বর্ণের হয়। শ্যাম-সুন্দর কথাটির অর্থ তোমরা ছাড়া দুনিয়ায় কেউ জানে না। কৃষ্ণকেও শ্যাম-সুন্দর বলা হয়। বাবা তাঁরই নামের অর্থ বুঝিয়ে দেন। কৃষ্ণ স্বর্গের প্রথম প্রিন্স ছিলেন। সৌন্দর্যে একনম্বরে পাস করে ছিলেন। তারপরে পুনর্জন্ম নিয়ে নীচে নেমে শ্যাম বর্ণে পরিণত হন। তখন নাম রাখা হয় শ্যাম-সুন্দর। এই অর্থটিও বাবা-ই বোঝান। শিববাবা তো হলেন এভার সুন্দর অর্থাৎ সদা সুন্দর। তিনি এসে বাচ্চাদের অর্থাৎ তোমাদের সুন্দর করেন। পতিত কালো, পবিত্র-রা সুন্দর হয়। ন্যাচারাল বিউটি থাকে। তোমরা বাচ্চারা এসেছ যাতে আমরা স্বর্গের মালিক হই। গায়নও আছে শিব ভগবানুবাচ, মাতা গণ স্বর্গের দুয়ার খোলেন তাই বন্দে মাতরম্ গাওয়া হয়। বন্দে মাতরম্ বলা হলে পিতাও আছেন সেকথা বোঝা যায়। বাবা মাতাদের মহিমা মন্ডন করেন। প্রথমে লক্ষ্মী, পরে নারায়ণ। এখানে যদিও প্রথমে মিস্টার, পরে মিসেস। ডামার রহস্য এমনই নির্দিষ্ট আছে। বাবা হলেন রচয়িতা প্রথমে নিজের পরিচয় দেন। এক হল হদের (দেহের) লৌকিক পিতা, দ্বিতীয় হলেন বেহদের (আত্মার) পারলৌকিক পিতা। অসীম জগতের (বেহদের) পিতাকে স্মরণ করা হয় কারণ তাঁর কাছে স্বর্গের বর্সা প্রাপ্ত হয়। হদের বর্সা (দেহের দুনিয়ার) প্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও অসীম জগতের পিতাকে স্মরণ করা হয়। বাবা আপনি এলে আমরা অন্য সব সঙ্গ ত্যাগ করে একমাত্র আপনার সঙ্গেই যুক্ত থাকব। এই কথাটি কে বলছে ? আত্মা। আত্মা-ই এই অর্গান দ্বারা পার্ট প্লে করে। প্রত্যেকটি আত্মা যেমন যেমন কর্ম করে তেমনই জন্ম গ্রহণ করে। ধনী গরিব হয়। এ হল কর্ম, তাইনা। এই লক্ষ্মী-নারায়ণ হলেন বিশ্বের মালিক। তাঁরা কি করেছেন, এই কথা তো তোমরা জানো এবং তোমরাই বোঝাতে পারো।

বাবা বলেন এই চোখ দিয়ে তোমরা যা কিছু দেখছ, সেসবের প্রতি বৈরাগ্য। এইসব তো শেষ হয়ে যাবে। নতুন বাড়ি তৈরি হলে পুরানো বাড়ির প্রতি বৈরাগ্য অনুভব হয়। বাচ্চারা বলবে বাবা নতুন বাড়ি করেছেন, আমরা সেখানে যাব। এই পুরানো বাড়ি তো ভেঙে যাবে। এই হল অসীম জগতের (বেহদের) কথা। বাচ্চারা জানে বাবা এসেছেন স্বর্গের স্থাপনা করতে। এই হল পুরানো ছিঃ ছিঃ দুনিয়া।

তোমরা বাচ্চারা এখন ত্রিমূর্তি শিবের সামনে বসে আছ। তোমরা বিজয়ী হও। বাস্তবে তোমাদের এই ত্রিমূর্তি হল কোট অফ আর্মস (প্রতীক চিহ্ন)। তোমাদের ব্রাহ্মণদের এই কুল হল সর্বোচ্চ। শিখরে। এই রাজত্ব স্থাপন হচ্ছে। এই কোট অফ আর্মস সম্বন্ধে তোমরা ব্রাহ্মণরাই জানো। শিববাবা আমাদের ব্রহ্মা দ্বারা পড়ান, দেবী-দেবতায় পরিণত করার জন্যে। বিনাশ তো হবেই। দুনিয়া তমো প্রধান হয় তখন প্রাকৃতিক দুর্যোগ সাহায্য করে। বুদ্ধি দ্বারা বিজ্ঞানের কত আবিষ্কার বের হতে থাকে। পেট থেকে মিসাইল বের হয় নি। এ হল বিজ্ঞানের আবিষ্কার, যার দ্বারা সম্পূর্ণ কুল ধ্বংস করে দেয়। বাচ্চাদের বোঝানো হয় উঁচু থেকে উঁচু হলেন শিববাবা। পূজা অর্চনা করা উচিত একমাত্র শিববাবার এবং দেবতাদের। ব্রাহ্মণদের পূজা হতে পারে না কারণ তোমাদের আত্মা যতই পবিত্র হোক না কেন কিন্তু শরীর তো পবিত্র নয়, তাই পূজন যোগ্য হতে পারো না। তোমরা হলে মহিমা যোগ্য। যখন তোমরা আবার দেবতায় পরিণত হও তখন আত্মাও পবিত্র, শরীরও নতুন পবিত্র প্রাপ্ত কর। এই সময় তোমরা মহিমা যোগ্য হও। বন্দে মাতরম্ গাওয়া হয়। মাতাদের সেনা বাহিনী কি করেছিল ? মাতাগণ শ্রীমৎ অনুযায়ী জ্ঞান প্রদান করেন। তারা সবাইকে জ্ঞান অমৃত পান করান। এইসব যথার্থ ভাবে তোমরাই বুঝতে পারো। শাস্ত্রে অনেক কাহিনী লেখা আছে, সেসব বসিয়ে শোনাও। তোমরা সত্য-সত্য করতে থাকো। তোমরা এইসব বসে শোনাও তাহলে তারা সত্য সত্য বলবে।

মানুষ তো এমন পাথরবুদ্ধি হয়েছে যে সত্য সত্য বলতে থাকে। গায়নও আছে পাথরবুদ্ধি ও স্পর্শ বুদ্ধি। স্পর্শ বুদ্ধি অর্থাৎ পারস নাথ। নেপালে বলা হয় পারসনাথের চিত্র আছে। পারসপুরীর নাথ হলেন এই লক্ষ্মী-নারায়ণ। তাঁদের ডিনায়েস্টি আছে। এখন মুখ্য কথা হল রচয়িতা ও রচনার রহস্য জানা, যাঁর জন্যে ঋষি-মুনি গণ নেতি-নেতি করে গেছেন। এখন তোমরা বাবার দ্বারা সবকিছু জানছ অর্থাৎ ঈশ্বরে বিশ্বাসী হয়েছ। মায়া রাবণ নাস্তিক অর্থাৎ ঈশ্বরে অবিশ্বাসী করে দেয়। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণ স্নেহ ও গুডমর্নিং। আচ্ছাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে কে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) সদা যেন স্মৃতিতে থাকে যে আমরা হলাম ব্রহ্মা মুখবংশী ব্রাহ্মণ, আমাদের কুল হল সর্বোচ্চ। আমাদের পবিত্র হতে হবে এবং পবিত্র করতে হবে। পতিত-পাবন বাবার সহযোগী হতে হবে।

২) স্মরণে কখনও গাফিলতি করবে না। দেহ-অভিমানের জন্যেই মায়া স্মরণে বিঘ্ন সৃষ্টি করে, তাই সর্ব প্রথমে দেহ-অভিমান ত্যাগ করতে হবে। যোগ অগ্নি দ্বারা পাপ বিনষ্ট করতে হবে।

বরদান :- মায়ার বীভৎস রূপের খেলা সাক্ষী হয়ে দেখে মায়াজিত ভব

ব্যাখা: মায়াকে যারা স্বাগত জানায়, তার বীভৎস রূপ দেখে তারা ঘাবড়ে যায় না। সাক্ষী হয়ে খেলা দেখলে মজা পাবে, কারণ মায়া কেবল বাইরে বাঘের রূপ, কিন্তু ভিতরের শক্তি বেড়ালের মতোও নয়। তোমরা শুধুমাত্র ঘাবড়ে গিয়ে তাকে বড় করে দাও - কি করব, কিভাবে হবে.... কিন্তু এই পাঠ স্মরণে রেখো যা কিছু হচ্ছে সব ভালো আর যা হবে সে তো আরও ভালো। সাক্ষী হয়ে খেলা দেখো তাহলে মায়াজিত হয়ে যাবে।

স্লোগান - যে সহিষ্ণু হয়, সে কারও ভাবে-স্বভাবে ঈর্ষান্বিত হয় না, বরং ব্যর্থ কথা, এক কান দিয়ে শুনে, অন্য কান দিয়ে বের করে দেয়।

"মিষ্টি বাচ্চারা - এখন তোমাদের সবদিক থেকে সকল সূত্র ছিন্ন হওয়া উচিত, কেননা ঘরে ফিরে যেতে হবে, এমন কোনো বিকর্ম যেন না হয়, যাতে ব্রাহ্মণ কুলের নাম বদনাম হয়ে যায়"

প্রশ্ন :- বাবা কোন্ বাচ্চাদের দেখে খুশী হন ? কোন্ বাচ্চারা বাবার নয়নে সমায়ািত হয়ে আছে ?

উত্তর :-- যে বাচ্চারা অনেককেই সুখদায়ী বানিয়ে তোলে, যারা সেবাপরায়ণ, তাদের দেখে বাবাও খুশী হন । যে বাচ্চাদের বুদ্ধিতে থাকে যে, এক বাবার কথাই শুনবো, বাবার সাথেই কথা বলবো --
- এমন বাচ্চারা বাবার নয়নে সমায়ািত হয়ে থাকে । বাবা বলেন - যে বাচ্চারা আমার সেবাকাজ করে, তারা আমার অতি প্রিয় । এমন বাচ্চাদের আমি স্মরণ করি ।

ওম্ শান্তি । মিষ্টি - মিষ্টি রুহানী বাচ্চারা জানে যে, আমরা বাবার সামনে বসে আছি, সেই বাবা আমাদের টিচারের রূপেও পড়ান । সেই বাবা পতিত - পাবন আবার সদগতি দাতাও । তিনি আমাদের সাথে করেও নিয়ে যান আবার সহজ রাস্তাও বলে দেন । তিনি আমাদের পতিত থেকে পবিত্র করার জন্য কোনো পরিশ্রম করান না । যেখানেই যাও না কেন, ঘুরতে - ফিরতে, বিদেশে গিয়েও কেবলমাত্র নিজেকে আত্মা মনে করো । যেভাবেই হোক তোমরা সেটা বুঝতে পারো, তবুও বাবা বলেন, নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো, দেহ - ভাব ত্যাগ করে আত্মা - অভিমানী হও । আমরা আত্মা, এই শরীর ধারণ করি অভিনয় করার জন্য । এক শরীরে অভিনয় করে আবার অন্য শরীর ধারণ করি । কারোর অভিনয় ১০০ বছরের, কারোর ৮০ বছরের, কারোর আবার ২ বছরের, আবার কারোর ৬ মাসের । কেউ কেউ আবার জন্মেই মারা যায় । কেউ আবার জন্ম নেওয়ার পূর্বেই গর্ভেই মারা যায় । এখন এখানকার পুনর্জন্ম আর সত্যযুগের পুনর্জন্মের মধ্যে রাতদিনের তফাত । এখানে গর্ভে জন্ম নেয় তো একে গর্ভজেল বলা হয় । সত্যযুগে গর্ভজেল হয় না । ওখানে বিকর্ম হয় না কারণ ওখানে রাবণ রাজ্য নেই । বাবা সব কথা বুঝিয়ে বলেন । বেহদের বাবা বসে এই শরীরের দ্বারা বুঝিয়ে বলেন । এই শরীরের আত্মাও শোনে । জ্ঞানের সাগর বাবাই শোনান, যাঁর নিজের কোনো শরীর নেই । তাঁকে সর্বদা শিবই বলা হয় । তিনি যেমন পুনর্জন্ম রহিত, তেমনই নাম - রূপ রহিত । তাঁকে বলা হয় সদাশিব । সর্বদার জন্য তিনি শিবই, তাঁর শরীরের কোনো নাম হয় না । এনার মধ্যেও যখন প্রবেশ করেন, তখনও এনার শরীরের নামও তাঁকে দেওয়া হয় না । এ হলো তোমাদের বেহদের সন্ন্যাস, ওরা হয় হদের সন্ন্যাসী । তাঁদের নামও প্রচলিত । বাবা তোমাদেরও কতো ভালো ভালো নাম রেখেছেন । ড্রামা অনুসারে যাকে নাম দেওয়া হয়েছে সেও আবার চলে গেছে । বাবা মনে করেন, যদি তাঁর হয়, তাহলে অবশ্যই থাকবে, বাবাকে কখনোই তালাক দেবে না, কিন্তু তবুও যদি দিয়ে দেয় তাহলে নাম রেখে আর কি লাভ হবে । সন্ন্যাসীরাও যদি ঘরে ফিরে আসে তখন পুরানো নামই চলতে থাকে । ঘরে তো ফিরেই আসে, তাই না । এমনও নয় যে, সন্ন্যাসী হলে তাঁদের মিত্র - সম্বন্ধী ইত্যাদি স্মরণে আসে না । কারোর তো তাঁদের মিত্র - সম্বন্ধীদের কথা খুবই স্মরণে আসে । তারা মোহতে ফেঁসে মরে । সুতোর বাঁধন আটকেই থাকে । কারোর আবার চট করেই কানেকশন ছিন্ন হয় । এই সূত্র ছিন্ন তো করতে হবেই । বাবা বুঝিয়েছেন যে, এখন তো ঘরে ফিরে যেতে হবে । বাবা নিজে বসেই বলেন, ভোরবেলাও তো বাবা বলছিলেন, তাই না । দেখে দেখে মনে সুখের অনুভব হয় -- কেন ? বাচ্চারা বাবার নয়নে সমায়ািত হয়ে আছে । আত্মারা তো নয়নেরই আলো । বাবাও তো বাচ্চাদের দেখে খুশী হন, তাই না । কেউ কেউ তো খুব ভালো বাচ্চা হয় যারা সেন্টারের দেখাশোনা

করে, কেউ আবার ব্রাহ্মণ হয়েও বিকারে চলে যায়, তারা অবাধ্য সন্তান হয়। তাই এই বাবাও সেবাপরায়ণ বাচ্চাদের দেখে খুশী হন। অসীম জগতের বাবা বলেন, ওদের তো কুল কলঙ্কিত বলা হবে। ওরা ব্রাহ্মণ কুলের নাম বদনাম করে। বাবা বাচ্চাদের বোঝাতে থাকেন - কারোর নাম - রূপেই আটকে যেও না, তাহলে তাদেরও সেমি কুল কলঙ্কিত বলা হবে। সেমির থেকে আবার ফাইনালও হয়ে যায়। তারা নিজেরাই লেখে যে - বাবা আমরা নেমে গেছি, আমরা মুখ কালো করে দিয়েছি। মায়া আমাদের ধোঁকা দিয়ে দিয়েছে। মায়ার ঝড় অনেক আসে। বাবা বলেন যে, কাম কাটারি চালালে এও একে অপরকে দুঃখ দেওয়া হয়, তাই প্রতিজ্ঞা করান, তারা রক্ত দিয়েও বড় পত্র লেখে। আজ তারা আর নেই। বাবা বলেন, অহো মায়া! তুমি জ্বরদস্ত। এমন বাচ্চারা, যারা রক্ত দিয়েও লিখে দিত, তুমি তাদেরও খেয়ে ফেলো। বাবা যেমন শক্তিশালী (সমর্থ), মায়াও তেমনই শক্তিশালী (সমর্থ)। তোমরা অর্ধেক কল্প বাবার শক্তির অবিনাশী উত্তরাধিকার পাও, অর্ধেক কল্প মায়া সেই শক্তিকে খুইয়ে দেয়। এ হলো ভারতের কথা। দেবী - দেবতা ধর্মের মানুষরাই বিত্তবান থেকে দেউলিয়া হয়ে যায়। এখন তোমরা লক্ষ্মী - নারায়ণের মন্দিরে যাবে। তোমরা তো আশ্চর্য হয়ে যাবে। আমরা তো এই কুলের (ঘরানার) ছিলাম, এখন আমরা আবার পড়ছি। এনার আত্মাও বাবার কাছ থেকে পড়ছে। পূর্বে তো তোমরা যেখানে - সেখানে মাথা ঠুকতে। এখন তোমাদের জ্ঞান হয়েছে, তোমরা প্রত্যেকেরই সম্পূর্ণ ৮৪ জন্মের কাহিনী জানো। প্রত্যেকেই তার নিজের নিজের ভূমিকা পালন করে।

বাবা বলেন - বাচ্চারা, সর্বদা খুশীতে থাকো। এখানকার এই খুশীর সংস্কার তোমরা সাথে করে নিয়ে যাবে। তোমরা জানো যে, আমরা কি হই? বেহদের বাবা আমাদের এই অবিনাশী উত্তরাধিকার দিচ্ছেন আর কেউই তা দিতে পারে না। একজন মানুষও নেই যে জানে যে, এই লক্ষ্মী - নারায়ণ কোথায় গেলেন? তারা মনে করে, ওনারা যেখান থেকে এসেছিলেন, সেখানেই চলে গেছেন। বাবা এখন বলছেন, তোমরা বুদ্ধি দিয়ে বিচার করো, ভক্তিমাগেও তোমরা বেদ শাস্ত্র পড়তে, এখন আমি তোমাদের জ্ঞান শোনাচ্ছি। তোমরা বিচার করো - ভক্তি সঠিক নাকি আমরা সঠিক? বাবা, অর্থাৎ রাম হলেন সঠিক, রাবণ হলো বেঠিক। প্রতি কথায়ই অসত্য বলে। এ কেবল জ্ঞানের কথার জন্যই বলা হয়। তোমরা এখন বুঝতে পারো যে, প্রথমে আমরা সবই অসত্য বলতাম। দান - পুণ্য ইত্যাদি করেও সিঁড়িতে নেমে এসেছি। তোমরা আত্মাদেরই দাও। যে পাপাত্মা, সেই পাপাত্মাকে দিলে পুণ্য আত্মা কিভাবে হবে? ওখানে আত্মাদের এই দেওয়া - নেওয়া হয় না। এখানে তো লাথ টাকারও ধার নিতে থাকে। এই রাবণ রাজ্যে প্রতি পদে মানুষের দুঃখ। এখন তোমরা সঙ্গম যুগে আছো। তোমাদের তো এখন প্রতি পদে পদ্ম। দেবতারা পদ্মপতি কিভাবে হয়েছে? এ কথা কেউই জানে না। স্বর্গ তো অবশ্যই ছিল। তার নিদর্শনও আছে। বাকি ওরা তো জানেই না যে, তারা পূর্বজন্মে কি এমন কর্ম করেছে যে রাজ্যভাগ্যের অধিকারী হয়েছে। সেটা তো হল নতুন সৃষ্টি। ওখানে অপ্রয়োজনীয় চিন্তা হয় না। ওই দুনিয়াকে সুখধাম বলা হয়। এ হলো পাঁচ হাজার বছরের কথা। তোমরা এই পড়া পড়ো সুখের জন্য, পবিত্র হওয়ার জন্য। বাবা অনেক যুক্তি বলেন। তিনি কত ভালোভাবে বুঝিয়ে বলেন, শান্তিধাম হলো আত্মাদের থাকার জায়গা, তাকে সুইট হোম বা মিষ্টি ঘর বলা হয়। বিদেশ থেকে ফিরলে যেমন মনে করবে, এখন আমরা আমাদের সুইট হোমে ফিরে যাচ্ছি। তোমাদের সুইট হোম হলো শান্তিধাম। বাবাও তো শান্তির সাগর, যাঁর পাঁট পরের দিকে হবে। তিনি কতো সময় শান্তিতে থাকেন। বাবার খুবই অল্প সময়ের পাঁট। এই ড্রামাতে তোমাদের হলো হিরো - হিরোইনের পাঁট। তোমরা এই বিশ্বের মালিক হও। এই নেশা কখনো আর কারোরই হওয়া সম্ভব নয়।

। আর কারোর ভাগ্যে এই স্বর্গের সুখই নেই । এ তো তোমরা, বাচ্চারা পিও । যেই বাচ্চাদের বাবা দেখেন, তারা বলে, বাবা, তোমার কথাই বলবো, তোমার সাথেই কথা বলবো । বাবাও বলেন , বাচ্চারা, আমি তোমাদের দেখেও খুবই খুশী হই । আমি পাঁচ হাজার বছর পরে এসেছি, আমি বাচ্চাদের দুঃখধাম থেকে সুখধামে নিয়ে যাই কেননা কাম চিতায় বসে সকলেই জ্বলে ভস্ম হয়ে গেছে । এখন তাদের কবর থেকে বের করতে হবে । আল্লারা তো সবাই এখানে হাজির । তাদের পবিত্র হতে হবে ।

বাবা বলেন - বাচ্চারা, বুদ্ধির দ্বারা এক সন্ধুকে স্মরণ করো আর সবাইকেই ভুলে যাও । একজনের সঙ্গেই সম্পর্ক রাখতে হবে । তোমরা বলেছিলে, আপনি এলে, আপনি ছাড়া আর কেউই নয় । একমাত্র আপনার মতেই চলবো । আমরা শ্রেষ্ঠ হবো । এমন মহিমাও আছে যে, উঁচুর থেকে উঁচু হলেন ভগবান । তাঁর মতও উঁচুর থেকেও উঁচু । বাবা নিজেই বলেন, এই জ্ঞান যা আমি তোমাদের দিই, তা প্রায় লোপ হয়ে যাবে । ভক্তিমার্গের শাস্ত্র তো পরম্পরা ধরে চলে আসছে । এমনও বলা হয় যে, রাবণও চলে আসে । তোমরা জিজ্ঞেস করো, রাবণকে তোমরা কবে থেকে জ্বালাও, কেন জ্বালাও ? কেউ কিছুই জানে না । অর্থ না জানার কারণে কতো আনন্দ করে পালন করে । অনেক অতিথিকে তারা ডাকে । যেন তারা রাবণ জ্বালানোর উৎসব পালন করে । তোমরা বুঝতেই পারো না, কবে থেকে রাবণকে বানিয়ে আসছে । দিনে দিনে আরো বড় বানাচ্ছে, তারা বলে, এ পরম্পরা ধরে চলে আসছে কিন্তু এমন তো হতেই পারে না । অবশেষে রাবণকে কতদিন পর্যন্ত জ্বালাতে থাকবে ? তোমরা তো জানো যে, বাকি অল্প সময় আছে, এরপর তো এর রাজ্য আর থাকবে না । বাবা বলেন যে, এই রাবণ হলো সবথেকে বড় শত্রু, এর উপর বিজয় লাভ করতে হবে । মানুষের বুদ্ধিতে অনেক কথা আসে । তোমরা জানো যে, এই ড্রামাতে সেকেণ্ড বাই সেকেণ্ড যা চলে এসেছে, তা সবই লিপিবদ্ধ আছে । তোমরা তিথি - তারিখ সম্পূর্ণ হিসেব বের করতে পারো - কত ঘন্টা, কত বছর, কত মাস আমাদের এই পার্ট চলে । এই সম্পূর্ণ জ্ঞান বুদ্ধিতে থাকা উচিত । বাবা আমাদের এইকথা বুঝিয়ে বলেন । বাবা বলেন, আমিই হলাম পতিত - পাবন । তোমরা আমাকে ডাকো যে, তুমি এসে আমাদের পবিত্র বানাও । পবিত্র দুনিয়া হলো শান্তিধাম আর সুখধাম । এখন তো এখানে সবাই পতিত । তোমরা সবসময় বাবা - বাবা বলতে থাকো । একথা ভুলে যেও না তাহলে সর্বদা শিববাবা স্মরণে আসবে । ইনি আমাদের বাবা । প্রথমে ইনি হলেন অসীম জগতের বাবা । বাবা বললে অবিনাশী উত্তরাধিকার খুশীর অনুভব হয় । কেবল ভগবান বা ঈশ্বর বললে এমন চিন্তা আসবে না । তোমরা সবাইকে বলো - বেহদের বাবা আমাদের ব্রহ্মার দ্বারা বোঝান । ইনি হলেন ওনার রথ । তিনি ওনার দ্বারা বলেন - বাচ্চারা আমি তোমাদের এমন বানাই । এই ব্যাজে সম্পূর্ণ জ্ঞান ভরা আছে । পরের দিকে তোমাদের এই স্মরণে থাকবে - শান্তিধাম আর সুখধাম । দুঃখধামকে তো তোমরা ভুলতে থাকো । এও সবাই জানে তবুও নস্বরের ক্রমানুসারে সবাই নিজের নিজের সময়ে আসবে । ইসলামী, বৌদ্ধ, খৃষ্টান ইত্যাদি কতো অনেক আছে । অনেক ভাষা আছে । প্রথমে ছিলো এক ধর্ম এরপর কতো বের হয়ে গেছে । কতো লড়াই ইত্যাদি লেগেই আছে । সকলেই লড়াই করছে কারণ সকলেই এখন অনাথ হয়ে গেছে । বাবা এখন বলছেন, আমি তোমাদের যে রাজ্যের অধিকার দিই তা কখনোই কেউ ছিনিয়ে নিতে পারে না । বাবা স্বর্গের অবিনাশী বর্ষা দেন যা কেউই ছিনিয়ে নিতে পারে না । এতে তোমাদের অখণ্ড, অটল, অটুট থাকতে হবে । মায়ার ঝড় তো অবশ্যই আসবে । যারা প্রথমদিকে থাকবে তারা তো সবই অনুভব করবে । এই অসুখ - বিসুখ সবই চিরকালের জন্য শেষ করতে হবে, তাই কর্মের হিসেব - নিকেশ, রোগ ইত্যাদি বেশী আসলে ভয় পেয়ো না । এ সবই পরের দিকের, এরপর তা আর হবে না । এখন সবই উত্থালপাথাল হবে । বুদ্ধকেও মায়ী যুবা করে দেবে । মানুষ যখন বাণপ্রস্থে যায়, তখন

সঙ্গে কোনো মহিলা যায় না । সন্ধ্যাসীরাও জঙ্গলে চলে যায় । সেখানেও কোনো মহিলা থাকে না । তারা কারোর দিকেই তাকায় না । ভিক্ষা নেয় আর চলে যায় । আগে তো স্ত্রীর দিকেও তাকাতো না । তারা মনে করতো তাহলে বুদ্ধি সেই দিকে আকর্ষণ হবে । ভাই - বোনের সম্পর্কেও বুদ্ধি আকর্ষণ করে তাই বাবা বলেন ভাই - ভাইয়ের দৃষ্টিতে দেখো । শরীরের নামের আকর্ষণও যেন না থাকে । এ অনেক উঁচু লক্ষ্য । একদম উপরে শিখায় যেতে হবে । এই রাজধানী এখন স্থাপন হচ্ছে । এতে অনেক পরিশ্রম । তোমরা বলো, আমরা তো লক্ষ্মী - নারায়ণ হবো । বাবা বলেন, আচ্ছা, ঠিক আছে হও । আমার শ্রীমতে চলো । মায়ার ঝড় তো আসবেই, কর্মেন্দ্রিয় দিয়ে কোনো খারাপ কাজ করো না । দেউলিয়া তো এমনিতেই হয় । এমনও নয় যে, জ্ঞানে এলো তো তারপর দেউলিয়া হয়ে গেলো । এ তো চলেই আসছে । বাবা বলেন, আমি আসিই তোমাদের পতিত থেকে পবিত্র করতে । কখনো কেউ খুব ভালো সেবা করে, অন্যদেরও বোঝায় তারপর দেউলিয়া হয়ে নিজেই চলে যায় ----মায়া খুবই জবরদস্ত । ভালো ভালো বাচ্চারাও নেমে যায় । বাবা বসে বোঝান, আমার সেবা করে এমন বাচ্চাই আমার প্রিয় । তারা অনেককেই সুখদায়ী করে, আমি এমন বাচ্চাদেরই স্মরণ করি । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্নেহ -- সুমন এবং সুপ্রভাত ।
আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদের জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :--

১) কারোর নাম রূপে মোহিত হয়ে কুল কলঙ্কিত হবে না । মায়ার প্রভাবে এসে একে অপরকে দুঃখ দেবে না । বাবার থেকে শক্তির (সমর্থীর) অবিদ্যমান উত্তরাধিকার নিতে হবে ।

২) সদা খুশীতে থাকার সংস্কার এখান থেকেই ভরপুর করতে হবে । এখন পাপ আত্মাদের সঙ্গে কোনো প্রকারের দেওয়া - নেওয়ার সম্পর্ক স্থাপন করবে না । অসুখ -বিসুখ দেখেও ভয় পেয়ো না, সব হিসেব - নিকেশ এখনই শোধ করতে হবে ।

বরদান :-- পরিস্থিতিতে শিক্ষক মনে করে তার থেকে পাঠ নিয়ে অনুভবের প্রতিমূর্তি ভব

কোনো পরিস্থিতিতে ঘাবড়ে যাওয়ার পরিবর্তে অল্প সময়ের জন্য তাকে শিক্ষক মনে করো । পরিস্থিতি তোমাদের বিশেষ দুটি শক্তির অনুভবী করে, এক সহনশক্তি আর দ্বিতীয় মোকাবিলা করবার শক্তি । এই দুটি শিক্ষা যদি গ্রহণ করতে পারো, তাহলে অনুভবী হয়ে যাবে । তোমরা যখন বলো, আমি তো ট্রাস্টি, আমার তো কিছুই নেই, তাহলে কেন পরিস্থিতি দেখে ঘাবড়ে যাও ! ট্রাস্টির অর্থ সবকিছুই বাবার অধীন করে দিয়েছ তাই যা হবে তা ভালোই হবে, এই স্মৃতিতে সদা নিশ্চিন্ত, সমর্থ স্বরূপ থাকো ।

স্লোগান :-- যার স্বভাব মিষ্টি সে ভুল করেও কাউকেই দুঃখ দেয় না ।

“মিষ্টি বাচ্চারা - বাবার কাছে তোমরা রিফ্রেশ হওয়ার জন্য আসো, এখানে তোমরা দুনিয়ার ভাইব্রেশনের থেকে দূরে সত্যিকারের সৎ-সঙ্গ প্রাপ্ত করো”

প্রশ্ন:- বাবা বাচ্চাদের উল্লতির জন্য সর্বদা কোন্ নির্দেশ দেন?

উত্তর:- মিষ্টি বাচ্চারা, কখনোই নিজেদের মধ্যে সাংসারিক পরনিন্দা-পরচর্চা করো না। যদি কেউ শোনায, তাহলে শুনেও শুনো না। ভালো সন্তানেরা নিজের সেবার ডিউটি সম্পূর্ণ করার পর বাবার স্মরণের আনন্দে ডুবে থাকে। কিন্তু কিছু-কিছু বাচ্চা অনাবশ্যক ব্যর্থ আলোচনা খুব খুশি হয়ে শোনে এবং অন্যকে শোনায। এর ফলে অনেক সময়ের অপচয় হয় এবং তারপর উল্লতিও হয় না।

ওম্ শান্তি। ডবল ওম্ শান্তি বললেও সঠিক হত। বাচ্চাদেরকে তো এর অর্থ বুঝিয়ে দিয়েছি। আমি শান্ত স্বরূপ আত্মা। যেহেতু আমার ধর্মই হল শান্ত, তাই জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরলে শান্তি পাওয়া সম্ভব নয়। বাবা বলছেন, আমিও শান্ত স্বরূপ। এটা তো খুবই সহজ ব্যাপার, কিন্তু মায়ার সাথে লড়াই হওয়ার জন্য একটু কঠিন মনে হয়। সব বাচ্চারাই জানে যে অসীম জগতের পিতা ছাড়া আর কেউই এই জ্ঞান দিতে পারবে না। কেবল বাবা-ই হলেন জ্ঞানের সাগর। কোনো দেহধারীকে কখনো জ্ঞানের সাগর বলা যাবে না। যিনি রচয়িতা, তিনিই রচনার আদি-মধ্য-অন্তিমের জ্ঞান দেন। সেটাই তোমরা বাচ্চারা প্রাপ্ত করছ। কিছু ভালো ভালো অনন্য বাচ্চাও ভুলে যায়, কারণ বাবার স্মৃতি হল পারদের মতো। স্কুলে তো অবশ্যই বিভিন্ন ক্রম থাকবে। স্কুলে সবসময়ই নম্বর দেওয়া হয়। সত্যযুগে এইরকম নম্বর দেওয়া হবে না। এটা হল স্কুল (বিদ্যালয়)। এই স্কুল-কে বুঝতে পারার জন্য বিশাল বুদ্ধি চাই। অর্ধেক কল্প ধরে ভক্তি চলতে থাকে। ভক্তির পরে জ্ঞানের সাগর জ্ঞান দেওয়ার জন্য আসেন। ভক্তিমাগের পথিকরা কখনো জ্ঞান দিতে পারবে না। কারণ তারা সবাই দেহধারী। এইরকম কখনো বলা যাবে না যে, শিববাবাও ভক্তি করেন। তিনি আবার কার ভক্তি করবেন! কেবল বাবা-ই হলেন একমাত্র, যাঁর কোনো শরীর নেই। তিনি কারোর ভক্তি করেন না। এছাড়া যত দেহধারী রয়েছে, তারা সকলেই ভক্তি করে। কারণ তারা হল রচনা। কেবল বাবা-ই হলেন রচয়িতা। এছাড়া এই চক্ষু দ্বারা যা কিছু দেখা যায়, এই ছবি ইত্যাদি সবকিছুই হল রচনা। এই কথাটাই প্রতি মুহূর্তে ভুলে যায়।

বাবা বোঝাচ্ছেন, এই অসীম জগতের উত্তরাধিকার তোমরা বাবাকে ছাড়া প্রাপ্ত করতে পারবে না। তোমরাই বৈকুণ্ঠের বাদশাহী প্রাপ্ত করো। ৫ হাজার বছর আগে ভারতে এদের রাজত্ব ছিল। ২৫০০ বছর ধরে সূর্যবংশী এবং চন্দ্রবংশীদের রাজধানী ছিল। তোমরা বাচ্চারাই জানো যে এটা তো কালকের কথা। এইসব কথা তো বাবা ছাড়া অন্য কেউ বলতে পারবে না। বাবা-ই হলেন পতিত-পাবন। কাউকে বোঝাতে গেলে অনেক পরিশ্রম করতে হয়। বাবা নিজেই বলেন যে কোটির মধ্যে কেউ বুঝবে। এই চক্রটাও বোঝানো হয়েছে। এই জ্ঞান সমগ্র দুনিয়ার জন্য। সিঁড়ির ছবিটাও খুব ভাল। কিন্তু তাও কিছু ব্যক্তি নিজের ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে। বাবা বুঝিয়েছেন যে যারা বিয়েবাড়ির জন্য হল ভাড়া দেয়, তাদেরকেও এই জ্ঞান বোঝাও এবং দৃষ্টি দাও। ভবিষ্যতে সকলেই এই জ্ঞান পছন্দ করবে। বাচ্চারা, তোমাদেরকে এই জ্ঞান বোঝাতে হবে। বাবা তো কারোর কাছে যাবেন না। ভগবানুবাচ - যে নিজে পূজারী, তাকে কখনোই পূজনীয় বলা যাবে না। কলিযুগে একজনও পবিত্র হতে পারে না। তাই যিনি সর্বোত্তম পূজনীয়, তিনিই এই পূজ্য দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপন করেন।

অর্ধেক কল্প পূজনীয় থাকার পরে অর্ধেক কল্পের জন্য পূজারী হয়ে যায়। এই বাবাও অনেক গুরু করেছিলেন। এখন বুঝেছেন যে ঐগুলো তো ভক্তিমার্গ ছিল। এখন সদগুরুকে পাওয়া গেছে, তিনিই পূজনীয় বানান। কেবল একজনকে নয়, সবাইকে বানান। সকল আত্মাই পূজ্য সতোপ্রধান হয়ে যায়। এখন তমোপ্রধান পূজারী হয়ে গেছে। এই পয়েন্টটা ভালো করে বুঝতে হবে। বাবা বলেন, কলিযুগে একজনও পবিত্র-পূজনীয় থাকতেই পারে না। সকলেই বিকারের দ্বারা জন্ম নেয়। এটা হল রাবণের রাজত্ব। এই লক্ষ্মী-নারায়ণও পুনর্জন্ম নেয়, কিন্তু ওরা হল পূজনীয়। কারণ ওখানে কোনো রাবণ থাকবে না। রাম রাজ্যের কথা তো প্রায়শই বলা হয়, কিন্তু রাম রাজ্য কখন হয় আর রাবণ রাজ্য কখন হয়, সে বিষয়ে কিছুই জানে না। এখন দেখ, কত রকমের সভা হয়ে গেছে। অমুক সভা, অমুক সভা। কোথাও কিছু প্রাপ্তি হলে, এক জায়গা ছেড়ে অন্য জায়গায় চলে যায়। তোমরা এখন পরশ-বুদ্ধি সম্পন্ন হচ্ছ। তার মধ্যে আবার কেউ ২০ শতাংশ হয়েছে, কেউবা হয়তো ৫০ শতাংশ। বাবা বুঝিয়েছেন যে এইভাবে রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। অবশিষ্ট সকল আত্মারা এখন ওপর থেকে আসছে। সার্কাসে কেউ খুব ভালো অভিনয় করে, কেউবা আবার একটু আধটু অভিনয় করতে পারে। এটা তো অসীম জগতের কথা। বাচ্চাদেরকে কত ভালোভাবে বোঝানো হয়। তোমরা বাচ্চারা এখানে রিফ্রেশ হওয়ার জন্য আসো, নিশ্চয়ই হওয়া খেতে আসো না। কেউ যদি কোনো পাথর-বুদ্ধি সম্পন্ন কাউকে নিয়ে আসে, তাহলে সে দুনিয়ার ভাইব্রেশনেই থাকে। তোমরা বাচ্চারা এখন বাবার শ্রীমং অনুসারে মায়ার ওপরে বিজয়ী হচ্ছ। প্রতি মুহূর্তে মায়া তোমাদের বুদ্ধিকে বিভিন্ন দিকে হটিয়ে দেয়। এখানে তো বাবা আকর্ষণ করেন। বাবা কখনোই কোনো ভুল কথা বলবেন না। বাবা তো সত্য, তাই না ? এখানে তোমরা সত্যের সঙ্গে বসে আছ। বাকি সকলেই অসত্য সঙ্গে রয়েছে। ঐগুলোকে সংসঙ্গ বললে খুব ভুল বলা হয়। তোমরা জানো যে কেবল বাবা-ই হলেন সত্য। মানুষ হয়তো সং পরমাত্মার পূজা করে, কিন্তু ওরা নিজেরাই জানে না যে কার পূজা করছে। এটাকে অন্ধশ্রদ্ধা বলা হয়। আগা খানের অনেক ফলোয়ার্স রয়েছে। সে যখন কোথাও যায়, তখন অনেক উপহার সামগ্রী পায়। এমনকি হীরে দিয়েও ওজন করা হয়। সাধারণত কাউকে এইভাবে হীরে দিয়ে ওজন করা সম্ভব নয়। সত্যযুগে হীরে-মানিক তো তোমাদের কাছে বাড়ি বানানোর পাথরের মতো হবে। এই দুনিয়ায় এমন কেউ নেই যে দানসামগ্রী রূপে হীরে প্রাপ্ত করে। মানুষের কাছে পয়সা অনেক আছে, তাই দান করে। কিন্তু পাপ আত্মাকে দান করার কারণে দাতার ওপরেও বোঝা চড়ে যায়। ওজামিলের মতো পাপী হয়ে যায়। এইসব কথা স্বয়ং ভগবান বসে থেকে বোঝাচ্ছেন, কোনো মানুষ নয়। তাই বাবা বলেছিলেন যে তোমাদের যত ছবি রয়েছে, সবগুলোর ওপরে যেন সর্বদা 'ভগবানুবাচ' কথাটা লেখা থাকে। সর্বদা লেখো - 'ত্রিমূর্তি শিব ভগবানুবাচ'। কেবল ভগবান লিখলেও মানুষের মনে সংশয় আসবে। ভগবান হলেন নিরাকার। তাই ত্রিমূর্তি কথাটা অবশ্যই লিখতে হবে। এতে কেবল শিববাবার নাম নয়, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শঙ্কর তিনজনের নাম-ই জড়িত আছে। বলা হয় - 'ব্রহ্মা দেবতায় নমঃ'। তাকে আবার গুরুও বলা হয়। শিব আর শংকরকে এক বলে দেয়। কিন্তু শংকর কিভাবে জ্ঞান শোনাবে। অমরকথার কাহিনীও রয়েছে। তোমরা সবাই পার্বতী। বাবা তোমাদের মতো সকল বাচ্চাদেরকে অর্থাৎ আত্মাদেরকে জ্ঞান দেন। ভক্তির ফল তো ভগবান-ই দেন। কেবল শিববাবা-ই রয়েছেন। ঈশ্বর, ভগবান ইত্যাদিও বলা উচিত নয়। শিববাবা কথাটা তো খুবই মিষ্টি। বাবা তো নিজেই বলেন - 'মিষ্টি বাচ্চারা'। সুতরাং তিনি তো আমাদের বাবা, তাই না?

বাবা বুঝিয়েছেন যে আত্মার মধ্যেই সংস্কার জমা হয়। আত্মা কখনোই নির্লিপ্ত নয়। যদি সেটাই হত, তাহলে পতিত হয় কিভাবে? নিশ্চয়ই প্রলেপ পড়ে। সেইজন্যই তো পতিত হয়ে যায়, ব্রষ্টাচারী বলা

হয়। দেবতারা হল শ্রেষ্ঠাচারী। তাদের গুণগান করে, তাদেরকে সর্বগুণ সম্পন্ন বলে। কিন্তু নিজেকে অধম-পাপী মনে করে। তাই নিজেকে দেবতা বলতে পারে না। বাবা এখন মানুষ থেকে দেবতা বানাচ্ছেন। গুরু নানকের গ্রন্থেও তাঁর মহিমা রয়েছে। শিখরা বলে - 'সং শ্রী অকাল'। যিনি অকাল মূর্তি, তিনিই সত্যিকারের সদগুরু। তাই কেবল তাঁকেই মানা উচিত। মুখে বলে এক, কিন্তু করে আরেক। অর্থ কিছুই বোঝে না। বাবা, অর্থাৎ যিনি সদগুরু এবং অকালমূর্তি, তিনি স্বয়ং এখন বসে থেকে বোঝাচ্ছেন। তোমাদের মধ্যেও বিভিন্ন ক্রম রয়েছে। সামনে বসে থেকেও কিছুই বোঝে না। কেউ আবার এখান থেকে বাইরে বেরোলেই সব ভুলে যায়। বাবা নিষেধ করছেন - বাচ্চারা, কখনো সাংসারিক পরনিন্দা-পরচর্চার কথা শুনো না। কেউ কেউ খুব খুশি হয়ে এইরকম কথাবার্তা শোনে আর শোনায়ে। বাবার মহাবাক্য ভুলে যায়। যে প্রকৃত ভালো সন্তান, সে নিজের সেবার ডিউটি সম্পূর্ণ করার পর আনন্দে ডুবে থাকে। বাবা বুঝিয়েছেন যে কৃষ্ণ আর খ্রিষ্টানের মধ্যে খুব ভালো সম্বন্ধ রয়েছে। কৃষ্ণের রাজত্ব হয়। লক্ষ্মী-নারায়ণ নাম তো পরবর্তী কালে দেওয়া হয়। বৈকুণ্ঠের কথা বললে তো সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণের কথাই স্মরণে আসবে। লক্ষ্মী-নারায়ণের কথাও মনে আসে না। কারণ কৃষ্ণ হল ছোট বাচ্চা। বাচ্চারা কিভাবে জন্ম নেবে, সেটাও তোমরা বাচ্চারা সাফাংকার করেছ। নার্সরা সামনেই দাঁড়িয়ে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে তাকে উঠিয়ে নিয়ে লালন-পালন শুরু করে দেয়। বাল্য অবস্থা, যুবা এবং বৃদ্ধাবস্থা - পৃথক পৃথক ভূমিকা থাকে। যেটা হয়ে গেছে সেটাই ড্রামাতে রয়েছে। এই বিষয়ে কোনো সংকল্প চালানো উচিত নয়। এই ড্রামাটা তো বানানোই আছে। আমরাও ড্রামার প্ল্যান অনুসারেই অভিনয় করছি। বাবা যেভাবে প্রবেশ করেন, সেভাবে মায়াও প্রবেশ করে। কেউ বাবার শ্রীমং অনুসরণ করে, কেউ আবার রাবণের মত অনুসরণ করে। রাবণ আসলে কেমন বস্তু ? কখনো কি দেখেছ ? কেবল ছবিতেই তো দেখা যায়। শিববাবার তো এইরকম রূপ আছে। কিন্তু রাবণের রূপ কেমন ? পাঁচ বিকার রূপী ভূত প্রবেশ করলেই রাবণ বলা হয়। এটা হল ভূত আর অসুরদের দুনিয়া। তোমরা জানো যে আমরা আস্তায়া এখন নিজেদেরকে শোধরাচ্ছি। এখানে তো শরীরটাও আসুরিক। শোধরাতে শোধরাতে আস্তায়া পবিত্র হয়ে যাবে। তখন এই খোলসটাকে ত্যাগ করে দেবে। তারপর তোমরা সত্যপ্রধান খোলস (শরীর) পেয়ে যাবে। কাঞ্চন-কায়া প্রাপ্ত হবে। কিন্তু সেটা তখনই হবে, যখন আস্তায়াও কাঞ্চনসম হবে। সোনা যদি নিখাদ হয়, তাহলে গয়নাও নিখাদ হবে। সোনাতে অনেক সময়ে খাদ মেশানো হয়। বাচ্চারা, এখন তোমাদের বুদ্ধিতে আদি-মধ্য-অন্তিমের জ্ঞান ঘুরছে। দুনিয়ার মানুষ তো কিছুই জানে না। ঋষি-মুনি সকলেই 'নেতি-নেতি' বলে চলে গেছেন। ওরা তো বলে - লক্ষ্মী-নারায়ণকে জিজ্ঞাসা করলে ওরাও 'নেতি-নেতি' করবে। কিন্তু এদেরকে তো জিজ্ঞাসা করাই সম্ভব নয়। কে জিজ্ঞাসা করবে? গুরুদেরকেই জিজ্ঞাস করা হয়। তোমরাও ওদেরকে এই প্রশ্নটা করতে পার। কাউকে বোঝানোর জন্য তোমরা কতই না পরিশ্রম করো। গলা খারাপ হয়ে যায়। বাবা তো বাচ্চাদেরকেই শোনাবেন - যারা বুঝতে পেরেছে। বাকিদের সাথে তো তিনি অযথা কোনো কথা বলবেন না। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ-সুমন, স্মরণ-ভালবাসা এবং সুপ্রভাত। আস্তাাদের পিতা ঔনার আস্তায়া রূপী সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্যসার:-

১) সেবার ডিউটি সম্পূর্ণ করার পরে নিজের মস্তিষ্কে(অলৌকিক আনন্দে) থাকতে হবে। ব্যর্থ কথাবার্তা শোনা অথবা শোনানো উচিত নয়। কেবল বাবার মহাবাক্য-ই স্মৃতিতে রাখতে হবে। সেইগুলো ভুলে গেলে চলবে না।

২) সর্বদা খুশিতে থাকার জন্য রচনা এবং রচয়িতার জ্ঞান যেন সর্বদা বুদ্ধিতে ঘুরতে থাকে, অর্থাৎ ওই বিষয়েই মনন-চিন্তন করতে হবে। কোনো বিষয়েই যাতে সংকল্প না চলে - এর জন্য ড্রামাকে ভালোভাবে বুঝে অভিনয় করতে হবে।

বরদান :- দাতার দান-কে স্মৃতিতে রেখে সকল আকর্ষণ থেকে মুক্ত, আকর্ষণের প্রতিমূর্তি ভব কিছু কিছু বাচ্চা বলে - অমূকের প্রতি আমার কোনো মোহ নেই, কিন্তু এর মধ্যে এই গুণটা খুব ভাল আছে, অথবা এর মধ্যে সেবা করার অনেক বিশেষত্ব রয়েছে। কিন্তু কোনো ব্যক্তি কিংবা বৈভবের দিকে বারবার সংকল্প যাওয়াকেও আকর্ষণ বলা হবে । যে কোনো বিশেষত্ব, গুণ কিংবা সেবাকে দেখার সময়ে দাতা-কে ভুলে যেও না। 'এটা তো দাতা-র দান' - এই স্মৃতিটাই আকর্ষণ থেকে মুক্ত, আকর্ষণের প্রতিমূর্তি বানিয়ে দেবে। কারো দ্বারাই প্রভাবিত হবে না।

স্লোগান:- এমন আধ্যাত্মিক সমাজ সেবক হও, যাতে দিকব্রান্ত আত্মাদেরকে ঠিকানা দিতে পারো, ভগবানের সাথে মিলন করিয়ে দিতে পারো।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- এ হল পূর্ব নির্ধারিত নাটক, এই নাটক থেকে একটি আত্মাও নিষ্কৃতি পেতে (বেরিয়ে যেতে) পারে না, মোক্ষ (চিরস্থায়ী মুক্তি) কেউ-ই পেতে পারে না"

প্রশ্ন :- উচ্চতমেরও উচ্চ পতিত-পাবন বাবা কীভাবে ভোলানাথ হন ?

উত্তর :- বাচ্চারা, তোমরা তাঁকে এক মুঠো চাল দিয়ে পরিবর্তে রাজমহল নিয়ে নাও, তাই বাবাকে ভোলানাথ বলা হয়। তোমরা বল যে, শিববাবা হল আমাদের পুত্র, আর সেই পুত্র এমন যে কখনো কিছু নেয় না, সর্বদা দিতেই থাকে। ভক্তিতে বলা হয়, যে যেমন কর্ম করে সে তেমনই ফল পায়। কিন্তু ভক্তিতে তো অল্পসময়ের জন্য ফল পাওয়া যায়। জ্ঞান-এ তোমরা সবকিছুই বুঝে কর তাই সদাকালের জন্য ফল প্রাপ্ত কর।

ওম শান্তি । আত্মা-রূপী (রুহানী) বাচ্চাদের সঙ্গে আত্মিক পিতা আত্মিক বার্তালাপ করছেন বা এমনও বলা যেতে পারে যে আত্মিক পিতা, তাঁর সন্তানদের রাজযোগ শেখাচ্ছেন। তোমরা এসেছ অসীম জগতের পিতার কাছ থেকে রাজযোগ শিখতে, তাই বুদ্ধি বাবার দিকেই চলে যাওয়া উচিত। এই হল বাচ্চাদের উদ্দেশ্যে পরমাত্ম-জ্ঞান। শালগ্রামেদের উদ্দেশ্যে ভগবানুবাচ। আত্মাদেরই শুনতে হবে, তাই আত্ম-অভিমানী হতে হবে। পূর্বে তোমরা দেহ-অভিমানী ছিলে। বাচ্চারা, এই পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগেই বাবা এসে তোমাদের আত্ম-অভিমানী বানান। আত্ম-অভিমানী আর দেহ-অভিমানীর মধ্যে পার্থক্য তো তোমরা বুঝতে পেরে গেছ। বাবা-ই বুঝিয়েছেন যে, আত্মাই শরীর দ্বারা তার ভূমিকা(পার্ট) পালন করে। পড়াশোনা করে আত্মা, শরীর পড়ে না। কিন্তু দেহ-অভিমানের কারণে মনে করে অমুকে পড়ায়। বাচ্চারা, তোমাদের যিনি পড়ান তিনি হলেন নিরাকার। ওঁনার নাম শিব। শিববাবার নিজস্ব শরীর হয় না। আর সকলেই বলবে যে, আমার শরীর। একথা কে বলে? আত্মা বলে যে, এটা আমার শরীর। বাকি ওইসব হল লৌকিক(পার্থিব) পড়াশোনা। তাতে অনেক প্রকারের সাবজেক্ট রয়েছে। বি. এ ইত্যাদি কত নাম রয়েছে। এখানে একটাই নাম, আর পড়াও পড়ান একজনই। একমাত্র বাবাই এসে পড়ান, তাই বাবাকেই স্মরণ করতে হবে। অসীম জগতের পিতা আমাদের পড়ান, ওঁনার নাম কি? ওঁনার নাম শিব। এমন নয় যে তিনি নাম-রূপের উর্ধ্ব (ন্যায়াারা)। মানুষের নামকরণ তো তার শরীরের উপর হয়। বলা হবে যে, অমুকের এই শরীর। তেমনভাবে শিববাবার নাম হয় না। মানুষের নামই তার শরীরের উপরে হয়, নিরাকার পিতা হলেন একজনই যাঁর নাম শিব। যখন পড়াতে আসেন তখনও তাঁর নাম শিবই থাকে। এই শরীর তো ওঁনার নয়। ভগবান একজনই, ১০-১২জন নয়। উনি হলেন এক কিন্তু মানুষ ওঁনার ২৪ অবতারের কথা বলে। বাবা বলেন, আমাকে অনেক বিভ্রান্ত করেছে। পরমাত্মাকে মাটির বাসনের ভাঙা টুকরোতে, পাথরের টুকরোতে, সবের মধ্যে রয়েছে বলেছ। যেমন ভক্তিমার্গে তোমরা বিভ্রান্ত হয়েছ, তেমনই আমাকেও বিভ্রান্ত করেছে। ড্রামা অনুসারে তাঁর কথা বলার ভঙ্গি কত শীতল। তিনি বোঝান যে, তোমরা সকলে আমার কত অপকার করেছে, আমার কত গ্লানি করেছে। মানুষ বলে যে, আমরা নিষ্কাম সেবা করি, আর বাবা বলেন, আমি ছাড়া আর কেউই নিষ্কাম সেবা করতে পারে না। আর যে করতে পারে সে অবশ্যই ফল পায়। এখন তোমরা ফল প্রাপ্ত করছ। গায়নও রয়েছে যে, ভক্তির ফলও ভগবান দেবেন, কারণ ভগবান হলেন জ্ঞানের সাগর। ভক্তিতে অর্ধ-কল্প তোমরা অনেক কর্মকান্ড (উপাচার) করে এসেছ। এখন এই জ্ঞানই হল পড়াশোনা। এই পড়া(জ্ঞান) একবারই

পাওয়া যায় আর তা একমাত্র বাবার কাছ থেকেই। বাবা এই পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগে একবারই এসে তোমাদের পুরুষোত্তম বানিয়ে দিয়ে যান। এ হল জ্ঞান আর ওটা হল ভক্তি, আধাকল্প তোমরা ভক্তি করেছিলে, আর এখন যারা ভক্তি করে না, তাদের এই ভ্রম হয় যে কি জানি, ভক্তি করিনি বলেই অমুকে মারা গেছে, অসুস্থ হয়ে পড়েছে। কিন্তু সেইরকম কিছু হয় না।

বাবা বলেন -- বাচ্চারা, তোমরা ডেকেই চলেছ যে বাবা এসো, এসে অপবিত্রদের পবিত্র করে সকলের সঙ্গতি করো। তাই এখন আমি এসেছি। ভক্তি আলাদা, জ্ঞান আলাদা। ভক্তির জন্য আধাকল্প হয় রাত, জ্ঞানের জন্য আধাকল্প হয় দিন। রাম রাজ্য আর রাবণ রাজ্য দুই-ই অসীম। দুটির-ই সময়সীমা সমান। এইসময়(মানুষ) ভোগী হওয়ার জন্য দুনিয়ার (জনসংখ্যা) বৃদ্ধি অধিকমাত্রায় হয়, আর আয়ুষ্কাল কম হয়। বৃদ্ধি যাতে অধিকমাত্রায় না হয় তারজন্য আবার ব্যবস্থাও করে। বাচ্চারা, তোমরাই জানো যে এতো বড় দুনিয়াকে কম করা এতো একমাত্র বাবার-ই কাজ। বাবা আসেনই কম করতে। আহ্বান করা হয় যে, বাবা এসো অধর্ম বিনাশ কর অর্থাৎ সৃষ্টিকে (জনসংখ্যা) কম কর। দুনিয়া তো জানেই না যে বাবা কত কম করে দেয়। অতি অল্পসংখ্যক মনুষ্য থেকে যায়। বাকি সব আত্মারা নিজের ঘরে চলে যায়, পুনরায় নশ্বরের ক্রমানুসারে নিজের ভূমিকা পালন করতে আসে। নাটকে যার পার্ট যত দেরীতে থাকে, সে ঘর থেকেও আসে তত দেরীতে। নিজের কাজ-কর্ম ইত্যাদি সম্পূর্ণ করে পরে আসে। নাটকের কুশীলব-রাও(পার্টধারী) নিজের কাজ-কর্ম করে, আবার সময় মতো এসে নাটকে নিজের ভূমিকাও (পার্ট) পালন করতে চলে আসে। তোমাদেরও তেমনই হয়, পরে যাদের পার্ট তারা পরে আসে। যাদের প্রথম-প্রথম অর্থাৎ শুরুতেই পার্ট রয়েছে তারা সত্যযুগের আদিতেই আসে। দেখো, পরে যারা আসার তারা এখনও এসেই চলেছে। শাখা-প্রশাখারা শেষপর্যন্ত আসতেই থাকে।

বাচ্চারা, এইসময়েই তোমাদের জ্ঞানের কথা বোঝানো হয় আর প্রত্যুষে যখন স্মরণ(ইয়াদ) করতে বসো, তখন হয় ড়িল। আত্মাকে নিজের পিতাকে তো স্মরণ করতেই হবে। 'যোগ' অক্ষরটি ছেড়ে দাও। এতেই সবাই মুষড়ে পড়ে। বলে যে, আমাদের যোগ লাগে না। বাবা বলেন -- আরে! বাবাকে তোমরা স্মরণ করতে পারো না! এটা কি ভাল কথা। স্মরণ না করলে পবিত্র হবে কিভাবে? বাবা-ই হলো পতিত-পাবন। বাবা এসে ড্রামার আদি-মধ্য-অন্তের রহস্য বোঝান। এ হলো বিভিন্ন ধর্মের আর বিভিন্ন মানুষের বৃক্ষ। সমগ্র সৃষ্টিতে যত মনুষ্য রয়েছে সবাই স্ব-স্ব ভূমিকা পালনকারী (পার্টধারী)। কত কত মানুষ, গণনা করা হয় -- এক বছরে এত কোটি জন্ম হয়ে যাবে। এতো জায়গা কোথায় ! তখন বাবা বলেন আমি আসিই সীমিত সংখ্যক করতে। যখন সব আত্মারা উপর থেকে চলে আসে তখন আমাদের ঘর খালি হয়ে যায়। বাকিরাও যারা থাকে তারাও চলে আসে। বৃক্ষ কখনও শুকায় না, এর বৃদ্ধি অব্যাহত থাকে। শেষে যখন কেউ ওখানে থাকবে না, তখন সবাই ফিরে যাবে। নতুন দুনিয়ায় মানুষের সংখ্যা কত অল্পমাত্রায় ছিল, এখন কত অধিকসংখ্যক মানুষ। শরীর তো সকলের বদলে যায়। কিন্তু তারাও জন্ম সেখানেই নেবে যেখানে প্রতি কল্পে নেয়। এই ওয়ার্ল্ড ড্রামা কিভাবে চলে, বাবা ব্যতীত আর কেউ তা বোঝাতে পারে না। বাচ্চারাও পুরুষার্থের নশ্বর অনুসারে বোঝে। অসীম জগতের নাটক কত বড়। এ অনেক বোঝার মতো বিষয়। অসীম জগতের পিতা তো জ্ঞানের সাগর। বাকি আর সব তো সীমিত। ওরা কিছু বেদ-শাস্ত্র ইত্যাদি লেখে কিন্তু অনেক তো রচনা করতে পারবে না। তোমরা যদি লিখতে থাকো তবে শুরু থেকে নিয়ে কত লম্বা-চওড়া গীতা হয়ে যাবে। আর সব ছাপানো হলে তো একটি বাড়ীর

থেকেও বড় গীতা তৈরী হয়ে যাবে। তাই মহিমাও করা হয়, সাগর-কে কালি বানাও..... আবার এও বলা হয় যে পাখিরা সাগরকে গ্রাস করে নিয়েছে। তোমরাই হলে পাখি, জ্ঞানের সমগ্র সাগরকেই পান করে নিচ্ছে। তোমরা এখন ব্রাহ্মণ হয়েছো। এখন তোমরা জ্ঞান প্রাপ্ত করছ। জ্ঞানের দ্বারা সবকিছু জেনে গেছো। প্রতি কল্পেই তোমরা এখানে পঠন-পাঠন কর, তাতে কিছু কম-বেশী হয় না। যে যতটা পুরুষার্থ করে, তার ততটাই প্রালব্ধ তৈরী হয়। প্রত্যেকেই বুঝতে পারে যে আমরা কতটা পুরুষার্থ করে কিরকম পদ প্রাপ্ত করার উপযুক্ত হয়েছি। স্কুলেও নম্বরের ক্রমানুসারে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। সূর্যবংশীয়-চন্দ্রবংশীয় দুই-ই হয়। যারা উত্তীর্ণ হতে পারে না তারা চন্দ্রবংশীয়। কেউ জানে না যে রামের হাতে বাণ(তীর-ধনুক) কেন দেখানো হয়েছে? মারামারির(হিংসার) এক হিস্টি তৈরী করে দিয়েছে। এইসময়েই মারামারি হয়। তোমরা জানো, যে যেমন কর্ম করে সে তেমনই ফল পায়। যেমন কেউ যদি হাসপাতাল বানিয়ে দেয় তাহলে পরজন্মে তার আয়ু বৃদ্ধি পাবে আর সে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হবে। কেউ যদি ধর্মশালা, স্কুল তৈরী করে সেও আধাকল্প সুখ পাবে। বাচ্চারা যখন এখানে আসে তখন বাবা জিজ্ঞাসা করেন যে, তোমাদের কয়টি সন্তান? তখন(কেউ হয়তো) বলে ৩টি লৌকিক আর এক শিববাবা, কারণ তিনি অবিনাশী উত্তরাধিকার দেন আর নিয়েও নেন। হিসাব রয়েছে। বস্তুতঃ তিনি কিছুই নেন না, তিনি তো দাতা। এক মূঠা চাল দিয়ে তোমরা মহল নিয়ে নাও, তাই তিনি ভোলানাথ। তিনি হলেন পতিত-পাবন জ্ঞানের সাগর। এখন বাবা বলেন, এই যে ভক্তিমার্গের যত শাস্ত্র রয়েছে, আমি এর সারমর্ম বোঝাই। ভক্তির ফল আধাকল্পের জন্য প্রাপ্ত হয়। সন্ন্যাসীরা বলে, এই সুখ কাক-বিষ্ঠা সমান, তাই তারা ঘর-পরিবার ত্যাগ করে জঙ্গলে চলে যায়। তারা বলে, এই স্বর্গের সুখ চাই না, যাতে পুনরায় নরকে আসতে হয়। আমাদের মোক্ষ(চিরস্থায়ী মুক্তি) চাই। কিন্তু একথা মনে রেখো যে, এ হল অসীম জগতের নাটক। এই নাটকের থেকে একটি আত্মাও বেরিয়ে(নিষ্কৃতি পেতে পারে না) যেতে পারবে না, এ হল পূর্ব-নির্ধারিত। তাই তো গায়ন(স্মরণ) করা হয়, যা পূর্ব-নির্ধারিত, তাই পুনরায় তৈরী হচ্ছে..... কিন্তু ভক্তিমার্গে চিন্তা করতে হয়। যা কিছু অতিক্রান্ত(পাস) হয়ে গেছে তা পুনরায় হবে। তোমরা ৮৪ জন্মের চক্রকে পরিক্রমা কর। এই পরিক্রমণ কখনও বন্ধ হয় না, এ পূর্ব-নির্দিষ্ট। এতে তোমরা নিজেদের পুরুষার্থ কিভাবে উড়িয়ে(বন্ধ) দিতে পারো? বললেই তো তোমরা বেরিয়ে যেতে পারো না। মোক্ষ বা চিরস্থায়ী মুক্তি পাওয়া, জ্যোতি মহাজ্যোতিতে বিলীন হয়ে যাওয়া, ব্রহ্মতে লীন হয়ে যাওয়া --- এ সব একই ব্যাপার। অনেক মত রয়েছে, অনেক ধর্ম রয়েছে। ওরা আবার বলে যে,তোমার মতি-গতি তুমিই জানো। তোমার শ্রীমত অনুসারে চলেই আমরা সন্নতি প্রাপ্ত করি। একথা একমাত্র তুমিই জানো, আর তুমি যখন আসো তখনই আমরা জানি এবং পবিত্র হই। আমরা পঠন-পাঠন করি আর আমাদের সন্নতি হয়। যখন সন্নতি হয়ে যায় তখন কেউ (বাবাকে) ডাকে না। এইসময়েই সকলের উপর দুঃখের পাহাড় ভেঙ্গে পড়েছে। ওরা(অজ্ঞানীরা) তো বিনা কারনে রক্তপাতের খেলা দেখায় আর গোবর্ধন পর্বতও দেখায়। দেখায় যে, অঙ্গলী দিয়ে ছুঁয়ে পর্বত উঠিয়েছে। কিন্তু তোমরাই এর প্রকৃত অর্থ জানো। তোমরা অতি অল্পসংখ্যক বাচ্চারা এই দুঃখের পাহাড়কে সরিয়ে দাও। দুঃখও সহ্য কর।

তোমাদেরই সকলকে বশীকরণ মন্ত্র দিতে হবে। কথিত আছে যে, তুলসীদাস চন্দন ঘষে..... (তিলক দেওয়ার জন্য) আর রাজ্য-ভাগ্যের তিলক তোমরা প্রাপ্ত কর নিজ-নিজ পরিশ্রমের (পুরুষার্থ) দ্বারা। তোমরা এখন রাজ্য প্রাপ্ত করার জন্য পড়ছো। রাজযোগ অর্থাৎ যার দ্বারা রাজ্য-ভাগ্য প্রাপ্ত হয় আর তা পড়ান একমাত্র বাবা। তোমরা এখন ঘরে বসে রয়েছে, এ কোনো দরবার নয়।

দরবার তাকে বলে যেখান রাজা-মহারাজারা সম্মিলিত হন। এ হলো পাঠশালা। বোঝানোও হয় যে, কোনো ব্রাহ্মণী এখানে বিকারীকে আনতে পারবে না। অপবিত্র বায়ুমন্ডলকে খারাপ করে দেবে, তাই এখানে তাদের আসার অনুমতি নেই। যখন পবিত্র হবে, তখন অনুমতি দেওয়া হবে। এখন অবশ্য কিছু মানুষকে অনুমতি দেওয়া হয়। যদি এখান থেকে গিয়েও অপবিত্র রয়ে যায় তাহলে ধারণা হবে না। এ হলো নিজেই নিজেকে অভিশপ্ত করা। বিকার হলো রাবণের মত। (পরমাত্মা) রামের মত পরিত্যাগ করে রাবণের মত-কে অনুসরণ করে বিকারী হয়ে প্রসূর-সম(বিবেক-বুদ্ধিহীন) হয়ে পড়েছে। এমন অনেক গালগল্প গরুড়-পুরাণে লিখিত রয়েছে। বাবা বলেন, মানুষ, মানুষই হয়, জন্তু জানোয়ার ইত্যাদি হয় না। পড়াশোনার মধ্যে অঙ্কশ্রদ্ধার(কুসংস্কার) কোনো ব্যাপারই নেই। এ হল তোমাদের পড়াশোনা। স্টুডেন্টরাই পড়াশোনা করে উত্তীর্ণ(পাশ) হয়ে উপার্জন করে। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাত-পিতা বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ ও সুপ্রভাত। আত্মিক পিতা তাঁর আত্মা-রূপী সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার:-

১) মনকে বশীভূত করবার মন্ত্র (বশীকরণ মন্ত্র) সকলকে দিতে হবে। ঈশ্বরীয় পঠন-পাঠনের পরিশ্রমের দ্বারা রাজ্য-ভাগ্যের তিলক নিতে হবে। এই দুঃখের পাহাড়কে সরানোর জন্য নিজের অঙ্গুলী(সহযোগ) দিতে হবে।

২) সঙ্গমযুগে পুরুষোত্তম হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করতে হবে। বাবাকে স্মরণের, ড্রিল করতে হবে। এছাড়া শুধু যোগ-যোগ বলে মুমুড়ে(বিদ্রান্ত) পড়বে না।

বরদান :- পরমাত্ম-জ্ঞানের নবীনত্ব "পবিত্রতা"-কে ধারণকারী সর্ব আকর্ষণমুক্ত ভব

বিস্তার :- এই পরমাত্ম-জ্ঞানের নবীনত্বই হল পবিত্রতা। তোমরা আধ্যাত্মিক নেশায় বিভোর হয়ে বোলো যে, অগ্নি-কার্পাস(তুলো) একত্রিত থাকলেও আগুন(বিকার)লাগতে পারে না। বিশ্বের কাছে তোমাদের সকলের এই চ্যালেঞ্জই রয়েছে যে, পবিত্রতা ব্যতীত কেউই যোগী বা জ্ঞানী আত্মা হতে পারে না, তাই পবিত্রতা অর্থাৎ সর্ব আকর্ষণমুক্ত। কোনো ব্যক্তি বা উপকরণের প্রতিও যেন আকর্ষণ না থাকে। এমন পবিত্রতা দ্বারাই প্রকৃতিকে পবিত্র করার সেবা করতে পারবে।

স্লোগান:- পবিত্রতা হল তোমাদের জীবনের প্রধান ভিত, তাই যদি মৃত্যুবরণও করতে হয় তথাপি নিজের ধর্মকে(আত্মার স্বধর্ম) পরিত্যাগ করবে না।

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবার প্রেম তো সব বাচ্চাদের প্রতি আছে, কিন্তু যারা বাবার উপদেশ অবিলম্বে মেনে নেয়, তাদের প্রতি বাবার টান থাকে। গুণবান বাচ্চাদের প্রতি বাবার প্রেমের আকর্ষণ থাকে"

প্রশ্ন :- বাবা কোন চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছেন ?

উত্তর : - সবাইকে ফুল (গুণগুণ) বানিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার চুক্তি (কন্ট্রাক্ট) একমাত্র বাবার। বাবার মতো কনট্রাক্টর আর কেউ নেই। উনিই সবার মোক্ষ লাভ করাতে আসেন। বাবা সার্ভিস ব্যাভীত থাকতে পারেন না। তাই বাচ্চাদেরও সার্ভিসের প্রমাণ দিতে হয়। যা কিছু শুনছো - তার অবহেলা করবে না।

ওম্ শান্তি। আত্মাদের পিতা আত্মা স্বরূপ বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন - বাচ্চারা, নিজেদের আত্মা মনে করে বসো। এটা এক বাবা-ই বোঝান আর কোনো মানুষ কাউকে বোঝাতে পারবে না। নিজেকে আত্মা মনে করো- এটা পাঁচ হাজার বছর পরে বাবা নিজে এসে শেখাচ্ছেন। এটাও তোমরা অর্থাৎ বাচ্চারা জানো। কারোরই জানা নেই যে এটা হল পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগ। বাচ্চারা, তোমাদের স্মরণে থাকে যে আমরা পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগে আছি, এটাও মন্বনানুবই (মনে মনে স্মরণ করার যোগ্য হও) হলো। বাবা বলেন-আমাকে স্মরণ করো, কারণ এখন ফিরে যেতে হবে। ৮৪ জন্ম এখন সম্পূর্ণ হয়েছে, এখন সতোপ্রধান হয়ে ফিরে যেতে হবে। কেউ তো একদমই স্মরণ করে না। বাবা তো প্রত্যেকের পুরুষার্থ কে ভালো ভাবে জানেন। এদের মধ্যেও বিশেষ কেউ এখানে আছে বা বাইরে আছে। বাবা জানেন যদিও এখানে বসে দেখছি কিন্তু মিষ্টি মিষ্টি যে সার্ভিসেবল বাচ্চারা আছে, তাদের স্মরণ করছি। দেখছিও তাদের, এরা কোন্ ধরনের ফুল, এদের মধ্যে কি-কি গুণ আছে? কেউ তো এমনও আছে যার মধ্যে কোনো গুণ নেই। এখন এদের কে দেখে বাবা কি করবেন। বাবা হলেন চুম্বক-পিওর আত্মা, তাই অবশ্যই আকর্ষণ করবেন। কিন্তু বাবা ভিতরে কি আছে জানেন, বাবা নিজের সমস্ত হিসাব-নিকাশ বলেন, তাই বাচ্চারাও বলে। বাবা বলেন আমি তোমাদের বিশ্বের মালিক করার জন্য এসেছি। তবুও যে যেমন পুরুষার্থ করবে। পুরুষার্থ যাই করো না কেন, সেটা জানা চাই। বাবা লেখেন- সবার অকুপেশন লিখে পাঠাও অথবা ওনাকে লিখে পাঠাও। যে সঠিক, বুঝদার ব্রাহ্মণী হয়, সে সব লিখে পাঠায়- কি ব্যবসা করছে, কি আমদানি করছে ? বাবা নিজের সব কিছু বলেন আর সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান শোনান। সবার অবস্থাকে জানে। কতো প্রকারের ভ্যারাইটি ফুল। (একেকটা ফুল দেখিয়ে) দেখো, কিরকম রয়্যাল ফুল। এখন এরকম সুগন্ধ, আবার যখন সম্পূর্ণ রূপে প্রস্ফুটিত হবে তখন ফার্স্ট ক্লাস শোভনীয় হয়ে উঠবে। তোমরাও এই লক্ষ্মী-নারায়ণের মতো যোগ্য হয়ে যাবে। তাই বাবা দেখতে থাকেন, এমন না যে সকলকে সার্চ লাইট দেন। যে যেমন, তেমনি আকর্ষণ করেন, যার মধ্যে কোনো গুণ নেই সেখানে কি আর আকর্ষণ করবেন। ঐরকম ভাবে ওখানে গিয়ে পাই-পয়সার পদ পাবে। বাবা প্রত্যেকের গুণকে দেখেন আর ভালোবাসাও দেন। ভালবাসায় চোখ ভিজে যায়। সার্ভিসেবল এরা, কতো সার্ভিস করে। এদের সার্ভিস ব্যাভীত আরাম হয় না। কেউ তো আবার সার্ভিস করা জানেও না। যোগে বসে না। জ্ঞানের ধারণা নেই। বাবা মনে করেন- এ কি পদ পাবে। কিছুই লুকানো থাকতে পারে না। বাচ্চারা যারা খুব বুদ্ধিমান, সেন্টার সামলায়, তাদের একেক জনের হিসাব -নিকাশ পাঠানো দরকার। তবে বাবা বুঝবেন পুরুষার্থী কতোটা এগিয়েছে। বাবা তো জ্ঞানের সাগর। বাচ্চাদের জ্ঞান প্রদান করেন। কে কতটা

জ্ঞান ধারণ করে, গুণবান হয়-সেটা শীঘ্রই জানতে পারা যায়। বাবার প্রেম সকলের প্রতিই আছে। এর উপর একটি গান আছে- তোমার কাঁটার উপরেও প্রেম, তোমার ফুলের উপরেও প্রেম। নম্বর অনুযায়ী তো হবে। তাই বাবার প্রতি কতো নিবিড় প্রেম (লভ) থাকা চাই। বাবা যা বলবেন সেটা অতি শীঘ্র করে দেখালে তো বাবাও বুঝবেন যে বাবার প্রতি প্রেম(লভ) আছে। তিনি আকর্ষণ অনুভব করবেন। বাবার আকর্ষণ এমনি যে একদম আটকে যাবে। কিন্তু যতক্ষণ না জং সরবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আকৃষ্টও হবে না। আমি এক-এক জনকে দেখি।

বাবার সেবার উপযুক্ত (সার্ভিসেবল) বাচ্চা চাই। বাবা তো সেবার (সার্ভিসের) জন্যই আসেন। পতিত যে তাকে পবিত্র করে তোলেন, এটা তোমরা জানো, দুনিয়ার আর সকলে জানে না কারণ তোমরা সংখ্যায় খুব কম। যতক্ষণ যোগ না হবে ততক্ষণ আকর্ষণও অনুভব হবে না। সেরকম পরিশ্রম খুব কম করে। কোনো না কোনো ব্যাপারে আটকে পড়ে। এটা সেই সংসঙ্গ নয় যে, যেখানে কিছু শুনলেই সেটাতেই সাধু সাধু করবে। সর্বশাস্ত্র মধ্যে শিরোমণি এক গীতা। গীতাতেই রাজযোগ আছে। বিশ্বের মালিক তো বাবাই। বাচ্চাদের বলতে থাকি গীতার মাধ্যমেই প্রভাব পড়বে, কিন্তু এর শক্তিও চাই। যোগবলের ধার ভালো থাকা চাই,যাতে কি না তোমরা দুর্বল। এখনো অল্প সময় আছে। বলা হয়- তুমি মধুর হলে অন্যেও তোমার প্রতি মধুর হবে... আমাকে ভালোবাসলে আমিও ভালোবাসবো। এ হল আত্মার প্রেম। এক বাবার স্মরণে থাকো, এই স্মরণেই বিকর্ম বিনাশ হবে। কেউবা তো একদমই স্মরণ করে না। বাবা বোঝান এখানে ভক্তির ব্যাপার নেই। এটা হলো বাবার রথ, এনার দ্বারা শিববাবা পড়ান। শিববাবা বলেন না যে আমার পা ধুয়ে জল পান করো। ব্রহ্মা বাবা তো পায়ে হাত দিতেও দিতেন না। পায়ে হাত দিয়ে কি হবে ? বাবা তো হলেন সবার মুক্তিদাতা। কোটির মধ্যে কেউই মাত্র এই কথা বুঝবে। পূর্ব কল্পে যে কোটির মধ্যে এক ছিল সেই বুঝবে। ভোলানাথ বাবা এসে সহজ সরল মাতাদের জ্ঞান দিয়ে জাগিয়ে তোলেন। বাবা একদম উচ্চ স্থানে চড়িয়ে দেন- মুক্তি আর জীবন মুক্তির মাধ্যমে। বাবা শুধুমাত্র বলেন, বিকার গুলি ত্যাগ করো। এই বিষয়কে কেন্দ্র করে শোরগোল হয়। বাবা বোঝান-- নিজেকে দেখো, আমার মধ্যে কি কি অবগুণ আছে ? ব্যবসায়ীরা রোজ নিজেরা হিসাব-নিকাশ করে লাভ-লোকসান বের করে। তোমরাও হিসেব রাখো যে কতটা সময় অতি প্রিয় বাবা, যিনি আমাদের বিশ্বের মালিক করেন, তাঁকে স্মরণ করেছি ? দেখবে, কম স্মরণ করেছি তো নিজের থেকেই লজ্জা বোধ হবে যে এরকম করেছি, ঐরকম বাবাকে আমি স্মরণ করিনি ! আমাদের বাবা সব থেকে ওয়ান্ডারফুল ! সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে স্বর্গও সব থেকে ওয়ান্ডারফুল। ওরা তো স্বর্গকে লক্ষ বছরের বলে দেয় আর তোমরা বলবে ৫ হাজার বছর। কিরকম রাত-দিনের পার্থক্য। যারা খুবই পুরানো ভক্ত তাদের কাছে বাবা সমর্পিত হন, অনেক ভক্তির ফল স্বরূপে। ব্রহ্মা বাবা এই জন্মেও সঙ্গে গীতা রাখতেন আর নারায়ণের চিত্রও রাখতেন। লক্ষ্মীকে দাসী হয়ে থাকার থেকে মুক্ত করে দিয়ে কতো খুশীতে থাকেন। যেমন আমরা এই শরীর ত্যাগ করে সত্যযুগে গিয়ে দ্বিতীয় ধারণ করবো। বাবার মধ্যেও খুশী থাকে যে আমি গিয়ে সুন্দর প্রিন্স হবো। পুরুষার্থও করাতে থাকেন। বিনা পরিশ্রমে কিভাবে ঐ রূপ তৈরী হবে ? তোমরাও ভালো করে বাবাকে স্মরণ করলে স্বর্গের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করবে। কেউ তো না পড়ে, না দৈবী গুণ ধারণ করে। হিসেবই রাখে না। যে উঁচু পদ পাবে সেই সমগ্র হিসাব রাখবে। তা নয়তো শুধু মাত্র জাহির করবে। ১৫ - ২০ দিন পরেই লেখা ছেড়ে দেয়। এক্ষেত্রে তো পরীক্ষা ইত্যাদি সব হল গুপ্ত। প্রত্যেকের কোয়ালিফিকেশনকে বাবা জানেন। বাবার কথা অতি শীঘ্র মেনে নিলে তো বলা হবে আশ্চর্যকারী, অনুগত। বাবা বলেন এখন বাচ্চাদের অনেক কাজ করতে হবে। কতো ভালো ভালো

বাচ্চারাও বিচ্ছেদ করে চলে যায়। শিব বাবা কখনোই কাউকে ডিভোর্স দেবেন না। তিনি তো ড্রামা অনুযায়ী এসেছেনই বড় চুক্তি (কন্ট্রাক্ট) নিয়ে। আমি হলাম সবচেয়ে বড় ঠিকাদার (কনট্রাক্টর)। সবাইকে ফুল বানিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে যাব। বাচ্চারা তোমরা জানো পতিত কে পবিত্র করার মতো কনট্রাক্টর এক জনই আছেন। উনি তোমাদের সামনে বসে আছেন। কারোর কতো নিশ্চয় থাকে, কারোর একদমই না। আজ এখানে আছে, কাল চলে যাবে, এমনই আচার আচরণ। ভিতরে ভিতরে অবশ্যই মনে ডাক দেবে, আমি বাবার কাছে থেকে, বাবার হয়ে কি করছি। কিছু সার্ভিস না করলে কি পাবে। রুটি করা, সজ্জি করা এ তো আগেও করতে। নতুন কিছু কোথায় করলে ? সার্ভিসের প্রমাণ দিতে হবে। কতো রাস্তা বলেছি।

এই ড্রামা বড় বিস্ময়কর (ওয়ান্ডারফুল) ভাবে রচিত হয়েছে। যা কিছু হচ্ছে তোমরা প্র্যাকটিক্যালি দেখছ। শান্ত্রে তো কৃষ্ণের চরিত্র লিখে দিয়েছে, কিন্তু চরিত্র হল এক বাবার। উনিই সকলকে মোক্ষ লাভ করান। ওঁনার মতো চরিত্র কারও হতে পারে না। যে কোনো চরিত্রই ভালো হওয়া চাই। কাউকে হরণ করা, এটা করা ওটা করা (মাখন চুরি করে খাওয়া, মটকা ভেঙে দেওয়া) – এটা কোনো চরিত্র হল না। সকলের সঙ্গতি দাতা হলেন একমাত্র বাবা। উনি প্রতি কল্পে এসে স্বর্গের স্থাপনা করেন। লক্ষ বছরের কোনো ব্যাপার নেই।

তাই বাচ্চাদের ঘৃণ্য অভ্যাস ত্যাগ করা উচিত। তা না হলে কি পদ প্রাপ্ত করবে ? দয়িতাও গুণ দেখে দয়িতাকে ভালোবাসবে। দয়িতর ভালোবাসাও তার উপর থাকবে যে তাঁর সার্ভিস করতে থাকবে। যে সার্ভিস করে না সে আর কোন কাজের। এই বিষয়টি খুব ভালো ভাবে বুঝতে হবে। বাবা বোঝান তোমরা হলে মহান ভাগ্যশালী, তোমাদের মতো ভাগ্যশালী কেউ নেই। যদিও তোমরা স্বর্গে যাবে, কিন্তু প্রালঙ্ক উচ্চ মানের করতে হবে। কল্প কল্পান্তরের ব্যাপার। পোজিশন কম হয়ে যায়। যা পাওয়া যায় সেটাই ভালো মেনে নিয়ে খুশী হলে চলবে না। খুব ভালো রকম পুরুষার্থ করা চাই। সার্ভিসের প্রমাণ চাই- কত জনকে নিজের সমান তৈরী করেছ ? তোমাদের প্রজা কোথায় ? বাবা, ব্রহ্মা বাবা এবং টিচার সকলকে পুরুষার্থ করান। কিন্তু কারোর ভাগ্যে থাকলে তবে। সবচেয়ে বড় আশীর্বাদ তো এটা যে বাবা নিজের শান্তিধাম ছেড়ে দিয়ে পতিত দুনিয়া আর পতিত শরীরে এসেছেন। তা না হলে তোমাদের রচয়িতা আর রচনার নলেজ শোনাবে কে ? এটাও কারোর বুদ্ধিতে বসে না যে সত্যযুগে রাম রাজ্য আর কলিযুগে হল রাবণ রাজ্য। রাম রাজ্যতে একটাই রাজ্য ছিল, রাবণ রাজ্যে অনেক রাজ্য আছে, সেই জন্য তোমরা মানুষকে জিজ্ঞাসা করো, তারা নরকবাসী না স্বর্গবাসী ? কিন্তু মানুষ এটা বোঝে না যে আমরা কোথায় আছি ? এটা হল কাঁটার জঙ্গল, ওটা হল ফুলের বাগান। তাই এখন ফাদার মাদার আর অনন্য বাচ্চাদের ফলো করতে হবে, তবেই উচ্চ মানের হবে। বাবা তো অনেক বোঝান। কিন্তু কিছু যারা বুঝতে পারার মতো তারা বোঝে। কেউ তো শুনে খুব ভালো রকম বিচার সাগর মন্থন করে। কেউ তো শুনে অবহেলা করে। যেখানে সেখানে লেখা পড়ে থাকে- শিববাবা স্মরণে আছে ? তাই উত্তরাধিকারও অবশ্যই স্মরণে আসবে। দৈবী গুণ হলে তো দেবতা হবে। যদি ক্রোধ থাকে, আসুরী অবগুণ থাকে তো উচ্চ পদ প্রাপ্ত করতে পারবে না। সেখানে কোন ভূত থাকে না। রাবণ না থাকলে রাবণের ভূত কোথা থেকে আসবে। দেহ অভিমান, কাম, ক্রোধ ...এ হল বড় ভূত। একে বের করার একটাই উপায় আছে- বাবার স্মরণ। বাবার স্মরণেই সব ভূত চলে যাবে। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ-ভালবাসা আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মা রুপী সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

রাত্রি ক্লাস:-

অনেক বাচ্চাদের ইচ্ছে হয় আমিও অন্যান্যদের নিজের সমান তৈরী করার সার্ভিস করি। নিজের প্রজা তৈরী করি। যেরকম আমাদের আর সব ভাইরা সার্ভিস করে, আমিও তেমন করি। এর মধ্যে মাতারা বেশী। কলসও মাতাদের উপরেই রাখা হয়। যদি এ হল প্রবৃত্তি মার্গ। দুটোই প্রয়োজন। বাবা জিজ্ঞাসা করেন ক'টি সন্তান তোমার ? দেখেন সঠিক উত্তর দিচ্ছে কিনা । ৫ টি হল নিজের আর এক হলো শিববাবা। কেউ তো বলার জন্যই বলে। কেউ সত্যিই তাঁকে সন্তান রূপে মানে। যারা উত্তরাধিকারী বলে মনে করে তারা বিজয় মালাতে গাঁথা হয়। যারা সত্যি-সত্যি উত্তরাধিকারী করে, তারা নিজেরাও উত্তরাধিকারী হয়। সত্য হৃদয়ে সাহেব সদয় হন... কিন্তু সবাই তো বলতে হয় তাই বলে দেয়। এই সময় পারলৌকিক বাবা-ই আছেন যিনি সকলকে উত্তরাধিকার দেন, সেইজন্য স্মরণও ঔনাকেই করতে হয়, যার দ্বারা ২১জন্মের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। তোমাদের বুদ্ধিতে জ্ঞান থাকে যে এ সব কিছু থাকার নয়। বাবা প্রত্যেকের অবস্থা দেখেন যে সত্যি-সত্যি উত্তরাধিকারী করেছে না করবে বলে মনে করেছে। উত্তরাধিকারী করার অর্থ বুঝতে পারে। অনেকে আছে যারা বুঝতে পেরেও বাবাকে উত্তরাধিকারী করতে পারে না, কারণ হল তারা মায়ার বশ। এই সময় তোমরা হয় ঈশ্বরের বশ নয়তো মায়ার বশ। ঈশ্বরের বশ যে হবে সে উত্তরাধিকারী করে নেবে। মালা আটেরও হয়, ১০৮ এরও হয়। আট তো অবশ্যই বিস্ময়কর কাজ করে। সত্যিই তারা উত্তরাধিকারী করেই ছাড়বে। যদি উত্তরাধিকারী করে, উত্তরাধিকার তো নেয়ই। তবুও ঐরকম উচ্চ মানের উত্তরাধিকারী করেন যিনি তাঁর কর্মও ঐরকম উচ্চ মানের হবে। কোনো বিকর্ম যেন না হয়। যা কিছু বিকার সবই তো বিকর্ম হলো। বাবাকে ছেড়ে দ্বিতীয় কাউকে স্মরণ করা- এটাও হলো বিকর্ম। বাবা অর্থাৎ বাবা। বাবা তো মুখের আধার নিয়েই বলেন, অবিরত এক আমাকেই (মামেকম) স্মরণ করো। ডায়রেকশন তো পেয়েছ। তাই সম্পূর্ণ ভাবে স্মরণ করো- এর জন্য অনেক পরিশ্রম হয়। এক বাবাকেই স্মরণ করলে মায়া এত বিরক্ত করবে না। যেখানে মায়াও খুব শক্তিশালী। বোঝা যায়, মায়া খুব বিকর্ম করায়। বড় বড় মহারথীদেরও নীচে শুইয়ে দেয়। প্রত্যেক দিন সেন্টার সংখ্যায় বৃদ্ধি হচ্ছে। গীতাপাঠশালা বা মিউজিয়াম খুলতে থাকে। সমস্ত দুনিয়ার মানুষ বাবাকেও মানবে, ব্রহ্মাকেও মানবে। ব্রহ্মাকেই প্রজাপিতা বলা হয়। আত্মাদের তো প্রজা বলবে না। মনুষ্য সৃষ্টি কে রচনা করেন? প্রজাপিতা ব্রহ্মার নাম আসে, তিনি তো হলেন সাকার, উনি হলেন নিরাকার। উনি শাস্ত্রত। তাঁকেও (ব্রহ্মা) শাস্ত্রত বলা হবে। দু'জনের নামই হল হায়েস্ট। উনি আত্মাদের পিতা, উনি প্রজাপিতা। দু'জনে বসে তোমাদের পড়াচ্ছেন। কত হাইয়েস্ট বিষয় হল, তাই না ! বাচ্চাদের কতো নেশা চড়ে যাওয়ার কথা । কতো খুশী হওয়া উচিত । কিন্তু মায়া খুশী বা নেশাতে থাকতে দেয় না। ঐরকম স্টুডেন্ট যদি বিচার সাগর মন্ডন করতে থাকে তো সার্ভিসও করতে পারে। খুশীও থাকতে পারে, কিন্তু এখনো বোধহয় টাইম আছে। যখন কর্মজীবিত অবস্থা হয়, তখন খুশীতেও থাকতে পারা যায়। আচ্ছা!

আত্মা রুপী বাচ্চাদের আত্মাদের পিতার স্নেহ সুমন-স্মরণ ভালোবাসা আর গুড নাইট।

ধারণার জন্য মুখ্য সার:-

১) রোজ রাতে হিসাব-নিকাশ (পোতামেল) দেখতে হবে যে মিষ্টি বাবাকে সারা দিনে কতটা স্মরণ করেছি ? নিজেকে জাহির করার জন্য হিসেব রাখার দরকার নেই, গুপ্ত পুরুষার্থ করতে হবে।

২) বাবা যা শোনান, তার উপর বিচার সাগর মন্বন করতে হবে, সার্ভিসের প্রমাণ দিতে হবে। শুনে তা অবহেলা কোরো না। ভিতরে ভিতরে যা কিছু অবগুণ থাকুক না কেন তাকে চেক করে বের করে দিতে হবে।

বরদান :- স্বার্থ, ঈর্ষা আর বিরক্তি ভাবের থেকে মুক্ত থাকতে সক্ষম ক্রোধ মুক্ত ভব

যদি কোনো নতুন প্রকারের চিন্তা ভাবনা মনে আসে, সেই সেবার জন্য নিজেকে অফার করো। কিন্তু সেই চিন্তা ভাবনার প্রচ্ছন্নে, সেই চিন্তা ভাবনাকে নিজের চাওয়ায় পরিবর্তিত করে ফেলো না। যখন সংকল্প ইচ্ছার রূপে বদলে যায় তখন বিরক্তি আসে। তাই নিঃস্বার্থ হয়ে তোমার বিচার ধারাকে রাখো, স্বার্থ রেখে নয়। আমি বলেছি তো হওয়া চাই- এটা ভেবো না, অফার করো, কেন বা কি-তে যেও না, নয় তো ঈর্ষা-ঘৃণা এক একটি তোমার সাথী রূপে উপস্থিত হবে । স্বার্থ বা ঈর্ষার কারণেও ক্রোধ জন্ম নেয়, এখন এর থেকেও মুক্ত হও।

শ্লোগান :- শান্তি দূত হয়ে সবাইকে শান্তি দেওয়া - এটাই হল তোমার অক্যুপেশন (বৃত্তি)।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- বাবা ২১ জন্মের জন্যে তোমাদের এমন আনন্দে ভরে দেন যে তোমাদের আনন্দ উপভোগ করতে মেলা ইত্যাদিতে যাওয়ার দরকার নেই"

প্রশ্ন :- যে বাচ্চারা এখন বাবার সহযোগী হয় তাদের জন্যে কি কি গ্যারান্টি রয়েছে ?

উত্তর :- শ্রীমৎ অনুসারে রাজধানী স্থাপনের কাজে সহযোগী বাচ্চাদের জন্যে গ্যারান্টি রয়েছে যে, তাদের কখনও কাল বা মৃত্যু গ্রাস করতে পারে না। সত্যযুগী রাজধানীতে কখনও অকালে মৃত্যু হতে পারে না। সহযোগী বাচ্চাদের বাবা এমন প্রাইজ দেন যার দ্বারা তারা ২১ জন্ম অমর হয়ে যায় ।

ওম্ শান্তি । পূর্ব নির্মিত সৃষ্টি চক্র অনুযায়ী কল্প পূর্বের মতন শিব ভগবানুবাচ। নিজের পরিচয় তো বাচ্চারা এখন পেয়েছে। পিতার পরিচয়ও প্রাপ্ত হয়েছে। বেহদের অর্থাৎ অসীম জগতের পিতাকে জেনেছ এবং বেহদের বা অসীম জগতের সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের কথাও জেনেছ। নম্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে কেউ ভালো ভাবে জেনে অন্যদের বোঝাতে পারে। কেউ আধা বোঝে, কেউ আরো কম। যেমন লড়াইয়ের ক্ষেত্রে কেউ কমান্ডার চীফ, কেউ ক্যাপ্টেন, কেউ অন্য পদে অধিষ্ঠিত থাকে। রাজত্বের মালাতেও কেউ ধনী প্রজা, কেউ দরিদ্র প্রজা, নম্বর অনুযায়ী হয়। বাচ্চারা জানে যথাযথভাবে আমরা নিজেরাই শ্রীমতের আধারে সৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠ রাজধানী স্থাপন করি। যে যত পরিশ্রম করে সে বাবার কাছে তত পুরস্কার প্রাপ্ত করে। আজকাল শান্তির জন্যে পরামর্শ দিলেও প্রাইজ দেওয়া হয়। বাচ্চারা তোমাদেরও প্রাইজ দেওয়া হয়। সেসব তারা প্রাপ্ত করে না। তারা সবকিছু অল্পকালের জন্যে প্রাপ্ত করে। তোমরা বাবার শ্রীমৎ অনুযায়ী নিজের রাজধানী স্থাপন করছ। তাও ২১ জন্মের জন্যে, ২১ বংশের গ্যারান্টি সহ। সেখানে শৈশবে বা যৌবনে কাল (মৃত্যু) গ্রাস করে না। এই কথাও জানো না-ই ছিল মন, না-ই ছিল চিত্ত , আমরা এমন স্থানে এসে বসেছি , যেখানে তোমাদের স্মরণীয় স্থল আছে। যেখানে ৫ হাজার বছর পূর্বেও সার্ভিস করা হয়েছিল। দিলবাড়া মন্দির, অচলঘর, গুরু শিখর আছে। উঁচু থেকে উঁচু সদগুরুও তোমরা পেয়েছ, তাঁরও স্মরণিকা রয়েছে। অচলঘরের রহস্য তোমরা বুঝেছ। সেইটি হল ঘরের মহিমা। তোমরা উঁচু থেকে উঁচু পদ প্রাপ্ত কর নিজস্ব পুরুষার্থ দ্বারা। এই হল ওয়ান্ডারফুল তোমাদের জড় স্মরণিকা। সেখানেই তোমরা চৈতন্যে এসে বসেছ। এই সব হল রুহানী কারবার, যা কল্প পূর্বেও এমনই হয়েছিল। তার পুরো স্মরণিক এখানে আছে। নম্বর অনুযায়ী স্মরণিক আছে। যেমন কোনও বিশেষ পরীক্ষা পাস করলে অন্তরে খুশীর অনুভূতি হয়। তার ফার্নিচার, পোশাক ইত্যাদি খুব ভালো হয় । তোমরা তো বিশ্বের মালিক হও। তোমাদের কারও সঙ্গে তুলনা হয় না। এও হল স্কুল। যিনি পড়াচ্ছেন তাঁকে তোমরা জানো। ভগবানুবাচ, ভক্তিমার্গে যাঁকে স্মরণ কর, পূজা কর, কিছুই জানা থাকে না। বাবা নিজে সম্মুখে এসে সব রহস্য বুঝিয়ে দেন, কারণ এই স্মরণিক গুলি সব তোমাদের ভবিষ্যতের স্থিতির স্মারক চিহ্ন। এখনও রেজাল্ট বের হয় নি। যখন তোমাদের অবস্থা সম্পূর্ণ হয়, তখন ভক্তিমার্গে তারই স্মরণিক তৈরি হয়। যেমন রাখী বন্ধন উৎসব পালনের স্মরণিক রয়েছে। যখন সম্পূর্ণ পাকা রাখী বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে আমরা নিজের রাজ্য ভাগ্য প্রাপ্ত করি, তখন সেই স্মরণিক পালন হয় না। এখন তোমাদের সব মন্ত্রের অর্থ বোঝানো হয়েছে। ওম্ শব্দের অর্থ বোঝানো হয়েছে। ওম্ শব্দের অর্থ বিশাল নয়। ওম্ এর অর্থ হল অহম আত্মা, মম শরীর অর্থাৎ আমি আত্মা, আমার শরীর। অস্ত্রান

কালে তোমরাও দেহ অভিমানে থাকো, তখন নিজেকে শরীর নিশ্চয় কর। প্রতিদিন ভক্তিমার্গে আত্মার কোয়ালিটি নীচে নামতে থাকে। তমো প্রধান হতে থাকে। প্রত্যেকটি জিনিস প্রথমে সতোপ্রধান হয়। ভক্তিও প্রথমে সতোপ্রধান ছিল। যখন এক সত্য শিববাবাকে স্মরণ করা হত। তোমাদের সংখ্যাও কম ছিল। প্রতিদিন বৃদ্ধি অনেক হওয়ার আছে। বিদেশে বেশি সন্তান জন্ম নিলে তাদের পুরস্কার দেওয়া হয়। বাবা বলেন কাম হল মহা শত্রু। সৃষ্টির অনেক বৃদ্ধি হয়েছে, এখন পবিত্র হও।

তোমরা বাচ্চারা সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তকে এখন বাবার দ্বারা জেনেছ। সত্যযুগে ভক্তির নাম গন্ধ থাকে না। এখন তো কত ধুম ধাম, মেলার আয়োজন হয়, যেখানে মানুষ গিয়ে আনন্দ পায়। তোমাদের মন তো বাবা এসে আনন্দে ভরে দেন ২১ জন্মের জন্যে। ফলে তোমরা সর্বদা আনন্দে থাকো। তোমাদের কখনও মেলায় যাওয়ার ইচ্ছে হবে না। মানুষ যেখানে যায় সুখের জন্যে। তোমাদের পাহাড়ে যাওয়ার দরকার নেই। এখানে দেখো মানুষ কিভাবে মারা যায়। মানুষ তো সত্যযুগ -কলিযুগ, স্বর্গ -নরক কিছুই জানে না। তোমরা বাচ্চারা সম্পূর্ণ জ্ঞান প্রাপ্ত কর। বাবা বলেন না যে তোমাদের আমার সঙ্গে থাকতে হবে। তোমাদের ঘর সংসার দেখতে হবে। বাচ্চারা বাবার কাছ থেকে দূরে তখন যায় যখন কোনও কথায় খিটখিট হয়। তবুও তোমরা বাবার সঙ্গে থাকতে পারো না। সবাই সতোপ্রধান হতে পারে না। কেউ সতো, কেউ রজো, কেউ তমো অবস্থায় থাকে। সবাই একত্রে থাকতে পারবে না। এইরূপ রাজধানী তৈরি হচ্ছে। যে যত বাবাকে স্মরণ করবে, সেই অনুসারে রাজধানীতে পদ প্রাপ্ত করবে। মুখ্য কথা হল বাবাকে স্মরণ করার। বাবা স্বয়ং ড্রিল শেখান। এই হল ডেড সাইলেন্স। তোমরা এখানে যা কিছু দেখছ, সেসব দেখবে না। দেহ সহ সবকিছু ত্যাগ করতে হবে। তোমরা কি দেখছ ? এক নিজের ঘর অর্থাৎ পরমধামকে এবং পড়াশোনা অনুযায়ী যে পদ মর্যাদা প্রাপ্ত কর, ঐ সত্যযুগী রাজত্বও তোমরাই জানো। যখন সত্যযুগ আছে তো ত্রেতা নেই, ত্রেতা আছে তো দ্বাপর নেই, দ্বাপর আছে তো কলিযুগ নেই। এখন কলিযুগ ও সঙ্গমযুগ দুই-ই আছে। যদিও তোমরা বসে আছো পুরানো দুনিয়ায় কিন্তু বুদ্ধি দ্বারা বুঝেছ আমরা হলাম সঙ্গমযুগী। সঙ্গমযুগ কাকে বলে - সে কথাও তোমরা জানো। পুরুষোত্তম বর্ষ, পুরুষোত্তম মাস, পুরুষোত্তম দিনও এই পুরুষোত্তম সঙ্গমেই হয়। পুরুষোত্তম হওয়ার মুহূর্ত টিও এই পুরুষোত্তম যুগেই আছে। এই যুগ হল খুবই কম সময়ের লীপ যুগ। তোমরা ডিগবাজি খেলো, যার দ্বারা তোমরা স্বর্গে আসো। বাবা দেখেছেন সাধু সন্ন্যাসীরা বা অন্য মানুষরা কিভাবে ডিগবাজি দিতে দিতে যাত্রা করে। খুব কষ্ট করে। কিন্তু এটা কোনও কঠিন ব্যাপার নয়। এ হল যোগবলের কথা। বাচ্চারা, স্মরণের যাত্রা কি তোমাদের কঠিন অনুভব হয় ? নাম তো খুব সহজ রাখা হয়েছে। যাতে কেউ শুনে ভয় না পায়। তারা বলে বাবা আমরা যোগে থাকতে পারব না। বাবা তখন হাল্কা করে দেন। এই হল বাবার স্মরণ। স্মরণ তো সবকিছু করা হয়। বাবা বলেন নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো। তোমরা হলে বাচ্চা তাইনা। উনি তোমাদের পিতা এবং দয়িতাও হলেন উনি। সবাই তাঁকে স্মরণ করে দয়িত রূপে, একমাত্র পিতা শব্দটি যথেষ্ট। ভক্তিমার্গে তোমরা মিত্র আত্মীয় স্বজনদের স্মরণ কর, তবু হে প্রভু, হে ঈশ্বর অবশ্যই বল। শুধুমাত্র জানো না যে তিনি কে । আত্মাদের পিতা হলেন পরমাত্মা। এই দেহের পিতা তো হলেন দেহধারী। আত্মাদের পিতা হলেন অশরীরী। তিনি কখনও পুনর্জন্মে আসেন না। অন্যরা সবাই পুনর্জন্ম আসে, তাই পিতাকে-ই স্মরণ করে। যত মানুষ তত কথা। মতামত অনেক হয়েছে।

বাবা কতখানি ভালোবেসে পড়ান। তিনি হলেন ঈশ্বর, শান্তি দাতা। তাঁর কাছে অনেক সুখ প্রাপ্ত হয়। একটি গীতা শুনিতে পতিতদের পবিত্র করেন। প্রবৃত্তি মার্গও চাই তাইনা। মানুষ কল্পের আয়ু লক্ষ বছর বলে দিয়েছে, তাহলে অসংখ্য মানুষ হয়ে যেত। কতখানি ভুল করেছে। এই জ্ঞান তোমরা এখন প্রাপ্ত কর যা পরে লুপ্ত প্রায় হয়ে যায়। চিত্র তো আছে, যাঁদের পূজো হয়। কিন্তু নিজেদের দেবতা ধর্মের নিশ্চয় করে না। যে যাঁর পূজো করে, সে সেই ধর্মের তাইনা। এই কথা বুঝতে পারে না যে আমরা হলাম আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের। তাঁদেরই বংশধর। এই কথা বাবা-ই বুঝিয়ে দেন। বাবা বলেন তোমরা পবিত্র ছিলে, পরে তমো প্রধান হয়েছ, এখন পবিত্র সতোপ্রধান হতে হবে। গঙ্গা স্নান করে কি সেইরূপ হওয়া যাবে? পতিত-পাবন তো হলেন বাবা। তিনি যখন এসে পথ বলে দেবেন তখন তো পবিত্র হবে। আহবান করে কিন্তু কিছুই জানে না। আত্মা ডাকে অর্গ্যান্স দ্বারা- হে পতিত-পাবন বাবা এসে আমাদের পবিত্র করুন। সবাই পতিত, কাম চিতায় স্বলে পুড়তে থাকে। এই খেলাটি এমনই তৈরি হয়ে আছে। তারপরে বাবা এসে সবাইকে পবিত্র করেন। এইসব বাবা সঙ্গমে-ই বোঝান। সত্যযুগে থাকে একটি ধর্ম, বাকি সব ফেরত চলে যায়। তোমরা ড্রামা-টি বুঝেছ, যা অন্য কেউ জানে না। এই রচনার আদি, মধ্য, অন্ত কি, সময় অবধি (ডিউরেশন) কত, এইসব তোমরা জানো। তারা সবাই হল শূদ্র, তোমরা হল ব্রাহ্মণ। তোমরাও জানো নম্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে। কেউ গাফিলতি করলে তাদের রেজিস্টার থেকে দেখা যায় যে পড়াশোনা কম করেছে। চরিত্রের রেজিস্টার থাকে। এখানেও রেজিস্টার থাকা উচিত। এই হল স্মরণের যাত্রা, যার জ্ঞান কারও নেই। সবচেয়ে মুখ্য বিষয়বস্তু হল স্মরণের যাত্রা। নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। আত্মা এই মুখ দিয়ে বলে আমরা এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ করি। এইসব কথা ব্রহ্মা বাবা বোঝান না। কিন্তু জ্ঞান সাগর পরমপিতা পরমাত্মা এই রথে বসে শোনান। বলা হয় গৌ মুখ। এখানে মন্দিরও আছে, যেখানে তোমরা বসে আছ। যেমন তোমাদের সিঁড়ি আছে, তেমনই সেখানেও সিঁড়ি আছে। সিঁড়ি বেয়ে উঠতে তোমাদের ক্লান্তি বোধ হয় না।

তোমরা এখানে এসেছ বাবার কাছে পড়ে রিফ্রেশ হওয়ার জন্যে। সেখানে সাংসারিক ঝামেলা অনেক থাকে। শান্তিতে বসে শুনতেও পারেনা। চিন্তন বা সঙ্কল্প চলতেই থাকে - কেউ যেন না দেখে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাড়ি ফিরে যাই। অনেক চিন্তা থাকে। এখানে কোনও চিন্তা নেই, যেমন হোস্টেলে থাকে। এখানে ঈশ্বরীয় পরিবার আছে। শান্তিধামে ভাই-ভাই থাকে। এখানে ভাই-বোন আছে কারণ এখানে পার্ট প্লে করতে হয় ভাই ভাই-বোন চাই। সত্যযুগেও তোমরা নিজেদের মধ্যে ভাই-বোন ছিলে। তাকে বলা হয় অদ্বৈত রাজধানী। সেখানে লড়াই ঝগড়া কিছু হয় না। বাচ্চারা, তোমরা সম্পূর্ণ জ্ঞান প্রাপ্ত করেছ যে আমরা ৮৪ জন্ম গ্রহণ করি। যে বেশী ভক্তি করেছে, তার হিসেবও বাবাই বলে দেন। তোমরা-ই শিবের অব্যভিচারী ভক্তি করা শুরু কর। তারপরে বৃদ্ধি হয়। সেসব হল ভক্তি। জ্ঞান তো একটাই। তোমরা জানো আমাদের শিববাবা পড়ান। ইনি ব্রহ্মা তো কিছুই জানতেন না। যিনি ছিলেন গ্রেট গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদার তিনি এইসময় হন তারপরে তিনি মালিক হন, তৎ স্বামী। একজন তো মালিক হবেন না তাইনা। তোমরাও পুরুষার্থ কর। এই হল বেহদের স্কুল। এর অনেক ব্রাঞ্চেস হবে। প্রতিটি গলিতে প্রতিটি ঘরে হয়ে যাবে। বলা হয় আমরা নিজের ঘরে চিত্র রেখেছি, মিত্র আত্মীয় স্বজন ইত্যাদি এলে তাদের বোঝানো হয়। যারা এই গাছের পাতা হবে তারা আসবে। তাদের কল্যাণের জন্যে তোমরা কর। চিত্র দ্বারা বোঝানো সহজ হবে। শান্ত তো অনেক, এখন সব ভুলতে হবে। বাবা পড়াচ্ছেন, তিনি-ই সত্য জ্ঞান প্রদান করেন। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাস্ফাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণ স্নেহ ও গুডমর্নিং। ঈশ্বরীয় পিতা
ওঁনার ঈশ্বরীয় সন্তানদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) ডেড সাইলেন্সের ড্রিল করার জন্য এখানে চোখ দিয়ে যা কিছু দেখছ, সেসব দেখবে না। দেহ
সহ বুদ্ধি দ্বারা সবকিছু ত্যাগ করে নিজের ঘর (পরমধাম) এবং রাজ্য (স্বর্গের) স্মৃতিতে থাকতে
হবে।

২) নিজের চরিত্রের রেজিস্টার রাখতে হবে। পড়াশোনায় কোনও গাফিলতি করবে না। এই
পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগে পুরুষোত্তম হতে হবে এবং অন্যকে পুরুষোত্তম করতে হবে।

বরদান :- বাবার আদেশ অনুযায়ী বুদ্ধিকে খালি রেখে ব্যর্থ বা বিকারী স্বপ্ন মুক্ত ভব

ব্যাখা: বাবার আদেশ হল শোবার সময় সদা নিজের বুদ্ধি ক্রিয়ার করো, ভালো হোক বা খারাপ, সব
বাবার কাছে অর্পণ করে নিজের বুদ্ধি খালি করো। বাবাকে সব দিয়ে দিয়ে বাবার সঙ্গে ঘুমাও।
একা নয়। যখন একা ঘুমাও বা ব্যর্থ কথা বর্ণনা করতে করতে ঘুমাও তখন ব্যর্থ বা বিকারী স্বপ্ন
দেখো। এও একরকমের গাফিলতি। এই গাফিলতি ত্যাগ করে আদেশ অনুযায়ী চলো, তাহলে ব্যর্থ বা
বিকারী স্বপ্ন দেখা থেকে মুক্ত হয়ে যাবে।

স্লোগান - ভাগ্যবান আত্মারা-ই প্রকৃত সেবা দ্বারা সর্বজনের আশীর্বাদ প্রাপ্ত করে ।

জ্ঞান সূর্যের রূহানী নক্ষত্রদের বিভিন্ন বিশেষত্ব

আজ জ্ঞানসূর্য, জ্ঞান চন্দ্রমা তাঁদের বিভিন্ন নক্ষত্রদের লক্ষ্য করছেন, তারা কেউ বিশেষ সহযোগী নক্ষত্র তো কেউ সহজযোগী নক্ষত্র, কেউ শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী নক্ষত্র, কেউ আবার বিশেষ সেবার উদ্যমে আছে, এমন নক্ষত্র। কেউ শ্রমের ফল ভক্ষণ করে, এমন নক্ষত্র আর কেউ সহজ সফলতার। এইরকম সকল নক্ষত্রই ভিন্ন ভিন্ন বিশেষত্বের। জ্ঞান সূর্য দ্বারা তোমরা সকল নক্ষত্র রূহানী জ্ঞানালোক লাভ করার কারণে উজ্জ্বল নক্ষত্র তো হয়ে গেছ, কিন্তু বিভিন্ন নক্ষত্রের বিশেষত্বের ঝলক ভিন্ন ভিন্ন। স্মূল জগতের নক্ষত্রসকল যেমন বিভিন্ন গ্রহরূপে স্বল্পকালীন ভিন্ন ভিন্ন ফল প্রাপ্ত করায়, সেইরকম জ্ঞানসূর্যের তোমরা সব রূহানী নক্ষত্রেরও সকল আত্মার সঙ্গে সম্বন্ধ আছে যা অবিনাশী প্রাপ্তি করায়। যে নক্ষত্র যে বিশেষত্বে পরিপূর্ণ তার সেই বিশেষত্ব অনুসারে সেই নক্ষত্র অন্যদের ফল প্রাপ্ত করানোর নিমিত্ত হয়। যতটা জ্ঞান চন্দ্রমা বা জ্ঞান সূর্যের কাছাকাছি সে থাকে ততটা অন্যদেরও নিজের কাছের সম্বন্ধে নিয়ে আসে অর্থাৎ জ্ঞান সূর্য দ্বারা প্রাপ্ত তোমাদের বিশেষত্বের আধারে এবং ডাইরেক্ট বিশেষত্বের শক্তির আধারে অন্যদেরও তোমরা এত কাছে নিয়ে আসবে যে জ্ঞান সূর্য এবং জ্ঞান চন্দ্রমার সাথে তাদের ডাইরেক্ট সম্বন্ধ হয়ে যায়, তোমরা এতই শক্তিশালী নক্ষত্র, তাই না! যদি নিজেরা শক্তিশালী না হও, কাছের না হও তবে ডাইরেক্ট কানেকশন গড়ে তুলতে অন্যদের সমর্থ বানাতে পারবে না। তোমরা নিজেরা দূরে হওয়ার কারণে যে শক্তি, সম্বন্ধ-সম্পর্ক তোমাদের বিশেষত্ব দ্বারা প্রাপ্ত করতে পারত, তারা সেটা তাদের যথাশক্তি (ধারণক্ষমতা) অনুযায়ী প্রাপ্তি করতে থাকে। তাদের ডাইরেক্ট শক্তি নেওয়ার সক্ষমতা নেই। এইজন্য জ্ঞানসূর্য যেমন উঁচু থেকে উঁচুতম, বিশেষ নক্ষত্রগণও উঁচু। নয়তো তারা উঁচু স্থিতির অনুভব করতে পারত না। তারা তাদের যথাশক্তি অনুযায়ী যথাপ্রাপ্তি হয়। শক্তিশালী স্থিতি যেমন হওয়া উচিত সেইরকম অনুভব তারা করতে পারে না।

এমন আত্মাদের মনে এবং মুখ থেকে সদা এই বোল নির্গত হয় যে এটা হওয়া উচিত কিন্তু হয় না। আমার এইরকম তৈরি হওয়া উচিত কিন্তু হইনি। এটা করা উচিত কিন্তু করতে পারি না। তাদের বলা হয় যথাশক্তি আত্মা। তারা সর্বশক্তিতে পরিপূর্ণ আত্মা নয়। এমন আত্মারা নিজের বা অন্যের বিঘ্ন-বিনাশক হয়ে উঠতে পারে না। তারা সামান্য এগিয়ে গেল তো বিঘ্ন উপস্থিত হলো। একটা বিঘ্ন সমাধান করে খানিক সাহস সঞ্চয় করবে, খুশি হবে আর তারপরে আবার অন্য বিঘ্ন এসে উপস্থিত হবে। জীবনের অর্থাৎ পুরুষার্থের লাইন সবসময় ক্লিয়ার হবে না। সামান্য এগিয়ে যাওয়া, তারপরে স্থানুবৎ হওয়া এইরকম বিধিতে তারা এগোতে থাকে আর অন্যদেরও এইভাবে অগ্রচালিত করে। স্থানুবৎ হওয়া আবার তারপরে এগিয়ে যাওয়া, এইভাবে চলার কারণে তারা তীব্রগতির অনুভব করতে পারে না। কখনো এটা চলন কলা, কখনো আরোহণ কলা, অন্য কোনো সময় চড়তি কলা হয়। একের গভীরে ডুবে থাকার শক্তিশালী অনুভূতি হয় না। কখনো সমস্যা, কখনো সমাধানস্বরূপ কারণ তারা তাদের ধারণশক্তি অনুসারে কাজ করে। জ্ঞানসূর্যের থেকে সকল শক্তি ধারণ করার ক্ষমতা তাদের নেই। মাঝেমধ্যে তাদের অবশ্যই সহায়তা প্রয়োজন। একেই বলে, যথাশক্তি আত্মা।

এখানে আসতে তোমাদের উঁচু পাহাড়ে চড়তে হয়, যে যানের মাধ্যমে তোমরা আসো, তা' বাসে হোক বা কারে (car/গাড়ী), এর ইঞ্জিন পাওয়ারফুল থাকে, সেইজন্য হওয়া জলের জন্য না থেমেই

তোমরা তীব্রগতিতে সরাসরি পৌঁছে যাও । যদি ইঞ্জিন দুর্বল হয়, জল বা হাওয়ার সহায়তা নিতে তোমাদের খামতে হবে । তখন তোমরা নন স্টপ পথ চলতে পারো না । কোথাও খামতেই হবে । একইভাবে, যথাশক্তি আত্মারা, কোনো না কোনো আত্মার, স্যালভেশনের, সাধনের আধার ব্যতীত দ্রুতগতিতে উড়তি কলার লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে না । কখনো বলবে, আজ সেভাবে খুশি ছিলাম না, আজ আমার যোগ শক্তিশালী ছিল না, সবকিছু বোঝা সত্ত্বেও আজ এই ধারণায় দুর্বল ছিলাম, আজ সেবাতে তেমন উদ্যম ছিল না । কখনো তাদের জল প্রয়োজন, কখনো হাওয়া, আবার কখনো ধাক্কা দেওয়ার প্রয়োজন হয় । এটা শক্তিশালী বলবে ? আমি অধিকারী, অধিকার নেওয়ায় আমি নান্দার ওয়ান অধিকারী । কারও থেকে আমি কম নই । আর যখন কিছু করার বিষয় আসে, কি বলো ? আমি এখনও ছোট । এখনও নতুন, সেভাবে অভিজ্ঞ হইনি । এখনও পুরোপুরি সম্পূর্ণতা আসেনি । সময় তো এখনও বাকি আছে । দোষ অগ্রজের, আমার নয় । আমি শিখছি, শিখে যাব । বাপদাদা তো সদাই বলেন, সবাইকে চান্স দেওয়া উচিত । আমারও এই চান্স পাওয়া উচিত । আমারটাও শোনা উচিত । নেওয়ার ক্ষেত্রে তোমরা বড়রা, আর কিছু করতে হলে বড়রা যেমন করবে ! অধিকার নেওয়ায় এখন আর কিছু করায় কখন করবে তোমরা ! নিতে তোমরা বড় হয়ে যাও আর কিছু করতে হলে ছোট হয়ে যাও । একে বলা হয়ে থাকে যথাশক্তি আত্মা ।

বাপদাদা এমন হাস্যকর যুক্তির খেলা দেখে মৃদু মৃদু হাসতে থাকেন । বাবা তো সর্বাধিক সুচতুর । কিন্তু মাস্টার চতুরগণ কম কিছু নয় । সুতরাং যথাশক্তি আত্মা থেকে এখন সর্বশক্তিমান হও । কর্মকারী হও । তবেই তোমাদের নিজে থেকে শক্তিশালী কর্মের এবং শুভ ভাবনা শুভ কামনার ফল প্রাপ্ত হবে । সর্বপ্রাপ্তি নিজে থেকেই ছায়ার মতো তোমাদের অনুসরণ করবে । শুধু জ্ঞানসূর্যের থেকে প্রাপ্ত শক্তির আলোয় চললে সর্বপ্রাপ্তি নিজেই তোমাদের অনুসরণ করতে করতে চলে আসবে । বুঝেছ -

আজ বাবা যথাশক্তি আর শক্তিশালী নক্ষত্রদের ঝিলমিল করতে দেখছিলেন । আচ্ছা -

সবাই তীব্রগতিতে দৌড়ে দৌড়ে এখানে পৌঁছে গেছ । তোমরা বাবার ঘরে পৌঁছেছ, তাই বাবা বাচ্চাদের বলেন সুস্বাগতম ! যতটা যেমনই জায়গা আছে, সেটা তোমাদেরই ঘর । ঘর তো একদিনে বড় হবে না, কিন্তু সংখ্যা তো বেড়ে গেছে, নয় কি? সুতরাং স্থান সঙ্কুলানের ব্যবস্থা করে নিতে হবে । স্থান এবং সময়কে সংখ্যা অনুসারে কাজ করাতে হবে । তোমরা সকলে কুলিয়ে গেছ, তাই না! সবকিছুর জন্য ক্যু (queue /সারিবদ্ধ) তো হবেই, তবুও তোমরা এখনও অতীব লাকি কেননা পাণ্ডব ভবন বা আর যে স্থান আছে তার মধ্যেই তোমরা কুলিয়ে যাচ্ছ । এখনও তো বাইরে পর্যন্ত ক্যু যায়নি, তাই না ! বৃদ্ধিও হবে, ক্যুও লাগবে । সব পরিস্থিতিতে সদা খুশি আর তৃপ্তিতে থাকো । তবুও বাবার ঘরের মতন মনের আরাম আর কোথায় পাবে তোমরা ! সেইজন্য সবরকম পরিস্থিতিতে সদা সন্তুষ্টতা বজায় রাখ, সঙ্গমযুগের বরদানী ভূমির তিন পা জমিও সত্যযুগের সব মহল থেকেও শ্রেষ্ঠ । বসার জন্য যে এমন ঘর পেয়েছ, এটাও অনেক শ্রেষ্ঠ । এই দিনগুলো তোমাদের মনে পড়বে ! এখন তবুও দৃষ্টি আর টোলি তো পাচ্ছ তোমরা ! পরে অন্যদেরকে দৃষ্টি আর টোলি গ্রহণে উপযুক্ত করে তুলতে তোমাদের সমর্থ হতে হবে । বৃদ্ধি হচ্ছে, এটাও তো খুশির ব্যাপার, তাই না ! যা পাচ্ছ, যেভাবে পাচ্ছ সবকিছুতে খুশি থাক, বৃদ্ধি অর্থাৎ কল্যাণ । আচ্ছা !

কর্ণটকের তারা বিশেষ হারানিধি । মহারাষ্ট্রও সংখ্যার নিরিখে মহান হয়ে থেকেছে । দিল্লিও রেসে আছে । বৃদ্ধি হওয়া বহাল রাখা তোমরা । ইউ. পি.ও কারও থেকে কম নয় । সব স্থানেরই নিজ নিজ বিশেষত্ব আছে । বাবা তোমাদের সেই সম্বন্ধে অন্য কোনো সময় বলবেন ।

বাপদাদাকেও সাকার শরীরের আধার নেওয়ার কারণে সময়সীমা রাখতে হয় । যতই হোক, লোনে নেওয়া শরীর, নিজের তো নয় ! শরীরের দায়িত্ব বাপদাদার ওপরেই বর্তায় । সেইজন্য অসীম জগতের মালিকও সীমিত পরিধিতে বাঁধা হয়ে যান । অব্যক্ত বতন, সীমাহীন ! এখানে সংযম, সময় আর শরীরের শক্তি সব বাবাকে বিবেচনা করতে হবে । বেহদে এসো অর্থাৎ সীমিত গন্ডির উর্ধ্বে অসীমের মাঝে এসে মিলন উৎসব উদযাপন করো তোমরা । ওখানে তোমাদের কেউ বলবে না, এখন এসো, এখন যাও, অথবা নম্বরানুক্রমে এসো । তোমাদের জন্য খোলা নিমন্ত্রণ অর্থাৎ তোমাদের পূর্ণ অধিকার আছে । চাইলে তোমরা দুটোর সময়ও আসতে পারো, চাইলে চারটে বাজলেও আসতে পারো ।

সদা শক্তিশালী সর্বশ্রেষ্ঠ আত্মাদের, সদা জ্ঞানসূর্যের কাছে এবং সমান হওয়ার উঁচু স্থিতিতে থাকা বিশেষ আত্মাদের, যারা সদা সকল কর্ম করার ক্ষেত্রে উদ্যম-উৎসাহে বলে, "আমি প্রথমে", সেই সাহসী আত্মাদের, যারা সদা সকলকে শক্তিশালী আত্মা বানায়, সেই নিকট বাচ্চাদের, জ্ঞানসূর্য জ্ঞান চন্দ্রমার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার ।

দাদীদের সাথে : - বাপদাদা তোমরা সব বাচ্চার জন্য গৌরবান্বিত । কিসের জন্য তাঁর গৌরব ? সদাসর্বদা বাবা তাঁর নিজের সমান বাচ্চাদের দেখে গর্বিত । যখন বাচ্চারা বাবার থেকেও বিশেষ কার্য করে দেখায়, তখন বাবার কতো গর্ব হবে ! দিনরাত বাবার স্মরণ এবং সেবা এই দুইয়ের জন্য শুধু গভীর ভালোবাসা থাকে । যতই হোক, মহাবীর বাচ্চাদের বিশেষত্ব এটাই যে প্রথমে তারা স্মরণকে রাখে, পরে সেবা । ঘোড়-সওয়ার এবং পেয়াদা প্রথমে সেবাকে রাখে পরে স্মরণ । এই কারণে ফারাক পড়ে যায় । প্রথমে স্মরণ আর তারপরে সেবা করলে তবেই সফলতা । প্রথমে সেবা রাখলে সেবায় যা কিছু ভালো-মন্দ হয় সেসবের দ্বারা তোমরা প্রভাবিত হও । আর প্রথমে স্মরণ রাখলে সহজেই স্বতন্ত্র হতে পারবে । তাই তো বাবাও তাঁর সমান এমন বাচ্চাদের জন্য গর্বিত । সমগ্র বিশ্বে কে আছে যাঁর এমন সমতুল্য বাচ্চা আছে ? বাবা যদি প্রত্যেক বাচ্চার বিশেষত্ব বর্ণনা করতে থাকেন, তবে তো ভাগবৎ হয়ে যাবে । যজ্ঞের আদিকাল থেকে এক-এক মহারথীর বিশেষত্ব যদি বর্ণন করি, তবে তো ভাগবৎ তৈরি হয়ে যাবে । মধুবনে যখন সূর্য আর নক্ষত্ররাজি সংগঠিত রূপে ঝিকিমিকি করে তখন মধুবনের আকাশের শোভা কতো শ্রেষ্ঠ হয়ে যায় । জ্ঞান সূর্যের সাথে নক্ষত্রও অবশ্যই প্রয়োজন ।

যুগলদের গ্রুপের সাথে বাপদাদার সাক্ষাৎকার

১) যারা একমতের লাইনে অর্থাৎ নির্দিষ্ট গতিপথে সমান্তরালভাবে চলে, তারা ফাস্ট বেগবান হবে, তাই না ! উভয়ের মত এক, এই এক মতই হলো পায়া বা চাকা । একমতের চাকার আধারে যারা চলে তারা তীরগতিতে চলে । উভয় চাকাই শ্রেষ্ঠ হতে হবে । এক চাকা ধীরগতি আর এক চাকা দ্রুতগতি, এমন তো নও তোমরা ! উভয়ই সমান হতে হবে । তীর পুরুষার্থে পাণ্ডব নাস্বার ওয়ান নাকি শক্তিগণ? পরস্পরকে সামনে এগিয়ে দেওয়া অর্থাৎ নিজে অগ্রগামী হওয়া । এমন যেন না হয়

যে অন্যকে অগ্রচালিত করে নিজে পিছিয়ে গেলে ! অন্যকে অগ্রচালিত করা অর্থাৎ নিজের এগিয়ে যাওয়া । সবাই তোমরা লাকি আত্মা, তাই না ? দিল্লি আর বম্বে নিবাসী বিশেষ লাকি, কেননা রাস্তায় চলতে চলতেও অনেক ঐশ্বর্য লাভ করে তোমরা । বিশেষ আত্মাদের সঙ্গ, সহযোগ, শিক্ষা সবকিছু প্রাপ্ত হয় । এটাও বরদান, যা তোমরা বিনা নিমন্ত্রণেই পেয়ে যাও । অন্যান্য লোকে কতো পরিশ্রম করে । এমন শ্রেষ্ঠ আত্মারা তাদের সম্পূর্ণ ব্রাহ্মণ জীবনে বা সেবার জীবনে দু-তিনবারই কোথাও অসুবিধা করে যেতে পারে । অথচ তোমরা তাদের ডাক বা না ডাক, তোমাদের কাছে তারা সহজেই পৌঁছে যায় । সুতরাং সঙ্গের রঙ যা প্রসিদ্ধ, বিশেষ আত্মাদের সঙ্গ তোমাদের উদ্যমী করে তোলে । তোমরা ভাগ্যবান আত্মা, কতো সহজে তোমরা ভাগ্য প্রাপ্ত করো । সদা গীত গাইতে থাকো, "বাহ্ আমার শ্রেষ্ঠ ভাগ্য !" তোমাদের যে প্রাপ্তি হচ্ছে তার রিটার্ন হলো সদা উড়তি কলা । নিশ্চল বা চলমান নয়, বরং যারা সদা উড়ছে ।

২) সদা নিজেকে বাবার সুরক্ষার ছত্রছায়ায় অনুভব করো ? বাবার স্মরণই সুরক্ষার ছত্রছায়া । যারা সুরক্ষার ছত্রছায়ায় থাকে তারা সদা সেফ থাকে । কখনো বর্ষণ বা তুফান হলে, তোমরা ছাতার তলায় আশ্রয় নাও । সেইরকমই, বাবার স্মরণ হলো সুরক্ষার ছত্রছায়া । ছত্রছায়ায় যারা থাকে তারা সহজেই মায়াজিৎ হয় । স্মরণ ভুলে থাকার অর্থ তুমি সুরক্ষার ছত্রছায়া থেকে বেরিয়ে গেছ । বাবার স্মরণ সদা যেন তোমার সাথে থাকে । যারা এইভাবে সুরক্ষার ছত্রছায়ায় থাকে তাদের সবসময় বাবার সহযোগ প্রাপ্ত হতে থাকে । সকল শক্তির সহযোগ তাদের নিরন্তর প্রাপ্তি হতে থাকে । তারা কখনো দুর্বল হয়ে মায়ার কাছে পরাভব স্বীকার করে না । মায়ী কখনো স্মরণে থাকা ভুলিয়ে দেয় না তো, দেয় কি ? ৬৩ জন্ম ধরে তো তোমরা ভুলেই এসেছ, এখন সঙ্গমযুগ হলো স্মরণে থাকার যুগ । এই সময়ে ভুলে যেওনা । ভুলে যাওয়ায় তোমরা পদস্বলিত হয়েছ, দুঃখ পেয়েছ । সুতরাং এখন আবার কিভাবে ভুলবে ! তোমরা এখন সদা স্মরণে থাকো ।

বিদায়ের সময় - সঙ্গমযুগ মিলনের যুগ । তোমরা যত মিলিত হও মিলনের আশা ততই বাড়বে । মিলনের শুভ আকাঙ্ক্ষা হতে দাও, কেননা মিলনের এই শুভ আকাঙ্ক্ষাই তোমাদের মায়াজিৎ বানায় । মিলনের শুভ সঙ্কল্প সদা বাবার স্মরণে থাকতে তোমাদের সমর্থ বানায় । এমনই ঘটতে দাও । যখন এটা পরিপূর্ণতা পাবে, তখন সঙ্গমযুগ সম্পূর্ণ হবে । অন্যান্য সব ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছে, কিন্তু স্মরণে সদা নিমজ্জিত হয়ে থাকবে, এই শুভ ইচ্ছা তোমাদের অগ্রচালিত করবে, এইরকমই তো, তাই না ? সুতরাং প্রতিনিয়ত মিলন মেলা উদযাপিত হতে থাকবে । হয় সাকারে অথবা অব্যক্ত রূপে । সদা সাথেই থাকেন, তবে মিলনের আবশ্যিকতাই বা কি! প্রত্যেক মিলনের নিজ নিজ স্বরূপ আর প্রাপ্তি আছে । অব্যক্ত মিলন, এর নিজ পদ্ধতিতে অনন্য, সাকার মিলন তার নিজ পদ্ধতিতে অনন্য । মিলিত হওয়া তো ভালোই । আত্মা ! সদা শুভ আর শ্রেষ্ঠ প্রভাত হবে । লোকে শুধু বলে, গুড মর্নিং কিন্তু এখানে শুভ আবার শ্রেষ্ঠও বটে ! প্রতিটা সেকেন্ড শুভ আর শ্রেষ্ঠ, প্রতি সেকেন্ডের জন্য অভিনন্দন । আত্মা ! ওম্ শান্তি ।

বরদানঃ- বাবার সাহচর্যে পবিত্রতা রূপী স্বধর্মকে সহজভাবে পালন করে মাস্টার সর্বশক্তিমান ভব আত্মার স্বধর্ম পবিত্রতা, অপবিত্রতা পরধর্ম । যখন তোমাদের স্বধর্মে দৃঢ় বিশ্বাস আছে তখন পরধর্ম তোমাদের নড়াতে পারবে না । যতই হোক, বাবা যেমন যেরকম তাঁকে যদি যথার্থরূপে চিনে তাঁকে তোমার সাথে রাখো, তবে পবিত্রতা রূপী স্বধর্ম ধারণ করা খুব সহজ হয়, কারণ তোমাদের সাথীই

সর্বশক্তিমান । সর্বশক্তিমানের বাচ্চা মাস্টার সর্বশক্তিমানের সামনে অপবিত্রতা আসতে পারে না । যদি সঙ্কল্পেও মায়া আসে, তবে নিশ্চয়ই কোনো গেট খোলা আছে অথবা নিশ্চয়ে কিছুই অভাব আছে ।

স্লোগান:- ত্রিকালদর্শী কোনও বিষয়কে এক কালের দৃষ্টিতে দেখে না, তারা মনে করে সব পরিস্থিতিতেই কল্যাণ আছে ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - এই সঙ্গম যুগ হল উত্তম থেকেও উত্তম হওয়ার যুগ, এই যুগেই তোমাদের পতিত থেকে পবিত্র হয়ে পবিত্র দুনিয়া বানাতে হবে"

প্রশ্ন :- অস্তিম সময়ের অত্যন্ত বেদনা দায়ক দৃশ্য দেখার জন্য তোমাদের কোন্ আধারে দৃঢ়তা আসবে ?

উত্তর :- তোমরা দেহ - ভাবকে দূর করতে থাকো । অস্তিম দৃশ্য খুবই কড়া । বাবা তাঁর বাচ্চাদের মজবুত বানানোর জন্য অশরীরী হওয়ার ইঙ্গিত দেন । বাবা যেমন এই শরীর থেকে পৃথক হয়ে তোমাদের শিক্ষা দেন, বাচ্চারা, তোমরাও তেমনই নিজেদের শরীর থেকে পৃথক মনে করো, অশরীরী হওয়ার অভ্যাস করো । তোমাদের বুদ্ধিতে যেন থাকে যে, এখন আমাদের ঘরে ফিরে যেতে হবে ।

ওম্ শান্তি । মিষ্টি - মিষ্টি আত্মা রূপী বাচ্চারা এখন শরীরের সঙ্গেই আছে । বাবাও এখন এই শরীরের সঙ্গেই আছেন । তিনি এই ঘোড়ার গাড়িতে সাওয়ার আছেন আর বাচ্চাদের তিনি কি শেখান ? তিনি শেখান, বেঁচে থেকেও মৃত্যুতুল্য (জীবন্মৃত) কিভাবে থাকা যায়, বাবা ছাড়া এ আর কেউই শেখাতে পারেন না । সব বাচ্চারাই বাবার পরিচয় পেয়েছে, তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর, পতিত - পাবন । এই জ্ঞানের দ্বারাই তোমরা পতিত থেকে পবিত্র হও আর পবিত্র দুনিয়াও তো বানাতে হবে । নিয়ম অনুসারে এই পতিত দুনিয়ার ড্রামার বিনাশ হতে হবে । কেবলমাত্র যারা বাবাকে চিনতে পেরেছেন আর ব্রাহ্মণও হয়েছেন কেবল তারাই পবিত্র দুনিয়াতে গিয়ে রাজত্ব করে । এই পবিত্র হওয়ার জন্য অবশ্যই ব্রাহ্মণও হতে হবে । এই সঙ্গম যুগ হলো পুরুষোত্তম অর্থাৎ উত্তম থেকে উত্তম পুরুষ হওয়ার যুগ । মানুষ বলে থাকে অনেক সাধু, সন্ত, মহাত্মা, উজির, আমীর, প্রেসিডেন্ট ইত্যাদি, এরাও তো উত্তম । তা কিন্তু নয়, এ তো কলিযুগী ব্রষ্টাচারী দুনিয়া, এই পতিত দুনিয়াতে একজনও সম্পূর্ণ পবিত্র নয় । এখন তোমরা সঙ্গমযুগী হচ্ছে । ওরা গঙ্গাকে পতিত - পাবনী মনে করে । কেবল গঙ্গাই নয়, যেখানেই নদী আছে, যেখানেই জল দেখে, মনে করে জলই পবিত্র করে । এ কথা বুদ্ধিতে বসে গেছে । যে যেখানে বলে সেখানে চলে যায় অর্থাৎ সেই জলে স্নান করতে যায় কিন্তু জলে তো কেউই পবিত্র হয় না । জলে স্নান করলেই যদি সকলে পবিত্র হয়ে যেত তাহলে এখন সম্পূর্ণ সৃষ্টিই পবিত্র হতো । এতো সব পবিত্র দুনিয়াতে থাকা উচিত । এ তো পুরানো রেওয়াজ চলে আসছে । সাগরেও যত আবর্জনা গিয়ে জমা হয় তাহলে তা পবিত্র কিভাবে বানাবে ? পবিত্র তো আত্মাকে হতে হবে । এর জন্য তো পরমপিতাকে প্রয়োজন যে আত্মাকে পবিত্র বানাবে । তাই তোমাদের বোঝাতে হবে - পবিত্র মানুষ সত্যযুগেই থাকে, পতিত মানুষ থাকে কলিযুগে । তোমরা এখন সঙ্গম যুগে আছো । তোমরা পতিত থেকে পবিত্র হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছো । তোমরা জানো যে, আমরা শূদ্র বর্ণের ছিলাম, এখন ব্রাহ্মণ বর্ণের হয়েছি । শিববাবা প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা আমাদের ব্রাহ্মণ করেন । আমরাই হলাম প্রকৃত মুখ - বংশাবলী ব্রাহ্মণ । ওরা হলো কুলজাত ব্রাহ্মণ । প্রজাপিতা, তো সমস্তই প্রজা হয়ে গেলো । প্রজাদের পিতা হলো ব্রহ্মা । সে তো গ্রেট গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদার হয়ে গেলো । অবশ্যই তিনি ছিলেন তাহলে তিনি এখন কোথায় গেলেন ? পুনর্জন্ম তো নেন, তাই না । বাচ্চাদের তো এ কথা বলাই হয়েছে যে, ব্রহ্মাও পুনর্জন্ম নেন । ব্রহ্মা আর সরস্বতী, মা আর বাবা । তাঁরাই আবার মহারাজা - মহারানী হন, যাঁকে বিষ্ণু বলা হয় । তাঁরাই আবার ৮৪ জন্মের অন্তে এসে ব্রহ্মা - সরস্বতী হন । এই রহস্য তো তোমাদের বোঝানো হয়েছে । বলা হয় যে, জগত আত্মা তো সম্পূর্ণ

জগতের মা । লৌকিক মা তো প্রত্যেকেরই ঘরে ঘরে আছে কিন্তু জগত আত্মাকে কেউই জানে না । এমনই অন্ধশ্রদ্ধার থেকে বলে দেয় । মানুষ কিছুই জানে না । যাঁর পূজা করে তাঁর কাজ সম্বন্ধে জানেই না । বাচ্চারা, এখন তোমরা জানো, রচয়িতা হলেন উঁচুর থেকেও উঁচু । এ হলো উল্টো বৃক্ষ, যার বীজরূপ উপরে আছে । তোমাদের পবিত্র বানানোর জন্য বাবাকে উপর থেকে নীচে আসতে হয় । বাচ্চারা, তোমরা জানো যে, বাবা এসেছেন আমাদের এই সৃষ্টির আদি - মধ্য এবং অন্তের জ্ঞান দিয়ে সেই নতুন সৃষ্টির চক্রবর্তী রাজা -রাণী বানানোর জন্য । এই চক্রের রহস্য তোমরা ছাড়া এই দুনিয়ার আর কেউই জানে না । বাবা বলেন, আবার পাঁচ হাজার বছর পরে আমি এসে তোমাদের বলবো । এই ড্রামা হলো বানানো । ড্রামার ক্রিয়েটর, ডিরেক্টর, মুখ্য অভিনেতাদের আর ড্রামার আদি - মধ্য এবং অন্তকে না জানলে তাদের তো বুদ্ধিহীন বলবে, তাই না । বাবা বলেন যে, পাঁচ হাজার বছর আগেও আমি তোমাদের বুঝিয়েছিলাম । তোমাদের আমি নিজের পরিচয় দিয়েছিলাম । এখন যেমন দিচ্ছি । তোমাদের আমি পবিত্রও বানিয়েছিলাম যেমন এখন বানাচ্ছি । তোমরা নিজেদের আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো । তিনিই হলেন সর্বশক্তিমান এবং পতিত পাবন । বলা হয়ে থাকে -- অস্তিম সময়ে যেমন স্মরণ করবে, তেমন যোনিতে আসবে । এখন তোমরা তো জন্ম নাও কিন্তু শূকর, কুকুর, বিড়াল ইত্যাদি হও না ।

বেহদের বাবা এখন এসেছেন । তিনি বলেন, আমি তোমাদের সকল আত্মাদের পিতা । এরা সকলেই কাম চিতায় বসে কালো হয়ে গেছে, এদের আবার জ্ঞান চিতায় বসাতে হবে । তোমরা এখন জ্ঞান চিতায় বসেছো । জ্ঞান চিতায় বসে আবার বিকারে যেতে পারবে না । প্রতিজ্ঞা করে যে, আমরা পবিত্র থাকবো । বাবা কখনো ওই রাখী বাঁধান না । এ তো ভক্তিমার্গের রেওয়াজ চলে আসছে । বাস্তবে এ হলো এই সময়ের কথা । তোমরা বুঝতে পারো যে, পবিত্র হওয়া ছাড়া পবিত্র দুনিয়ার মালিক কিভাবে হবে ? তবুও দূঢ় করানোর জন্য প্রতিজ্ঞা করানো হয় । কেউ রক্ত দিয়ে লিখে দেয়, কেউ আবার অন্য কিছু দিয়েও লিখে দেয় যে, বাবা তুমি এসেছো, আমি তোমার থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার অবশ্যই দেবো । নিরাকার তো সাকারের মধ্যেই আসে, তাই না । বাবা যেমন পরমধাম থেকে নেমে আসেন, তেমনি তোমরা আত্মারাও নেমে আসো । তোমরা উপর থেকে নীচে আসো অভিনয় করতে । এ তো তোমরা বুঝতে পারো যে, এই নাটক হলো সুখ - দুঃখের খেলা । এর অর্ধেক কল্প হলো সুখ আর অর্ধেক কল্প হলো দুঃখ । বাবা বোঝান যে, চার ভাগের তিনভাগ সুখই তোমরা ভোগ করো । অর্ধেক কল্পের পরে তোমরাই ধনবান ছিলে । কতো বড় মন্দির ইত্যাদি বানানো হবে । দুঃখ তো আসে পরের দিকে যখন ভক্তি একদম তমোপ্রধান হয়ে যায় । বাবা বুঝিয়েছেন, তোমরা প্রথমদিকে অব্যাভিচারী ভক্ত ছিলে, কেবল একজনের ভক্তিই করতে । যে বাবা তোমাদের দেবতা বানান, সুখধামে নিয়ে যান, তোমরা তাঁরই পূজা করতে, পরের দিকে ব্যাভিচারী ভক্তি শুরু হয় । প্রথমে তোমরা একজনের পূজা তারপর দেবতাদেরও পূজা করতে । এখন তো পঞ্চ ভূতের দ্বারা নির্মিত শরীরেরও পূজা করে থাকো । চৈতন্যকেও আবার জড় পদার্থেরও পূজা করো । পাঁচ তত্ত্বের নির্মিত শরীরকে দেবতাদের থেকেও উঁচু মনে করো । দেবতাদের তো কেবল ব্রাহ্মণ স্পর্শ করতে পারে । তোমাদের গুরুও তো অনেক আছে । এ কথা বাবা বসেই বলেন । এই দাদাও বলেন যে, আমিও অনেক কিছুই করেছি । বিভিন্ন হঠযোগ ইত্যাদি, কান, নাক মোলা আদি সবকিছুই করেছি । অবশেষে সবকিছুই ছেড়ে দিতে হয়েছিল । ওই অভ্যাস করবো নাকি এই অভ্যাস ? আমার ক্লাস্তিভাব আসতো তাই বিরক্ত হয়ে যেতাম । প্রাণায়াম ইত্যাদি শিখতে খুবই কষ্ট হয় । অর্ধেক কল্প আমরা ভক্তিমার্গে ছিলাম, এখন আমরা জানতে পেরেছি । বাবা সম্পূর্ণ সঠিক কথা বলেন । ওরা বলে যে,

ভক্তি পরম্পরা ধরে চলে আসছে। এখন সত্যযুগে ভক্তি কোথা থেকে আসবে? মানুষ কিছুই বোঝে না। মূঢ় বুদ্ধি তো, তাই না। সত্যযুগে তো এমন কিছুই বলবে না। বাবা বলেন যে, আমি প্রতি পাঁচ হাজার বছর অন্তর আসি। শরীরও তাঁরই নিই, যে নিজের জন্মকেও জানে না। এই সেই এক নম্বর যে সুন্দর ছিলো, সেই এখন শ্যাম হয়ে গেছে। আত্মা ভিন্ন - ভিন্ন শরীর ধারণ করে। তাই বাবা বলেন, আমি যাঁর মধ্যে প্রবেশ করি, তারমধ্যেই এখন বসে আছি। কি শেখাতে বসে আছি? বেঁচে থেকেও মরে যাওয়া। এই দুনিয়া থেকে তো মরতেই হবে, তাই না। এখন তোমাদের পবিত্র হয়েই মৃত্যুবরণ করতে হবে। আমার পাটই হলো পবিত্র করার। তোমরা, ভারতবাসীরা ডাকো - হে পতিত - পাবন। আর কেউই এমন বলে না - হে উদ্ধারকর্তা, আমাদের দুঃখের দুনিয়া থেকে মুক্ত করতে এসো। সবাই মুক্তিধামে যাওয়ার জন্যই পরিশ্রম করে। বাচ্চারা, তোমরা আবার পুরুষার্থ করো সুখধামে যাওয়ার জন্য। ওটা হলো প্রবৃত্তিমার্গের মানুষদের জন্য। তোমরা জানো যে, আমরা প্রবৃত্তি মার্গের পবিত্র ছিলাম। তারপর অপবিত্র হয়েছি। প্রবৃত্তিমার্গের মানুষদের কাজ নিবৃত্তিমার্গের মানুষরা করতে পারবে না। যজ্ঞ - দান - তপ সবই প্রবৃত্তিমার্গের মানুষই করে থাকে। তোমরা এখন অনুভব করো যে, এখন আমরা সবাইকেই জানি। শিববাবা আমাদের সবাইকে ঘরে বসে পড়াচ্ছেন। বেহদের বাবা বেহদের সুখ দান করেন। তাঁরসঙ্গে তোমরা দীর্ঘ সময় বাদে মিলিত হও তাই তোমাদের চোখে প্রেমের অশ্রু আসে। 'বাবা' বললেই তোমরা রোমাঞ্চিত হয়ে যাও - অহো! বাবা এসেছেন আমাদের সেবার কারণে। এই পড়া পড়িয়ে বাবা আমাদের ফুল বানিয়ে নিয়ে যান। তিনি আমাদের এই নোংরা ছিঃ - ছিঃ দুনিয়া থেকে নিজের সাথে করে নিয়ে যাবেন। ভক্তিমার্গে তোমাদের আত্মা বলতো, বাবা আপনি যখন আসবেন, আমরা বলিহারি যাবো। আমরা অন্য কারোর নয়, কেবলমাত্র আপনার হবো। নম্বরের ক্রমানুসার তো আছেই। সকলেরই নিজের নিজের পাট আছে। কেউ কেউ তো বাবাকে খুবই ভালোবাসেন, যে বাবা স্বর্গের অবিনাশী উত্তরাধিকার দেন। সত্যযুগে কাল্লার কোনো চিহ্ন থাকে না। এখানে তো মানুষ কত কাল্লাকাটি করে। এখন তোমরা স্বর্গে যাবে তাই কাল্লা কেন, বাজনা বাজানোর দরকার। ওখানে তো সবাই বাজনা বাজায়। এখানে তমোপ্রধান শরীর খুশীর সঙ্গে ত্যাগ করে। এই নিয়মও এখান থেকেই শুরু হয়। এখানে তোমরা বলবে, আমাদের নিজের ঘরে ফিরে যেতে হবে। ওখানে তো তোমরা বুঝতেই পারো যে, পুনর্জন্ম নিতে হবে। বাবা তো সব কথাই বুঝিয়ে বলেন। ভ্রমরের উদাহরণও তোমাদেরই জন্য। তোমরা হলে ব্রাহ্মণী, বিষ্ঠার পোকাকে তোমরা ভোঁ ভোঁ করো। বাবা তো তোমাদের বলেন, এই শরীরকেও ত্যাগ করতে হবে। বেঁচে থেকেও মৃত্যুবরণ করতে হবে। বাবা বলেন যে, নিজেকে আত্মা মনে করো, এখন আমাদের ঘরে ফিরে যেতে হবে। নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। এই দেহকে ভুলে যাও। বাবা তো খুবই মিষ্টি। তিনি বলেন, বাচ্চারা, আমি তোমাদের এই বিশ্বের মালিক বানাতে এসেছি। এখন তোমরা শান্তিধাম আর সুখধামকে স্মরণ করো। অল্ফ (আল্লাহ) আর বে (বাদশাহী)। এ হলো দুঃখধাম। আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের ঘর হলো শান্তিধাম। আমরা এতদিন অভিনয় করেছি এখন আমাদের ঘরে ফিরে যেতে হবে। ওখানে এই ছি - ছি শরীর থাকে না। এখন তো এই শরীর সম্পূর্ণ জর্জরিভূত অবস্থা হয়ে গেছে। এখন বাবা আমাদের সামনে বসিয়ে ইঙ্গিতে শেখান। তিনি বলেন, আমিও আত্মা আর তুমিও আত্মা। আমি শরীর থেকে পৃথক হয়ে তোমাদেরও তাই শেখাই। তোমরাও নিজেদের শরীর থেকে পৃথক মনে করো। এখন তোমাদের ঘরে ফিরে যেতে হবে। এখন তো এখানে আর থাকার সময় নেই। তোমরা এও জানো যে, এখন বিনাশ হবে। ভারতে রক্তের নদী বইবে। এরপর ভারতেই আবার দুধের নদী বয়ে যাবে। এখানে সব ধর্মের মানুষই একত্রে আছে। সবাই নিজেদের মধ্যে লড়াই করে মরবে। এ হলো পরের দিকের মৃত্যু। পাকিস্থানে কি কি না হতো

। খুবই কঠোর দৃশ্য ছিলো যা কেউ দেখলে অজ্ঞান হয়ে যাবে । বাবা এখন তোমাদের মজবুত তৈরী করছেন । তিনি দেহের ভাবও দূর করে দেন ।

বাবা দেখেছেন, বাচ্চারা ঠিকমতো স্মরণে থাকে না । তারা খুবই দুর্বল, সেই কারণে সেবারও বৃদ্ধি হয় না । তারা বারবার লিখতে থাকে, বাবা, স্মরণ করতে ভুলে যাই, বুদ্ধি যুক্ত হয় না । বাবা বলেন, 'যোগ' শব্দের কথা মনে রেখো না । বিশ্বের বাদশাহী দেন যে বাবা, তাঁকে তোমরা ভুলে যাও । আগেও ভক্তিতে বুদ্ধি অন্যদিকে চলে যেতো তখন নিজেদের চিমটি কাটতে । বাবা বলেন - তোমরা আত্মারা হলে অবিনাশী । তোমরা কেবল পবিত্র আর পতিত হও । বাকি আত্মারা কখনোই ছোটো - বড় হয় না । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্নেহ - সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদের নমস্কার জানাচ্ছেন ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :--

১) নিজের সঙ্গে কথা বলা - আহা, বাবা এসেছেন আমাদের সেবায় । তিনি আমাদের ঘরে বসে পড়াচ্ছেন । অসীম জগতের বাবা অসীম সুখ প্রদান করেন, তাঁর সঙ্গে আমরা এখন মিলিত হয়েছি । এমন প্রেমের সঙ্গে বাবা বলে ডাকো আর খুশীতে প্রেমের অশ্রু যেন এসে যায় । শরীর যেন রোমাঞ্চিত হয় ।

২) এখন ঘরে ফিরে যেতে হবে, তাই সবার থেকে মোহ দূর করে জীবন্মুত হতে হবে । এই দেহকেও ভুলতে হবে । এর থেকে পৃথক হওয়ার অভ্যাস করতে হবে ।

বরদান :-- কর্মের হিসেব - নিকেশকে বুঝে নিজের অচল স্থিতি বানিয়ে সহজ যোগী ভব চলতে ফিরতে কর্মের কোনো হিসেব - নিকেশ যদি সামনে আসে, তখন বিচলিত হবে না, স্থিতিকে উপর - নীচ কোরো না । যদি এসেও যায়, তাকে পরখ করে দূর থেকেই শেষ করে দাও । এখন আর যোদ্ধা হয়ো না । সর্বশক্তিমান বাবা সাথে থাকলে মায়া তোমাদের বিচলিত করতে পারবে না । কেবল দৃঢ় বিশ্বাসের ফাউন্ডেশনকে প্রত্যক্ষতায় নিয়ে এসো আর সময় অনুযায়ী ব্যবহার করো তাহলেই সহজ যোগী হতে পারবে । এখন যুদ্ধ করা যোদ্ধা নয়, নিরন্তর যোগী হও ।

স্লোগান :-- ডবল লাইট থাকতে হলে নিজের সমস্ত দায়িত্ব বাবাকে সমর্পণ করে দাও ।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- তোমাদের সতোপ্রধান হতে হবে, তাই বাবাকে ভালোবেসে স্মরণ করো, পারসনাথ শিববাবা তোমাদের স্পর্শপূরীর (বা পারসপূরী) মালিক করতে এসেছেন"

প্রশ্ন :- তোমরা বাচ্চারা কোন্ একটি কথার ধারণার দ্বারা মহিমা যোগ্য হয়ে যাবে ?

উত্তর :- খুব খুব নির্মাণ-চিত্র (নম্রচিত্র) হও। কোনও বিষয়ের অহংকার থাকা উচিত নয়। খুব মিষ্টি হতে হবে। অহংকার এলেই শত্রু বেড়ে যায়। উঁচু অথবা নীচ, পবিত্রতার আধারে হয়। যখন পবিত্র তখন সম্মান আছে, অপবিত্র হলে মাথা নোয়াতে হয়।

ওম্ শান্তি । আত্মাদের পিতা (শিববাবা) বসে বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন। বাবাও বুঝতে পারেন আমি এই বাচ্চাদের বোঝাই। এই কথাও বাচ্চাদের বোঝানো হয় যে ভক্তিমার্গে ভিন্ন ভিন্ন নামের অনেক অনেক চিত্র তৈরি করা হয়েছে। যেমন নেপালে পারসনাথের পূজা করা হয়। তাঁর বিশাল মন্দির আছে। কিন্তু কিছুই নেই। ৪- টি দরজা আছে, ৪-টি মূর্তি আছে। চতুর্থ মূর্তিটি কৃষ্ণের রাখা হয়েছে। এখন কিছু পরিবর্তন হলেও হতে পারে। এবার পারসনাথ তো নিশ্চয়ই শিববাবাকে বলা হবে। মানুষকে স্পর্শ বুদ্ধি তো তিনিই করেন। অতএব সর্ব প্রথমে তাদের এই কথা বোঝাতে হবে - উঁচু থেকে উঁচু হলেন ভগবান, পরে হল সম্পূর্ণ দুনিয়া। সূক্ষ্মবতনের সৃষ্টি তো নেই। পরে থাকেন লক্ষ্মী-নারায়ণ বা বিষ্ণু। বাস্তবে বিষ্ণুর মন্দির হল ভুল। বিষ্ণু চতুর্ভূজ, চার ভূজাধারী কোনও মানুষ তো হয় না। বাবা বোঝান এই লক্ষ্মী-নারায়ণকেই একত্রে বিষ্ণু রূপে দেখানো হয়েছে। লক্ষ্মী-নারায়ণ তো দুইজনেই আলাদা। সূক্ষ্মবতনে বিষ্ণুকে ৪- টি ভূজা দেওয়া হয় অর্থাৎ দুইজনকে একত্রে চতুর্ভূজ করা হয়েছে, যদিও এমন কেউ হয় না। মন্দিরে যে চতুর্ভূজ দেখানো হয় - সেইটি হল সূক্ষ্ম বতনের। চতুর্ভূজকে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম ইত্যাদি প্রদান করা হয়। এমন কিছুই হয় না। বাচ্চারা, চক্রও তোমাদের কাছে থাকে। নেপালে বিষ্ণুর বিশাল চিত্র ক্ষীর সাগরে দেখানো হয়। পূজার দিনে একটু দুধ ঢালা হয়। বাবা এক একটি কথা ভালো করে বোঝান। এমন ভাবে বিষ্ণুর অর্থ কেউ বোঝাতে পারে না। কেউ জানেই না। এইসব তো স্বয়ং ভগবান বোঝাচ্ছেন। ভগবান বলা হয় শিববাবাকে। তিনি তো একজন কিন্তু ভক্তিমার্গে অনেক নাম রেখে দিয়েছে। তোমরা এখন অনেক নাম উল্লেখ করবে না। ভক্তিমার্গে অনেক ধাক্কা খায় সবাই। তোমরাও খেয়েছ। এখন যদি তোমরা মন্দির ইত্যাদি দেখবে তো সেই বিষয়ে বোঝাবে যে উঁচু থেকে উঁচু হলেন ভগবান, সুপ্রিম সোল, নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা। আত্মা শরীর দ্বারা বলে - ও পরমপিতা। তাঁর মহিমাও করা হয় জ্ঞানের সাগর, সুখের সাগর। ভক্তিমার্গে একজনের অনেক চিত্র আছে। জ্ঞান মার্গে তো জ্ঞান সাগর হলেন একজন ই। তিনি হলেন পতিত-পাবন, সর্বের সদগতি দাতা। তোমাদের বুদ্ধিতে সম্পূর্ণ চক্রটি আছে। সর্বোচ্চ হলেন পরমাত্মা, তাঁর জন্যেই গায়ন আছে স্মরণ করে সুখ প্রাপ্ত করো অর্থাৎ একমাত্র বাবাকেই স্মরণ করো অথবা স্মরণ করতে থাকো, তাহলে কলহ ক্লেশ মিটেবে দেহের, তারপরে জীবনমুক্তি পদমর্যাদা প্রাপ্ত কর। এ হল জীবনমুক্তি, তাইনা। বাবার কাছে এই সুখের বর্ষা প্রাপ্ত হয়। কেউ একজন তো পাবে না। রাজধানী থাকবে নিশ্চয়ই তাইনা। অর্থাৎ বাবা রাজধানী স্থাপন করছেন। সত্যযুগে রাজা, রানী, প্রজা সব থাকে। তোমরা জ্ঞান প্রাপ্ত করছ, ফলে বড় কুলে জন্ম নেবে। অনেক সুখ প্রাপ্ত হয়। যখন ঐ স্থাপনা হয়ে যায় তখন ছিঃ ছিঃ আত্মারা সাজা ভোগ করে ফিরে যায়। নিজের নিজের সেকশনে গিয়ে স্থির হবে। এত সব আত্মারা আসবে তারপরে বুদ্ধি হতে

থাকবে। এই কথা বুদ্ধিতে থাকা উচিত যে উপর থেকে কিভাবে আসা হয়। এমন তো নয় দুটি পাতার পরিবর্তে ১০ টি পাতা একসাথে আসা উচিত। না, নিয়ম অনুযায়ী পাতার উৎপত্তি হয়। এ হল বিশাল বৃক্ষ। দেখানো হয় এক দিনে লক্ষ জনের বৃদ্ধি হয়ে যায়। প্রথমে বোঝাতে হবে – সর্বোচ্চ হলেন ভগবান, পতিত-পাবন, দুঃখ হর্তা – সুখ কর্তাও হলেন তিনি। যে পার্টিধারী দুঃখে থাকে, তাদের সবাইকে এসে সুখ প্রদান করেন। দুঃখ দেয় রাবণ। মানুষ এই কথা জানে না যে বাবা এসেছেন আমরা গিয়ে একটু বৃক্ষে আসি। অনেকে বৃক্ষে বৃক্ষে বিচলিত হয়ে যায় (অর্থাৎ বাইরে বেরিয়ে যায়)। যেমন স্নান করতে গিয়ে পা পিছলে গেলে জলের তলায় ডুবে যায়। বাবা হলেন অনুভাবী, তাইনা। এ হল বিষয় সাগর। বাবা তোমাদের ক্ষীর সাগরের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু মায়া রূপী কুমীর ভালো ভালো মহারথী দেরকেও গ্রাস করে নেয়। জীবিত থেকে বাবার কোলে স্থান অর্জন করেও রাবণের কোলে চলে যায় অর্থাৎ মরে যায়। তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের বুদ্ধিতে আছে সর্বোচ্চ বাবা আবার রচনা করেন। সূক্ষ্ম বতনের হিস্ট্রি জিওগ্রাফি তো নেই। তোমরা যদিও সূক্ষ্মবতনে যাও, সাক্ষাৎকার কর। এইসব ভক্তিমার্গের চিত্র। এখনও পর্যন্ত ভক্তিমার্গ চলে আসছে। ভক্তিমার্গ পূর্ণ হলে এইসব চিত্র আর থাকবে না। স্বর্গে এইসব কথা ভুলে যাবে। এখন বুদ্ধিতে আছে যে চতুর্ভুজ রূপে লক্ষ্মী-নারায়ণ দুই রূপে আছেন। লক্ষ্মী-নারায়ণের পূজা করা অর্থাৎ চতুর্ভুজের পূজা করা। লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দির অথবা চতুর্ভুজের মন্দির, একই কথা। এই দুইয়ের জ্ঞান অন্য কারও নেই। তোমরা জানো এই হল লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্ব। বিষ্ণুর রাজ্য তো বলা যাবে না। তিনি রক্ষণাবেক্ষণও করেন। সম্পূর্ণ বিশ্বের মালিক তাই বিশ্বের রক্ষণাবেক্ষণ করেন।

শিব ভগবানুবাচ – আমি তোমাদের রাজযোগ শেখাই। নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ করো তো এই যোগ অগ্নি দ্বারা বিকর্ম বিনাশ হবে। ডিটেলে বোঝাতে হয়। বলা, এও হল গীতা। শুধু গীতায় কৃষ্ণের নাম লিখে দেওয়া হয়েছে। সেটা তো ভুল, সবার গ্লানি করা হয়েছে, তাই ভারত তমোপ্রধান হয়েছে। এখন হল কলিযুগী দুনিয়ার অন্তিম সময়, এই সময়কে বলা হয় তমোপ্রধান আয়রন এজ। যারা সতোপ্রধান ছিল, তারা-ই ৮৪ জন্ম নিয়েছে। জনম-মরণে তো অবশ্যই আসতে হবে। যখন পুরো ৮৪ জন্ম নেওয়া হয় তখন বাবাকে আসতে হয় – প্রথম নম্বরে। কোনও একজনের কথা নয়। এনার তো সম্পূর্ণ রাজধানী ছিল তাই না ! আবার হবে নিশ্চয়ই। বাবা সবার জন্য বলেন নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে, বাবাকে স্মরণ করো তাহলে যোগ অগ্নি দ্বারা পাপ বিনষ্ট হবে। কাম চিতায় বসে সবাই শ্যাম বর্ণ হয়েছে। এবারে শ্যাম বর্ণ থেকে গৌর বর্ণে পরিণত হবে কিভাবে ? সেসব ও বাবা-ই শেখান। কৃষ্ণের আত্মা নিশ্চয়ই ভিন্ন ভিন্ন নাম রূপ নিয়ে আসে হয়তো। যাঁরা লক্ষ্মী-নারায়ণ ছিলেন, তাঁদেরই ৮৪ জন্মের পরে পুনরায় সেই রূপ ধারণ করতে হবে। সুতরাং তাঁরই অনেক জন্মের অন্তিম জন্মে এসে বাবা প্রবেশ করেন। তারপরে তিনি সেই সতোপ্রধান বিশ্বের মালিক হন। তোমাদের মধ্যে পারসনাথের পূজা করা হয়, শিবেরও পূজা করা হয়। তাঁদেরকে নিশ্চয়ই শিব এমন পারসনাথ বানিয়েছেন। টিচার তো চাই তাই না ! তিনি হলেন জ্ঞান সাগর। এখন সতোপ্রধান পারস নাথ হতে হলে বাবাকে খুব ভালোবাসে স্মরণ করো। তিনিই সবার দুঃখ হরণ করেন। বাবা তো হলেন সুখদাতা। এই হল কাঁটার জঙ্গল। বাবা এসেছেন ফুলের বাগান তৈরি করতে। বাবা নিজের পরিচয় দেন। আমি এই সাধারণ বৃদ্ধ দেহে প্রবেশ করি, যিনি নিজের জন্মের কথা জানতেন না। ভগবানুবাচ – আমি তোমাদের রাজযোগ শেখাই। সুতরাং এই হল ঈশ্বরীয় ইউনিভার্সিটি। মুখ্য উদ্দেশ্য হল রাজা-রানী হওয়ার তারজন্য প্রজাও তৈরি হবে। মানুষ যোগ-যোগ অনেক করে। নিবৃত্তি মার্গের মানুষরা তো অনেক হঠাৎ যোগ করে। তারা রাজযোগ শেখাতে পারে

না। বাবার যোগটি -ও হল এক প্রকারের যোগ। শুধু বলেন নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে আমি পিতা আমাকে স্মরণ করো। ৮৪ জন্ম পূর্ণ হয়েছে, এবারে ঘরে (পরমধাম) ফিরে যেতে হবে। এখন পবিত্র হতে হবে। এক পিতাকে স্মরণ করো, বাকি সবকিছু ত্যাগ করো। ভক্তিমার্গে তোমরা গায়ন করেছ যে আপনি এলে আমরা এক আপনার সঙ্গে যুক্ত হব। অর্থাৎ নিশ্চয়ই তাঁর কাছে বর্ষা প্রাপ্ত হয়েছিল তাইনা। অর্ধকল্প হল স্বর্গ, তারপরে নরক। রাবণ রাজ্য আরম্ভ হয়। এমন ভাবে বোঝাতে হবে। নিজেকে দেহ ভেবো না। আত্মা হল অবিনাশী। আত্মাতেই সম্পূর্ণ পাঠ নিহিত আছে, যা কিছু তোমরা প্লে কর। এবারে শিববাবাকে স্মরণ করো তাহলে ভবসাগর পার হয়ে যাবে। সন্ন্যাসীরা পবিত্র থাকার দরুন তাদের অনেক সম্মান করা হয়। সবাই মাথা নোয়ায়। পবিত্রতার কথায় উচ্চ বা নীচ নির্ধারণ হয়। দেবতারা হলেন সর্বদা উচ্চ। সন্ন্যাসীরা এক জন্ম পবিত্র থাকেন, পরের জন্ম তো বিকার দ্বারাই হয়। দেবতারা থাকেন সত্যযুগে। এখন তোমরা পাঠ পড়ছ এবং পড়াছ। কেউ আবার পড়ে কিন্তু অন্যকে বোঝাতে পারে না কারণ ধারণা নেই। বাবা বলবেন তোমাদের ভাগ্যে নেই তো বাবা কি করবেন। বাবা বসে যদি সবাইকে আশীর্বাদ করেন তাহলে তো সবাই স্বলারশিপ পেয়ে যাবে। তারা তো ভক্তিমার্গে আশীর্বাদ করে। সন্ন্যাসীরাও এমন করেন। তাদের গিয়ে বলবে আশীর্বাদ করুন যাতে সন্তান হয়। আত্মা, তোমার সন্তান হবে। কন্যা সন্তান হলে বলবে ভবিতব্য। পুত্র সন্তান জন্ম নিলে বাঃ বাঃ করে চরণে গিয়ে উপস্থিত হবে। আত্মা, আর যদি মারা যায় তো কান্নাকাটি করে গুরুকে গালাগালি করবে। গুরু বলবেন এইসব তো ভবিতব্য ছিল। তাহলে বলবে, আগে বলেননি কেন। কেউ মরে আবার বেঁচে ফিরে এলেও ভবিতব্য-ই বলা হবে। সেসবও ড্রামাতে নির্দিষ্ট আছে। আত্মা কোথায় লুকিয়ে থাকে। ডাক্তার রাও বলে এই মানুষটি মরে পড়ে আছে, আবার বেঁচে ওঠে। চিতায় শুয়েও অনেকে বেঁচে ওঠে। কেউ একজন কাউকে বিশ্বাস করলে অনেকে তার পিছনে পড়ে যায়।

বাচ্চারা, তোমাদের অনেক নির্মাণচিত্র (নম্র) হয়ে চলতে হবে। অহংকার যেন একটুও না থাকে। আজকাল যদি কাউকে একটুও অহংকার দেখাবে তাহলেই শত্রুতা বেড়ে যাবে। খুব মিষ্টি হয়ে চলতে হবে। নেপালেও এই আওয়াজ ধ্বনিত হবে। বাচ্চারা, এখন তোমাদের মহিমা মন্ডিত হওয়ার সময় নয়। তাহলে তো তাদের আখড়া সব উড়ে যাবে। বড় বড় মানুষ জেগে উঠে সভায় বসে শোনাতে তাদের পিছনে অসংখ্য মানুষ এসে যাবে। কোনও এম.পি বসে যদি তোমাদের মহিমা করে যে ভারতের রাজ যোগ এই ব্রহ্মাকুমার-কুমারীরা ব্যতীত কেউ শেখাতে পারবে না, এমন এখনও কেউ নেই। বাচ্চাদের তীক্ষ্ণ বুদ্ধিযুক্ত ও চমৎকারী হতে হবে। অমুক কিভাবে ভাষণ করে, তা শেখা উচিত। সার্ভিস করার যুক্তি বাবা শেখান। বাবা যে মুরলী চালাচ্ছেন, অ্যাকুরেট তেমন মুরলী কল্প-কল্প চালিয়েছেন হয়তো। ড্রামায় নির্দিষ্ট আছে। প্রশ্ন উঠতে পারে না - এমন কেন? ড্রামা অনুসারে যা বোঝাবার প্রয়োজন ছিল সেসব বুঝিয়েছেন। বোঝাতেই থাকেন। অন্য লোকেরা অসংখ্য প্রশ্ন করবে। তাদের বলা, প্রথমে মন্বনাভব হয়ে যাও। বাবাকে জানলে তোমরা সবকিছু জেনে যাবে। আত্মা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণ স্নেহ ও গুডমর্নিং। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী সন্তানদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) সার্ভিসের যুক্তি শিখে খুব তীক্ষ্ণ বুদ্ধিদারী এবং বিস্ময় সৃষ্টিকারী (চমৎকারী, Miraculous) হতে হবে। ধারণা করে তারপরে অন্যদের ধারণ করাতে হবে। পড়াশোনা দ্বারা নিজের ভাগ্য নিজেই তৈরি করতে হবে।

২) কোনও বিষয়েই এতটুকুও অহংকার দেখাবে না, খুব মিষ্টি ও নির্মাণচিত্ত হতে হবে। মায়া রূপী কুমীরের থেকে নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে হবে।

বরদান :- যথাযথ সময় অনুযায়ী প্রতিটি কাজে সফল হওয়া তুমি জ্ঞানী এবং যোগী আত্মা ভব

ব্যাখা: জ্ঞানের অর্থ হল বোধশক্তি। বোধ যুক্ত তাদের বলা হয় যারা সময় অনুযায়ী কাজ করে সফল হয়। বোধ যুক্ত বা বুদ্ধিমানের লক্ষণ হল সে কখনও ধোঁকা খায় না এবং যোগীর লক্ষণ হল ক্লীন ও ক্লিয়ার বুদ্ধি। যার বুদ্ধি ক্লীন ও ক্লিয়ার হয় সে কখনও বলবে না জানি না এমন কিভাবে হল ! এই কথা জ্ঞানী ও যোগী আত্মারা বলতে পারে না, তারা জ্ঞান ও যোগকে প্রতিটি কর্মে প্রতিফলিত করে।

স্লোগান - অচল-অটল তারা-ই থাকতে পারে যারা নিজের অনাদি সংস্কার এবং স্বভাবকে স্মৃতিতে রাখে ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - এই ওয়ান্ডারফুল (বিস্ময়কর বা চমৎকার) পাঠ অসীম জগতের বাবা এসে পড়াচ্ছেন, বাবা আর তাঁর পঠন-পাঠের প্রতি কোনও সংশয় থাকা উচিত নয়, প্রথমে নিশ্চিত হতে হবে যে কে আমাদের পড়াচ্ছেন"

প্রশ্ন :- তোমরা বাচ্চারা নিরন্তর স্মরণের যাত্রায় থাকার জন্য কেন শ্রীমত পেয়েছ ?

উত্তর :- কেননা শত্রু রূপে মায়া এখনও তোমাদের পিছনে পড়ে আছে, যে তোমাদের অধঃপতন ঘটিয়েছে । এখনও সে তোমাদের পিছু ছাড়বে না, সেইজন্য অসাবধান হয়ো না । যদিও তোমরা সঙ্গম যুগে আছ কিন্তু অর্ধকল্প ধরে মায়ার বশীভূত ছিলে, সেইজন্যই এতো শীঘ্র মায়া ছাড়বে না । স্মরণ করা ভুলে যাওয়াতেই মায়া এসে বিকর্ম করিয়েছে। সেইজন্যই সাবধান হতে হবে । আসুরি মতে চলা উচিত নয় ।

ওম্ শান্তি । এখন বাচ্চারাও আছে, বাবা ও আছেন । বাবা অনেক বাচ্চাদের বলবেন 'ওহে বাচ্চারা, সব বাচ্চারাও তারপর বলে উঠবে 'ও বাবা '। এখানে বাচ্চা অনেক । তোমরা এখন বুঝেছ এই জ্ঞান আমরা আত্মাদের জন্যই । এক বাবার অসংখ্য বাচ্চা। বাচ্চারা জানে বাবা শিক্ষা প্রদান করতে এসেছেন । তিনি প্রথমে বাবা, তারপর শিক্ষক, তারপর গুরু । এখন বাবা তো বাবাই, যিনি পবিত্র হওয়ার জন্য স্মরণের যাত্রা শেখান । বাচ্চারা এও জানে এই পঠন-পাঠ বিস্ময়কর । ডামার আদি-মধ্য-অন্তের রহস্য বাবা ছাড়া আর কেউ বলতে পারবে না, তাই তাঁকে অসীম জগতের পিতা বলা হয় । এই দুটো বিশ্বাস বাচ্চাদের মধ্যে গেঁথে আছে, এর মধ্যে সংশয়ের কোনও প্রশ্ন উঠতেই পারে না । অসীম জগতের এই পঠন-পাঠ, অসীম জগতের বাবা ছাড়া আর কেউ পড়াতে পারবে না । আহ্বান করা হয় বাবা এসো, আমাদের পবিত্র জগতে নিয়ে চল। কেননা এ হলো পতিত জগৎ । পবিত্র জগতে নিয়ে যান বাবা । ওখানে (সত্য যুগে) তো বলবেই না বাবা এসো, পবিত্র জগতে নিয়ে চল । বাচ্চারা জানে আমরা আত্মাদের পিতা উনিই, তখনই দেহ ভাব ছিল হয়ে যায় । আত্মা বলে উনি আমাদের পিতা । এখন এটা দূততার সাথে নিশ্চয় হওয়া উচিত যে প্রকৃতপক্ষে বাবা ছাড়া এতো নলেজ আর কেউ দিতে পারবে না । প্রথমেই তো নিশ্চয় বুদ্ধি হওয়া প্রয়োজন । নিশ্চয়তা ও আত্মার বুদ্ধিতেই থাকে । আত্মাই এই জ্ঞান প্রাপ্ত করে, আমাদের বাবা ইনি । এই দুটো বিশ্বাস বাচ্চাদের হওয়া উচিত। মুখে কিছু বলার প্রয়োজন নেই । আমরা আত্মারা এক শরীর ছেড়ে অন্য শরীর ধারণ করি । আত্মার মধ্যেই সংস্কার নিহিত রয়েছে ।

এখন তোমরা জেনেছ বাবা এসেছেন, আমাদের এমনই শিক্ষা প্রদান করান, এমনই কর্ম শেখান যাতে আমরা এখন আর এই জগতে আসব না । লৌকিক জগতের মানুষ বোঝে যে এই দুনিয়াতে আবার আসতে হবে । তোমরা এমনটা ভাবো না। তোমরা এই অমরকথা শুনে অমরপুরীতে যাও । অমরপুরী অর্থাৎ যেখানে সবসময় অমরত্ব থাকে (অকালে মৃত্যু হয় না)। সত্য যুগ-ত্রৈতা হলো অমরপুরী । বাচ্চাদের কত খুশি হওয়া উচিত । এই পঠন-পাঠন বাবা ছাড়া আর কেউ পড়াতে পারে না । বাবা আমাদের পড়ান, বাকি যারা টিচার্স আছে তারা সাধারণ মানুষ । এখানে তোমরা যাঁকে পতিত-পাবন, দুঃখ হরণকারী, সুখ প্রদানকারী বলে থাক, সেই বাবা এখন তোমাদের সামনে শিক্ষা প্রদান করছেন । সামনে না আসলে রাজযোগ পাঠ কি ভাবে পড়াচ্ছেন ? বাবা বলেন তোমরা

মিষ্টি বাচ্চাদের এখানে পড়াতে আসি । শিক্ষা প্রদান করার জন্য এনার (ব্রহ্মা বাবা) মধ্যে প্রবেশ করি। প্রকৃতপক্ষে ভগবানুবাচ যখন আছে, সুতরাং ওনার শরীর নিশ্চয়ই প্রয়োজন । শুধু মুখ নয় সম্পূর্ণ শরীর প্রয়োজন । বাবা স্বয়ং বলেন- মিষ্টি মিষ্টি রুহানী বাচ্চারা, কল্পে -কল্পে পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগে সাধারণ শরীরে (ব্রহ্মা বাবা) আসি । খুব গরীব ও নয়, আবার খুব বিত্তবান ও নয়, সাধারণ । এটা তো তোমাদের, অর্থাৎ বাচ্চাদের দৃঢ় বিশ্বাস হওয়া উচিত- উনি আমাদের বাবা, আমরা আত্মা । আমরা আত্মাদের পিতা । সমগ্র পৃথিবীতে যত মানুষরূপী আত্মা আছে সবার পিতা তিনি তাই ওনাকে অসীম জগতের পিতা বলা হয় । শিব জয়ন্তী উদযাপন করে কিন্তু তার কারণ ও কেউ জানেনা । কাউকে জিজ্ঞাসা শিব জয়ন্তী কবে থেকে উদযাপন হয়ে আসছে ? বলবে আবহমান ধরে । সেটা ও কবে থেকে? কোনও তারিখ তো চাই । ড্রামা তো অনাদি, কিন্তু এই ড্রামার অন্তর্ভুক্ত যে ক্রিয়াকলাপ ঘটিত হয়েছে, তার তিথি -তারিখ তো চাই তাইনা ! এ তো কেউ জানেনা । আমাদের শিববাবা আসেন, সেই ভালোবাসা দিয়ে উত্সব পালন করেনা । নেহেরু জয়ন্তী ভালোবাসার সাথে উদযাপন করবে । স্মৃতি চারণে দু-চোখে জলও আসবে । শিব জয়ন্তী কেন পালিত হয় কারো জানা নেই । এখন তোমরা বাচ্চারা অনুভবী হয়েছ । অনেক মানুষ আছে যারা কিছুই জানেনা । কত মেলা হয়। ওখানে যারা যায় তারাই বলতে পারবে প্রকৃত সত্য কি। যেমন বাবা অমরনাথের দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেছিলেন, ওখানে গিয়ে দেখ -- প্রকৃতপক্ষে কি হয় সেখানে। অন্যরা তো অপরের কাছ থেকে শুনে তারপর বলে। কেউ বলবে বরফের লিঙ্গ হয়, শুনে বলবে সত্যি । এখন তোমরা বাচ্চাদের অনুভব হয়েছে-কোনটা ঠিক, কোনটা ভুল। এখনও পর্যন্ত যা কিছু শুনেছ-পড়েছ, সবই ভুল । গাওয়াও হয়ে থাকে এ হলো মিথ্যে খন্ড, সত্য যুগ প্রকৃত খন্ড । সত্য যুগ, ত্রেতা, দ্বাপর অতীত হয়ে গেছে, এখন কলিযুগ চলছে। এটাও খুব কম সংখ্যকই জানে। তোমাদের বুদ্ধিতে সব ধারণা চলে। বাবার মধ্যে সম্পূর্ণ নলেজ আছে, ওনাকে বলা হয় জ্ঞানের সাগর । ওনার কাছে যে নলেজ আছে তা উনি এই শরীর (ব্রহ্মা বাবা) দ্বারা দিয়ে আমাদের সমতুল্য করে তুলছেন । যেমন টিচার ও সমতুল্য করে তোলেন, সুতরাং অসীম জগতের বাবা ও চেষ্টা করে নিজ সমান করে তোলেন । লৌকিক বাবা সমতুল্য করে তোলেন না । তোমরা অসীম জগতের বাবার কাছে এসেছ। উনি জানেন আমাকে বাচ্চাদের আমার মতো করে তুলতে হবে । যেমন টিচার নিজের মতো করে তোলেন, সেটাও নম্বরনুসারে হবে। এই বাবা ও বলে থাকেন নম্বরনুসারে হবে । আমি যে পঠন-পাঠ করিয়ে থাকি সেটা অবিনাশী । যে যত পড়বে তা ব্যর্থ যাবে না । ঈশ্বরীয় জ্ঞানে অগ্রসর হতে হতে স্বয়ং-ই বলবে আমি ৪ বছর আগে, ৮ বছর আগে কারও কাছ থেকে এই জ্ঞান শুনেছিলাম। এখন আবার এসেছি। কেউ ভীষণ ভাবে সংলগ্ন হয়ে পড়ে । পতঙ্গ তো আছে কেউ অগ্নিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে । কেউ বা অগ্নির চারদিক ঘুরে ফিরে যায় । (পতঙ্গ রূপী আত্মা ঈশ্বরীয় নেশায় মত্ত হয়ে যাওয়া)। শুরুতে অনেক পতঙ্গ অগ্নির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল । ড্রামার প্ল্যান অনুসারে ভাঙি তৈরি হওয়ার ছিল । কল্প-কল্প ধরেই এমনটা হয়ে আসছে । যা কিছু অতীতে হয়েছে, কল্প প্রথমেও এমনই হয়েছিল আবারও তাই হবে । এটাই দৃঢ়তার সাথে নিশ্চিত হও যে আমরা আত্মা, বাবা আমাদের পড়াচ্ছেন । এই নিশ্চয়ে অটুট থাকো, ভুলে যেও না । এমন কোনও মানুষ হবে না যে বাবাকে বাবা বলে স্বীকার করবেনা । যদিও বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তাও বুঝতে পারবে আমি বাবাকে ত্যাগ করেছি । ইনি অসীম জগতের পিতা, ওঁনাকে আমরা কখনোই ছেড়ে যাব না । শেষ পর্যন্ত সাথে থাকব। এই বাবা তো সবার সঙ্গতি প্রদানকারী । ৫ হাজার বছর পর আসেন । এটাও তোমরা বুঝেছ, সত্য যুগে অল্প সংখ্যক মানুষ বাস করে । বাকি সমস্ত আত্মারা শান্তিধামে থাকে । এই নলেজও বাবা-ই শোনান আর কেউ শোনাতে পারেনা । কারো বুদ্ধিতেই

ধারণা হবে না । তোমাদের, অর্থাৎ আত্মাদের পিতা তিনি। তিনি চৈতন্য বীজরূপ। কোন্ নলেজ দেবেন ? সৃষ্টি রূপী বৃক্ষের । রচয়িতা নিশ্চয়ই রচনার নলেজই দেবেন । তোমরাও কি জানতে সত্য যুগ কবে ছিল তারপর কোথায় গেছে ?

এখন তোমরা সামনে বসে আছ, বাবা কথা বলছেন । দূততার সাথে নিশ্চিত হও যে-ইনিই আমাদের, অর্থাৎ সমস্ত আত্মাদের পিতা, আমাদের শিক্ষা প্রদান করছেন । ইনি কোনও শরীরধারী শিক্ষক নন। এই শরীরে (ব্রহ্মা বাবা)শিক্ষা প্রদানকারী নিরাকার শিববাবা বিরাজমান । উনি নিরাকার হয়েও জ্ঞানের সাগর, মানুষ তো বলে ওঁনার কোনও আকার নেই । মহিমা করে গীত ও গেয়ে থাকে-জ্ঞানের সাগর, সুখের সাগর। কিন্তু কিছুই বোঝেনা। ড্রামা অনুসারে অনেক দূরে চলে গেছে, বাবাই কাছে টেনে আনেন । এটা তো ৫ হাজার বছরের কথা । তোমরা বুঝেছ প্রতি ৫ হাজার বছর পরে বাবা আমাদের শিক্ষা প্রদান করতে আসেন । এই নলেজ আর কারও কাছ থেকে পাওয়া যাবেনা। এই নলেজ হলো নতুন সৃষ্টির জন্য । কোনও মানুষ এই নলেজ দিতে পারবে না কেননা ওরা তমোপ্রধান হয়ে গেছে । ওরা কাউকে সতোপ্রধান করে তুলতে পারবেনা। ওরা তো তমোপ্রধান হয়েই চলেছে ।

তোমরা এখন জেনেছ - বাবা আমাদের এনার মধ্যে প্রবেশ করে বলছেন- বাচ্চারা অসতর্ক হয়ে না, শত্রু এখনও তোমাদের পিছনে রয়েছে, যে তোমাদের অধঃপতিত করেছে । শত্রু এখনও তোমাদের পিছু ছাড়বে না । যদিও তোমরা সপ্তম যুগে আছ কিন্তু অর্ধকল্প ধরে তোমরা শত্রুর বশীভূত ছিলে, সুতরাং এতো শীঘ্র সে তোমাদের ছাড়বে না, সাবধান না হলে । স্মরণে না থাকলে আরও বিকর্ম করাবে । তারপর ও কিছু না কিছু চড় এসে পড়বে (মায়ার)। এখন দেখ মানুষ কেমন নিজেকেই নিজে চড় কষায় । কত কি বলে দেয় । শিব - শঙ্করকে এক বলে দেয়, ওদের পদমর্যাদা সেটা কি ? কত পার্থক্য । শিব তো হলেন সর্বোচ্চ ভগবান, শঙ্কর দেবতা । তারপরও শিব-শঙ্কর একত্রে কিভাবে বলে ? দুজনের পার্টই আলাদা-আলাদা । এখানেও (লৌকিক জগতে) অনেকের এমন সব নাম আছে- রাধা কৃষ্ণ, লক্ষ্মীনারায়ণ, শিবশঙ্কর দুটো নামই একত্রে নিজের জন্য রেখেছে । সুতরাং বাচ্চারা বুঝেছে এই সময় পর্যন্ত বাবা যা কিছু বুঝিয়েছেন তা আবার রিপিট হবে । অল্প সময় বাকি আছে । বাবা তো বসে থাকবেন না । বাচ্চারা নম্বরনুসারে অধ্যয়ন করে সম্পূর্ণ কর্মাজীত হয়ে যাবে । ড্রামানুসারে মালা ও তৈরি হয়ে যাবে । কোন্ সে মালা ? সব আত্মাদের মালা তৈরি হবে তবেই ফিরে যাবে । মালা নম্বরনুসারে তোমাদের হবে । শিববাবার মালা অনেক বড়। ওখান থেকেই নম্বরনুসারে রোল প্লে করতে আসবে । তোমরা সবাই বাবা-বাবা বলে ডাক। সবাই এক মালার দানা। সবাইকে বিস্কু মালার দানা বলা হবে না,এসবই বাবা বসে পড়ান । সূর্য বংশী হতেই হবে । সূর্য বংশী-চন্দ্র বংশী যা অতীত হয়ে গেছে আবার তৈরি হবে । ঐ পদ পঠন-পাঠ দ্বারাই প্রাপ্ত হয়। বাবার শিক্ষা গ্রহণ ছাড়া ঐ পদ প্রাপ্ত হবে না । চিত্র আছে, কিন্তু কেউ এমন তত্পরতা দেখায় না যে ,আমরা এদের মতো হতে পারি। সত্য নারায়ণের কথা শোনে । গরুড় পুরাণে এমন সব আছে যা মানুষকে শোনানো হয়। বাবা বলেন এই বিষয় বৈতরণী নদী ভয়াবহ । মূলতঃ ভারতের জন্যই বলা হয় । বৃহস্পতির দশা ভারতের উপরই অবস্থান করছে । বৃক্ষপতি ও ভারতবাসীদেরই পড়ান । অসীম জগতের বাবা বসে অসীম জগতের কথাই বোঝান । দশা অবস্থান করে । রাহুর দশা চলাকালীন বলা হয় দান দিলেই গ্রহণ থেকে মুক্ত হবে । বাবা ও বলে থাকেন এই কলিযুগের শেষে সবার উপরেই রাহুর দশা অবস্থান করছে । এখন আমি বৃক্ষপতি

ভারতে এসেছি বৃহস্পতির দশা প্রতিষ্ঠা করতে । সত্য যুগে বৃহস্পতির দশা ভারতেই ছিল । এখন চলছে রাহুর দশা । এ সবই অসীম জগতের কথা । এসব কথা কোনও শাস্ত্র ইত্যাদিতে নেই । এসব ম্যাগাজিন ইত্যাদি তাদেরই ধারণা করাবে যারা প্রথমে কিছু না কিছু বুঝেছিল । ম্যাগাজিন পড়ে আরও ভালো করে বোঝার জন্য দৌড় লাগাবে। বাকিরা তো কিছুই বুঝবে না । যে অল্প পড়ে ছেড়ে দিয়েছে তার মধ্যেও অল্প জ্ঞানের ঘৃত অর্পণ করলে সে ও সজাগ হয়ে পড়ে । জ্ঞানকে ঘৃত (ঘি) বলা হয় । নিভে যাওয়া দীপক-কে (প্রদীপ অর্থাৎ এখানে আল্লা) বাবা এসে জ্ঞানের ঘৃত অর্পণ করছেন । বাবা বলেন- বাচ্চারা, মায়ার তুফান এসে দীপকে (আল্লা) নিভিয়ে দেবে। বহি পতঙ্গ কেউ মত্ত (ঐশ্বরীয় নেশায়) হয়ে পুড়ে মরবে (সম্পূর্ণ সমর্পণ)। কেউ বা ঘুরে ফিরে চলে যাবে । প্র্যাকটিক্যালি এখন সেটাই হচ্ছে । নশ্বরনুসারে সব পতঙ্গ । প্রথম- প্রথম তো সম্পূর্ণরূপে বাড়িঘর ছেড়ে চলে আসে বহি পতঙ্গ রূপে । ঠিক যেন লটারি প্রাপ্ত হয়েছে । যা কিছু অতীতে হয়েছে তোমরা ও সেটাই করবে । যদিও চলে গেছ, এমনটা ভেবো না যে স্বর্গে যাব না । বহি পতঙ্গ হয়ে দয়িতের প্রতি মত্ত হয়েছ, তারপর মায়া এসে হারিয়ে দিয়েছে, সুতরাং পদ কম হয়ে যাবে । ক্রমিকানুসারেই তো নশ্বর হবে । অন্যান্য সংসঙ্গে কারো বুদ্ধিতে এসব ধারণা হবেনা । তোমাদের বুদ্ধিতে আছে । বাবার সৃষ্টি নতুন দুনিয়াতে যাবার জন্য আমরা সবাই নশ্বরনুসার পুরুষার্থ অনুসারে শিক্ষা গ্রহণ করছি । আমরা অসীম জগতের বাবার সামনে বসে আছি । এটাও জেনে গেছ আল্লা দৃশ্যমান হয় না । আল্লাকে দিব্য দৃষ্টি দিয়ে দেখতে হয় । আমরা আল্লারাও ছোট বিন্দু স্বরূপ । কিন্তু দেহভান ছেড়ে নিজেকে আল্লা মনে করা-এটাই হলো উচ্চ স্তরের পঠন-পাঠ । লোকিকের পঠন-পাঠনে যে সাবজেক্ট ডিফিকাল্ট হয়, তাতে বিফল হয় । এই সাবজেক্ট তো কত সহজ । কিন্তু কারও কারও কঠিন (ডিফিকাল্ট) অনুভব হয় । এখন তোমরা বুঝেছ শিববাবা সামনে বসে আছেন । তোমরাও নিরাকার আল্লা কিন্তু শরীরের সাথে আছ । এইসব কথা অসীম জগতের বাবাই শোনান । আর কেউ শোনাতে পারেনা । তারপর কি করা উচিত? ওঁনাকে ধন্যবাদ দেবে ? না । বাবা বলেন এই অনাদি ড্রামা পূর্ব নির্ধারিত । আমি নতুন কথা কিছু বলিনা। ড্রামানুসারে তোমাদের পড়াই। ধন্যবাদ তো ভক্তি মার্গে দেওয়া হয় । শিক্ষক বলবে স্টুডেন্ট ভালো করে পড়লে আমার সুখ্যাতি হবে । স্টুডেন্টকে ধন্যবাদ জানানো হয় । যে ভালো ভাবে পড়ান, আর যে পড়ে তাকে ধন্যবাদ দেওয়া হয় । স্টুডেন্ট ও তারপর টিচারকে ধন্যবাদ জানায়। বাবা বলেন-মিষ্টি বাচ্চারা, বেঁচে থাক । এভাবেই সার্ভিস কর । কল্প পূর্বেও করেছিলে । আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ-সুমন-স্মরণ ভালোবাসা আর সুপ্রভাত । আল্লাদের পিতা ওঁনার আল্লা রূপী সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) সবসময় নেশা(ঐশ্বরীয়) আর দৃঢ় বিশ্বাস যেন থাকে যে আমাদের শিক্ষা প্রদানকারী কোনও শরীরধারী শিক্ষক নন।স্বয়ং জ্ঞানের সাগর নিরাকার শিববাবা শিক্ষক রূপে আমাদের পড়াচ্ছেন । এই পঠন-পাঠনের মাধ্যমেই আমাদের সতোপ্রধান হতে হবে ।

২) আল্লা রূপী দীপকে প্রতিদিন জ্ঞানের ঘৃত অর্পণ করতে হবে । জ্ঞান ঘৃত দ্বারা এমনই প্রজ্বলিত করে তুলতে হবে যাতে মায়ার কোনও তুফান নাড়াতে না পারে । সম্পূর্ণ বহি পতঙ্গ হয়ে সমর্পিত হতে হবে ।

বরদান :- মন আর বুদ্ধিকে সকল ঝামেলার থেকে সরিয়ে মিলনমেলা উদযাপনকারী ঝামেলামুক্ত ভব

কিছু বাচ্চারা ভাবে এই ঝামেলা (ঝঙ্কাট, সমস্যা) মিটে গেলে আমার অবস্থা বা সেবা ঠিক হয়ে যাবে, কিন্তু ঝামেলা হলো পাহাড়ের সমান । পাহাড় সরবে না, কিন্তু যেখানে ঝামেলা আছে সেখান থেকে মন আর বুদ্ধিকে সরিয়ে নিয়ে বা উড়তি (উত্তরণ) কলার দ্বারা ঝামেলার পাহাড়ের অনেক উর্ধ্বে যদি চলে যাও, তখন পাহাড়ও তোমাদের কাছে দূরুহ অনুভব হবে না । ঝামেলার দুনিয়াতে ঝামেলা তো আসবেই, তোমরা তা থেকে মুক্ত হতে পারলেই মিলনমেলা উদযাপন করতে পারবে।

স্লোগান :- এই অসীম নাটকে হিরোর ভূমিকা পালনকারীই হল হিরো পাটধারী ।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- বাবা হলেন দাতা, বাচ্চারা, তোমাদের বাবার কাছ থেকে কিছুই চাওয়ার প্রয়োজন নেই, কথায় আছে, চাওয়ার চেয়ে মরণ ভালো"

প্রশ্ন :- কিসের স্মৃতি যদি সর্বদা থাকে তবে কোনো বিষয়েই চিন্তা বা চিন্তন থাকবে না ?

উত্তর :- যা অতীত(পাস্ট) হয়ে গেছে -- ভাল বা মন্দ, তা ড্রামায় নির্ধারিত(ফিক্সড) ছিল। পুরো চক্র সম্পূর্ণ হয়ে গেলে তা পুনরায় রিপিট হবে। যে যেমন পুরুষার্থ করে সে তেমনই পদ পায়। এই কথা স্মৃতিতে থাকলে তবেই কোন বিষয়ে চিন্তা বা চিন্তন থাকবে না। বাবার ডায়রেকশন হলো, বৎস অতীতকে স্মরণ করো না। উল্টোপাল্টা কোনো কথা শুনোও না, কাউকে শুনিয়েও না। যে কথা অতীত হয়ে গেছে, না তার চিন্তন(বিচার) কর, আর না তা রিপিট কর ।

ওম শান্তি। আত্মাদের পিতা বসে তাঁর আত্মা-রূপী সন্তানদের বোঝান। আত্মাদের পিতাকে দাতা বলা হয়। তিনি নিজে থেকেই সবকিছু বাচ্চাদেরকে দিয়ে দেন। তিনি আসেনই বিশ্বের মালিক বানাতে। কিভাবে হবে, এই সবকিছুই বাচ্চাদের বোঝান, ডায়রেকশন দিতে থাকেন। তিনি তো দাতা, তাই না। তাই তিনি নিজে থেকেই সবকিছু দিয়ে থাকেন। ভিক্ষা অপেক্ষা মৃত্যু ভাল। কোনও জিনিসই চাইতে হয় না। বাচ্চারা অনেকেই শক্তি, আশীর্বাদ, কৃপা ভিক্ষা করে থাকে। ভক্তিমার্গে তো ভিক্ষা করতে-করতে, মাথা চাপড়ে-চাপড়ে সিঁড়ি সম্পূর্ণ নীচে নেমে এসেছে। এখন আর চাওয়ার দরকার নেই। বাবা বলেন, (শ্রীমত) ডায়রেকশন অনুসারে চল। এক তো তিনি বলেন যে, অতীত নিয়ে চিন্তা কর না। ড্রামায় যা কিছু হয়েছে তা এখন অতীত হয়ে গেছে। ওগুলো আর চিন্তন কর না। রিপিট কর না। বাবা তো শুধু দুটি অক্ষরই বলেন, মামেকম্ স্মরণ কর। বাবা ডায়রেকশন অথবা শ্রীমত দেন। সেইমতো চলা বাচ্চাদের কাজ। এ হলো সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ডায়রেকশন। কেউ-কেউ কতও প্রশ্ন-উত্তর ইত্যাদি করবে, কিন্তু বাবা তো দুটি অক্ষরই(শব্দ) বোঝাবেন। আমি পতিত-পাবন। তোমরা আমাকে স্মরণ করতে থাকো তবেই তোমাদের পাপ ভস্ম হয়ে যাবে। ব্যস, স্মরণের জন্য কোন ডায়রেকশন দেওয়া হয় কী ! বাবাকে স্মরণ করতে হবে, কোনো ক্রন্দন বা চিৎকার-চৈচামেচি করতে হবে না। মনে-মনে শুধু অসীম জগতের পিতাকে স্মরণ করতে হবে। দ্বিতীয় ডায়রেকশন কী দেন? ৮৪- চক্রকে স্মরণ কর কারণ তোমাদেরকে দেবতা হতে হবে, দেবতাদের মহিমা তো তোমরা আধাকল্প-ব্যাপী করেছে।

(বাচ্চার কান্নার আওয়াজ হল) এখন এই ডায়রেকশন সমস্ত সেন্টারের নিমিত্তদের দেওয়া হচ্ছে যে কেউ-ই যেন ছোট বাচ্চাদের নিয়ে না আসে। তাদের জন্য কিছু ব্যবস্থা করতে হবে। বাবার থেকে যারা আশীর্বাদ নেবে তারা নিজেরাই সেই ব্যবস্থা করবে। এ হলো আত্মাদের পিতার বিশ্ববিদ্যালয়, এখানে ছোট বাচ্চাদের আসার প্রয়োজন নেই। ব্রাহ্মণীর কাজ হলো, যখন সার্ভিসেবেল, আর উপযুক্ত হবে তখন তাদের রিফ্রেশ করার জন্য নিয়ে আসা। তা সে বিশিষ্ট ব্যক্তিই হোক বা সাধারণ, এ হলো বিশ্ববিদ্যালয়। বাচ্চাদের এখানে যারা নিয়ে আসে তারা কি জানে না যে এ হলো ইউনিভার্সিটি। মুখ্য কথা হলো -- এটি একটি বিশ্ব-বিদ্যালয়। এখানে যারা পঠন-পাঠন করে তাদের অনেক ভালো আর সমঝদার হওয়া উচিত। যারা এখনও কাঁচা তারা এখানে অসুবিধার সৃষ্টি করবে কারণ তারা বাবার স্মরণে থাকবে না তাই বুদ্ধি এদিকে-ওদিকে ঘুরে বেড়াবে। ক্ষতি করে

দেবে। স্মরণের যাত্রায় থাকতে পারবে না। যারা ছোট বাচ্চাদের নিয়ে আসবে তাতে বাচ্চাদের-ই ক্ষতি(অসুবিধা) হবে। অনেকে তো জানেই না যে এ হলো গড ফাদারলী ইউনিভার্সিটি, এখানেই মনুষ্য থেকে দেবতা হতে হয়। বাবা বলেন, গৃহস্থ ব্যবহারে অবশ্যই বাচ্চাদের সঙ্গে থাকো, এখানে তো শুধু এক সপ্তাহ বা ৩-৪ দিনই যথেষ্ট। জ্ঞান তো অতি সহজ। বাবাকে চিনতে হবে। অসীম জগতের পিতাকে জানলে অবিনাশী উত্তরাধিকার (বর্সা) পাবে। কিসের উত্তরাধিকার ? অসীম জগতের রাজ্য-ভাগ্য(বাদশাহী)। এরকম মনে কোনো না যে, প্রদর্শনী বা মিউজিয়ামে কোন সেবা হয় না। অসংখ্য, অগণিত প্রজা তৈরী হয়। ব্রাহ্মণ কুল, সূর্যবংশী আর চন্দ্রবংশী -- এই তিন-ই(ধর্ম) এখানেই স্থাপিত হচ্ছে। তাই এ হলো অনেক বড় বিশ্ববিদ্যালয়। অসীম জগতের পিতা এখানে পড়ান। তাই মস্তিষ্ক সম্পূর্ণ ভরপুর হয়ে যাওয়া উচিত। কিন্তু বাবা আসেন সাধারণ শরীরে। আর পড়ানও সাধারণ রীতি অনুযায়ী, তাই মানুষের তা পছন্দ হয় না। (তারা বলে) গড ফাদারলী ইউনিভার্সিটি আর এইরকম! বাবা বলেন, আমি তো দীনদয়াল(গরীব নিয়াজ)। দরিদ্রদের-কেই পড়াই। বিত্তবানদের পড়বার হিম্মত নেই। তাদের বুদ্ধিতে তো গাড়ি বাড়ি ইত্যাদিই থাকে। দরিদ্ররাই ধনবান হয়, আর ধনবান দরিদ্র -- এটাই রীতি। দান কি কখনও ধনবানদের দেওয়া হয় ? এও অবিনাশী জ্ঞান-রত্নের দান। ধনবান দান নিতে পারবে না। বুদ্ধিতে সঠিকভাবে বসবে না। তারা নিজেদের উপার্জিত পার্থিব জগতের ধন-দৌলতের মধ্যেই ডুবে(আবদ্ধ) থাকবে। তাদের কাছে তো এটাই স্বর্গ। তারা বলে যে, আমাদের অন্যরকম স্বর্গের প্রয়োজন নেই। কোন গণ্যমান্য ব্যক্তি মারা গেলে বলে স্বর্গবাসী হয়েছে। নিজেরাই বলে যে, উনি স্বর্গে গেছেন। তাহলে তো এখন এ হলো নরক, তাই না। কিন্তু এতটাই প্রস্তুতবুদ্ধিসম্পন্ন যে বুঝতে পারে না --- নরক কি ? এ হলো তোমাদের কত বড় ইউনিভার্সিটি। বাবা বলেন, যাদের বুদ্ধির তালা বন্ধ হয়ে গেছে, তাদেরকেই এসে পড়াই। বাবা যখন আসে তখন(বুদ্ধির) তালা খোলে। বাবা নিজেই ডায়রেকশন দেন -- তোমাদের বুদ্ধির তালা কিভাবে খুলবে? বাবার কাছ থেকে কিছুই ভিক্ষা কর না, এতে দৃঢ় বিশ্বাস চাই। বাবাই মোস্ট বিলাভেড(প্রিয়তম), যাঁকে ভক্তিতে স্মরণ করতে। যাকে স্মরণ করা হয় সে তো অবশ্যই কখনো আসবে, তাই না। স্মরণ করাই হয় পুনরাবৃত্তির জন্য। বাবা এসে শুধু তোমাদেরই বোঝান। বাচ্চাদের আবার বাইরের লোকেদের বোঝাতে হবে যে বাবা কিভাবে এসেছেন। (বাবা) কি করেন ? বাচ্চারা, তোমরা সকলেই পতিত, আমিই এসে পবিত্র বানাই। আত্মারা অর্থাৎ তোমরা যারা পতিত হয়ে গেছো, এখন শুধু আমাকে অর্থাৎ পতিত-পাবন বাবাকে স্মরণ কর, পরমাত্মাকে অর্থাৎ আমাকে স্মরণ কর। এতে কিছুই চাওয়ার প্রয়োজন নেই। ভক্তিমার্গে আধাকল্প তোমরা শুধু চেয়েই গেছো, পাও নি কিছুই। এখন ভিক্ষা করা বন্ধ কর। আমি নিজে থেকেই তোমাদের দিয়ে থাকি। বাবা-র (বাচ্চা) হলে অবিনাশী উত্তরাধিকার তো পেয়েই যাবে। যারা সাবালক(বড়) বাচ্চা, তারা শীঘ্রই বাবাকে চিনে নিতে পারে। বাবার উত্তরাধিকার-ই হলো স্বর্গের বাদশাহী(রাজত্ব) -- ২১ জন্মের। এ তো তোমরা জানো -- যখন নরকবাসী হয় তখন ঈশ্বরের নামে কিছু দান-পূণ্য করলে অল্পকালের জন্য সুখ পাওয়া যায়। মানুষ তো চ্যারিটিও করে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীরাই চ্যারিটি করে। তাই যারা ব্যবসায়ী তারা বলবে যে আমরা বাবার সঙ্গে ব্যবসা করতে এসেছি। বাচ্চারা বাবার সঙ্গে ব্যবসাই তো করে, তাই না। (লৌকিক) বাবার সম্পত্তি নিয়ে তার থেকেই আবার শ্রাদ্ধ ইত্যাদি খাওয়ায়, দান-পূণ্য করে। ধর্মশালা, মন্দির ইত্যাদি তৈরী করে তাতে বাবার নাম লিখে দেয় কারণ যার কাছ থেকে ধন-সম্পদ প্রাপ্ত হয় তারজন্য তো অবশ্যই কিছু করা উচিত। এও হলো একধরনের ব্যবসা। ওইসব হলো লৌকিক বিষয়। এখন বাবা বলেন, অতীতকে চিন্তনে এনো না। উল্টোপাল্টা কোন কথা শুনো না। কেউ যদি উল্টোপাল্টা কোন প্রশ্ন করে তখন বলো -- এই কথায় যাওয়ার দরকার

নেই। তোমরা প্রথমে বাবাকে স্মরণ কর, ভারতের প্রাচীন রাজযোগ বিখ্যাত। যত স্মরণে থাকবে, দৈবী-গুণ ধারণ করবে, ততই উচ্চপদ লাভ করবে। এ হলো বিশ্ববিদ্যালয়। এখানে লক্ষ্যও (এইম অবজেক্ট) পরিস্কার। পুরুষার্থ করে এমন হতে হবে। দৈবী-গুণ ধারণ করতে হবে। কাউকে কোনো ভাবেই দুঃখ দেবে না। দুঃখহরণকারী, সুখপ্রদানকারী পিতার সন্তান তোমরা, তাই না। সে তো সার্ভিসেই বোঝা যাবে। অনেক নতুন-নতুনও আসে যারা ২৫-৩০ বছর ধরে (স্ত্রানে) চলছে তাদের থেকে ১০-১২ দিনের বাচ্চারা তীক্ষ্ণ হয়ে যায়। বাচ্চারা, তোমাদের তো সকলকে নিজেদের সমান বানাতে হবে। ব্রাহ্মণ না হলে দেবতা হবে কিভাবে। গ্রেট গ্রেট গ্রান্ড ফাদার তো ব্রহ্মা, তাই না। যারা এখান থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেছে তাদেরকেই স্মরণ করা হয়, তারা পুনরায় অবশ্যই আসবে। যেসমস্ত উৎসব ইত্যাদি স্মরণ করা হয়, তা সব একসময় এখানে হতো, আর তা পুনরায় হবে। এইসময়েই সব উৎসব পালিত হচ্ছে --- রাথী (রক্ষা) বন্ধন ইত্যাদি.... এসবের রহস্য বাবা এখন বোঝাতে থাকেন। তোমরা হলে বাবার বাচ্চা তাই তোমাদেরকে পবিত্র অবশ্যই হতে হবে। পতিত-পাবন পিতাকে আহ্বান করে তখন বাবাও পথ বলে দেন। প্রতি কল্পে যে যেমন উত্তরাধিকার নিয়েছে, নির্দিষ্টভাবে (অ্যাকুইরেট) তেমনই চলতে থাকে। তোমরাও সাক্ষী হয়ে দেখো। বাপদাদাও সাক্ষী হয়ে দেখে -- এরা কতটা উচ্চপদ প্রাপ্ত করতে পারে? এদের চরিত্র (ক্যারেক্টার্স) কেমন? টীচার তো সবই জানে, তাই না -- কতজনকে নিজের মত তৈরী করে, কতটা সময় স্মরণের যাত্রায় থাকে? প্রথমে তো বুদ্ধিতেই একথা স্মরণে রাখা উচিত যে এ হলো গড ফাদারলী ইউনিভার্সিটি। এই ইউনিভার্সিটি হলই স্ত্রানের জন্য। ওটা হলো পার্থিব জগতের (হদের) বিশ্ববিদ্যালয়, আর এ হলো অসীম জগতের। একমাত্র বাবাই দুর্গতি থেকে সদ্ধতি, হেল (নরক) থেকে হেভেন (স্বর্গ) তৈরী করেন। বাবার দৃষ্টি কিন্তু সর্ব আত্মাদের দিকেই যায়। সকলেরই কল্যাণ করতে হবে। (সকলকে) ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। শুধু তোমাদেরই নয় বরং সমগ্র দুনিয়ার আত্মাদের-কেই (তিনি) স্মরণ করে থাকেন। আর তারমধ্যে পড়ান শুধু বাচ্চাদের। এও বোঝ, যে যেমন নস্বরের ক্রমানুসারে আসে সে যাবেও পুনরায় সেইভাবেই। সব আত্মারা নস্বরের ক্রমানুসারে আসে। তোমরাও নস্বরের ক্রমানুসারে কিভাবে যাবে -- সেইসব বোঝান হয়। কল্প-পূর্বে যা হয়ে গেছে তাই-ই রিপিট হবে। আবার এও তোমাদের বোঝান হয় -- তোমরা আবার কিভাবে নতুন দুনিয়ায় আসবে। নস্বরের ক্রমানুসারে যারা নতুন দুনিয়ায় আসে, তাদেরকেই বোঝান হয়।

বাচ্চারা, তোমরা বাবাকে জেনে যাওয়ার ফলে, নিজের ধর্মকে এবং সর্ব ধর্মের সম্পূর্ণ (সৃষ্টি-রূপী) বৃক্ষকে জেনে যাও। এরমধ্যে কিছু চাওয়ার প্রয়োজন নেই, আশীর্বাদেরও প্রয়োজন নেই। তারা তো লেখে যে, বাবা দয়া কর, কৃপা কর। বাবা তো কিছুই করবে না। বাবা তো এসেছেনই পথ বলে দিতে। ড্রামায় আমার ভূমিকাই হলো সকলকে পবিত্র করা। তেমন ভূমিকাই পালন করি যেমন প্রতিকল্পে করে এসেছি। যা অতীত হয়ে গেছে, ভাল বা মন্দ, তা ড্রামায় নির্ধারিত ছিল। কোন বিষয়ে চিন্তা কর না। আমরা সদা এগিয়ে যেতেই থাকি। এ হলো অসীম জগতের নাটক, তাই না। পুরো চক্র সম্পূর্ণ হয়ে পুনরায় রিপিট হবে। যে যেমন পুরুষার্থ করে, তেমনই পদ পায়। চাওয়ার কোন দরকার নেই। ভক্তিমার্গে তোমরা অনেক ভিক্ষা করেছো। সব পয়সা নিঃশেষ করে ফেলেছ। এসবই ড্রামায় নির্ধারিত। ওরা শুধু বোঝায়। আধাকল্প ভক্তি করতে, শাস্ত্র পড়তে কত ব্যয় হয়ে যায়। এখন তো তোমাদের কিছুই খরচ করার দরকার নেই। বাবা তো দাতা, তাই না। দাতার তো কিছুই দরকার নেই। তিনি তো এসেছেনই দেওয়ার জন্য। এমন মনে কর না যে, আমরা শিববাবাকে দিচ্ছি। আরে, শিববাবার থেকে তো অনেক অনেক পাওয়া যায়। তোমরা এখানে নিতে এসেছ, তাই

না। শিক্ষকের কাছে স্টুডেন্ট নেওয়ারও জন্য আসে। লৌকিক পিতা, শিক্ষক, গুরুর থেকে যা পেয়েছ তাতে তোমাদের ক্ষতিই হয়েছে। এখন বাচ্চাদের শ্রীমতে চলতে হবে তবেই উদ্ভূত প্রাপ্ত করতে পারবে। শিববাবা হলেন ডবল শ্রী-শ্রী, তোমরা হও সিঙ্গেল শ্রী। শ্রী লক্ষ্মী, শ্রী নারায়ণ বলা হয়। শ্রী লক্ষ্মী, শ্রী নারায়ণ হলো দুইজন। বিষ্ণুকে শ্রী-শ্রী বলা হবে কারণ দুজনেই একত্রিত (কম্বাইন্ড)। তথাপি এঁদের দুজনকে তৈরী করেন কে ? তিনি একজনই, শ্রী-শ্রী। এছাড়া আর কেউ শ্রী-শ্রী হয় না। আজকাল তো শ্রী লক্ষ্মী-নারায়ণ, শ্রী সীতা-রামও নাম রেখে দেয়। তাই বাচ্চাদেরকে এসব ধারণ করে খুশীতে থাকতে হবে।

আজকাল স্পীরিচুয়াল কনফারেন্সও অনেক হয়ে থাকে। কিন্তু স্পীরিচুয়ালের অর্থ বোঝে না। আত্মিক জ্ঞান তো এক বাবা ব্যতীত আর কেউই দিতে পারে না। বাবা হলেন সব আত্মাদের পিতা। তাঁকেই স্পীরিচুয়াল বলা হয়। (অস্ত্রানী) ওরা বলে দর্শন হলো স্পীরিচুয়াল (অধ্যাত্ম)। এ তো তোমরা বোঝ যে --- এ হলো জঙ্গল, সকলেই একে-অপরকে দুঃখ দিয়ে থাকে। তোমরা জানো, অহিংসা পরম দেবী-দেবতা ধর্মকে স্মরণ করা হয়। ওখানে কোন মারামারি হয় না। রাগও হলো হিংসা, একে সেমী-হিংসাই বল বা আর যা কিছু বল। এখানে তো সম্পূর্ণ অহিংস হতে হবে। মম্বা, বাচা(বাণী), কর্ম কোনো কিছুতেই খারাপ কথা আসা উচিত নয়। কেউ যদি পুলিশ ইত্যাদিতে কাজ করে সেখানেও যুক্তি-যুক্তভাবে কার্যসম্পন্ন করতে হবে। যতখানি সম্ভব স্নেহ-পূর্বক কার্যসম্পন্ন করা উচিত। বাবার তো নিজস্ব অনুভব রয়েছে, স্নেহের দ্বারা নিজ কার্য সম্পন্ন করে নেন, এতেও অনেক যুক্তি চাই। কাউকে অতি প্রেম-পূর্বক বোঝাতে হবে যে ---- কিভাবে (পাপ)একটির জন্য শতগুণ দন্ডভোগ করতে হয়। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাত-পিতা বাপদাদার স্নেহ-স্মরণ ও সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা-রূপী সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার:-

১) আমরা হলাম দুঃখহরণকারী, সুখপ্রদানকারী পিতার সন্তান, তাই কাউকে দুঃখ দেবে না। লক্ষ্যকে (এইম অবজেক্ট) সম্মুখে রেখে দৈবী-গুণ ধারণ করতে হবে। নিজের সমান তৈরী করার সেবা করতে হবে।

২) ড্রামার প্রতিটি অংশকে জেনে নিয়ে কোন অতীতের বিষয়ে যেন চিন্তন না করা হয়। মম্বা, বাচা (বাণী), কর্ম দ্বারা যেন কোন খারাপ কার্য না হয় -- এই বিষয়ে সচেতন হয়ে ডবল অহিংসক হতে হবে।

বরদান :- চারটি বিষয়েই বাবার মনের মতো (দিলপসন্দ) মার্কস প্রাপ্তকারী হৃদয়সিংহাসনের অধিকারী ভব

বিস্তার:- যে বাচ্চারা চারটি বিষয়েই ভাল নম্বর প্রাপ্ত করে, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ভাল নম্বর নিয়ে উত্তীর্ণ হয় তাদেরকেই পাশ- উইথ- অনার বলা হয়। মাঝে-মাঝে নম্বর কম হলো আবার মেক-আপ(ঠিক করা) করে নিলাম এমন নয়, বরং সব বিষয়েই যে বাবার মনের মতন হয়, সে-ই

হৃদয়সিংহাসনের অধিকারী হয়। এর সাথে ব্রাহ্মণ পরিবারের সকলের প্রিয়, সকলের সহযোগী, সকলের সম্মান প্রাপ্তকারীই হৃদয়সিংহাসন তথা রাজ্য-সিংহাসনের অধিকারী হয়।

স্লোগান :- দয়িতা (দিলরুবা) সে-ই, যার হৃদয়ে সর্বদা এই অনন্ত সংগীত বাজে যে আমি বাবার, বাবা আমার ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা এসেছেন সারা দুনিয়ার হাহাকার সমাপন করে, জয়জয়কার করতে-পুরোনো দুনিয়াতে আছে হাহাকার, নতুন দুনিয়াতে আছে জয়জয়কার"

প্রশ্ন :- কোন্ ঈশ্বরীয় নিয়মে একমাত্র গরীবই বাবার সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার নেয়, বিত্তবান নিতে পারে না ?

উত্তর :- ঈশ্বরীয় নিয়ম হলো- সম্পূর্ণ নিঃস্ব (বেগর) হও, যা কিছুই থাকুক না কেন তাকে ভুলে যাও। আর গরীব বাচ্চারা সহজেই ভুলে যায় কিন্তু যারা বিত্তশালী, মনে করে নিজেরা স্বর্গে আছে- তারা বুদ্ধি থেকে কিছু ভুলতে পারে না। সেই জন্য যাদের ধন-দৌলত, মিত্র, পরিজন স্মরণে থাকে তারা সত্যিকারের যোগী হতেই পারে না। স্বর্গে ওদের উচ্চ পদ প্রাপ্তি হয় না।

ওম্ শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি নিশ্চয়বুদ্ধি (অটল বিশ্বাস) সম্পন্ন বাচ্চারা তো ভালো করে জানে, তারা দৃঢ়তার সাথে সুনিশ্চিত যে বাবা এসেছেন সমস্ত দুনিয়ার ঝগড়া মেটাতে। যে জ্ঞানী ও বিচক্ষণ বাচ্চা, তিনি জানেন এই দেহে বাবা এসেছেন, যার নামও হলো শিববাবা। কেন এসেছেন? হাহাকারকে সমাপ্ত করে জয়জয়কার করতে। মৃত্যুলোকে কতো ঝগড়া ইত্যাদি আছে। সবাইকেই হিসাব-নিকাশ (কর্মের) মিটিয়ে যেতে হবে। অমরলোকে ঝগড়ার কোনো ব্যাপার নেই। এখানে কতো বিপর্যয় (হাহাকার) হয়েই চলেছে। কতো কোর্ট, জজ ইত্যাদি আছে। মারামারি লেগেই আছে। বিদেশেও দেখা হাহাকার আছে। সারা দুনিয়াতে অনেক বিবাদ। একে বলা হয় পুরোনো তমোপ্রধান দুনিয়া। আবর্জনা আর আবর্জনা। জঙ্গল আর জঙ্গল। অসীম জগতের পিতা এই সব কিছু সমাপ্ত করার জন্য এসেছেন। এখন বাচ্চাদের অনেক জ্ঞানী আর বিচক্ষণ হতে হবে। যদি বাচ্চাদের মধ্যেও লড়াই ঝগড়া হতে থাকে তবে বাবার সাহায্যকারী কি ভাবে হবে। বাবার তো অনেক ভালো সাহায্যকারী বাচ্চা চাই- জ্ঞানী, বিচক্ষণ, যাদের মধ্যে কোনো বিবাদ থাকবে না। এটাও বাচ্চারা বোঝে যে এটা হলো পুরোনো দুনিয়া। এখানে অনেক ধর্ম আছে। বিশেষ তমোপ্রধান ওয়ার্ল্ড। সমস্ত দুনিয়া হলো পতিত। পতিত পুরোনো দুনিয়াতে ঝগড়া আর ঝগড়া। এই সব কিছু সমাপ্ত করতে, জয়জয়কার করতে বাবা আসেন। প্রত্যেকে জানে এই পুরোনো দুনিয়াতে কতো দুঃখ আর অশান্তি আছে, সেই জন্য সবাই চায় বিশ্বে শান্তি আসুক। এখন কোনো মানুষ সারা বিশ্বে শান্তি কি ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। অসীম জগতের পিতাকে নুড়ি-পাথর, ভাঙা কলসীর টুকরোতে টেনে এনেছে। এটাও এক খেলা। তাই বাবা বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন, এখন দাঁড়িয়ে পরো। বাবার সহায়তাকারী হও। বাবার থেকে নিজের রাজ্য-ভাগ্য নিতে হবে। কিছুই কম নেই, অগাধ সুখ। বাবা বলেন- মিষ্টি বাচ্চারা, ড্রামা অনুযায়ী বাবা তোমাদের লক্ষ কোটি গুণের ভাগ্যশালী করে তুলতে এসেছেন। ভারতে এই লক্ষ্মী-নারায়ণ রাজত্ব করতেন। ভারত স্বর্গ ছিল। স্বর্গকেই বলা হয় ওয়ার্ল্ডার অফ ওয়ার্ল্ড। ত্রেতাকেও বলা হবে না। ঐরকম স্বর্গে আসার জন্য বাচ্চাদের পুরুষার্থ করা উচিত। সর্বপ্রথমেই আসা চাই। বাচ্চারা চায়ও যে আমরা স্বর্গে আসবো, লক্ষ্মী বা নারায়ণ হবো। এখন এই পুরোনো দুনিয়াতে অনেক হাহাকার হবে। রক্তের অনেক নদী বইবে, রক্তের নদীর পরে ঘি এর নদী বইবে। ওকে বলা হবে ক্ষীরসাগর। এখানেও বড় পুষ্করিণী বানানো হয়, আর কোনো পার্বণে ঐ পুষ্করিণীতে এসে দুধ ঢালা হয়। ওতে আবার স্নান করে। শিব লিঙ্গের উপরেও দুধ ঢালে। সত্যযুগেরও একটা মহিমা আছে যে সেখানে ঘি, দুধের নদী আছে। ঐরকম কোনো ব্যাপার নেই, প্রতি পাঁচ হাজার বছর পরে তোমরা বিশ্বের মালিক

হও। এই সময় তোমরা হলে গোলাম আবার তোমরা বাদশাহ হবে। সমস্ত প্রকৃতি তোমার গোলাম হয়ে যায়। ওখানে কখনো অসময়ে বৃষ্টি পড়ে না, নদী সমূহ উত্তাল হয়ে পড়ে না। কোনো উপদ্রব হয় না। এখানে দেখো কতো উপদ্রব। ওখানে বিকারী বৈষ্ণব নয়, যথাযথ বৈষ্ণব থাকে। এখানে কেউ ভেজিটেরিয়ান হলে তাকেই বৈষ্ণব বলে। কিন্তু তা বলা যায় না, বিকারের জন্য এক জন অপর জনকে অনেক দুঃখ দেয়। বাবা কতো ভালো ভাবে বোঝান। এটারও মহিমা আছে গ্রাম্য ছোকরা...কৃষ্ণ তো গ্রামের হতে পারে না। উনি তো বৈকুণ্ঠের মালিক। তাও আবার চুরাশি জন্ম নেয়।

এটাও তোমরা এখন জানো যে আমরা ভক্তিতে কতো ধাক্কা খেয়েছি, পয়সা বরবাদ করেছি। বাবা জিজ্ঞাসা করেন -তোমাদের এতো পয়সা দিয়েছি, রাজ্য ভাগ্য দিয়েছি, সব কোথায় গেল? তোমাদের বিশ্বের মালিক করলাম আর তোমরা কি করলে? বাবা তো ড্রামাকে জানেন। নতুন দুনিয়া থেকে পুরোনো দুনিয়া, পুরোনো দুনিয়া থেকে নতুন দুনিয়া তৈরী হয়। এটা হলো চক্র, যা কিছু পাস্ট হয়ে গেছে সেটা আবার রিপিট হবে। বাবা বলেন এখন অল্প সময় আছে, পুরুষার্থ করে ভবিষ্যতের জন্য জমা করো। পুরোনো দুনিয়ার সবকিছুই মাটিতে মিশে যাবে। বিত্তশালী এই জ্ঞানকে ধারণ করবে না। বাবা হলেন গরীবের অধিশ্বর। গরীব ওখানে বিত্তশালীতে পরিণত হয়। বিত্তশালী ওখানে গরীবে পরিণত হয়। এখন লক্ষ কোটি গুণের মালিক অনেকেই আছে। তারা আসবে কিন্তু গরীব হবে। তারা নিজেদের মনে করে স্বর্গে আছে, আর সেটা বুদ্ধি থেকে যেতে চায় না। এখানে তো বাবা বলেন সব কিছু ভুলে যাও। একেবারে নিঃস্ব ভিত্তারী হয়ে যাও। আজকাল তো কিলোগ্রাম, কিলোমিটার ইত্যাদি কি-কি বেরিয়েছে। যে রাজা সিংহাসনে বসে সে নিজের ভাষায় সব কিছু করে। বিলেতের নকল করে। নিজের তো বুদ্ধি নেই, তারা তো তমোপ্রধান। আমেরিকা ইত্যাদিতে বিনাশের সামগ্রী তে কতো ধন বিনিয়োগ করে। এয়ারোপ্লেন থেকে বোম্ব ইত্যাদি ফেলে, আগুন লাগায়। বাচ্চারা জানে, বাবা আসেনই বিনাশ আর স্থাপনা করতে। তোমাদের মধ্যেও বোঝানোর মতো সব নম্বর অনুযায়ী। সবাই এক রকমের সুনিশ্চিত বুদ্ধি সম্পন্ন নয়। বাবা যেমন করেছেন, বাবাকে ফলো করা উচিত। পুরানো দুনিয়াতে এই পাই পয়সা কি করবে। আজকাল কাগজের নোট বেরোচ্ছে। ওখানে তো মোহর থাকবে। সোনার মহল হবে তো মোহরের আর কি মূল্য। যেন সব কিছুই বিনা মূল্যের, ধরনী তো সতোপ্রধান থাকবে। এখন তো পুরোনো হয়ে গেছে। সেটা হলো সতোপ্রধান নতুন দুনিয়া। একদম নতুন জমি হবে। তোমরা সূক্ষ্মবতনে গেলে সুবীরস ইত্যাদি পান করো। কিন্তু ওখানে বৃক্ষ ইত্যাদি তো থাকেই না। মূলবতনেও থাকে না। যখন তোমরা বৈকুণ্ঠে যাও তখন সেখানে তোমাদের সব কিছু প্রাপ্ত হয়। বুদ্ধি দিয়ে কাজ করো, সূক্ষ্মবতনে বৃক্ষ থাকে না। বৃক্ষ তো ধরনীর উপর হয়, আকাশে তো নয়। যদিও নাম হলো ব্রহ্ম মহাত্ম কিন্তু তা হল মহাজাগতিক (পোলার)। আকাশে যেমন স্টার রয়েছে, সেইরকম তোমরা, এই আত্মারা খুব ছোট ছোট বোধগম্য হও। স্টার দেখতে খুব বড়। এরকম নয় যে ব্রহ্ম তব্বে কোন বড় বড় আত্মারা থাকবে। এটা বুদ্ধি দ্বারা বুঝতে হবে। বিচার সাগর মন্থন করতে হবে। আত্মারাও উপরে আছে বলে মনে হয়, ছোট বিন্দু এই আত্মা। এই সব ব্যাপার তোমাদের ধারণ করতে হবে, তবে কাউকে ধারণ করাতে পারবে। অবশ্যই টিচার নিজে জানলে তবে তো অপরকে পড়ায়। নইলে আর টিচার কিসের। কিন্তু এখানে টিচারও হলো নম্বর অনুযায়ী। তোমরা অর্থাৎ বাচ্চারা বৈকুণ্ঠকেও বুঝতে পারো। এরকম নয় যে তোমরা বৈকুণ্ঠ দেখনি। অনেক বাচ্চারা সাক্ষাৎকার করেছে। ওখানে স্বয়ম্বর কিভাবে হয়, কি ভাষা-সব কিছু দেখেছে। পরবর্তী কালেও তোমরা সাক্ষাৎকার করবে, কিন্তু সেই করবে যে যোগযুক্ত হবে।

আর যাদের নিজেদের মিত্র-পরিজন, ধন দৌলত স্মরণে আসতে থাকবে তারা আর কি দেখবে। সত্যিকারের যোগীই শেষ পর্যন্ত থাকবে, যাদের দেখে বাবা খুশী হবেন। বাগিচা ফুলেরই হয়। অনেকে তো ১০-১৫ বছর থেকেও চলে যায়। ওদের বলা হবে আকন্দ ফুল। অনেক ভালো ভালো বাচ্চারা যারা মাঝমাঝি বাবার জন্যও ডাইরেকশন নিয়ে আসতো, ড্রিল করাতো, তারা আজ নেই। এই বাচ্চারাও জানে আর বাবাও জানেন মায়া খুবই প্রভাবশালী। এ হলো মায়ার সাথে গুপ্ত লড়াই। গুপ্ত ঝড়। বাবা বলেন মায়া তোমাদের অনেক হয়রান করবে। এটা হার-জীতের পূর্ব নির্ধারিত ড্রামা। তোমাদের লড়াই কোনো হাতিয়ার দ্বারা নয়। এ তো ভারতের নামী-গ্রামী প্রাচীন যোগ, যে যোগবলের দ্বারা তোমরা এরকম হয়েছ। বাহুবলের দ্বারা কেউ বিশ্বের বাদশাহী নিতে পারে না। খেলাও হলো ওয়াল্ডারফুল। গল্প আছে দুই বিড়াল মাখনের জন্য লড়াই করে, আর তৃতীয় কেউ তা খেয়ে নেয়। বলা হয় সেকেন্ডে বিশ্বের বাদশাহী। বাচ্চারা সাম্রাজ্যকার করে। গল্প আছে কৃষ্ণের মুখে মাখন আছে। বাস্তবে কৃষ্ণের মুখে নতুন দুনিয়া দেখা যায়। যোগবল দ্বারা তোমরা বিশ্বের বাদশাহী রূপী মাখন নিয়ে থাকো। রাজত্বের জন্য কতো লড়াই হয় আর লড়াই এর জন্য কতো শেষ হয়ে যায়। এই পুরানো দুনিয়ার হিসাব-পত্র মিটে যাবে। এই পুরানো দুনিয়ার কোনো জিনিসই থাকার নয়। বাবার শ্রীমত হল-বাচ্চারা হিয়ার নো ইভিল, সী নো ইভিল (খারাপ কিছু শুনো না, খারাপ কিছু দেখো না)...ওরা বাঁদরদের একটি চিত্র তৈরী করেছে। আজকাল তো মানুষেরও তৈরী করে। পূর্বে চীনের দিক থেকে হাতির দাঁতের জিনিস আসতো। চুড়িও কাঁচের পড়তো। এখানে তো গয়না ইত্যাদি পড়ার জন্য নাক-কান ইত্যাদি ছেদন করে, সত্যযুগে নাক কান ছেদন করার দরকার নেই। এখানে তো মায়া এমন যে সবার নাক কান কেটে নেয়। তোমরা, বাচ্চারা এখন স্বচ্ছ হচ্ছে। ওখানে ন্যাচারাল বিউটি থাকে। কোনো জিনিস (প্রসাধনী) লাগানোর দরকার নেই। এখানে তো শরীরই তমোপ্রধান তত্ত্ব দ্বারা নির্মিত, সেই জন্য রোগ ইত্যাদি হয়ে থাকে। ওখানে এসব ব্যাপার নেই। এখন তোমরা এই আল্লারা খুব খুশীতে থাকো যে আমাদের অসীম জগতের পিতা পড়াশুনা করিয়ে নর থেকে নারায়ণ অথবা অমরপুরীর মালিক করে তোলেন, সেই জন্য কথিত আছে অতীন্দ্রিয় সুখ কি জানতে হলে গোপ-গোপীদের থেকে জানতে চাও। ভক্তরা এই কথা জানে না। তোমাদের মধ্যেও অনেক খুশী থাকে আর আর এই কথা স্মরণ করতে থাকে- এরকম বাচ্চা খুবই কম। অবলাদের উপর কতো অত্যাচার হয়। যা কিছু দ্রোপদীর জন্য কথিত আছে প্র্যাকটিক্যালি সে সব ঘটে চলেছে। দ্রোপদী কেন আকুতি জানিয়েছিল ? সেটা মানুষ জানে না। বাবা বুঝিয়েছেন - তোমরা সবাই হলে দ্রোপদী। এরকম নয় যে ফিমেল সর্বদা ফিমেলই হবে। দুই বার ফিমেল হতে পারে, তার বেশী না। মাতারা আকুতি জানায়- বাবা রক্ষা করো, বিকারের জন্য দুঃশাসন আমাদের হয়রান করছে, একে বলা হয় বেশ্যালয়। স্বর্গকে বলা হয় শিবালয়। বেশ্যালয় হলো রাবণের স্থাপনা আর হলো শিববাবার স্থাপনা। আর তোমাদের নলেজও দেন। বাবাকে নলেজফুলও বলা হয়। নলেজফুল মানে এরকম নয় যে সবার হৃদয়কে জানতে পারবে। এতে কী লাভ হবে ! বাবা বলেন এই সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের নলেজ আমি ছাড়া কেউ দিতে পারে না। আমিই বসে তোমাদের পড়াই। একমাত্র বাবা-ই হলেন জ্ঞান সাগর। সত্যযুগে হলো ভক্তির প্রালম্ব। সত্যযুগ-এতোতে ভক্তি বলে কিছু থাকে না। পড়াশুনার দ্বারাই রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। প্রেসিডেন্ট ইত্যাদিদেরকে দেখো কতো উপদেষ্টা মন্ডলী রয়েছে। এডভাইস দেওয়ার জন্য উপদেষ্টা রাখে। সত্যযুগে উপদেশক রাখার কোনো দরকার পড়ে না। এখন বাবা তোমাদের বুদ্ধিমান করে তুলছেন। এই লক্ষ্মী-নারায়ণ দেখো কতো বুদ্ধিমান ছিল। অসীম জগতের বাদশাহী বাবার থেকে পাওয়া যায়। বাবার-ই শিব জয়ন্তী পালন করা হয়। শিববাবা অবশ্যই ভারতে এসে বিশ্বের মালিক করে দিয়ে গেছেন। লক্ষ বছরের ব্যাপার নয়। এই তো

কালকের কথা। আচ্ছা! বেশী আর কি বোঝাবো। বাবা বলেন "মন্মনাভব" । বাস্তবে এই পড়াশুনা হল কেবল মাত্র ইশারা। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ-ভালবাসা আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মা রুপী সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার:-

১) বাবার সম্পূর্ণ সহযোগী হওয়ার জন্য জ্ঞানী, বিচক্ষণ হতে হবে। মনের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব যেন না থাকে।

২) স্থাপনা আর বিনাশের কর্তব্যকে দেখে সম্পূর্ণ সুনিশ্চিত হয়ে বাবাকে ফলো করতে হবে। পুরানো দুনিয়ার পাই-পয়সার থেকে বুদ্ধিকে মুক্ত করে সম্পূর্ণ নিঃস্ব হতে হবে। মিত্র-পরিজন, ধন-দৌলত ইত্যাদি সব কিছু ভুলে যেতে হবে।

বরদান :- বাবার আশ্রয় মনে করে ভালোবাসার সাথে প্রতিটি বিষয়কে সহনকারী সহনশীল ভাব

কোনো বাচ্চা বলে আমি হলাম সঠিক (রাইট),তবুও আমাকেই সহ্য করতে হয়, মরতে হয়। কিন্তু এই সহ্য করা বা মরণই ধারণার সাবজেক্ট নম্বর আনে, সেই জন্য সহন করতে গেলে ঘাবড়িও না। কোনো বাচ্চা সহন করে কিন্তু বাধ্য হয়ে সহ্য করা আর ভালোবেসে সহন করা- এর মধ্যে পার্থক্য আছে। পরিস্থিতির কারণে সহ্য কোরো না, কিন্তু বাবার আশ্রয় হলো সহনশীল হও। তাই আশ্রয় মনে করে ভালোবাসার সাথে সহন করো অর্থাৎ নিজেকে পরিবর্তন করে নেওয়া এতেই মার্কস্ আছে।

স্লোগান :- যে সর্বদা খুশীর পুষ্টিকর ভোজন খায়, সে স্বাস্থ্যবান থাকে।

"মিষ্টি বাচ্চারা - যোগবলের দ্বারা তোমাদের এই লবণাক্ত চ্যানেলকে পার করে ঘরে যেতে হবে, তাই যেখানে যেতে হবে তার স্মরণ করো, এমনই খুশীতে থাকো যে আমরা এখনই ফকির থেকে আমীর(বড়লোক) হচ্ছি"

প্রশ্ন :- দৈবীগুণ এর সাবজেক্টের বিষয়ে যে সব বাচ্চাদের নজর রয়েছে, তাদের নিদর্শন কি ?

উত্তর :- তাদের বুদ্ধিতে থাকে - যেমন কর্ম আমরা করবো, আমাদের দেখে অন্যেও করবে । কখনোই কাউকে বিরক্ত করবে না । তাদের মুখ থেকে কখনোই উল্টোপাল্টা শব্দ নির্গত হবে না । তারা মন - বচন এবং কর্মে কখনোই কাউকে দুঃখ দেবে না । বাবার সমান সুখ দেওয়ার লক্ষ্য যদি থাকে তখনই বলা হবে দৈবী গুণের সাবজেক্টের প্রতি নজর আছে ।

ওম্ শান্তি । মিষ্টি - মিষ্টি আত্মা রূপী বাচ্চাদের আত্মাদের বাবা বোঝাচ্ছেন । তিনি তাদের স্মরণের যাত্রাও শেখাচ্ছেন । এই স্মরণের যাত্রার অর্থ বাচ্চারাই বুঝতে পারে । ভক্তিমার্গেও সবাই দেবতাদের এবং শিববাবাকেও স্মরণ করে কিন্তু এ কথা জানতও না যে, স্মরণের দ্বারাই বিকর্ম বিনাশ হয় । বাচ্চারা জানে যে, বাবা হলেন পতিত পাবন, তিনিই পবিত্র হওয়ার যুক্তি বলে দেন । আত্মাকেই পবিত্র হতে হবে আবার আত্মাকেই পতিত হতে হবে । বাচ্চারা জানে যে, বাবা ভারতে এসেই স্মরণের যাত্রা শেখান আর কোথাও তিনি শেখাতে পারেন না । শরীরের যাত্রা তো বাচ্চারা অনেকই করেছে, এই যাত্রা কেবল এক বাবাই শেখাতে পারেন । বাচ্চারা, বাবা এখন তোমাদের বুঝিয়েছেন যে, মায়ার কারণে সকলের বুদ্ধিতেই অবুঝের তালা লেগে আছে । বাবার কাছে এখন তোমরা জানতে পেরেছো যে, আমরা কতো বুদ্ধিমান, ধনবান এবং পবিত্র ছিলাম । আমরা সম্পূর্ণ বিশ্বের মালিক ছিলাম । এখন আমরা আবার তেমন তৈরী হচ্ছি । বাবা আমাদের কতো বড় বেহদের বাদশাহী দেন । লৌকিক বাবা হয়তো লাখ বা কোটি টাকা দেন । এখানে তো মিষ্টি বেহদের বাবা বেহদের বাদশাহী দিতে এসেছেন, এই কারণেই তোমরা এখানে পড়তে এসেছো । তোমরা কার কাছে পড়তে এসেছো ? বেহদের বাবার কাছে । বাবা শব্দ মাম্মার থেকেও মিষ্টি । যদিও মাম্মা পালনা করেন কিন্তু বাবা তবুও বাবা, যাঁর থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার পাওয়া যায় । তোমরা সদা সুখী আর সদা সোহাগী (এমোন্ট্রী) তৈরী হচ্ছ । বাবা আমাদের আবার নতুন করে কি বানাচ্ছেন ! এ কোনো নতুন কথা নয় । এমন গায়নও আছে যে, ভোরে আমীর ছিলাম, রাতে ফকির । তোমরাও ভোরে আমীর আর বেহদের রাতে ফকির হয়ে যাও । বাবা রোজ রোজ মনে করান - বাচ্চারা, কাল তো তোমরা বিশ্বের মালিক আমীর ছিলে, এখন তোমরা ফকির হয়ে গেছো । এখন আবার প্রভাত এলে তোমরা আমীর হয়ে যাও । এ কতো সহজ কথা । বাচ্চারা তোমাদের এই আমীর হওয়ার জন্য খুব খুশী হওয়া চাই । ব্রাহ্মণদের দিন আর ব্রাহ্মণদের রাত । এখন এই দিনে তোমরা আমীর হচ্ছেো আর হবেও অবশ্যই কিন্তু তাও পুরুষার্থের নশ্বর অনুসারে । বাবা বলেন যে, এ হলো সেই লবণাক্ত চ্যানেল যা তোমরাই পার করো যোগবলের দ্বারা । যেখানেই যাও না কেন, তাঁর স্মরণ থাকা দরকার । আমাদের এখন ঘরে ফিরে যেতে হবে । বাবা নিজেই এসেছেন আমাদের নিয়ে যেতে । তিনি খুব ভালোবেসে বোঝান - মিষ্টি বাচ্চারা, তোমরাই পবিত্র ছিলে, ৮৪ জন্ম নিতে নিতে তোমরাই পতিত হয়ে গেছো, আবার তোমাদের পবিত্র হতে হবে । পবিত্র হওয়ার অন্য আর কোনো উপায় নেই । তোমরা জানো যে, পতিত পাবন আসেন আর তোমরা তাঁর মতে চলে পবিত্র হও । বাচ্চারা তোমাদের অত্যন্ত খুশী হওয়া উচিত যে আমরা

এই পদ পাবো । বাবা বলেন, তোমরা ২১ জন্মের জন্য সদা সুখী হবে । বাবা দেন সুখধামের আশীর্বাদী বর্ষা আর রাবণ দেয় দুঃখধামের আশীর্বাদী বর্ষা । বাচ্চারা, তোমরা এখন জানো যে রাবণ তোমাদের পুরানো শত্রু, যে তোমাদের পাঁচ বিকার রূপী খাঁচায় নিষ্কেপ করেছে । বাবা এসে তোমাদের মুক্ত করেন । যে যত বাবাকে স্মরণ করে ততোই সে অন্যদেরও বাবার পরিচয় দিতে পারে । যারা স্মরণ করে না, তারা দেহ - ভাবে থাকবে । তারা না বাবাকে স্মরণ করতে পারে আর না বাবার পরিচয় দিতে পারে । আমরা আত্মারা হলাম ভাই - ভাই, ঘর থেকে আমরা এখানে এসেছি ভিন্ন - ভিন্ন ভূমিকা পালন করার জন্য । এই সম্পূর্ণ অভিনয় কি করে হয়, সেও তোমাদের বুদ্ধিতে আছে । যে সম্পূর্ণ নিশ্চিত, সেই এখানে এসে রিফ্রেশ হতে পারে । এ এমন কোনো পড়া নয় যে তোমাদের টিচারের সাথেই থাকতে হবে । তা নয়, তোমরা নিজের ঘরে থেকেও পড়তে পারো । এক সপ্তাহে ভালোভাবে বোঝো তোমরা তারপর কাউকে এক মাস বাদে, কাউকে ছয় মাস বাদে কাউকে আবার বারো মাস বাদে নিয়ে আসে । বাবা বলেন, নিশ্চিত হলো আর চলে গেলো ।

তোমাদের রাখীও বাঁধতে হবে যে আমরা বিকারে যাবো না । আমরা শিববাবার কাছে প্রতিজ্ঞা করি । শিববাবাই বলেন - বাচ্চারা, তোমাদের অবশ্যই নির্বিকারী হতে হবে । বিকারে যদি যাও তাহলে উপার্জন নষ্ট হয়ে যাবে, শত গুণ দণ্ড ভোগ করতে হবে । ৬৩ জন্ম তোমরা ধাক্কা খেয়েছো । এখন বাবা বলছেন, তোমরা পবিত্র হও । আমাকে স্মরণ করো তাহলে তোমাদের পাপ ভস্ম হয়ে যাবে । আত্মা হলো ভাই - ভাই । তোমরা কারোর নাম রূপে আটকে যাবে না । কেউ যদি রেগুলার পড়া না করে তাহলে তাকে শীঘ্র আনার দরকার নেই । যদিও বাবা বলেন, একদিনেও তীর লাগতে পারে কিন্তু বুদ্ধির দ্বারা কাজ করতে হবে । তোমরা ব্রাহ্মণরা হলে সবার থেকে উত্তম । এ হলো তোমাদের সবথেকে উচ্চ কুল । ওখানে কোনো সত্সঙ্গ ইত্যাদি হয় না । সত্সঙ্গ ভক্তিমার্গে হয় । তোমরা জানো যে সৎএর সঙ্গ উদ্ধার করে, সৎএর সঙ্গ তখনই মেলে যখন সত্যযুগের স্থাপনা হওয়ার হয় । এ কথা কারোর বুদ্ধিতেই আসে না কারণ বুদ্ধির তালা বন্ধ হয়ে আছে । এখন তোমাদের সত্যযুগে যেতে হবে । এই পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগেই হলো সত্ এর সঙ্গ । ওই গুরুরা তো সঙ্গম যুগের নন । বাবা যখন আসেন তখন পুত্র - পুত্র বলে ডাকতে থাকেন । ওই গুরুদের তোমরা বাবা বলবেই না । বুদ্ধিতে একদম গোদরেজের তালা লেগে আছে । বাবা এসে এই তালা খোলেন । বাবা এসে কতো যুক্তির রচনা করেন যাতে মানুষ হীরে তুল্য জীবন তৈরী করতে পারে । ম্যাগাজিন, বই ইত্যাদিও ছাপানো হয় । অনেকের কল্যাণ হলেই তোমরা অনেকের আশীর্বাদ পাবে । প্রজা বানানোর পুরুষার্থ করা উচিত । নিজেদের বন্ধন থেকে মুক্ত করারও প্রয়োজন । শরীর নির্বাহের কারণে সেবা তো অবশ্যই করতে হবে । এই ঈশ্বরীয় সেবা হয় ভোরবেলা আর সন্ধ্যাবেলা । ওই সময় সকলেরই অবসর আছে, যাদের কাছে তোমরা লৌকিক সেবা করো তাদেরও পরিচয় দিতে থাকো যে, তোমাদের দুজন বাবা । লৌকিক বাবা সকলের আলাদা । পারলৌকিক বাবা সকলের একজনই । তিনি হলেন সুপ্রীম । বাবা বলেন যে, এখানে আমারও পার্ট আছে । এখন বাচ্চারা, তোমরা আমার পরিচয় জেনে গেছো । আত্মাকেও তোমরা জেনে গেছো । আত্মার জন্য বলা হয়, ব্রহ্মকুটির মধ্যে ঝলমলে এক অদ্ভুত তারা । সে অকাল সিংহাসনে বিরাজিত । আত্মাকে কখনোই কাল গ্রাস করতে পারে না । আত্মা কেবল অস্বচ্ছ এবং স্বচ্ছ হয় । আত্মার আসনও ব্রহ্মকুটির মধ্যেই শোভা পায় । তিলকও এখানেই দেওয়া হয় । বাবা বলেন যে তোমরা নিজেরাই নিজেদের রাজ তিলক দেওয়ার উপযুক্ত বানাও । এমন নয় যে আমি সবাইকেই রাজ তিলক দেবো । তোমরা নিজেদেরই দেওয়াও । বাবা জানেন যে - কে বেশী সেবা করে । ম্যাগাজিনেও খুব ভালোভাবে লেখা চাই । এর সাথে সাথে যোগের পরিশ্রমও করতে হবে, যাতে

তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হয় । দিনে দিনে তোমরা খুব ভালো রাজযোগী হয়ে যাবে । তোমরা বুঝতে পারবে এখন আমাদের দেহত্যাগ হবে আর আমরা চলে যাবো । সূক্ষ্ম বতন পর্যন্ত বাচ্চারা তো যায়ই, মূলবতনকেও তারা খুব ভালোভাবে জানে যে এ হলো আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের ঘর । মানুষ শান্তিধামে যাওয়ার জন্যই ভক্তি করে । সুখধামের কথা তো ওরা জানেই না । বাবা ছাড়া তো কেউই সুখধামে যাওয়ার শিক্ষা দিতে পারেন না । এ হলো প্রবৃত্তি মার্গ । উভয়কেই মুক্তিধামে যেতে হবে । ওরা উল্টো পথ বলে দেয় , ফলে কেউই যেতে পারে না । পরের দিকে বাবাই সবাইকে নিয়ে যাবেন । এ হলো তাঁরই কর্তব্য । কেউ কেউ খুব ভালোভাবে পড়ে রাজ্য - ভাগ্য গড়ে নেয় । বাদবাকি সবাই কিভাবে পড়বে ? তারা যেভাবে নম্বর অনুসারে আসে তেমনি নম্বর অনুসারেই চলেও যাবে । এই বিষয়ে বেশী সময় নষ্ট করো না ।

বলা হয়, বাবাকে স্মরণ করার সময়ও পাওয়া যায় না তাহলে তোমরা এই সময় কেন নষ্ট করো । এ তো নিশ্চিত যে, বেহদের বাবা, তিনি টিচার আবার সদ্গুরুও । এরপর দ্বিতীয় অন্য কাউকে স্মরণ করার প্রয়োজন নেই । তোমরা জানো যে আগের কল্পেও এই শ্রীমতে চলে আমরা পবিত্র হয়েছিলাম । তোমরা প্রতি মুহূর্তে চক্র ঘোরাতে থাকো । তোমাদের নামই হলো স্বদর্শন চক্রধারী । রকেটের মতো জ্ঞানের সাগরের থেকে জ্ঞান ভরতে তোমাদের দেবী হয় না, খালি হতেই দেবী লাগে । তোমরা হলে মিষ্টি হারানিধি বাচ্চা কেননা তোমরা কল্পের শেষে এসে মিলিত হয়েছো । এই নিশ্চয়তা পাচ্চা হওয়া চাই । আমরা ৮৪ জন্মের পরে আবার এসে বাবার সঙ্গে মিলিত হয়েছি । বাবা বলেন, যে সবার প্রথমে ভক্তি করেছে সেই প্রথমে জ্ঞান ধারণের যোগ্যও হয়েছে, কেননা ভক্তির ফল তো চাই । তাই সর্বদা নিজের সেই ফল আর অবিনাশী উত্তরাধিকার স্মরণ করতে থাকো । ফল শব্দটি হলো ভক্তিমাগের । অবিনাশী উত্তরাধিকার হলো সঠিক । অসীম জগতের বাবাকে স্মরণ করলে অবিনাশী উত্তরাধিকার পাওয়া যায় আর অন্য কোনো উপায় নেই । ভারতের প্রাচীন যোগ হলো বিখ্যাত । ওরা মনে করে, আমরা ভারতের প্রাচীন যোগ শিখছি । বাবা বোঝান যে, ড্রামা অনুসারে ওরা হঠযোগী হয়ে যায় । তোমরা এখন রাজযোগ শিখছো, কেননা এ হলো সঙ্গমযুগ । ওদের ধর্ম আলাদা । বাস্তবে ওদের গুরু করা উচিত নয় কিন্তু এও ড্রামা অনুসারে ওদের অবশ্যই গুরু করবে । বাচ্চারা, তোমাদের এখন সঠিক হতে হবে । ধর্মের মধ্যেই শক্তি আছে । তোমাদের আমি যে দেবী - দেবতা বানাই, এই ধর্ম খুবই সুখ প্রদানকারী । আমার শক্তিও তারাই পায়, যারা আমার সঙ্গে যোগযুক্ত হয় । তাই বাবা নিজে যে ধর্ম স্থাপন করেন, তাতে অনেক শক্তি । তোমরা সকলেই এই বিশ্বের মালিক হও । বাবা এই ধর্মের অনেক মহিমা করেন যে এতে অনেক শক্তি । সর্বশক্তিমান বাবার থেকে এই শক্তি অনেকেই পায় । বাস্তবে শক্তি সবাই পায় কিন্তু নম্বর অনুসারে । তোমাদের যত শক্তি চাই ততোই বাবার থেকে নিতে পারো এরপর তোমাদের দৈবী গুণের সাবজেক্টও চাই । তোমরা কাউকেই বিরক্ত করো না বা দুঃখ দিও না । ইনি (ব্রহ্মা বাবা) কখনোই কাউকে উল্টোপাল্টা কথা বলতেন না । তিনি জানতেন, আমি যেমন কর্ম করবো, আমাকে দেখে অন্যেরাও তাই করবে । আসুরী গুণ থেকে দৈব গুণে আসতে হবে । দেখতে হবে, আমি কাউকে দুঃখ দিচ্ছি না তো ? এমন কেউই নেই, যে কাউকে দুঃখ দেয় না । কিছু না কিছু ভুল অবশ্যই হয়ে যায় । মন - বচন এবং কর্মে কাউকেই দুঃখ দেবে না, এমন অবস্থা তো অস্তিম সময়ে আসবে । এইসময় আমরা পুরুষার্থী অবস্থায় আছি । প্রতিটা বিষয় পুরুষার্থের নম্বর অনুসারে হয় । সবাই সুখের জন্যই পুরুষার্থ করে কিন্তু বাবা ছাড়া কেউই সুখের দান দিতে পারে না । সোমনাথের মন্দিরে কতো হীরে - জহরত ছিলো । ওইসব কোথা থেকে এসেছিলো, মানুষ কিভাবে বিত্তবান হয়েছিলো । সারাদিন এই পড়ার মন্থনে থাকতে হবে । গৃহস্থ

জীবনে থেকে কমল পুষ্পের ন্যায় পবিত্র হতে হবে। তোমরা এমন পুরুষার্থী করেছেো তাই তো মালা তৈরী হয়েছে। কল্পে কল্পে তা তৈরী হয়। মালা কার স্মরণিক - তাও তোমরা জানো। ওরা তো মালা জপ করেই অনেক আনন্দিত হয়। ভক্তিতে কি হয় আর জ্ঞানে কি হয় - এও তোমরা জানো। তোমরা যে কোনো মানুষকেই বুঝিয়ে বলতে পারো। পুরুষার্থ করতে করতে অবশেষে পূর্ব কল্পের মতো রেজাল্ট সামনে আসবে। প্রত্যেকেই নিজেকে পর্যবেক্ষণ করতে থাকে। তোমরা বুঝতে পারো যে আমাদের এরকম হতে হবে। পুরুষার্থের মার্জিন পাওয়া গেছে। পুরুষার্থের নম্বর অনুসারে বাবাও তোমাদের স্বাগত জানান। তোমরা, বাচ্চারা যেভাবে বাবাকে স্বাগত জানাও তার থেকে বেশী বাবা তোমাদের স্বাগত জানান।

বাবার কাজই হলো তোমাদের স্বাগত জানানো। স্বাগতের অর্থ হলো সঙ্গতি। এ হলো সবথেকে উচ্চ স্বাগত। বাবা তোমাদের সকলকে স্বাগত করতে আসেন। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্নেহ - সুমন, স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :--

১) অনেকের আশীর্বাদ প্রাপ্ত করার জন্য কল্যাণকারী হতে হবে। শরীর নির্বাহ করার কারণে কর্ম করেও নিজেকে বন্ধন মুক্ত করে সকাল - সন্ধ্যা অবশ্যই ঈশ্বরীয় সেবা করতে হবে।

২) অন্য বিষয়ে নিজের সময় নষ্ট না করে বাবাকে স্মরণ করে শক্তি অর্জন করতে হবে। সৎ-এর সঙ্গেও থাকতে হবে। মন - বচন এবং কর্মে সকলকে সুখ প্রদান করার পুরুষার্থ করতে হবে।

বরদান :-- সীমিত ইচ্ছা গুলিকে ত্যাগ করে সুন্দর (ভালো) হয়ে "ইচ্ছা মাত্র অবিদ্যা" ভব

মনে যদি সীমিত সামান্য ইচ্ছাও থাকে তাহলে ভালো হতে দেবে না। যেমন রোদে চলতে থাকলে ছায়া সামনে যায়, তাকে যদি ধরার চেষ্টা করো তাহলে ধরতে পারবে না, আবার রোদের দিকে পিছন করে যদি চলো তাহলে সেই ছায়া পিছনে পিছনে চলবে। তেমনই ইচ্ছা আকৃষ্ট করে কাঁদায়, তাই তাকে যদি ত্যাগ করো তো পিছনে - পিছনে আসবে। চাওয়ার ইচ্ছা থাকলে কখনোই সম্পন্ন হওয়া যায় না। সীমিত কোনোরকম ইচ্ছার পিছনে দৌঁড়ানো হলো মৃগতৃষ্ণার সমান। এর থেকে সদা নিজেকে রক্ষা করো, তাহলেই "ইচ্ছা মাত্র অবিদ্যা" হতে পারবে।

স্লোগান :-- নিজের শ্রেষ্ঠ কর্ম এবং শ্রেষ্ঠ আচার আচরণের দ্বারা যদি শুভেচ্ছা জমা করে নাও তাহলে পাহাড় প্রমাণ সমস্যাও তুলোর মতো অনুভব হবে।

ব্যালেঙ্গ (ভারসাম্য) বজায় রাখলে রেসিংসের প্রাপ্তি হয়

আজ প্রেমস্বরূপ, স্মরণস্বরূপ বাচ্চাদের অনুরাগ এবং স্মরণের রিটার্ন দেওয়ার জন্য প্রেমের সাগর বাবা ভালোবাসার এই আনন্দ সমাবেশে এসেছেন । এই আত্মিক ভালোবাসার সম্মেলন আত্মিক সম্বন্ধের মিলন সমাবেশ, যা সারা কল্পে শুধুমাত্র এই সময়েই অনুভব করা যাবে । এই এক জন্ম ব্যতীত আর কখনও রুহানী বাবার রুহানী স্নেহ তোমরা পাবে না । এই রুহানী ভালোবাসা রুহদের (আত্মাদের) প্রকৃত আরাম দেয় । তাদের সত্যের পথ দেখায় । প্রকৃত প্রাপ্তিসকল অর্জন করতে তাদের সমর্থ বানায় । এভাবে কি কখনও সঙ্কল্পে এসেছে যে এই জাগতিক সৃষ্টিতে এই জন্মে, এমন সহজ বিধিতে আত্মা এবং পরমাত্মার সামনাসামনি মিলন হবে ? যেমন তোমরা বাবার সম্বন্ধে শুনেছ যে তিনি উঁচু থেকে উঁচুতম এবং তিনি অতীব তেজোময়, তিনি সর্বসর্বা, ঠিক তেমনই আবার তোমরা ভেবেছ তাঁর সাথে মিলনের বিধি কঠিন হবে আর অনেক অভ্যাসেরও প্রয়োজন, এইরকম ভাবতে ভাবতে তোমরা হতাশ হয়ে গেছিলে, কিন্তু বাবা নিরাশ বাচ্চাদের আশাবাদী বানিয়েছেন । নিরুৎসাহ বাচ্চাদের শক্তিশালী বানিয়েছেন । তারা জিজ্ঞাসা করে, কবে আমরা তাঁর সঙ্গে মিলিত হব, তিনি তাদের এখন মিলনের অনুভব করিয়েছেন । তিনি তাদের তাঁর সমস্ত প্রপাটির অধিকার দিয়েছেন । এখন তোমরা আত্মারা নিজের অধিকার জানো, তাই না ! তোমরা সেটা ভালোভাবে জানো নাকি এখনো তোমাদের জানতে হবে ?

আজ বাপদাদা বাচ্চাদের দেখে মনখোলা অন্তরঙ্গ আলাপচারিতা করছিলেন, সব বাচ্চাদের অবিচল বিশ্বাস আছে, ভালোবাসাও আছে, স্মরণের একাগ্রতা আছে, সেবার উদ্যমও আছে । লক্ষ্যও শ্রেষ্ঠ । তাদের যেকোনো কাউকে জিজ্ঞাসা করো তারা কি হতে চায়, প্রত্যেকে বলবে যে তারা লক্ষ্মী-নারায়ণ হতে যাচ্ছে । তারা কেউ বলবে না যে তারা রাম-সীতা হবে । তারা ১৬ হাজারের মালা হতেও পছন্দ করবে না । সকলের ১০৮-এর মালার দানা হওয়ার আগ্রহ থাকে । সেবাতে, পড়াতে প্রত্যেকে নিজেকে কারও থেকে কম যোগ্য মনে করে না । তবুও সদা একরস স্থিতি, সদা উড়তি কলার অনুভূতি, সদা একের মধ্যে আত্মহার্য্য হয়ে, দেহ আর দেহের অল্পকালের সমস্ত প্রাপ্তি থেকে সদা স্বতন্ত্র হয়ে বিনাশী সকল ব্যাপারে বোধশক্তি রহিত হয়ে এইরকম প্রতিনিয়ত স্থিতিশীল অনুভব করে নম্বরানুক্রমে হয়ে যায় । এটা কেন ? বাপদাদা এর বিশেষ কারণ দেখেছেন । কি কারণ দেখেছেন ? শুধু একটা শব্দের কারণ ।

তোমরা সবকিছু জানো আর সবকিছু সকলে প্রাপ্তও করেছ, তোমাদের বিধিরও জ্ঞান আছে, সিদ্ধিরও জ্ঞান আছে । কর্ম এবং তার ফল, উভয় সম্পর্কেও তোমাদের জ্ঞান আছে, কিন্তু তোমরা জানোনা কিভাবে সবসময় ব্যালেঙ্গ বজায় রাখতে হয় । এই ব্যালেঙ্গের ঈশ্বরীয় নীতি সঠিক সময়ে প্রতিপালন না করতে পারায় প্রতিটা সঙ্কল্পে, প্রতিটা কর্মে বাপদাদা তথা সর্বশ্রেষ্ঠ আত্মাদের শ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ, রেসিংস প্রাপ্ত হয় না । পরিশ্রম করতে হয় । সহজভাবে সফলতা অনুভব হয় না । কোন ব্যাপারে ব্যালেঙ্গে ভুল হয়ে যায় ? এক হলো স্মরণ আর সেবা । স্মরণে থেকে সেবা করা - এটা হলো স্মরণ আর সেবার ব্যালেঙ্গ । কিন্তু তোমরা সেবায় ব্যস্ত থাকলে, স্মরণ করা সময়ের উপরে নির্ভর করে, যদি তোমাদের সময় থাকে তখনই তোমরা বাবাকে স্মরণ করো, নয়তো সেবাকেই স্মরণ মনে করা, একে বলা হয় ইমব্যালেঙ্গ । একটা কথা বলতে হয় যে সেবাই স্মরণ আর স্মরণেই সেবা । বিধিতে

এই সামান্য পার্থক্য সিদ্ধির বদল ঘটায়। তারপরে যখন তোমাকে স্মরণের পার্সেন্টেজের রেজাল্ট বলা হয়, তুমি কি বলা ? সেবায় এত বিজি ছিলে যে কোনও কিছুই তোমার মনে ছিল না। অথবা বলা, সেবা তো বাবারই ছিল, সুতরাং যেভাবেই হোক বাবাকেই তো স্মরণ করেছি। যতই হোক, সেবাতে সময় আর নির্ণা যতটা ছিল ততটাই স্মরণের অনুভূতি ছিল ? সেবাতে তোমাদের যেমন স্বমান ছিল, ঠিক তেমনই নম্রতা ছিল ? এই ব্যালেন্স ছিল ? অনেক বড়, খুব ভালো সেবা করেছ – এটা মনে করা অবশ্যই ভালো স্বমান, কিন্তু স্বমান অনুযায়ী বিনয়নম্রচিত হতে হবে। করানোর মালিক অর্থাৎ করাবনহার বাবা নিমিত্ত হয়ে তোমাদের মাধ্যমে সেবা করিয়েছেন। এটাই হলো নির্মান ভাব অর্থাৎ নিরহঙ্কার হওয়া। তোমরা নিমিত্ত হয়েছ, ভালো সেবা হয়েছ, বৃদ্ধি হয়েছ এবং তোমরা সফলতা স্বরূপ হয়েছ, এই স্বমান তো ভালো, কিন্তু শুধু স্বমান নয়, নির্মান ভাবেরও ব্যালেন্স হতে হবে, এই ব্যালেন্স তোমাদের সহজভাবে সদাই সফলতা স্বরূপ বানিয়ে দেয়। স্বমানও অবশ্যই প্রয়োজন; দেহভাব নয় বরং স্বমান। যাই হোক, সেবা আর নিরহঙ্কার, উভয় ক্ষেত্রেই ব্যালেন্স না হওয়ার কারণে স্বমান দেহ-অভিमानে বদলে যায়। সেবা হয়েছ এবং তা' যখন সফলও হয়েছ তখন খুশি তো হওয়াই উচিত। "বাহ বাবা তুমি আমাকে নিমিত্ত বানিয়েছ, এটা আমি করিনি !" এই আশ্চর্য ভাব স্বমান বদল করে দেহ-অভিमानে নিয়ে আসে। যারা স্মরণ আর সেবার ব্যালেন্স রেখে চলে তারা স্বমান আর বিনম্র ভাবেরও ব্যালেন্স বজায় রাখে। সুতরাং তোমরা বুঝেছ কোন ব্যাপারে ব্যালেন্স টলমল করে ?

একইভাবে তোমরা দায়িত্বের মুকুটধারী হওয়ার কারণে সব কার্যে দায়িত্বসমূহ তোমাদের প্রতিপালন করতে হবে। লৌকিক বা অলৌকিক কাজকর্ম হোক, অথবা ঈশ্বরীয় সেবার কর্মকাণ্ড। উভয় কার্যসমূহের দায়িত্ব পালনে যতটা ঘনিষ্ঠ ততটাই স্বতন্ত্র হতে হবে তোমাদের। এই ব্যালেন্স হতে দাও। দায়িত্বসমূহ পালন করা আবশ্যিক, কিন্তু যত বেশি দায়িত্ব, ততই তোমাদের ডবল-লাইট হতে হবে। দায়িত্ব পালন করাকালীন দায়িত্বের ভার থেকে বিযুক্ত থাকো, একেই বলে বাবার অনুরাগী হওয়া। ঘাবড়ে যেও না, কি করবো, কতো দায়িত্ব ! এটা করা উচিত কি উচিত না ! কি করবো, এটা করা বা ওটা করা খুব মুশকিল ! এইরকম অনুভব অর্থাৎ বোঝা থাকা। সুতরাং ডবল লাইট হওয়া তো হলো না, তাই না ! ডবল লাইট অর্থাৎ স্বতন্ত্র। কোনও দায়িত্বের দোটানা'র ভার হতে দিও না। একে বলা হয় বিযুক্ত অথচ অতি নিকট হওয়ার ব্যালেন্স রক্ষাকারী।

দ্বিতীয়তঃ, পুরুষার্থ করাকালীন সামনে এগিয়ে যেতে যেতে পুরুষার্থের মাধ্যমে যা প্রাপ্তি হয়, তার অনুভব করতে করতে সেই প্রাপ্তিতে তোমরা খুশি আর নেশায় মেতে ওঠ। সেটা এই, আমি সবকিছু পেয়েছি, সবকিছুর অনুভব করেছি। মহাবীর, মহারথী হয়ে গেছি। আমি জ্ঞানী হয়েছি, যোগীও হয়েছি, সেবাধারীও হয়েছি। এই প্রাপ্তি খুব ভালো, কিন্তু এই প্রাপ্তির নেশায় অসতর্কতাও উপস্থিত হয়। এর কারণ কি ? তোমরা জ্ঞানী হয়েছ, যোগী হয়েছ, সেবাধারী হয়েছ কিন্তু প্রতি পদে কি তোমরা উড়তি কলার অনুভব করেছ ? যতদিন জীবন, ততদিন প্রতি পদে উড়তি কলায় উড়তে হবে। এই লক্ষ্যে থেকে আজ তোমরা যা করেছ তা'তে নতুনত্ব এসেছে নাকি যত পর্যন্ত পৌঁছেছ সেই সীমাই সম্পূর্ণতার সীমা মনে করে নিয়েছ ! পুরুষার্থ করার ক্ষেত্রে তোমাদের প্রাপ্তির নেশা এবং খুশিও থাকতে হবে, কিন্তু প্রতি পদে উল্লতি বা উড়তি কলার অনুভবও আবশ্যিক। যদি এই ব্যালেন্স না থাকে, তখন অসতর্কতা তোমাকে ব্রেসিংস অনুভব করতে দেবে না। অতএব, পুরুষার্থী জীবনে যতটা পেয়েছ, তার নেশাও থাকতে হবে আর প্রতিটা পদে উল্লতির অনুভবও থাকতে হবে, একেই বলা হয়

ব্যালেন্স । এই ব্যালেন্স সদা হতে দাও । এমন ভেবনা যে তোমরা সবকিছু জেনে গেছ, অনুভাবী হয়ে গেছ, খুব ভালোভাবে চলছ আর তোমরা ভালো হয়ে গেছ । এতো খুব ভালো কিন্তু তোমাদের এখনো আরও উন্নতি করতে হবে । এইরকম বিশেষ কর্ম করে সকল আত্মাদের সামনে নিমিত্ত এক্সাম্পল হতে হবে । এটা ভুলোনা । বুঝেছ কোন কোন বিষয়ে ব্যালেন্স রাখতে হবে ? এই ব্যালেন্স দ্বারা তোমরা নিজে থেকেই রেসিংস লাভ করতে থাকো । সুতরাং বুঝেছ তোমরা, নম্বরানুক্রম কেন হয় ? কেউ কেউ একরকম বিষয়ের ব্যালেন্স সম্পর্কে অমনোযোগী হয় তো কেউ কেউ অন্য কোনো বিষয়ে !

বম্বে (মুম্বাই) নিবাসী তোমরা তো অমনোযোগী নও ? সব পরিস্থিতিতে তোমরা ব্যালেন্স রাখো, তাই না ? ব্যালেন্সের কলায় তোমরা পারদর্শী, তাই না ! ব্যালেন্সও এক কলা । তোমরা এই কলায় দক্ষ, নয় কি ? বম্বেকে বলাই হয়ে থাকে - সম্পত্তি সম্পন্ন দেশ । সুতরাং ব্যালেন্সের সম্পত্তি আর রেসিংসের সম্পত্তিতেও তোমরা সম্পন্ন, তাই না ! নরদেসাবরের■ রেসিংস আছে তোমাদের । বম্বে নিবাসীরা কোন বিশেষত্ব প্রত্যক্ষ করাবে? বম্বেতে মাল্টি-মিলিওনার্স অনেক আছে, তাই না ! সুতরাং যারা বম্বের তাদের এমন আত্মাদের বিশেষভাবে এটা অনুভব করানো প্রয়োজন যে রুহানী অবিনাশী পদমাপদম পতি সর্ব আকরের (খনি) মালিক -এর অর্থ কি ! তাদেরকে এই অনুভব করাও । তারা তো শুধুমাত্র বিনাশী ধনের মালিক, এমন লোককে এই অবিনাশী ধনভাণ্ডারের মহত্ব শুনিয়ে তাদের অবিনাশী সম্পত্তি সম্পন্ন বানাও । তাদের উপলব্ধি হতে দাও এই ধনভাণ্ডারসমূহ অবিনাশী শ্রেষ্ঠ ধনের ভাণ্ডার । এইরকম সেবাই তো করছ, তাই না ! যাদের সম্পত্তি আছে তাদের নজরে তোমরা যে অবিনাশী সম্পদশালী শ্রেষ্ঠ আত্মা তা' তাদের অনুভূত হতে দাও । তোমরা বুঝেছ ? এমন ভেবনা যে এদের তো পার্টই নেই । অল্পে এদেরও জাগ্রত হওয়ার পার্ট আছে । তারা তোমাদের সম্বন্ধে আসবে না, কিন্তু সম্পর্কে আসবে, সুতরাং এখন সময় এসেছে এমন আত্মাদেরও জাগিয়ে তোলার । অতএব, জাগাও, জাগাও, খুব ভালোভাবে তাদের জাগরিত করো, কারণ সম্পত্তির নেশার ঘুমে তারা নিদ্রিত । যারা নেশার ঘোরে থাকে তাদেরকে বারবার জাগাতে হয় । তাদের শুধু একবার সচেতন করলে তারা নিদ্রা থেকে জেগে উঠবে না । সুতরাং এখন নেশার ঘুমে আচ্ছন্ন আত্মাদের অবিনাশী সম্পত্তির অনুভবের সাথে পরিচয় করাও । বুঝেছ তোমরা ? বম্বে থেকে আগত তোমরা মায়াজিৎ হয়েছ, তাই না ! মায়াকে তোমরা সমুদ্রে নিষ্ক্ষেপ করেছ, নয় কি ! তাকে তোমরা অতলে নিপাতিত করেছ নাকি এখনো সে উপরিতলেই আছে ? যদি কোনকিছু উপরিভাগে থাকে তবে তরঙ্গ তাকে আবার তীরে ফিরিয়ে আনে, কিন্তু অতল তলে নিষ্ক্ষেপ করলে স্বাহা হয়ে যায় অর্থাৎ ধ্বংস হয়ে যায় । সুতরাং মায়া আর তীরে ফিরে আসতে পারে না, তাই না ? বম্বে নিবাসীদের সব পরিস্থিতিতে এক্সাম্পল হতে হবে । প্রতিটা বিশেষত্বে এক্সাম্পল । যেমন, বম্বের সৌন্দর্য দেখতে সবাই দূর-দূরান্ত থেকে আসে, সেইরকম দূর-দূরান্ত থেকে তারা তোমাদের দেখতে আসবে । সকল গুণের প্র্যাকটিক্যাল স্বরূপের এক্সাম্পল হয়ে ওঠ । জীবনে যদি সরলতা দেখতে চাও, তবে এই সেন্টারে গিয়ে এই পরিবারকে দেখ । যদি ব্যালেন্স দেখতে চাও তো এই বিশেষ আত্মাদের দেখ । তোমরা তো এমনই চমৎকার করো, তাই না ! বম্বে থেকে আগত যারা তাদের ডবল রিটার্ন দিতে হবে । এক, জগৎ অম্বা মায়ের থেকে তোমরা পালনা লাভ করেছ আর দুই, ব্রহ্মাবাবার থেকে বিশেষ পালনা । জগৎ অম্বা মায়ের বিশেষ পালনাও বম্বে থেকে আগত যারা তারা লাভ করেছে । সুতরাং বম্বেকে কতো রিটার্ন দিতে হবে, তাই না ? প্রতিটা স্থানে, প্রত্যেক বিশেষ আত্মা দ্বারা বাবার, মায়ের এবং বিশেষ আত্মার বিশেষত্ব প্রত্যক্ষ হওয়া উচিত, একেই বলা হয় রিটার্ন করা । আচ্ছা - স্বাগত ! স্বাগত বাবার ঘরে তথা তোমাদের ঘরে ।

বাবা সদা বাচ্চাদের দেখে পুলকিত হন। প্রত্যেক বাচ্চা বিশ্বের দীপক। তোমরা শুধু কুলদীপকই নও, বরং বিশ্বদীপক তোমরা ! তোমরা প্রত্যেকে বিশ্ব কল্যাণ হেতু নিমিত্ত হয়েছ, সুতরাং তোমরা তো বিশ্বের দীপকই হলে, নয় কি ? বাস্তবে, সমগ্র বিশ্ব এক অসীম কুল। সেক্ষেত্রে তোমাদের অসীম কুলের দীপকও বলা যেতে পারে। যেমনই হোক, তোমরা সীমিত কুলের দীপক নও। তোমরা অসীম কুলের দীপকই বলা বা বিশ্বদীপকই বলা, তোমরা এইরকমই, তাই না ! সদা জাগ্রত দীপক। টিমটিমে আলোক তো তোমরা নও, তাই না ! ক্ষীণভাবে জ্বলা লাইটের দিকে দেখলে চোখ নষ্ট হয়ে যায়, তোমরা সেটা পছন্দ করনা, তাই না ! সুতরাং তোমরা সদা প্রজ্জ্বলিত দীপ, তাই নয় কি ? বাপদাদা সদা এমন প্রদীপ্ত দীপক দেখে উৎফুল্ল হন। বুঝেছ তোমরা ! আচ্ছা !

যারা সদা প্রতিটা কর্মে ব্যালেন্স বজায় রাখে, সদা বাবার থেকে ব্লেসিংস লাভ করে, প্রতি পদে উড়তি কলার অনুভব করে, সদা ভালোবাসার সাগরে ডুবে থাকে, সমান স্থিতিতে স্থিত থাকে, পদ্মাপদম সেই শ্রেষ্ঠ আত্মাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার।

দাদীদের সাথে:- সবাই তোমরা মুকুটধারী আত্মা, তাই না ! সদা যত বড় তোমাদের মুকুট ততই হালকা থেকেও হালকা। তোমরা এইরকম মুকুটভূষিত, এই মুকুট ধারণ করে সব কর্ম করতে করতেও মুকুটধারী হয়ে থাকতে পারো। সময় অনুসারে রত্ন বিজড়িত মুকুট তোমরা ধারণ করো আর অপসারণ করো, কিন্তু এই মুকুট এমন যে একে অপসারিত করার কোনো প্রয়োজনই হয় না। নিদ্রিত অবস্থায়ও মুকুটধারী আর যখন জেগে উঠে তখনও তোমরা মুকুটধারী। এই অনুভব তোমাদের আছে, তাই না ! মুকুট হালকা, তাই নয় কি ? কোনরকমভাবে ভারী নয় তো ! নাম মহান, ওজন হালকা, তাই না ? সুখদায়ী মুকুট, এই মুকুট এমনই যেমন খুশি তেমন দেয়। বাবা তোমাদের এমন ভাবে মুকুটভূষিত করেন, যাতে জন্ম জন্ম ধরে তোমাদের মুকুট প্রাপ্ত হতে থাকে। এমন মুকুটধারী বাচ্চাদের দেখে বাপদাদা উৎফুল্ল হন। বাপদাদা রাজ্যাভিষেক দিবস এখন থেকেই উদযাপন করে সদাকালের জন্য এই ধারা নিয়ম বানিয়ে দিয়েছেন। সত্যযুগেও রাজ্যাভিষেক দিবস উদযাপিত হবে। সপ্তমযুগে যে রাজ্যাভিষেক দিবস পালিত হয়েছে, তারই স্মারকচিহ্ন চিরকাল (অবিনাশী) চলতে থাকবে। সাকার বতন থেকে বানপ্রস্থ নিয়ে বাবা অব্যক্ত বতনে সেবাধারী, স্বয়ং বাবা সাকার বতন থেকে বানপ্রস্থী হয়ে মুকুট আর সিংহাসন বাচ্চাদের দিয়ে অব্যক্ত বতনে চলে গেছেন। সুতরাং সেটাই তো রাজ্য অভিষেক দিবস হলো, তাই না ! বিচিত্র ড্রামা, নয় কি ! যদি বাবা যাওয়ার আগেই তোমাদের জানিয়ে দিতেন তবে তা' ওয়ান্ডারফুল ড্রামা হতো না। এমন বিচিত্র এই ড্রামা যে ছবি তোলা সম্ভবপর নয়। বিচিত্র বাবার বিচিত্র পার্ট, তোমাদের বুদ্ধিতে সঙ্কল্পের মাধ্যমেও যাঁর চিত্র তোমরা তুলতে পারো না। একেই বলে বিচিত্র, এইজন্য বিচিত্র রাজ্যাভিষেক হয়েছে। যে মহাবীর বাচ্চারা তাদের রাজ্যাভিষেক দিবসে সম্মানিত হবে, বাপদাদা সদা সেই মহাবীর বাচ্চাদের মুকুটভূষিত দেখেন। তাঁর সাহচর্য দেওয়ার সময় যখন উপস্থিত, তখন বাপদাদা গুপ্ত হয়ে যাননি, বরং সাকার দুনিয়া থেকে নিভূতে অব্যক্ত দুনিয়ায় উদিত হয়েছেন। সাথে থাকার, একসাথে ফিরে যাওয়ার প্রতিজ্ঞা তো আছেই, এই প্রতিজ্ঞা কখনও খন্ডিত হতে পারে না, এইজন্য তো ব্রহ্মাবাবা প্রতীক্ষা করছেন। নয়তো, তিনি তো কর্মাতীত হয়ে গেছেন, তিনি সেখানে চলে যেতেই পারতেন। তাঁর তো কোনও বন্ধন নেই, তাই না ? কিন্তু স্নেহের বন্ধন আছে। স্নেহের বন্ধনের কারণে তোমাদের সাথে ফিরে যাওয়ার প্রতিজ্ঞা পূরণ করতে বাবাকে তোমাদের জন্য প্রতীক্ষা করতেই হবে। তাঁকে সাহচর্যের দায়িত্ব পূরণ করতে হবে এবং তোমাদের সাথে একসঙ্গে ঘরে ফিরে যেতে হবে। তোমরা এইরকম অনুভবই

তো করো, তাই না ? আচ্ছা প্রত্যেকে বিশেষ । যদি বাবা প্রত্যেকের বিশেষত্ব বলেন তবে কতো হবে, মালা হয়ে যাবে, এইজন্য তাদের তাঁর হৃদয়েই রাখেন, বর্ণন করেন না । আচ্ছা !

বরদান:- ব্যর্থ বোল বা অন্যদের ডিস্টার্ব করে এমন বোল থেকে মুক্ত ডবল লাইট অব্যক্ত ফরিস্তা ভব

অব্যক্ত ফরিস্তা হতে হলে ব্যর্থ বোল, যা কারও পছন্দ নয়, সেই সমস্ত ব্যর্থ বোল সদাকালের জন্য সমাপ্ত করো । পরিস্থিতি হয়তো দু'কথার কিন্তু সেটাই টেনে লম্বা করে বলতে থাকা, এটাও ব্যর্থ । যা চারটি বাক্যে সাধিত হতে পারে, সেটা ১২-১৫ বাক্যে ব'লোনা । কম বলো, ধীরে বলো ...এই স্লোগান গলায় পুরে রাখো । ব্যর্থ বলা বা ডিস্টার্বিং শব্দ থেকে মুক্ত হও, তবেই অব্যক্ত ফরিস্তা হওয়ার ক্ষেত্রে অনেক সাহায্য লাভ করবে ।

স্লোগান:- যে পরমাত্ম-ভালোবাসায় আত্মসমর্পণ করে দেয়, সফলতা তার গলার মালা হয়ে যায় ।

■note:- নরদেসাবর অর্থাৎ যে সবাইকে সাহকার (বিত্তবান) বানায় । নরদেসাবর- এর অর্থই হলো যে সদা ধনে সম্পন্ন থাকে । বস্ত্রনিবাসীদের বিশেষত্ব তারা গরীবকে বিত্তবানে রূপান্তর করে । যেমন, বাবার টাইটেল, দীনের নাথ । বস্ত্রে থেকে আগতদেরও বাপদাদা টাইটেল দিচ্ছেন - নরদেসাবর ।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- সকলের সদগতি দাতা হলেন একমাত্র বাবা, বাবার মতন নিষ্কাম সেবা আর কেউ করতে পারে না"

প্রশ্ন :- নিউ ওয়ার্ল্ডের স্থাপনা করতে বাবাকে কোন্ পরিশ্রমটি করতে হয় ?

উত্তর :- একদম অজামিল অর্থাৎ ঘোর পাপীদের পুনরায় লক্ষ্মী-নারায়ণ সম পূজনীয় দেবতায় পরিণত করার পরিশ্রম বাবাকে করতে হয়। বাচ্চারা, বাবা তোমাদের দেবতায় পরিণত করার পরিশ্রম করেন। বাকি সর্ব আত্মারা শান্তিধাম ফিরে যায়। প্রত্যেককে নিজের হিসেব-নিকেশ মিটিয়ে উপযুক্ত হয়ে ঘরে অর্থাৎ পরমধাম ফিরতে হবে।

ওম্ শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি আত্মা রূপী বাচ্চারা গীত শুনল। বাচ্চারা জানে এটা হল পাপময় দুনিয়া। নতুন দুনিয়ায় হয় পুণ্যের দুনিয়া। সেখানে পাপ হয় না। সেটা হল রাম রাজ্য, এটা হল রাবণ রাজ্য। এই রাবণ রাজ্যে সবাই পতিত দুঃখী হয়ে আছে, তবেই তো আহবান করা হয় - হে পতিত-পাবন এসে আমাদের পবিত্র করুন। সব ধর্মের মানুষ প্রার্থনা করে - ও গড ফাদার এসে আমাদের লিবারেট (উদ্ধার) করুন, গাইড হয়ে পথ দেখান। অর্থাৎ বাবা যখন আসেন তো যত ধর্ম আছে পুরো সৃষ্টিতে, সবাইকে ফিরিয়ে নিয়ে যান। এই সময় সবাই রাবণ রাজ্যে আছে। সব ধর্মের আত্মাদের ফিরিয়ে নিয়ে যান শান্তিধাম। বিনাশ তো সবার হওয়ার আছে। বাবা এখানে এসে বাচ্চাদের সুখধামের উপযুক্ত করেন। সবার কল্যাণ করেন, তাই একমাত্র তাঁকেই সর্বের সদগতি দাতা, সর্বের কল্যাণ কর্তা বলা হয়। বাবা বলেন এখন তোমাদের ফিরতে হবে। সব ধর্মের আত্মাদের শান্তিধাম, নির্বাণধাম যেতে হবে, যেখানে সব আত্মারাই শান্তিতে থাকে। অসীম জগতের (বেহদের) বাবা যিনি হলেন রচয়িতা, তিনি এসে সবাইকে মুক্তি ও জীবনমুক্তি প্রদান করেন। তাই মহিমাও একমাত্র গড ফাদারের করা উচিত। যিনি এসে সর্বের সেবা করেন, তাঁকেই স্মরণ করা উচিত। বাবা নিজেই বোঝান আমি দূর দেশ, পরমধামের নিবাসী। সর্ব প্রথমে যে আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম ছিল, সে ধর্ম এখন নেই তাই আমাকে ডাকে। আমি এসে সব বাচ্চাদের ফিরিয়ে নিয়ে যাই। এখন হিন্দু কোনও ধর্ম নয়। আসলে হল দেবী-দেবতা ধর্ম। কিন্তু পবিত্র না হওয়ার জন্যে নিজেদের দেবতা নামের বদলে হিন্দু বলে দিয়েছে। হিন্দু ধর্মের স্থাপনকর্তা তো কেউ নেই। গীতা হল সর্ব শাস্ত্র শিরোমণি। তা হল ভগবানের দ্বারা উচ্চারিত। ভগবান একজনকেই বলা হয় - গড ফাদার। শ্রীকৃষ্ণ বা লক্ষ্মী-নারায়ণকে গড ফাদার বা পতিত-পাবন বলা হবে না। তাঁরা তো হলেন রাজা-রানী। তাঁদের এমন কে তৈরি করেন ? বাবা করেন। বাবা প্রথমে নতুন দুনিয়া রচনা করেন, তাঁরা সেই দুনিয়ার মালিক হন। কিভাবে হন, সে কথা কোনও মানুষ জানে না। বড় বড় লক্ষপতি মন্দির নির্মাণ করে। তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা উচিত - তাঁরা এই বিশ্বের রাজ্য কিভাবে প্রাপ্ত করেন ? মালিক হলেন কিভাবে ? কেউ কখনো বলতে পারবে না। কি এমন কর্ম করেছেন যে তার এমন ফল প্রাপ্ত হয়েছে ? এখন বাবা বোঝান -তোমরা নিজেদের ধর্মকে ভুলে আছো। আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম কে না জানার জন্যে সবাই অন্য অন্য ধর্মে কনভার্ট হয়েছে। তারা আবার রিটার্ন হবে নিজের নিজের ধর্মে। যারা আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের আত্মা রয়েছে, তারা আবার নিজের ধর্মে ফিরে আসবে। খ্রিস্টান ধর্মের হবে তো পুনরায় খ্রিস্টান ধর্মে আসবে। এখন আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের স্যাপলিং লাগছে। যে মানুষ যে ধর্মের তাকে নিজের ধর্মে আসতে হবে।

এই হল ঝাড় বা বৃক্ষ, এই বৃক্ষের তিনটি টিউব আছে (ইসলাম ধর্ম, খ্রীষ্টান ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম) যার থেকে বৃদ্ধি হতে থাকে। অন্য কেউ এই নলেজ দিতে পারবে না। এখন বাবা বলছেন তোমরা নিজেদের ধর্মে এসো। কেউ বলে আমি সন্ন্যাস ধর্মে যাই, কেউ বলে আমি রামকৃষ্ণ পরমহংস সন্ন্যাসীর ফলোয়ার। এবারে এরা সবাই হল নিবৃত্তি মার্গের, তোমরা হলে প্রবৃত্তি মার্গের (গৃহস্থ আশ্রমের)। গৃহস্থ মার্গের মানুষ নিবৃত্তি মার্গ অর্থাৎ সন্ন্যাস ধর্মের ফলোয়ার কিভাবে হতে পারবে ! তোমরা প্রথমে প্রবৃত্তি মার্গে পবিত্র ছিলে। তারপরে তোমরা রাবণের দ্বারা অপবিত্র হয়েছ। এইসব কথা বাবা বোঝান। তোমরা হলে গৃহস্থ আশ্রমের, ভক্তিও তোমাদের করতে হবে। বাবা এসে ভক্তির ফল স্বরূপে সদগতি প্রদান করেন। বলা হয় - রিলিজেন ইজ মাইট (শক্তি) । বাবা রিলিজেন স্থাপন করেন। তোমরা সম্পূর্ণ বিশ্বের মালিক হও। বাবার কাছে তোমরা কত মাইট বা শক্তি প্রাপ্ত কর। একমাত্র সর্ব শক্তিমান বাবা-ই এসে সকলের সদগতি করেন অন্য কেউ সদগতি দিতেও পারেনা, প্রাপ্ত করতেও পারে না। এখানেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত করে। কেউ ফিরে যেতে পারে না। বাবা বলেন আমি হলাম সর্ব ধর্মের সার্ভেন্ট, সবাইকে এসে সদগতি প্রদান করি। সদগতি বলা হয় সত্যযুগকে। মুক্তি হল শান্তিধামে। তাহলে সবচেয়ে বড় কে ? বাবা বলেন - হে আল্লাহ তোমরা সবাই হলে ব্রাদার্স, সবাই বাবার কাছে অবিদ্যার উত্তরাধিকার অর্থাৎ স্বর্গের অধিকার প্রাপ্ত হয়। এসে সবাইকে নিজের নিজের সেকশনে পাঠিয়ে দেওয়ার উপযুক্ত করি। উপযুক্ত না হলে সাজা ভোগ করতে হয়। হিসেব নিকেশ মিটিয়ে তারপরে ফিরে যেতে হয়। ঐ হল শান্তিধাম এবং ঐ হল সুখধাম।

বাবা বলেন আমি এসে নিউ ওয়ার্ল্ডের স্থাপনা করি, এতেই পরিশ্রম করতে হয়। একদম অজামিল সম পাপীদের এসে এমন দেবী-দেবতায় পরিণত করি। যখন থেকে তোমরা বাম মার্গে গিয়েছ তখন থেকে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমেছ। এই হল ৮৪ জন্মের সিঁড়ি নীচে নামবার। সতোপ্রধান থেকে সতো, রজো, তমো.... এখন এই হল সঙ্গম। বাবা বলেন আমি একবার-ই আসি। আমি ইব্রাহিম বা বুদ্ধের দেহে আসি না। আমি পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগেই আসি। এখন বলা হয় ফলো ফাদার। বাবা বলেন আল্লাহ তোমাদের সবাইকে আমাকে ফলো করতে হবে। মামেকম্ স্মরণ করো তাহলে তোমাদের পাপ যোগ অগ্নিতে ভস্ম হবে। একেই বলা হয় যোগ অগ্নি। তোমরা হলে প্রকৃত সত্য ব্রাহ্মণ। তোমরা কাম চিতা থেকে নেমে জ্ঞান চিতায় বস। এই কথা একমাত্র বাবা বোঝান। ক্রাইস্ট, বুদ্ধ ইত্যাদি সবাই এক-কেই স্মরণ করেন। কিন্তু তাঁকে যথার্থ রূপে কেউ জানে না। এখন তোমরা আন্তিক বা ঈশ্বরে বিশ্বাসী হয়েছ। রচয়িতা এবং রচনাকে তোমরা বাবার দ্বারা জেনেছ। ঋষি-মুনি সবাই নেতি-নেতি বলতেন (আমরা জানি না) । স্বর্গ হল সত্যখন্ড, দুঃখের নাম নেই। এখানে কত দুঃখ আছে। আয়ুও অনেক কম হয়েছে। দেবতাদের আয়ু অনেক বেশি হয়। তারা হলেন পবিত্র যোগী। এখানে রয়েছে অপবিত্র ভোগী। সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে আয়ু কমে যায়। অকালে মৃত্যুও হয়। বাবা তোমাদের এমন তৈরি করেন যে তোমরা ২১ জন্ম কখনও রুগী হবে না। তো এমন বাবার কাছে বর্সা প্রাপ্ত করা উচিত। আল্লাহকে কত বুদ্ধিমান হওয়া উচিত। বাবা এমন বর্সা প্রদান করেন যে সেখানে কোনও দুঃখ থাকে না। তোমাদের কাল্পা কাটি বন্ধ হয়ে যায়। সবাই হল পার্টধারী। আল্লা এক শরীর ছেড়ে অন্য নেয়। এও হল ড্রামা। বাবা কর্ম, অকর্ম, বিকর্মের গতিও বোঝান। কৃষ্ণের আল্লা ৮৪ জন্ম ভোগ করে এখন শেষে সেই আল্লাই জ্ঞান শুনছে। ব্রহ্মার দিন ও রাত গায়ন আছে। ব্রহ্মার দিন - রাত সেইটি হল ব্রাহ্মণের। এখন তোমাদের দিন আসবে। মহাশিবরাত্রি বলা হয়। এখন ভক্তির রাত পূর্ণ হয়ে জ্ঞানের উদয় হয়। এখন হল সঙ্গম। তোমরা এখন পুনরায় স্বর্গবাসী হচ্ছ। অন্ধকার রাতে ধাক্কা খেয়েছ, চটি ছিঁড়েছ, টাকাও খরচ করেছ। এখন বাবা বলছেন

আমি এসেছি তোমাদের শান্তিধাম ও সুখধামে নিয়ে যাওয়ার জন্যে। তোমরা সুখধামের বাসিন্দা ছিলে। ৮৪ জন্মের পরে দুঃখধামে এসে পড়েছি। তখন আহবান কর - বাবা আসুন, এই পুরানো দুনিয়ায়। এই দুনিয়া তোমাদের নয়। তোমরা এখন যোগবলের দ্বারা নিজের দুনিয়া স্থাপন করছ। তোমাদের এখন ডবল অহিংসক হতে হবে। না কাম কাটারী চালাবে, না লড়াই ঝগড়া করবে। বাবা বলেন আমি প্রতি ৫ হাজার বছর পরে আসি। এই কল্প হল ৫ হাজার বছরের, লক্ষ বছরের নয়। যদি লক্ষ বছরের হত তাহলে তো এখানে অসংখ্য অসংখ্য মানুষের ভিড় থাকত। সব গল্প দেয় তাই বাবা বলেন আমি কল্প-কল্প আসি, আমারও ড্রামাতে পার্ট আছে। পার্ট ছাড়া আমি কিছুই করতে পারি না। আমিও ড্রামার বন্ধনে আবদ্ধ। ড্রামার পূর্ণ সময়ে আসি, মন্বনাব্দ। কিন্তু এর অর্থ কেউ জানে না। বাবা বলেন দেহের সব সম্বন্ধ ত্যাগ করে মামেকম্ স্মরণ করো তো সব পবিত্র হয়ে যাবে। বাচ্চারা বাবাকে স্মরণ করার পরিশ্রম করতে থাকে।

এ হল ঈশ্বরীয় বিশ্ব-বিদ্যালয়। এমন বিদ্যালয় আর হতে পারে না। এখানে ঈশ্বর পিতা এসে সম্পূর্ণ বিশ্বকে চেঞ্জ করেন। নরক থেকে স্বর্গে পরিণত করেন, যেখানে তোমরা রাজত্ব কর। এখন বাবা বলেন আমাকে স্মরণ করো তাহলে তোমরা তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হয়ে যাবে। এ হল বাবার ভাগ্যশালী রথ, যার মধ্যে বাবা এসে প্রবেশ করেন। শিব জয়ন্তী কারো জানা নেই। তারা তো বলে দেয় পরমাত্মা হলেন নাম-রূপ বিহীন। আরে, নাম-রূপ হীন কোনো কিছুই হয় না। বলা হয় এই হল আকাশ, তো এই আকাশ নাম তো হল তাইনা। যদিও শূন্য, কিন্তু নাম তো আছে। সুতরাং বাবারও নাম হল কল্যাণকারী। তারপর ভক্তিমার্গে অনেক নাম রাখা হয়েছে। বাবুরিনাথও বলা হয়। তিনি এসে কাম কাটারী থেকে মুক্ত করে পবিত্র করেন। নিবৃত্তি মার্গের মানুষ অর্থাৎ সন্ন্যাস ধর্মের মানুষ ব্রহ্ম কে পরমাত্মা নিশ্চয় করে, তাঁকেই স্মরণ করে। ব্রহ্ম যোগী, তত্ত্ব যোগী বলা হয়। কিন্তু সেটা হল থাকবার জায়গা, যাকে ব্রহ্মান্দ বলা হয়। তারা সেই ব্রহ্মকে ভগবান ভেবে নেয়। ভাবে আমরা সেখানে বিলীন হয়ে যাব। অর্থাৎ আত্মাকে তারা বিনাশী করে দেয়। বাবা বলেন আমিই এসে সর্বের সদগতি করি তাই একমাত্র শিববাবার জয়ন্তী হল হীরে তুল্য বাকি সব জয়ন্তী গুলি হল কড়ি তুল্য। শিববাবা-ই এসে সবার সদগতি করেন। অর্থাৎ তিনি হলেন হীরে সম। তিনিই তোমাদের স্বর্ণ যুগে (গোল্ডেন এজ) নিয়ে যান। এই জ্ঞান তোমাদের বাবা-ই এসে পড়ান, যার দ্বারা তোমরা দেবী-দেবতায় পরিণত হও। তারপরে এই জ্ঞান প্রায়ঃ বিলুপ্ত হয়ে যায়। এই লক্ষ্মী-নারায়ণে রচিয়তা ও রচনার নলেজ নেই।

বাচ্চারা গীত শুনল - তারা বলে এমন স্থানে নিয়ে চলো, যেখানে শান্তি ও সব কিছু নিশ্চিত আছে। ওটা হল শান্তিধাম, তারপরে হল সুখধাম। সেখানে অকালে মৃত্যু হয় না। সুতরাং বাবা এসেছেন বাচ্চাদেরকে সেই সুখ শান্তির দুনিয়ায় নিয়ে যেতে। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণ স্নেহ ও গুডমর্নিং। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

রাত্রি ক্লাস

এখন তোমাদের সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশী বংশ তৈরি হচ্ছে। তোমরা যত জানো এবং পবিত্র হও অন্য আর কেউ তত জানতে পারবে না, পবিত্রও হতে পারবে না। যখন তারা শুনবে বাবা এসেছেন তখন

স্মরণ করতে শুরু করে দেবে। সেসবও তোমরা ভবিষ্যতে গিয়ে দেখবে - লক্ষ, কোটি মানুষজন বুঝবে। বায়ুমন্ডল এমনই হবে। শেষের লড়াইয়ে সবাই হোপলেস হয়ে যাবে। সবার মনে টাচ হবে। তোমাদেরও আওয়াজ শোনা যাবে। স্বর্গের স্থাপনা হচ্ছে। বাকি সবার মৃত্যু নিশ্চিত হয়ে আছে। কিন্তু সেই সময়ে শ্বাস ফেলার সময় থাকবে না। ভবিষ্যতে সবাই বুঝবে, যারা থাকবে। এমনও নয় - এরা সবাই সেই সময় থাকবে। কেউ মরেও যাবে। থাকবে তারা-ই যারা কল্প-কল্প থেকেছে। সেই সময় একমাত্র বাবার স্মরণে থাকবে। আওয়াজও কম হয়ে যাবে। তখন নিজেদের কে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ করতে শুরু করবে। তোমরা সাক্ষী হয়ে দেখবে। ভয়ানক যন্ত্রণা দায়ক ঘটনা ঘটবে। সবাই জানবে যে এখন বিনাশ হবে। দুনিয়া চেঞ্জ হবে। বিবেক বলে বিনাশ তখন হবে যখন বোমা নিক্ষেপ করা হবে। এখন নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে শর্ত মেনে চলো, প্রমিস করো যে আমরা বোমা প্রয়োগ করব না। কিন্তু এইসব জিনিস তৈরি হয়ে আছে বিনাশের জন্যে।

বাচ্চারা তোমাদের খুশীও অনেক অনুভব হবে। তোমরা জানো নতুন দুনিয়া তৈরি হচ্ছে। তোমরা বুঝেছ বাবা-ই নতুন দুনিয়া স্থাপন করবেন। সেখানে দুঃখের নাম থাকবে না। তার নাম-ই হল প্যারাডাইস অর্থাৎ স্বর্গ। যেমন তোমাদের নিশ্চয় আছে তেমনই ভবিষ্যতে অনেকের হবে। যাদের অনুভব হওয়ার হবে, ভবিষ্যতে তাদের অনুভব হবে। শেষের দিকে স্মরণের যাত্রায়ও অনেকেই থাকবে। এখন তো সময় আছে, পুরুষার্থ পুরো করবে না তো পদ মর্যাদা কম হয়ে যাবে। পুরুষার্থ করলে পদও ভালো পাবে। ঐ সময়ে তোমাদের অবস্থা খুব ভালো থাকবে। সাক্ষাৎকারও হবে। কল্প-কল্প যেমন বিনাশ হয়েছে, তেমনই হবে। যাদের দৃঢ় বিশ্বাস থাকবে, চক্রের জ্ঞান থাকবে তারা খুশীতে থাকবে। আচ্ছা - আত্মা রূপী বাচ্চারা গুড নাইট।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) ডবল অহিংসক রূপে যোগ বলের দ্বারা এই নরককে স্বর্গে পরিণত করতে হবে। তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হওয়ার পুরুষার্থ করতে হবে।

২) একমাত্র বাবাকেই পুরোপুরি ভাবে ফলো করতে হবে। প্রকৃত সত্য ব্রাহ্মণ হয়ে যোগ-অগ্নি দ্বারা বিকর্ম গুলি দহন করতে হবে। সবাইকে কাম চিতা থেকে নামিয়ে জ্ঞান চিতায় বসাতে হবে।

বরদান :- অল্ক-কে (আল্লাহ/ভগবান) জেনে এবং পবিত্রতার স্বধর্মকে স্বীকার করতে পারা বিশেষ আত্মা ভব

ব্যাখা: বাপদাদা খুশী হন যে আমার এক-একটি সন্তান হল বিশেষ আত্মা - সে বয়স্ক হোক, অশিক্ষিত হোক, ছোট বাচ্চা হোক, যুবক হোক অথবা প্রবৃত্তিধারী বা সংসারী, কিন্তু তারা হল বিশ্বের কাছে বিশেষ । দুনিয়ায় সে যত বড় নেতাই হোক, অভিনেতা হোক, বৈজ্ঞানিক হোক কিন্তু অল্ক-কে না জানলে কি আর জানা হল ! তোমরা হলে নিশ্চয়-বুদ্ধি গর্ব সহকারে বলো যে, তোমরা খুঁজতে থাকো, আমরা তো পেয়ে গেছি। প্রবৃত্তি বা সংসারে থেকে পবিত্রতার স্বধর্মকে স্বীকার করে পবিত্র আত্মা, বিশেষ আত্মায় পরিণত হয়েছি।

স্লোগান - যে সর্বদা খুশীতে থাকে সে নিজের কাছে এবং সকলের কাছে প্রিয় অনুভূত হয়।

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা যে শিক্ষা দেন, তা অভ্যাসে পরিণত করো, তোমরা প্রতিজ্ঞা করে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করো না, আঙ্গুর উল্খন করো না"

প্রশ্ন :-- তোমাদের পড়ার সার কি ? তোমাদের কোন্ অভ্যাস অবশ্যই করা উচিত ?

উত্তর :-- তোমাদের পড়া হলো বাণপ্রস্থে যাওয়ার । এই পড়ার সার হলো বাণীর উর্ধ্বে যাওয়া । বাবা-ই সবাইকে ফিরিয়ে নিয়ে যান । বাচ্চারা, তোমাদের ঘরে ফিরে যাওয়ার আগে সতাপ্রধান হতে হবে । এরজন্য একান্তে গিয়ে দেহী - অভিমানী হওয়ার অভ্যাস করো । এই অশরীরী হওয়ার অভ্যাসই আত্মাকে সতাপ্রধান করবে ।

ওম্ শান্তি । নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করলে তোমরা তমোপ্রধান থেকে সতাপ্রধান হয়ে যাবে আর এমনভাবেই এই বিশ্বের মালিক হয়ে যাবে । কল্প - কল্প তোমরা এমনভাবেই তমোপ্রধান থেকে সতাপ্রধান হও তারপর আবার ৮৪ জন্মে তমোপ্রধান হও । বাবা তখন শিক্ষা দেন, নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো । ভক্তিমার্গেও তোমরা স্মরণ করতে, কিন্তু ওই সময় তোমাদের জ্ঞান ছিলো স্থূল বুদ্ধির । এখন তোমাদের জ্ঞান হলো সূক্ষ্ম বুদ্ধির । প্রত্যক্ষভাবে এখন বাবাকে স্মরণ করতে হবে । তোমাদের এও বোঝাতে হবে - আত্মাও তারার মতো আবার বাবাও তারার মতো । কেবলমাত্র তিনি পুনর্জন্ম নেন না, তোমরা পুনর্জন্ম নাও তাই তোমাদের তমোপ্রধান হতে হয় । তারপর আবার সতাপ্রধান হওয়ার জন্য পরিশ্রম করতে হয় । মায়া তোমাদের প্রতি মুহূর্তেই সব ভুলিয়ে দেয় । এখন তোমাদের নির্ভুল হতে হবে । তোমরা ভুল করো না । তোমরা যদি ভুল করতে থাকো তাহলে আরো তমোপ্রধান হয়ে যাবে । তোমাদের নির্দেশ হলো, নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো, ব্যাটারিকে চার্জ করো, তাহলে তোমরা সতাপ্রধান বিশ্বের মালিক হতে পারবে । টিচারতো সবাইকেই পড়ান । ছাত্রদের মধ্যে নম্বর অনুযায়ী পাস করে । নম্বর অনুসারেই কামাই করে । তোমরাও সেই নম্বর অনুসারেই পাস করো তারপর নম্বর অনুসারেই পদ পাও । কোথায় বিশ্বের মালিক আর কোথায় প্রজা, দাস - দাসী । যে ছাত্ররা ভালো, যারা সুপুত্র, আঙ্গুরাকারী, বিশ্বাসী, নির্দেশ যারা পালন করে তারা অবশ্যই টিচারের মতে চলবে । রেজিস্টার যত ভালো হবে, ততই নম্বর বেশী পাওয়া যাবে তাই বাবাও বাচ্চাদের বারবার বোঝাতে থাকেন, গাফিলতি করো না । এমন মনে করো না যে, আগের কল্পেও ফেল করেছিলাম । অনেকেরই মনে এই কথা আসে যে, আমরা যদি সেবা না করি তাহলে অবশ্যই ফেল করে যাবো । বাবা তো সাবধান করতেই থাকেন যে, তোমরা সত্যযুগী সতাপ্রধান আবস্থা থেকে কলিযুগী তমোপ্রধান হয়েছ এরপর এই পৃথিবীর হিস্টি - জিওগ্রাফী আবার রিপিট হবে । সতাপ্রধান হওয়ার জন্য বাবা অনেক সহজ রাস্তা বলে দেন - আমাকে স্মরণ করো তাহলে বিকর্ম বিনাশ হবে । তোমরা চড়তে - চড়তে সতাপ্রধান হয়ে যাবে । তোমরা চড়তে থাকবে খুব ধীরে ধীরে তাই ভুলে যেও না । মায়া কিন্তু তোমাদের ভুলিয়ে দেয় । তোমাদের বিশ্বাসঘাতক বানিয়ে দেয় । বাবা যা নির্দেশ দেন, তা মানে, প্রতিজ্ঞা করে কিন্তু তাতে চলে না । তাই বাবা বলবেন, আঙ্গুর উল্খন করে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে । বাবার কাছে প্রতিজ্ঞা করেও তার অভ্যাস করতে হয় । বেহদের বাবা যে শিক্ষা দেন সেই শিক্ষা আর কেউই দেবে না । পরিবর্তন তো অবশ্যই হতে হবে । চিত্র কতো সুন্দর । ব্রাহ্মণবংশী তারপর বিষ্ণুবংশী হবে । এ হল নতুন ঈশ্বরীয় ভাষা, একেও বুঝতে হয় । এই ঈশ্বরীয় নলেজ কেউই দেয় না । এমন কোনো সংস্থা বের হয়েছে কি

যার নাম রুহানী (ঈশ্বরীয়) সংস্থা রাখা হয়েছে। রুহানী সংস্থা তোমাদের ছাড়া আর কেউই হতে পারবে না। নকল অনেকই হয়ে যায়। এ হলো নতুন কথা, তোমরা সংখ্যায়ও অল্প, আর কেউই এই কথা বুঝতে পারবে না। সম্পূর্ণ ঝাড় এখন দাঁড়িয়ে আছে। বাকি কান্ড নেই কিন্তু কান্ড পরে দাঁড়িয়ে যায়। বাকি শাখাপ্রশাখা থাকবে না, ওইসব শেষ হয়ে যাবে। বেহদের বাবাই বেহদের কথা বুঝিয়ে বলেন। এখন সম্পূর্ণ দুনিয়ায় রাবণের রাজ্য। এ হলো লক্ষা। ওই লক্ষা তো সমুদ্রের ওপারে। বেহদের দুনিয়াও সমুদ্রের উপরে। চারিদিকেই তার জল। এ হলো হদের কথা আর বাবা বোঝান বেহদের কথা। এক বাবাই সব বোঝান। এ হলো পড়া। যতক্ষণ না মানুষ চাকরী পাবে বা পড়ার রেজাল্ট পাবে ততক্ষণ পড়াতে লেগেই থাকে। তাতেই বুদ্ধি নিয়োজিত থাকে। ছাত্রদের কাজই হলো পড়াতে মনোযোগ দেওয়া। উঠতে - বসতে, চলতে - ফিরতে তোমাদের স্মরণ করতে হবে। ছাত্রদের বুদ্ধিতে এই পড়া থাকে। তারা পরীক্ষার দিনে খুব পরিশ্রম করে, যাতে বিফল না হয়ে যায়। বিশেষকরে ভোরবেলা বাগানে গিয়ে পড়ার অভ্যাস করে কেননা ঘরে আওয়াজের ভাইব্রেশন খারাপ হয়।

বাবা বুঝিয়েছেন যে, তোমরা দেহী - অভিমানী হওয়ার অভ্যাস করো তাহলে ভুলবে না। একান্ত স্থান তো অনেক আছে। শুরুর দিকে ক্লাস সম্পূর্ণ করে তোমরা পাহাড়ে চলে যেতে। এখন দিনে দিনে তোমাদের জ্ঞান গভীর হয়ে যাচ্ছে। স্টুডেন্টদের এইম অবজেক্ট স্মরণে থাকে। এ হলো বাণপ্রস্থ অবস্থায় যাওয়ার পড়া। এক ছাড়া অন্য কেউই পড়াতে পারে না। সাধু - সন্ত ইত্যাদি সব ভক্তিই শেখান। বাণীর উর্ধ্বে যাওয়ার পথ এক বাবাই বলে দেন। এক বাবাই সবাইকে ফিরিয়ে নিয়ে যান। এখন তোমাদের হলো বেহদের বাণপ্রস্থ আবস্থা, যাকে কেউই জানে না। বাবা বলেন - বাচ্চারা, তোমরা সকলেই বাণপ্রস্থী। সম্পূর্ণ দুনিয়ার এখন বাণপ্রস্থ আবস্থা। কেউ পড়ুক বা না পড়ুক, সবাইকে ফিরে যেতে হবে। যে আত্মারা মূলবতনে যাবে তারা নিজের নিজের বিভাগে চলে যাবে। আত্মাদের ঝাড়ও আশ্চর্যজনক বানানো আছে। এই সম্পূর্ণ ড্রামার চক্র সম্পূর্ণ সঠিক। কোথাও তফাত হয় না। লিভার আর সিলিন্ডার ঘড়ি আছে না? কারোর আবার সম্পূর্ণ লাগেও না। ঘড়ি যেন চলে না। তোমাদের সম্পূর্ণ লিভার ঘড়ি হতে হবে তবেই রাজ পরিবারে যেতে পারবে। সিলিন্ডার ঘড়ি প্রজাতে যাবে। লিভার হওয়ার জন্য তোমাদের পুরুষার্থ করতে হবে। কোটির মধ্যে কয়েকজনই রাজপদের অধিকারী বলা হয়। এরাই বিজয় মালায় গ্রথিত হয়। বাচ্চারা বুঝতে পারে যে, বরাবর এতে পরিশ্রম আছে। তারা বলে - বাবা, প্রতি মুহূর্তে ভুলে যাই। বাবা বোঝান যে - তোমরা যতো পালোয়ান হবে, মায়া ততই তোমাদের সঙ্গে জবরদস্ত লড়াই করবে। মল্ল যুদ্ধ তো হয়, তাই না। ওতে খুব সাবধানতা রাখা হয়। পালোয়ানদের পালোয়ানরাই জানে। এখানেও এমন, মহাবীর বাচ্চারাও আছে। তাদের মধ্যেও নশ্বরের ক্রম আছে। খুব ভালো ভালো মহারথীদেরও মায়া ঝড়ের মধ্যে এনে ফেলে দেয়। বাবা বুঝিয়েছেন যে - মায়া যতোই হয়রান করুক, তুফান আনুক, তোমরা সাবধান থেকো। কোনো বিষয়েই হেরে যেও না। মনে যতোই ঝড় আসুক না কেন, কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা কিছুই করো না। তুফান তোমাদের ফেলে দেওয়ার জন্যই আসে। মায়ার লড়াই না হলে পালোয়ান কিভাবে বলবে? মায়ার এই ঝড়ের পরোয়া করা উচিত নয়। তবুও চলতে - ফিরতে কর্মেন্দ্রিয়র বশে চট করে পড়ে যায়। এই বাবা তো রোজ বুঝিয়ে বলেন - কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা কোনোরকম বিকর্ম করো না। ভুল কাজ করা না ছাড়লে পাই পয়সার পদ পাবে। ভিতরে - ভিতরে নিজেরাও বুঝতে পারে যে আমরা পাস করতে পারবো না। যেতে তো সবাইকেই হবে। বাবা বলেন যে - আমাদের যদি তোমরা স্মরণ করো তাহলে সেই স্মরণের বিনাশ হয় না। অল্প স্মরণ করলেও স্বর্গে এসে যাবে। অল্প স্মরণ করলে

বা খুব বেশী স্মরণ করলে কি কি পদ পাওয়া যাবে, এও তোমরা বুঝতে পারো। কিছুই লুকানো যায় না। কে কে, কি - কি হবে তা তারা নিজেরাও বুঝতে পারে। আমরা যদি এখনই হার্টফেল হয়ে যাই, তাহলে কি ধরনের পদ পাবো? বাবাকে জিজ্ঞেসও করতে পারো। পরের দিকে তোমরা নিজেরাই বুঝতে পারবে। বিনাশ তো সামনেই উপস্থিত। ঝড়, অতি বৃষ্টি, প্রাকৃতিক বিপর্যয় এসব বলে আসে না। রাবণ তো বসেই আছে। এ হলো অনেক বড় পরীক্ষা। যে পাস করতে পারে, সে উঁচু পদ পায়। রাজা তো অনেক বুদ্ধিমান হওয়া চাই যে প্রজাদের সামলাতে পারবে। আই.সি.এস পরীক্ষায় খুব অল্পই পাস করতে পারে। বাবা তোমাদের পড়িয়ে সতোপ্রধান স্বর্গের মালিক তৈরী করেন। তোমরা জানো যে, আমরা সতোপ্রধান থেকে তমোপ্রধান হয়েছি, এখন আবার বাবার স্মরণে আমাদের সতোপ্রধান হতে হবে। পতিত - পাবন বাবাকে স্মরণ করতে হবে। বাবা বলেন "মনমনাভব।" এ হলো সেই গীতার এপিসোড। ডবল মুকুটধারী হওয়ার জন্যই এই গীতা। বাবাই তো বানাবেন, তাই না। তোমাদের বুদ্ধিতে এই সম্পূর্ণ জ্ঞান আছে। যারা খুব ভালো বুদ্ধিমান, তাদের কাছে ধারণাও খুব ভালো থাকে। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্নেহ, সুমন, স্মরণ - ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

রাত্রি ক্লাস - ০৫-০১-৬৯

বাচ্চারা এখানে ক্লাসে বসে আছে, তারা জানে আমাদের টিচার কে। স্টুডেন্টরা সারাফণ মনে রাখে যে, আমাদের টিচার কে কিন্তু এখানে তোমরা ভুলে যাও। টিচারও জানেন যে, বাচ্চারা আমাকে মুহূর্তে - মুহূর্তে ভুলে যায়। এমন রুহানী (আত্মিক) বাবা তো কখনোই পাওয়া যায় নি। সঙ্গমযুগেই আমরা পাই। সত্যযুগ আর কলিযুগে তো শরীরের পিতা মেলে। এ কথা তিনি বাচ্চাদের স্মরণ করান যে, তোমাদের মনে দৃঢ় হওয়া উচিত যে, এ হলো সঙ্গম যুগ, যখন আমরা অর্থাৎ বাচ্চারা পুরুষোত্তম তৈরী হই। তাই বাবাকে স্মরণ করলে এই তিনই স্মরণে আসা চাই। টিচারকে স্মরণ করলেও তিনের স্মরণ আবার গুরুকে স্মরণ করলেও তিনের স্মরণ আসা চাই। এ অবশ্যই স্মরণ করতে হয়। মুখ্য বিষয়ই হলো পবিত্র হওয়ার। পবিত্রকে সতোপ্রধান বলা হয়। তাঁরা থাকে সত্যযুগে। এখন তাঁরা চক্র সম্পূর্ণ করে এসেছে। এ হলো সঙ্গম যুগ। কল্প - কল্প বাবাও আসেন, আমাদের পড়ান। বাবার কাছেই তো তোমরা থাকো, তাই না। তোমরা এও জানো যে, ইনি হলেন প্রকৃত সঙ্গরু। ইনিই বরাবর মুক্তি আর জীবনমুক্তির পথ বলে দেন। ড্রামার নিয়ম অনুযায়ী আমরা পুরুষার্থ করে বাবাকে অনুসরণ করি। এখানে শিক্ষা অর্জন করে আমরা বাবাকে অনুসরণ করি। ইনি যেমন শেখেন তেমনি বাচ্চারা, তোমরাও পুরুষার্থ করো। দেবতা হতে হলে তো শুদ্ধ কর্ম করতে হবে। কোথাও যেন কোনোরকম আবর্জনা না থাকে। বাবাকে স্মরণ করা হলো বিশেষ ব্যাপার। মনে করে যে বাবাকে ভুলে যাই, শিক্ষাকে ভুলে যাই আর স্মরণের যাত্রাকেও ভুলে যাই। বাবাকে ভুলে গেলে এই জ্ঞান ভুলে যায়। আমি স্টুডেন্ট, এ কথাও ভুলে যায়। এই তিনই স্মরণে আসা চাই। বাবাকে স্মরণে আসলে টিচার আর সঙ্গরুও অবশ্যই স্মরণে আসবে। শিববাবাকে স্মরণ করলে সাথে সাথে দৈবীগুণও অবশ্যই চাই। বাবার এই স্মরণে আছে ম্যাজিক। এই ম্যাজিক বাবা যতটা বাচ্চাদের শেখান, ততটা আর কেউই শেখাতে পারে না। তমোপ্রধান থেকে আমরা এই জন্মেই সতোপ্রধান হই। তমোপ্রধান হতে আমাদের সম্পূর্ণ কল্প লাগে। এখন এই এক জন্মেই আমাদের সতোপ্রধান হতে হবে,

এতে যে যতো পরিশ্রম করবে । সম্পূর্ণ দুনিয়া তো আর পরিশ্রম করে না । অন্য ধর্মের মানুষ পরিশ্রম করবে না । বাচ্চারা সাফাংকার করেছে । ধর্মস্থাপকরাও আসেন, তাঁরা অমুক - তমুক ডেসে অভিনয় করেন । ওরাও তমোপ্রধান অবস্থায় আসেন । বুদ্ধিও বলে যে আমরা যেমন সতোপ্রধান হই, অন্য সকলেও তেমন হবে । বাবার থেকে তারা পবিত্রতার দান গ্রহণ করবে । সকলেই ডাকতে থাকে, আমাদের এখান থেকে উদ্ধার করে ঘরে নিয়ে চলো । আমাদের গাইড হও । ড্রামার নিয়ম অনুসারে সকলকেই ঘরে ফিরে যেতে হবে । আমরা অনেক বার ঘরে ফিরে যাই । কেউই তো সম্পূর্ণ পাঁচ হাজার বছর ঘরে থাকে না । কেউ প্রায় পাঁচ হাজার বছরই ঘরে থাকবে । অন্তিম সময়ে আসবে তখন বলবে ৪৯০০ বছর শান্তিধামে ছিলাম । আমরা বলব ৪৯০০ বছর আমরা এই সৃষ্টিধামে আছি । বাচ্চারা তো এই বিষয়ে নিশ্চিত যে তারা ৮৩ - ৮৪ জন্ম নিয়েছে । যারা খুবই বুদ্ধিমান হবে তারা অবশ্যই প্রথমের দিকে আসবে । আচ্ছা । মিষ্টি - মিষ্টি আত্মা রূপী বাচ্চাদের প্রতি স্মরণ আর শুভ রাত্রি ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :--

১) সতোপ্রধান হওয়ার জন্য স্মরণের যাত্রায় নিজের ব্যাটারি চার্জ করতে হবে । নির্ভুল হতে হবে । নিজের রেজিস্টার সুন্দর রাখতে হবে । কোনোরকম গাফিলতি করবে না ।

২) কোনোরকম ভুল কাজ করবে না, মায়ার তুফানের পরোয়া না করে কর্মেন্দ্রিয় জিৎ হতে হবে । লিভার ঘড়ির মতো নিখুঁত পুরুষার্থ করতে হবে ।

বরদান :-- বাবার সাথে সম্বন্ধ আর প্রাপ্তির স্মৃতির দ্বারা সদা খুশীতে থেকে সহজ যোগী ভব

সহজ যোগের আধার হলো - সম্বন্ধ আর প্রাপ্তি । সম্বন্ধের আধারে প্রেম উৎপন্ন হয়, আর যেখানে প্রাপ্তি থাকে সেখানে মন - বুদ্ধি সহজেই ধাবিত হয় । তাই সম্বন্ধে 'আমার' অধিকারে স্মরণ করো । মন থেকে বোলো 'আমার বাবা' আর বাবার কাছ থেকে যে শক্তি, জ্ঞান, গুণ, সুখ - শান্তি, আনন্দ আর প্রেমের সম্পদ পেয়েছো তাকে স্মৃতিতে ইমার্জ করো, এতে অপার খুশী থাকবে, আর সহজ যোগীও হয়ে যাবে ।

স্লোগান :-- দেহ - ভাব থেকে মুক্ত হও, তাহলেই অন্য সব সম্বন্ধ স্বতঃই সমাপ্ত হয়ে যাবে ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা সকালে (রাম-রাজ্যে) ধনবান হয়ে যাও, সন্ধ্যায় (রাবণ- রাজ্যে) কাঙ্গাল হয়ে পড়ো। কাঙ্গাল থেকে ধনী, পতিত থেকে পবিত্র হওয়ার জন্য দুটি শব্দ স্মরণে রেখো -- 'মন্মনাভব', 'মধ্যাজীভব'"

প্রশ্ন :- কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার যুক্তি কি ?

উত্তর :- ১) স্মরণের যাত্রা তথা জ্ঞানের চিন্তন, ২) একের সঙ্গেই যেন সর্বসম্বন্ধ থাকে, অন্য কারোর প্রতি যেন বুদ্ধি না চলে যায়, ৩) যিনি সর্বশক্তিমান ব্যাটারী, সেই ব্যাটারীর সঙ্গে যেন যোগ-যুক্ত থাকা হয়। নিজের প্রতি যেন সম্পূর্ণ নজর থাকে, যদি দৈবী-গুণের পাথনা সর্বদা লাগানো থাকে তবেই কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যাবে।

ওম শান্তি । বাবা বসে বোঝান -- এই কাহিনী হলো ভারতের। কিরকম কাহিনী ? সকালে ধনী, সন্ধ্যায় কাঙ্গাল। এর উপরে একটি গল্পও রয়েছে। এক রাজা সকালে ধনবান ছিল। এই কথা যখন তোমরা ধনবান থাকো তখন শোনো না। কাঙ্গাল আর ধনীর কথা তোমরা এই সঙ্গমযুগেই শোনো। এ'কথা হৃদয়ে(মনে) ধারণ করতে হবে। ভক্তি সর্বদাই কাঙ্গাল বানায়, আর জ্ঞান ধনবান বানিয়ে দেয়। দিন আর রাতও হয় অসীম জগতের (বেহদের)। কাঙ্গাল আর ধনীও অসীম জগতেরই কথা আর যিনি তৈরী করেন তিনিও অসীম জগতের পিতা। সমস্ত অপবিত্র(পতিত) আত্মাদের পবিত্র বানানোর ব্যাটারী কিন্তু সেই এক-ই। এমন-এমন ওষুধ(টোটকা) যদি স্মরণে রাখো তাহলেও খুশীতে থাকবে। বাবা বলেন -- বাচ্চারা, তোমরা সকালে ধনবান হয়ে যাও আবার সন্ধ্যায় কাঙ্গাল হয়ে পড়। কিভাবে হও -- তাও বাবা-ই বলে দেন। 'মন্মনাভব', 'মধ্যাজীভব' -- এই-ই হলো দুটি যুক্তি(মত)। এও বাচ্চারা জানে যে -- এ হলো পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ। তোমরা যারাই এখানে বসে রয়েছে, এই গ্যারান্টি রয়েছে যে তোমরা স্বর্গে ধনশালী অবশ্যই হবে, পুরুষার্থের নশ্বরের ক্রমানুসারে। স্কুলেও এমনটাই হয়। ক্লাসে নশ্বরের ক্রমানুসারে ট্রান্সফার হয়ে যায়। পরীক্ষা সম্পূর্ণ হয়ে গেলে আবার নশ্বরের ক্রমানুসারে গিয়ে বসে, ওটা হলো পার্থিব জগতের(হদের) কথা, এটা হলো অসীম জগতের কথা। নশ্বরের ক্রমানুসারে রুদ্র মালায় যায়। মালা অথবা বৃক্ষ(সৃষ্টিক্রপী)। বীজ তো বৃক্ষের-ই। পরমাত্মা হলেন মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ, বাচ্চারা এটা জানে যে বৃক্ষের বৃদ্ধি কিভাবে হয়, আর তা পুরনো কিভাবে হয়। পূর্বে তোমরা একথা জানতে না, বাবা-ই এসে বুঝিয়েছেন। এখন এ হলো পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ। এখন বাচ্চারা, তোমাদের পুরুষার্থ করতে হবে। দৈবী-গুণের পাথনাও ধারণ করতে হবে। নিজের প্রতিও সম্পূর্ণ নজর দিতে হবে। স্মরণের যাত্রার দ্বারাই তোমরা পবিত্র হবে আর অন্য কোনও উপায় নেই। বাবা, যিনি সর্বশক্তিমান ব্যাটারী, তাঁর সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করতে হবে। তাঁর ব্যাটারী কখনও ডিসচার্জ হয় না। তিনি সত্য, রজো, তমো-তে আসেন না কারণ তাঁর তো সর্বদাই কর্মাতীত অবস্থা। বাচ্চারা, তোমরা কর্মবন্ধনে আসো। বন্ধন কত দুট। এই কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার একটিই উপায় রয়েছে -- স্মরণের যাত্রা। এছাড়া আর কোনো অন্য উপায় নেই। যেমন, এ হলো জ্ঞান, এও হাড়-কে নরম করে। এমনিতে তো ভক্তিতেও নরম করে দেয়। লোকে বলে, এ তো বেচারী ধার্মিকলোক, এর মধ্যে প্রতারনার ভাবনা ইত্যাদি কিছু নেই। কিন্তু ভক্তদের মধ্যেও প্রতারক হয়। বাবা অনুভাবী। আত্মা শরীর দ্বারা কাজ-কর্ম করে, তাই এই জন্মের সবকিছু তার স্মৃতিতে আসে। ৪-৫ বছর বয়স থেকেই নিজের জীবন-কাহিনী স্মরণে থাকা উচিত।

কেউ তো আবার ১০-২০ বছরের কথাও ভুলে যায়। জন্ম-জন্মান্তরের নাম, রূপ তো স্মরণে থাকতে পারে না। এক জন্মের (কথা) কিছু-কিছু বলতে পারে। ফটো ইত্যাদি রেখে দেয়। দ্বিতীয় জন্মের কথা তো জানতে পারে না। প্রত্যেকটি আত্মা ভিন্ন-ভিন্ন নাম, রূপ, দেশ, কাল অনুযায়ী তার ভূমিকা পালন করে। নাম, রূপ -সবই পরিবর্তিত হতে থাকে। বুদ্ধিতে একথা থাকে যে আত্মা এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ করে। তাহলে অবশ্যই ৮৪ জন্মে, ৮৪-টি নাম, ৮৪-জন পিতাও হবে। পরিশেষে সম্বন্ধও আবার তমোপ্রধান হয়ে যায়। এইসময় যত সম্বন্ধ তৈরী হয় তত আর কখনই হয় না। কলিযুগী সম্বন্ধকে বন্ধন-ই মনে করা উচিত। কত বাচ্চা হয়, পুনরায় বিবাহ করে, আবার সন্তানাদির জন্ম দেয়। এইসময় সর্বাপেক্ষা বেশী বন্ধন হলো -- চাচা, মামা, কাকা-র.... যত বেশী সম্বন্ধ ততই বেশী বন্ধন। খবরের কাগজে পড়া, পাঁচটি সন্তান একসাথে জন্ম নিয়েছে, আর পাঁচজনই সুস্থ রয়েছে। হিসাব করো যে, কত বেশী করে সম্বন্ধ তৈরী হয়ে যায়। এইসময় তোমাদের সম্বন্ধ সবচেয়ে কম। শুধুমাত্র এক পিতার সঙ্গেই সর্ব সম্বন্ধ। দ্বিতীয় আর কারোর সঙ্গে তোমাদের বুদ্ধি-যোগ নেই। সেই একজন ব্যতীত। সত্যযুগে আবার এর থেকে বেশী হবে। এখন তোমাদের জন্ম হলো হীরে-তুল্য। সর্বোচ্চ পিতা এখনই বাচ্চাদের-কে দত্তক (অ্যাডপ্ট) নেয়। অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করার জন্য জীবিত অবস্থায় (বাবার) কোলে চলে যাওয়া, সে তো এখনই হয়। তোমরা এমন পিতার কোলে শরণ নিয়েছ, যাঁর থেকে তোমরা আশীর্বাদ পাও। তোমাদের ব্রাহ্মণদের থেকে উচ্চ আর কেউ হয় না। সকলের যোগ একজনের সাথে রয়েছে। তোমাদের পরস্পরের মধ্যে কোনও সম্বন্ধ নেই। ভাই-বোনের সম্বন্ধও পতনের দিকে নিয়ে যায়। সম্বন্ধ একের সাথেই হওয়া উচিত। এ হলো নতুন বিষয় (কথা)। পবিত্র হয়ে ফিরে যেতে হবে। এমন-এমনভাবে বিচার সাগর মন্বন করলে তোমাদের অনেক ঔজ্জ্বল্য আসবে। সত্যযুগী চাকচিক্য আর কলিযুগী চাকচিক্যের মধ্যে রাত-দিনের পার্থক্য। ভক্তিমার্গের সময়েই হয় রাবণ-রাজ্য। পরিশেষে বিজ্ঞানেরও কত অহংকার হয়ে যায়। তারা যেন সত্যযুগের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামে।

একটি বাচ্চা সমাচার লিখেছে, আমি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছি যে, স্বর্গে রয়েছ না নরকে ? তখন ৪-৫ জন বলেছে যে স্বর্গে। বুদ্ধিতেই রাত-দিনের পার্থক্য হয়ে যায়। কেউ-কেউ মনে করে আমরা নরকে রয়েছি, তখন তাদের বোঝাতে হয় যে, স্বর্গবাসী হতে চাও ? স্বর্গ কে স্থাপন করে ? এ'সব হলো অতি মিষ্টি-মধুর কথা(বিষয়)। তোমরা নোট করতে থাকো, কিন্তু সেই নোটস খাতাতেই রয়ে যায়। সঠিক সময়ে স্মরণে আসে না। এখন অপবিত্র থেকে পবিত্র বানান পরমপিতা পরমাত্মা। তিনি বলেন, মামেকম্ স্মরণ কর তবেই পাপ ভস্ম হয়ে যাবে। স্মরণের দ্বারা কিছুতো প্রাপ্তি হবে, তাই না। স্মরণের(যোগ) পদ্ধতিও এখনই ইমার্জ হয়েছে। স্মরণের দ্বারাই তোমরা কত উচ্চ, স্বচ্ছ হয়ে যাও। যে যত পরিশ্রম করবে সে ততই উচ্চপদ লাভ করবে। বাবাকেও জিজ্ঞাসা করতে পারো। দুনিয়ায় তো সম্পর্ক আর সম্পত্তির জন্য শুধু ঝগড়া-ঝামেলা হতেই থাকে। এখানে তো অন্য কোনও সম্বন্ধ নেই। এক বাবা, আর অন্য কেউ-ই নয়। বাবা হলেন অসীম জগতের মালিক। এ তো অতি সহজ কথা। ওইদিকে স্বর্গ আর এইদিকে নরক। নরকবাসী ভাল না স্বর্গবাসী ভালো ? যে চতুর হবে সে বলবে স্বর্গবাসী ভাল। কেউ তো আবার বলে দেয় যে নরকবাসী আর স্বর্গবাসী, এই বিষয়ের সাথে আমাদের কোনও সম্পর্ক নেই, কারণ তারা বাবাকে চেনে না। কেউ আবার বাবার কোল থেকে নেমে মায়ার কোলে চলে যায়। অতি বিস্ময়কর, তাই না ! বাবাও ওয়ান্ডারফুল, তাই গুণও ওয়ান্ডারফুল, সব ওয়ান্ডারফুল। এইসব বিস্ময়কে (ওয়ান্ডার্স) বোঝার মতো সমঝদারও এমন চাই, যার বুদ্ধি সদা এই বিস্ময়ের মধ্যেই থাকে। রাবণ তো কোনো বিস্ময় নয়, না তার রচনা

বিস্ময়কর। রাত-দিনের পার্থক্য। শাস্ত্রে লেখা রয়েছে -- কালীদহ-তে গেছে, সর্প দংশন করেছে, কালো হয়ে গেছে। এখন তোমরা সঠিকভাবে এইসব বিষয়কে বোঝাতে পারো। কৃষ্ণের চিত্রকে নিয়ে যদি (সঠিকভাবে) পড়ে তবে রিফ্রেশ হয়ে যাবে। ৮৪ জন্মের কাহিনী। যেমন কৃষ্ণের তেমনই তোমাদের। স্বর্গে তো তোমরা আসো, তাই না। পুনরায় ত্রেতাতেও আসতে থাকো। বৃদ্ধি হতে থাকে। এমন নয়, ত্রেতায় যে রাজা হবে সে ত্রেতাতেই আসবে। শিক্ষিতের সম্মুখে অশিক্ষিতকে নত হতে হয়। ড্রামার এই রহস্য শুধু বাবা-ই জানেন। এখন তোমরা জানো যে, তোমাদের মিত্র-সম্বন্ধী ইত্যাদি সকলেই নরকবাসী। আর আমরা পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগী। এখন পুরুষোত্তম(উত্তম আত্মা) হচ্ছে। বাইরে থাকা আর এখানে ৭ দিন এসে থাকা, এর মধ্যে অনেক পার্থক্য। অনেকে হংসমন্ডলীর সঙ্গ থেকে বেরিয়ে বকেদের দলে এসে ভেড়ে(মিশে যায়)। অনেকেই রয়েছে যারা অন্যদের নষ্ট করে দেয়। অনেক বাচ্চা তো মুরলীর পরোয়াই করে না। বাবা বোঝান -- গাফিলতি কোরো না। তোমাদেরকে সুরভিত ফুল হতে হবে। শুধু একটি মাত্র কথাই তোমাদের জন্য যথেষ্ট -- "স্মরণের যাত্রা"। এখানে তোমাদের ব্রাহ্মণদের- ই সঙ্গ হয়। কোথায় উচ্চ থেকেও উচ্চ, আর কোথায় নীচ। বাচ্চারা লেখে: বাবা, বকেদের দলে আমি একা হংস কি আর করব? বকেরা ঠুকরে দেয়। কত পরিশ্রম করতে হয়। বাবার শ্রীমতে চললে পদও উচ্চ পাওয়া যায়। সदा হংস হয়ে থাকো। বকের সঙ্গে থেকে বক হয়ে যেওনা। গায়নও রয়েছে : আশ্চর্য হয়ে শোনে, বলে, পালিয়ে যায়..... জ্ঞান যদি অল্পও থাকে তাহলেও স্বর্গে আসবে। পার্থক্য কিন্তু রাত-দিনের হয়ে যায়। সাজাও অতি কঠিন হবে। বাবা বলেন, আমার মতে না চলে যদি অপবিত্র হও তাহলে সাজাও শতগুণ হয়ে যাবে। আবার পদপ্রাপ্তিও কম হবে। এখানে রাজস্ব স্থাপন করা হচ্ছে। একথা ভুলে যায়। একথাও যদি স্মরণে থাকে তাহলেও উচ্চপদ প্রাপ্তির জন্য পুরুষার্থ অবশ্যই করবে। যদি না করে তাহলে বোঝা যাবে -- এক কান দিয়ে শুনে অন্য কান দিয়ে বের করে দেয়। বাবার সঙ্গে যোগ নেই। এখানে থেকেও বুদ্ধিযোগ সন্তান-সন্ততিদের দিকে রয়েছে। বাবা বলেন সবকিছু ভুলে যেতে হবে -- একেই বলা হয় বৈরাগ্য। সেখানেও কিন্তু পারসেন্টেজ রয়েছে। চিন্তন(খেয়াল) কোথায় না কোথায় চলে যায়। যদি কারোর প্রেমে পড়ে যায় তাহলে বুদ্ধিও সেখানেই আটকে পড়ে।

বাবা রোজ বোঝান -- এই চোখ দিয়ে যা কিছু দেখো, সেই সবই বিনাশ হয়ে যাবে। তোমাদের বুদ্ধিযোগ যেন নতুন দুনিয়ার সঙ্গে যুক্ত থাকে আর অসীম জগতের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত যারা, বুদ্ধির যোগ তাদের সাথেই রাখতে হবে। এই দয়িত(মাশুক) হলো ওয়ান্ডারফুল। ভক্তিতেও গাওয়া হয় যে, তুমি যখন আসবে তখন আমরা তোমাকে ছাড়া আর কাউকে স্মরণ করব না। এখন আমি এসেছি, তাই এখন তোমাদের বুদ্ধিযোগকে সবদিক থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে, তাই না.! এই সবকিছু মাটিতে মিশে যাবে। যেমন এখন তোমাদের বুদ্ধিযোগ মাটির সাথে রয়েছে। যদি (বাবার) আমার সঙ্গে বুদ্ধির যোগ থাকে তাহলে মালিক হয়ে যাবে। বাবা কত সমঝদার বানায়। মানুষ জানে না যে, ভক্তি কি আর জ্ঞান কি? এখন তোমরা জ্ঞান পেয়েছ তাই তোমরা ভক্তিকেও বুঝতে পেরেছ। এখন তোমাদের অনুভব (ফীলিং) হয় যে, ভক্তিতে কত দুঃখ রয়েছে। মানুষ ভক্তি করে আর নিজেকে অত্যন্ত সুখী মনে করে। আবার এও বলে যে, ভগবান এসে ফল দেবে। কাকে আর কিভাবে ফল দেবে -- সেসব কিছুই বুঝতে পারে না। এখন তোমরা জেনেছ যে -- বাবা ভক্তির ফল দিতে এসেছেন। বিশ্বের রাজধানীর ফল, যে পিতার থেকে পাওয়া যায় সেই পিতা যেমন ডায়রেকশন দেন, সেইমতোই চলতে হবে। একেই বলে উচ্চ থেকেও উচ্চ মত (শ্রীমত)। সকলেই তো মত পায়। কেউ আবার(সেইমতো) চলতে পারে, কেউ চলতে পারে না। অসীম জগতের বাদশাহী (রাজস্ব)

স্থাপিত হচ্ছে। তোমরা এখন বোঝো যে -- আমরা কি ছিলাম, আর এখন আমাদের কি অবস্থা হয়েছে। মায়া একদম শেষ করে দেয়। এ তো যেন মৃত-দের দুনিয়া। ভক্তিমার্গে তোমরা যা কিছু শুনতে, সেই সবকিছুকেই 'সত্য সত্য' বলতে। কিন্তু তোমরা জানো যে, সত্যকথা তো একমাত্র বাবা-ই শোনান। এমন বাবাকে স্মরণ করা উচিত। এখানে যদি কোনো বাইরের ব্যক্তি বসে থাকে তাহলে সে তো কিছুই বুঝতে পারবে না। তারা বলবে, না জানি এসব কি শোনায়ে। সমগ্র দুনিয়া বলে যে, পরমাত্মা সর্বব্যাপী আর এরা বলে যে, তিনি আমাদের পিতা। কাঁধ নাড়িয়ে না-না বলতে থাকে। আর তোমাদের অন্তর থেকে হ্যাঁ-হ্যাঁ (শব্দ) নির্গত হয়, তাই নতুন কাউকে এখানে অনুমতি দেওয়া হয় না। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাত-পিতা বাপদাদার স্নেহ-স্মরণ ও সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা-রূপী সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার:-

১) সুরভিত ফুল হওয়ার জন্য সঙ্গ নির্বাচনে অত্যন্ত সাবধান হতে হবে। হংসমন্ডলীর সঙ্গ করতে হবে, হংস হয়ে থাকতে হবে। মুরলীর বিষয়ে (পড়ায়) কখনও বেপরোয়া হয়ো না, গাফিলতি কোরো না।

২) কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য সঙ্গময়ুগে নিজের সর্বসম্বন্ধ এক বাবার সঙ্গে যুক্ত রাখতে হবে। পরস্পরের মধ্যে যেন কোনো সম্বন্ধ না রাখা হয়। প্রেমের বশে কোন পার্থিব জগতের সম্বন্ধে যেন বুদ্ধিযোগ আটকে না যায়। এক-কেই স্মরণ করতে হবে।

বরদান :- সাক্ষীদ্রষ্টা স্থিতিতে স্থির হয়ে পরিস্থিতি-রূপী খেলার দর্শক হয়ে সন্তোষী আত্মা ভব

বিস্তার:- যেমনই আলোড়ন জাগানো (প্রতিকূল) পরিস্থিতি হোক না কেন, সাক্ষীদ্রষ্টা স্থিতিতে স্থির হয়ে যাও, তখন অনুভব করবে - এ যেন পুতুল নাচের খেলা । সত্যিকারের (রিয়্যাল) নয়। স্বমানে থেকে খেলা দেখো। সঙ্গময়ুগের শ্রেষ্ঠ মর্যাদা হলো সন্তুষ্টমণি হওয়া বা সন্তোষী হয়ে থাকা। এই মর্যাদায় থাকা আত্মা কখনও অস্থির হতে পারে না। সঙ্গময়ুগে বাপদাদার বিশেষ দান হলো সন্তুষ্টতা।

স্লোগান :- এমন সুখী মনের(খুশনুমা) হও যাতে মনের খুশী চেহারায়ে স্পষ্টভাবে দেখা যায়।

"মিষ্টি বাচ্চারা - এই পুরুষোত্তম যুগটাই হলো গীতার এপিসোড, এই সময়েই তোমাদেরকে পুরুষার্থ করে উত্তম পুরুষ অর্থাৎ দেবতা হতে হবে"

প্রশ্ন :- কেবল কোন্ বিষয়ের প্রতি সর্বদা মনোযোগ থাকলেই তরী তীরে পৌঁছে যাবে ?

উত্তর :- সর্বদা যদি এটাই লক্ষ্য থাকে যে আমাকে ঈশ্বরীয় সঙ্গে থাকতে হবে, তাহলেও তরী তীরে পৌঁছে যাবে। যদি সঙ্গদোষের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে কোনো সংশয় উৎপন্ন হয়, তাহলে জীবন রূপী তরী বিষয় সাগরে ডুবে যাবে। বাবা যেগুলো বোঝান, সেগুলো নিয়ে বাচ্চাদের মনে কোনো সংশয় আসা উচিত নয়। বাচ্চারা, বাবা তো তোমাদেরকে নিজের সমান পবিত্র এবং নলজফুল বানাতে এসেছেন। তাই সর্বদা বাবার সাথেই থাকতে হবে।

ওম্ শান্তি। ভগবানুবাচ - বাচ্চারা জানে যে বাবা এখন সেই রাজযোগই শেখাচ্ছেন যা ৫ হাজার বছর আগে বুঝিয়েছিলেন। বাচ্চারা জানলেও দুনিয়ার মানুষ তো জানে না। তাই তাদেরকে জিজ্ঞেস করতে হবে যে গীতার ভগবান কখন এসেছিলেন ? ভগবান তো বলেছেন যে আমি তোমাদেরকে রাজযোগ শিখিয়ে রাজাদের রাজা বানাই। কিন্তু গীতার ওই এপিসোড কখন হয়েছিল ? এটা জিজ্ঞেস করতে হবে। এই কথাগুলো কেউই জানে না। বাস্তবে তোমরাই এখন সেটা শুনছ। কলিযুগের অন্তিম এবং সত্যযুগের আদির মধ্যবর্তী সময়েই গীতার এপিসোড হওয়া উচিত। আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম স্থাপন করতে হলে তো সঙ্গমযুগেই আসতে হবে। তাই পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ অবশ্যই রয়েছে। যদিও পুরুষোত্তম বছরের কথা বলে, কিন্তু প্রকৃত অর্থ ওরা জানে না। তোমরা মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা জানো যে উত্তম পুরুষ বানানোর জন্য অর্থাৎ মানুষ থেকে উত্তম দেবতা বানানোর জন্য বাবা এসে শিক্ষা দেন। দেবতারাই-ই (লক্ষ্মী-নারায়ণ) হল মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম। এই সঙ্গমযুগেই মানুষ থেকে দেবতা বানানো হয়। দেবতারাই নিশ্চয়ই সত্যযুগেই থাকবেন। বাকিরা সবাই কলিযুগে থাকে। তোমরা বাচ্চারা জানো যে আমরা হলাম সঙ্গমযুগবাসী ব্রাহ্মণ। এটা পাকাপাকি ভাবে স্মরণে রাখতে হবে। কেউ কখনো নিজের বংশকে ভুলে যায় না। কিন্তু এখানে মায়া ভুলিয়ে দেয়। এখন আমরা ব্রাহ্মণ বংশের এবং এরপরে দেবতা বংশের হব। এটা স্মরণে থাকলেই অনেক খুশি হবে। তোমরা রাজযোগের শিক্ষা অর্জন করছ। তোমরা সবাইকে বোঝাও যে ভগবান এখন পুনরায় গীতার জ্ঞান শোনাচ্ছেন এবং ভারতের প্রাচীন যোগ শেখাচ্ছেন। আমরা মানুষ থেকে দেবতা হচ্ছি। বাবা বলেছেন - কামবিকার হল সবথেকে বড় শত্রু, এর উপরে বিজয় লাভ করার ফলেই তোমরা জগৎজিৎ হয়ে যাও। পবিত্রতার বিষয় নিয়ে কতই না তর্ক (আরগু) করে। দুনিয়ার মানুষের কাছে তো বিকার একটা সম্পত্তির মতো। লৌকিক পিতার কাছ থেকে এই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। পিতার কাছ থেকে সন্তান সবার আগে এই উত্তরাধিকারটাই লাভ করে। বিয়ে শাদী করিয়ে জীবন বরবাদ করে দেয়। অপরদিকে বেহদের বাবা বলছেন- কামবিকার হল সবথেকে বড় শত্রু। তাই এই কামবিকারের ওপরে বিজয়ী হলেই জগৎজিৎ হওয়া যাবে। বাবা তো নিশ্চয়ই সঙ্গমযুগেই আসবেন। মহাভারতের ভয়ংকর যুদ্ধও হবে। আমরাও এখানেই রয়েছি। এমন নয় যে সবাই হঠাৎ করে কাম বিকারের ওপরে বিজয়ী হয়ে যাবে। সব কিছুতেই সময় লাগে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাচ্চারা বাবাকে পত্রতে লেখে - বাবা, আমি বিষয় বৈতরণী নদীতে ডুবে আছি। সেক্ষেত্রে অবশ্যই বাবা কোনো নির্দেশ দেবেন। বাবার নির্দেশ হল - কাম বিকারের ওপরে বিজয়ী হলেই তুমি জগৎজিৎ হবে। এমন নয় যে

জগৎজিৎ হওয়ার পরে তুমি পুনরায় কামবিকারগ্রস্ত হয়ে যাবে। এই লক্ষ্মী-নারায়ণ হল জগৎজিৎ। এদেরকে তো সম্পূর্ণ নির্বিকারী বলা হয়। দেবতাদেরকে সকলেই নির্বিকারী বলে। ওই সময়টাকেই তোমরা রামরাজ্য বোলো। ওটা হল নির্বিকারী দুনিয়া। এটা হল বিকারী দুনিয়া, অপবিত্র গৃহস্থ আশ্রম। বাবা বুঝিয়েছেন যে তোমরা এক সময়ে পবিত্র গৃহস্থ আশ্রমে ছিলে। এখন ৮৪ জন্ম নিতে নিতে অপবিত্র হয়ে গেছ। এটা হল ৮৪ জন্মের কাহিনী। নুতন দুনিয়া তো অবশ্যই নির্বিকারী হবে। স্বয়ং ভগবান অর্থাৎ পবিত্রতার সাগর সেই দুনিয়া স্থাপন করেন। এরপর রাবণ রাজ্যও অবশ্যই আসবে। রাম রাজ্য এবং রাবণ রাজ্যের নামও প্রচলিত রয়েছে। রাবণ রাজ্য মানে অসুরদের রাজত্ব। তোমরা এখন সেই আসুরি রাজত্বে রয়েছে। এই লক্ষ্মী-নারায়ণ হল দৈবী রাজত্বের নিদর্শন।

তোমরা বাচ্চারা প্রভাতফেরি ইত্যাদির আয়োজন করো। ভোরবেলাকে প্রভাত বলা হয়। ওই সময়ে মানুষ শুয়ে থাকে। তাই দেরি করে কাজে বেরোয়। কোনো প্রদর্শনী ভালো ফলপ্রসূ হবে যদি কাছাকাছি কোনো সেন্টার থাকে। যেখানে গিয়ে মানুষ বুঝবে যে কামবিকার হল সবথেকে বড় শত্রু, এর উপরে বিজয়ী হলেই জগৎজিৎ হওয়া যাবে। ট্রান্সলাইটের লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্রও অবশ্যই সঙ্গে রাখতে হবে। এটা ভুলে গেলে চলবে না। এটা এবং সিঁড়ির চিত্র। যেভাবে ট্রাকে করে দেবীদের মূর্তি নিয়ে যায়, সেইরকম তোমরাও দুটো-তিনটে ট্রাকে মুখ্য চিত্রগুলো সাজিয়ে বার করলে ভালো দেখতে লাগে। দিনে দিনে ছবির সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তোমাদের জ্ঞানও বাড়ছে। বাচ্চাদের সংখ্যাও বাড়ছে। এদের মধ্যে গরিব-বড়লোক সকলেই রয়েছে। শিববাবার ভান্ডারীও ভরপুর হচ্ছে। যারা এখন ভান্ডারী ভরপুর করছে, তারা ওখানে অনেক গুন বেশি রিটার্ন পেয়ে যাবে। সেইজন্যই বাবা বলছেন - মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা, তোমরা কোটি কোটি পতি হবে, সেটাও আবার ২১ জন্মের জন্য। স্বয়ং বাবা বলছেন - তোমরা ২১ জন্মের জন্য জগতের মালিক হয়ে যাবে। এখন আমি নিজে ডাইরেক্ট এসেছি। তোমাদের জন্য হাতে করে স্বর্গ নিয়ে এসেছি। যেমন সন্তানের জন্ম হলে, পিতার উত্তরাধিকার তো সন্তানের হাতের মুঠোতেই থাকে। লৌকিক পিতা বলে - এই ঘরবাড়ি সবকিছুই তোমার। সেইরকম অসীম জগতের পিতাও বলছেন - তোমরা যেহেতু আমার সন্তান হয়েছ, তাই স্বর্গের বাদশাহী তোমাদের জন্য। সেটাও আবার ২১ জন্মের জন্য। কারন তোমার কালজয়ী হয়ে যাও। তাই বাবাকে মহাকাল বলা হয়। মহাকাল সবাইকে মেরে দেয় না। তাঁর উদ্দেশ্যে অনেক মহিমা করা হয়। মানুষ মনে করে, ভগবান যমদূতের দ্বারা ডাক পাঠিয়েছেন। কিন্তু এইরকম কোনো ব্যাপার নেই। এইগুলো সব ভক্তিমার্গের কথা। বাবা বলছেন - আমি হলাম কালেরও কাল। পাহাড়ের লোকরা মহাকালকে খুব মানে। মহাকালের মন্দিরও রয়েছে। কোনো একটা ধ্বজা (পতাকা) লাগিয়ে দেয়। এখন বাবা বসে থেকে বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছেন। তোমরা বুঝতে পারছ যে এই কথাগুলো সঠিক। বাবাকে স্মরণ করলেই জন্ম-জন্মান্তরের বিকর্ম দন্ধ হবে। সুতরাং তাঁর কথা প্রচার করতে হবে। কুন্তে অনেক বড় মেলা হয়। স্নানের অনেক মহিমা করা হয়েছে। তোমরা বাচ্চারা ৫ হাজার বছর পরে এই জ্ঞান অমৃত পান করছ। বাস্তবে তো এটার নাম অমৃত নয়, এটা হল পড়াশুনা। ঐগুলো তো সব ভক্তিমার্গের নাম। অমৃত নাম শুনে ছবিতেও জল দেখানো হয়েছে। বাবা বলছেন, আমি তোমাদেরকে রাজযোগের শিক্ষা দিই। পড়াশুনার দ্বারাই উঁচু পদ পাওয়া যায়। আমি নিজেই শিক্ষা দিই। ভগবানের তো এইরকম কোনো সুসজ্জিত রূপ নেই। বাবা তো এনার মধ্যে এসে শিক্ষা দেন। শিক্ষা দিয়ে আত্মাদেরকে নিজস্ব বানান। তিনি নিজে তো লক্ষ্মী-নারায়ণ নন। তাই তিনি ঐরকম বানান না। আত্মা শিক্ষা লাভ করে, তিনি আত্মাদেরকে নিজস্ব নলেজফুল বানান। এমন নয় যে তিনি ভগবান-ভগবতী বানান। দুনিয়ার মানুষ তো কৃষ্ণকে দেখিয়ে দিয়েছে। কিন্তু কৃষ্ণ কিভাবে পড়াবে?

সত্যযুগে তো কেউই পতিত হবে না? কৃষ্ণ তো সত্যযুগেই থাকবে। তারপর আর কখনোই তোমরা কৃষ্ণকে দেখতে পাবে না। ড্রামা অনুসারে সকলের পুনর্জন্মের চেহারা একেবারে পৃথক হয়। এটাই ড্রামার নিয়ম। সবকিছুই পূর্ব-নির্মিত। বাবাও বলছেন, প্রত্যেক কল্পে হুবুহু এইরকম চেহারাতে তোমরাই এখানে পড়তে আসো। হুবুহু রিপিট হয়। আত্মা একটা শরীর ত্যাগ করার পর আগের কল্পে যেমন শরীর নিয়েছিল, পুনরায় সেইরকম শরীর ধারণ করে। ড্রামাতে একটুও পরিবর্তন হয় না। ওটা হল হদের ড্রামা, আর এটা হল বেহদের ব্যাপার। বেহদের বাবা ছাড়া আর কেউ এটা বোঝাতে পারবে না। এই বিষয়ে কোনো সংশয় আসা উচিত নয়। নিশ্চয়বুদ্ধি হওয়ার পরেও কোনো না কোনো ব্যাপারে সংশয় চলে আসে। সঙ্গদোষের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে যায়। ঈশ্বরের সঙ্গে চলতে থাকলেই পার হয়ে যাবে। সঙ্গ ছেড়ে দিলেই বিষয় সাগরে ডুবে যাবে। একদিকে রয়েছে ক্ষীরসাগর, আর অন্যদিকে বিষয় সাগর। জ্ঞান অমৃতও বলা হয়। বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর। তাঁর উদ্দেশ্যে মহিমা করা হয়। তাঁর যেসব মহিমা রয়েছে, সেইগুলো লক্ষ্মী-নারায়নের উদ্দেশ্যে বলা যাবে না। কৃষ্ণ তো জ্ঞানের সাগর নয়। বাবা হলেন পবিত্রতার সাগর। হয়তো দেবী-দেবতারা সত্য এবং ত্রেতাযুগে পবিত্র ছিল, কিন্তু ওরা তো সর্বদা পবিত্র থাকে না। অর্ধেক কল্প পরে পতিত হয়ে যায়। বাবা বলছেন, আমি এসে সকলের সদগতি করি। কেবল আমিই হলাম সকলের সদগতি দাতা। তোমরা সদগতিতে চলে গেলে, এইসব ঘটনা আর হবে না। এখন তোমরা বাচ্চারা সম্মুখে রয়েছে। তোমরাও শিববাবার কাছে পড়াশুনা করে টিচার হয়ে গেছ। তিনিই হলেন মুখ্য প্রিন্সিপাল। তোমরা তো তাঁর কাছেই আসো। তোমরা বলো যে আমরা শিববাবার কাছে এসেছি। কিন্তু তিনি তো নিরাকার। তিনি এই শরীরের মধ্যে আসেন। তাই বলা হয় - বাপদাদার কাছে যাচ্ছি। এই বাবা হল ওঁনার রথ। এই রথের ওপরেই তিনি সওয়ার হন। এনাকে রথ, ঘোড়া, অশ্ব ইত্যাদি বলা হয়। এই বিষয়ে একটা কাহিনী রয়েছে - প্রজাপিতা দক্ষ একটা যজ্ঞ রচনা করেছিল। কেবল একটা গল্প লিখে দিয়েছে। আসলে ঐরকম কিছুই হয়নি।

শিব ভগবানুবাচ - ভারতে যখন চরম ধর্মগ্লানি হয়, তখনই আমি আসি। গীতাপন্থীরা মুখে বলে - যদা যদা হি... কিন্তু অর্থ কিছুই বোঝে না। তোমাদের এই বৃক্ষ এখন খুব ছোট। এর ওপরে অনেক ঝড় আসে। এটা হল নূতন বৃক্ষ। এটাই হল ফাউন্ডেশন। এত বিভিন্ন ধর্মের মধ্যেই আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের চারা রোপন করা হচ্ছে। অনেক পরিশ্রম করতে হয়। অন্যদেরকে এত পরিশ্রম করতে হয় না। ওরা তো উপর থেকে আসতে থাকে। যারা সত্য কিংবা ত্রেতাযুগে আসবে, তারাই এখানে বসে পড়াশুনা করবে। যারা পতিত হয়ে গেছে, তাদেরকে পবিত্র দেবী-দেবতা বানানোর জন্য বাবা স্বয়ং বসে থেকে পড়াচ্ছেন। ইনিও (ব্রহ্মা বাবা) অনেক গীতা পড়তেন। এখন যেমন আত্মাকে স্মরণ করে দৃষ্টি দিলে পাপ নাশ হয়, সেইরকম ভক্তিমার্গেও সামনে জল রেখে গীতাপাঠ করে। ওরা মনে করে, পূর্বপুরুষের উদ্ধার হবে, তাই তাদেরকে স্মরণ করে। ভক্তিমার্গে গীতাকে খুব সম্মান করে। আরে, বাবা কি কোনো ছোটখাটো ভক্ত ছিলেন ? রামায়ণ থেকে শুরু করে সবকিছুই পড়তেন। খুব আনন্দ হতো। কিন্তু সেসব এখন অতীত।

বাবা এখন বলছেন, অতীতের কথা মনে রেখো না। সবকিছু বুদ্ধি থেকে মুছে দাও। বাবা তো স্থাপন, বিনাশ এবং রাজধানীর সাক্ষাৎকার করিয়েছেন। তাই এটাই পাকাপাকি ভাবে বুদ্ধিতে বসে গেছে। এটা তো আগে জানা ছিল না যে এইগুলো সব বিনষ্ট হয়ে যাবে। বাবা বুঝিয়েছেন যে এইরকম ঘটনা ঘটবে। আর বেশি দেরি নেই। আমি গিয়ে অমুক রাজা হব। বাবা তখন কি কি

চিন্তা-ভাবনা করতেন, সে বিষয়ে কিছু জানতাম না। বাবার প্রবেশ কিভাবে হয়েছে, সেটা তো তোমরা বাচ্চারা জানো। ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শঙ্করের নাম তো বলে, কিন্তু এদের ভিতর কার মধ্যে ভগবান প্রবেশ করে সেটা জানে না। দুনিয়ার মানুষ বিষ্ণুর কথা বলে। কিন্তু তিনি তো দেবতা। তিনি কিভাবে পড়াবেন ? বাবা স্বয়ং বলছেন - আমি এনার মধ্যেই প্রবেশ করি, তাই বলা হয় ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপন। এনার (বিষ্ণু) দ্বারা পালন আর এনার (শঙ্কর) দ্বারা বিনাশ হয়। এই কথাগুলো ভালো ভাবে বুঝতে হবে। ভগবানুবাচ - আমি তোমাদেরকে রাজযোগ শেখাই। কিন্তু ভগবান কখন এসে রাজযোগ শেখান আর রাজত্ব দেন? এটা এখন তোমরা বুঝেছ। ৮৪ জন্মের রহস্যও বোঝানো হয়েছে। পূজ্য এবং পূজারীর বিষয়েও বোঝানো হয়েছে। সমগ্র দুনিয়া যে শান্তির রাজত্ব চায়, সেই শান্তির রাজ্য তো এই লক্ষ্মী-নারায়ণের সময়ে ছিল। যখন লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্ব ছিল, তখন বাকি সবাই শান্তিধামে ছিল। এখন আমরা শ্রীমৎ অনুসারে এই কার্য করছি। আগে অনেকবার করেছি এবং ভবিষ্যতেও করব। এটাও জানা আছে যে কোটির মধ্যে কেউ বুঝবে। যারা দেবী-দেবতা ধর্মের, তাদের বুদ্ধিতেই টাচ হবে। এটা কেবল ভারতের কথা। যারা এই কুলের, তারাই উঠে এসেছে এবং আসতে থাকবে। যেমন তোমরা উঠে এসেছ, সেইরকম অনেক প্রজাও তৈরি হবে। যে ভালো পড়াশুনা করবে, সে ভাল পদ পাবে। আসল হল জ্ঞান আর যোগ। যোগের জন্য জ্ঞানের প্রয়োজন। এরপর পাওয়ার হাউসের সাথে যোগযুক্ত হতে হবে। যোগের দ্বারা-ই বিকর্ম বিনষ্ট হবে এবং হেলদি-ওয়েলদি হবে। পাস উইথ অনার হয়ে যাবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ-ভালবাসা আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মা রূপী সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্যসার:-

১) যেটা অতীত হয়ে গেছে, সেটা নিয়ে চিন্তন করা উচিত নয়। এতদিন যা কিছু পড়েছ, সেইসব ভুলে কেবল বাবার কাছ থেকেই শুনতে হবে এবং নিজের ব্রাহ্মণ বংশকে (কুল) সর্বদা স্মৃতিতে রাখতে হবে।

২) সম্পূর্ণ 'নিশ্চয়বুদ্ধি' হয়ে থাকতে হবে। কোনো ব্যাপারেই সংশয় প্রকাশ করা উচিত নয়। ঈশ্বরীয় সঙ্গ এবং পড়াশুনা কখনো ছাড়া যাবে না।

বরদান :- বরদাতার কাছ থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ বরদান প্রাপ্ত করে সম্পত্তিবান ভব

কারও কাছে যদি কেবল স্থূল সম্পত্তি থাকে, তাহলে সে সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। স্থূল সম্পত্তির সাথে যদি সকল গুণের সম্পত্তি, সকল শক্তির সম্পত্তি, এবং জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ সম্পত্তি না থাকে, তবে সর্বদা সন্তুষ্ট থাকা সম্ভব নয়। তোমাদের কাছে এই সকল শ্রেষ্ঠ সম্পত্তি রয়েছে। দুনিয়ার মানুষ তো যাদের কাছে স্থূল সম্পত্তি রয়েছে, কেবল তাদেরকেই সম্পত্তিবান বলে মনে করে। কিন্তু তোমরা বাচ্চারা স্বয়ং বরদাতা বাবার কাছ থেকে সকল শ্রেষ্ঠ সম্পত্তিতে বিত্তশালী হওয়ার বরদান প্রাপ্ত করেছ।

স্লোগান :- সত্যিকারের সাধনা দ্বারা 'হায়-হায়'-কে 'বাঃ-বাঃ'-তে পরিবর্তিত করো।

"মিষ্টি বাচ্চারা - শরীর নির্বাহ করার জন্য কর্মরত থেকে অসীম জগতের উল্লতি করো, যত ভালো ভাবে অসীম জগতের পাঠ পড়বে, ততই উল্লতি হবে"

প্রশ্ন :- বাচ্চারা, তোমরা যে অসীম জগতের পাঠ্য পড়ছ, এর মধ্যে সবথেকে উচ্চ ডিফিকাল্ট সাবজেক্ট কোনটি ?

উত্তর :- এই পাঠ্যতে সব থেকে উঁচু সাবজেক্ট হলো ভাই-ভাই এর দৃষ্টি পরিপক্ব করা। বাবা জ্ঞানের যে তৃতীয় নেত্র দিয়েছেন সেই নেত্র দ্বারা আল্লাকে ভাই-ভাই এর রূপে দেখা। চোখ যেন সামান্যতমও ধোঁকা না দেয়। কোনো দেহধারীর নাম বা রূপের প্রতি বুদ্ধি যেন না যায়। বুদ্ধিতে যেন একটুও বিকারী, খারাপ সংকল্প না চলে। এটাই হলো পরিশ্রম। এই সাবজেক্টে যারা পাশ করবে তারা বিশ্বের মালিক হয়ে যাবে।

ওম্ শান্তি। অসীম জগতের পিতা বসে অসীম জগতের বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন। প্রতিটি কথা প্রথমতঃ এই জগতের হয়, আর দ্বিতীয়তঃ মহাজাগতিকেরও হয়। এতটা সময় তোমরা এই জগতে ছিলে, এখন আছে অসীম জগতে। তোমাদের পঠন-পাঠনও হলো অসীম জগতের। অসীম জগতের বাদশাহীর জন্য পড়াশুনা, এর চেয়ে বড়ো পড়াশুনা আর হয় না। কে পড়ান? অসীম জগতের পিতা- ভগবান। শরীর নির্বাহের জন্য সব কিছু করতে হয়। তবুও নিজের উল্লতির জন্যও কিছু করতে হয়। অনেক লোক চাকরী করেও নিজের উল্লতির জন্য পড়াশুনা করে থাকে। সেখানে হলো জাগতিক উল্লতি, এখানে অসীম জগতের পিতার নিকট অসীম জাগতিক উল্লতি। বাবা বলেন জাগতিক আর মহাজাগতিক দুইরকমই উল্লতি করো। বুদ্ধির দ্বারা বোঝো, আমাদের অসীম জগতের প্রকৃত উপার্জন এখন করতে হবে। এখানে তো সব কিছু মাটিতে মিশে যাবে। যতটা তোমরা অসীম জগতের উপার্জনে শক্তিশালী হতে থাকবে ততই জাগতিক উপার্জনের ব্যাপারে ভুলে যেতে থাকবে। সকলে বুঝে যাবে এখন বিনাশ হতে চলেছে। বিনাশ নিকটতম হলে ভগবানকেও খুঁজবে। যদি বিনাশ হবে তো অবশ্যই স্থাপনা করারও কেউ থাকবে। দুনিয়া তো কিছুই জানে না। তোমরা প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমার-কুমারীরাও নম্বরঅনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে পঠন-পাঠন করছো। হোস্টেলে সেই স্টুডেন্ট থাকে যারা পড়াশুনা করে। কিন্তু এই হোস্টেল তো আলাদা। এই হোস্টেলে তো কেউ এমনিই থাকে, যারা শুরু থেকে ছিল, রয়ে গেছে। এমনিই এসে গেছে। ভ্যারাইটি এসে গেছে। এরকম নয় যে, যারা এসেছে সকলেই ভালো। ছোট ছোট বাচ্চাদেরও তুমিই নিয়ে এসেছো। তুমিই এই বাচ্চাদেরও সামলাতে। তাদের মধ্যে আবার কতো চলে গেছে। বাগীচাতে ফুলও দেখো, পক্ষীও দেখো, কেমন দুলে দুলে ওঠে, কূজন করে (টিকলু টিকলু) করে। এই মনুষ্য সৃষ্টিও এরকম সময় তেমনই। আমাদের মধ্যে কোনো সভ্যতা ছিলো না। সভ্যতা যাদের ছিলো তাদেরই মহিমা খ্যাত ছিল। বলা হতো নিগুণ আমার মধ্যে কোনো গুণ নেই। যদিও বা অনেক বড় মাপের কেউ আসতো, ফিল করতো যে আমি রচয়িতা বাবা আর রচনার আদি-মধ্য-অন্তকে জানি না। তবে সেটা কি কোনো কাজের। তোমরাও কোনো কাজের ছিলে না। এখন তোমরা মনে করো বাবার চমৎকারী। বাবা বিশ্বের মালিক করেন। যে রাজ্যপাট আমাদের থেকে কেউ ছিনিয়ে নিতে পারে না। কেউ সামান্যতমও বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারে না। আমাদের কি থেকে কি তৈরী করেন। তাইতো এমন বাবার শ্রীমতে অবশ্যই চলা উচিত। যদিও দুনিয়াতে কতো গ্লানি, বিপর্যয় ইত্যাদি হতে থাকে। এটা কোনো নতুন ব্যাপার নয়। পাঁচ হাজার

বছর পূর্বেও হয়েছিল। শাস্ত্রেও আছে। বাচ্চাদের বলা হয়েছে, এই যে ভক্তি মার্গের শাস্ত্র আছে, সেটা আবার ভক্তি মার্গে পড়বে। এই সময় তোমরা জ্ঞানের দ্বারা সুখধামে যাও। এর জন্য সম্পূর্ণ পুরুষার্থ করা দরকার। এখন যত পুরুষার্থ করবে, সেটাই কল্প-কল্প হবে। নিজের মনের ভিতর পরিমাপ করতে হবে- আমি কতোটা উচ্চ পদ প্রাপ্ত করতে পারি। এটাতো প্রতিটি স্টুডেন্ট বুঝতে পারে যে আমরা যতো ভালো করে পড়ব তত উচ্চ পদ প্রাপ্ত করব। ইনি আমার থেকে হুঁশিয়ার, আমিও হুঁশিয়ার হব। ব্যবসায়ীদের মধ্যেও এরকম হয়- আমি এর থেকে উপরে উঠব তাই হুঁশিয়ার হব। সুখের জন্য ঋণিকের পরিশ্রম করতে হয়। বাবা বলেন-মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা, আমি তোমাদের কতো বড় বাবা। সাকারী পিতাও আছেন তো নিরাকারী পিতাও আছেন। দুই জন যে একত্রিত। দুজনে মিলে বলেন- মিষ্টি বাচ্চারা, এখন তোমরা অসীম জগতের পাঠ কে বুঝে গেছ। আর কেউ তো জানেই না। প্রথম কথা তো আমাদের পড়ানোর জন্য কে আছেন ? ভগবান কি পড়ান? রাজযোগ। তোমরা হলে রাজঋষি। অন্যান্যরা হলো হঠযোগী। ওরাও হলো ঋষি, কিন্তু জাগতিক। তারা বলে আমরা ঘরবাড়ী ছেড়েছি। এটা কি কোনো ভালো কাজ করেছে ? তোমরা ঘরবাড়ী তখন ছাড়তে যখন বিকারের জন্য উত্তোক্ত করতো। ওদের কি উপদ্রব সহ্য করতে হয়েছে ? তোমরা প্রহৃত হয়েছ তাই তোমরা সরে পড়েছ। একেক জনকে জিজ্ঞাসাবাদ করো, কুমারীরা, স্ত্রীরা কতো প্রহৃত হয়েছে, তাই তো চলে এসেছে। শুরুতে কতো এসেছে। এখানের প্রাপ্তি ছিলো জ্ঞান অমৃত, তাই চিঠি নিয়ে আসে আমি জ্ঞান অমৃত পান করবো বলে ওম্ রাধের কাছে যাচ্ছি। এই বিকার নিয়ে ঝগড়া, বিবাদ প্রথম থেকে চলে আসছে। বন্ধ তখন হবে যখন আসুরী দুনিয়ার বিনাশ হবে। আবার অর্ধ-কল্পের জন্য বন্ধ হয়ে যাবে।

এখন তোমরা অর্থাৎ বাচ্চারা অসীম জগতের পিতার থেকে প্রালব্ধ নিষ্ক। অসীম জগতের পিতা সকলকে অসীম জগতের প্রালব্ধ দেন। জাগতিক পিতা জাগতিক প্রালব্ধ দেন। সেটাও শুধুমাত্র বাচ্চাদেরই (পুত্রদের) উত্তরাধিকার প্রাপ্তি হয়। এখানে বাবা বলেন - তোমরা পুত্র সন্তান হও বা কন্যা সন্তান, দুইয়েরই সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার আছে। লৌকিক পিতার কাছে বিভেদ থাকে, শুধুমাত্র পুত্র সন্তানকে উত্তরাধিকারী করে। স্ত্রীকে হাফ পার্টনার বলে। কিন্তু তাকেও সম্পত্তির ভাগ দেয় না। পুত্র সন্তানই সামলে নেয়। পিতার পুত্র সন্তানের উপর মোহ থাকে। এই পিতা পুত্র বা কন্যা যে কোনো বাচ্চাকেই আত্মা রূপে উত্তরাধিকার প্রদান করেন। এক্ষেত্রে পুত্র বা কন্যার ভেদ জানাই যায় না। তোমরা সুখের কতো উত্তরাধিকার অসীম জগতের পিতার থেকে নাও। তবুও পড়াশুনা সম্পূর্ণ করে না। পড়াশোনা না ছেড়ে দেয়। কন্যারা লেখে- বাবা অমুকে ব্লাড দিয়ে লিখে দিয়েছে। এখন আর আসে না। ব্লাড দিয়েও লেখে-বাবা, তুমি ভালোবাসো বা আঘাত করো, আমি কখনো তোমাকে ছাড়ব না। তথাপি তারা প্রতিপালিত হয়ে আবার চলেও যায়। বাবা বুঝিয়েছেন- এই সব হলো ড্রামা। কেউ আশ্চর্যজনক ভাবে চলে যায়। এখানে বসলে সুনিশ্চিত থাকে, এরকম অসীম জগতের পিতাকে আমরা ছাড়ব কি ভাবে। এটা তো পড়াশুনাও। গ্যারান্টিও দেন আমি সাথে নিয়ে যাব। সত্যযুগ ইত্যাদিতে এত সমস্ত মানুষ ছিলো না। এখন সঙ্গমে সব মানুষেরা আছে, সত্যযুগে খুব কম থাকবে। এত সব ধর্মের লোক কেউই থাকবে না। এসবের সমস্ত প্রস্তুতি চলছে। এই শরীর ছেড়ে শান্তিধামে চলে যাবে। হিসাবপত্র মিটিয়ে দিয়ে, ভূমিকা পালন করার জন্য যেখান থেকে এসেছিল, সেখানে চলে যাবে। ওটা তো হলো ঘন্টা দুয়েকের নাটক, এ হলো অসীম জগতের নাটক। তোমরা জানো যে আমরা ঐ ঘরের বাসিন্দা আর এক বাবার সন্তান। থাকার জায়গা হলো নির্বাণধাম, যা বাণীর ওপারে। সেখানে শব্দ হয় না। মানুষ মনে করে ব্রহ্মতে লীন হয়ে যায়। বাবা বলেন আত্মা

হলো অবিনাশী, এর কোনো বিনাশ হতে পারে না। কতো জীব আত্মা আছে। অবিনাশী আত্মা জীব (শরীর) দ্বারা ভূমিকা পালন করে। সব আত্মা ড্রামার অ্যাক্টার্স। থাকার জায়গা ব্রহ্মান্ড- সেটা হলো গৃহ। আত্মা ডিম্বাকৃতি দেখায়। ওখানে ঐ ব্রহ্মান্ডে অনেক থাকার জায়গা আছে। প্রতিটি কথাকে ভালো ভাবে বুঝতে হবে। না বুঝলে আরো এগিয়ে গেলে নিজেই বুঝে যাবে, যদি শুনতে থাকো তবেই। ছেড়ে দিলে আবার কিছুই বুঝতে পারবে না। বাচ্চারা, তোমরা জানো এই পুরানো দুনিয়া শেষ হয়ে নতুন দুনিয়ার স্থাপনা হয়। বাবা বলেন কাল তোমরা বিশ্বের মালিক ছিলে, এখন আবার তোমরা বিশ্বের মালিক হতে এসেছো। গান আছে না যে, বাবা আমাদের ঐরকম মালিক করেন যেটা কেউ আমাদের থেকে ছিনিয়ে নিতে পারে না। আকাশ, জমি ইত্যাদির উপর আমাদের অধিকার থাকে। এই দুনিয়াতে দেখো কি-কি আছে। সকলেই সাথী হয় নিজ স্বার্থে। ওখানে তো ঐরকম হয় না। যেমন লৌকিক পিতা বাচ্চাকে (পুত্রকে) বলে- এই ধন, সম্পত্তি সব কিছু তোমাকে দিয়ে যাচ্ছি, এসব ভালো ভাবে সামলিও। অসীম জগতের পিতাও বলেন তোমাদের ধন সম্পদ সব কিছু দিয়ে দিচ্ছি। তোমরা আমাকে ডেকেছো, বলেছো পবিত্র দুনিয়াতে নিয়ে চলো তো অবশ্যই পবিত্র করে তুলে বিশ্বের মালিক করবো। বাবা কতো যুক্তি দ্বারা বোঝান। এর নামই হলো সহজ জ্ঞান আর যোগ। সেকেন্ডের ব্যাপার। সেকেন্ডে মুক্তি, জীবন-মুক্তি। তোমাদের এখন কতো দূরদর্শী হয়ে গেছে। এই চিন্তনই চলতে থাকে যে আমরা অসীম জগতের পিতার দ্বারা পঠন-পঠন করছি। আমরা নিজেদের জন্য রাজ্য স্থাপন করছি, তো সেখানে আমরা কেন উচ্চ পদ প্রাপ্ত করব না! কম কেন পাব। রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। সেখানেও কতো প্রকার লোক থাকবে। অনেক দাস-দাসী থাকবে। তারাও অনেক সুখে থাকবে। একসাথে মহলে থাকবে। বাচ্চা ইত্যাদি সামলাবে। কতো সুখী হবে। শুধু নামেই দাস-দাসী। যা রাজা-রানী খায়, সেটাই দাস-দাসীও খায়। প্রজারা পায় না, দাস-দাসীদেরও অনেক সম্মান, কিন্তু তার মধ্যেও নম্বর অনুযায়ী। বাচ্চারা, তোমরা সমস্ত বিশ্বের মালিক হচ্ছে। দাস-দাসীরা তো এখানেও রাজাদের কাছে থাকে। রাজকন্যার যখন সভা অনুষ্ঠিত হয়, নিজেদের মধ্যে সাক্ষাৎ হয় তখন তারা মুকুট পরিহিতা, ফুলে সজ্জিত থাকে। তবুও এর মধ্যেও নম্বর অনুযায়ী ভীষণ শোভনীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। ওখানে রানীরা বসে না। তারা পর্দার আড়ালে থাকে। এই সব কথা বাবা বোঝান। ওনাকে তোমরা প্রাণদাতাও বলো, জীবন দান যিনি দেন। বারংবার শরীর ছাড়ার থেকে যিনি বাঁচান। ওখানে মরণের চিন্তা হয় না। এখানে কতো চিন্তা থাকে। সামান্যতমও কিছু হলে ডাক্তারকে ডাকে, যেন মরে না যাই। সেখানে ভয়ের ব্যাপার নেই। তোমরা মৃত্যুর উপর বিজয় প্রাপ্ত করো, তাই কতো নেশা থাকা চাই। যিনি পড়ান তাঁকে স্মরণ করলেও সেটাও স্মরণের যাত্রা হলো। পিতা-টিচার-সদ্বুর কে স্মরণ করলে সেটাও ঠিক আছে, যতো শ্রীমতে চলবে, মানসে-বাচায়-কর্মতে পবিত্র হবে। বুদ্ধিতে বিকারী সংকল্পও যেন না আসে। সেটা তখন হবে যখন ভাই-ভাই মনে করবো। বোন-ভাই মনে করলেও অপবিত্রতা এসে যায়। সর্বাধিক ধোঁকা দেয় এই চোখ, তাই বাবা তৃতীয় নেত্র দিয়েছেন, আর তার দ্বারা নিজেকে আত্মা মনে করে ভাই-ভাই এর রূপে সকলকে দেখো। একে বলা হয় জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র। বোন-ভাইও ফেল হয়, তাই দ্বিতীয় যুক্তি বেরিয়ে যায়- নিজেকে ভাই-ভাই মনে করো। খুব পরিশ্রমের। সাবজেক্ট আছে যে। কোনোটা খুব কঠিন সাবজেক্ট হয়। এটা পড়াশুনা, এতেও উচ্চ সাবজেক্ট আছে-তোমরা কারোরই নাম রূপে আটকে পড়তে পারো না। অনেক বড় পরীক্ষা। বিশ্বের মালিক হতে হবে। মুখ্য কথা বাবা বলেন, ভাই-ভাই মনে করো। তাই বাচ্চাদের এতো পুরুষার্থ করা চাই। কিন্তু চলতে চলতে কতো জন বিশ্বাসঘাতক (ট্রেটার) হয়ে পড়ে। এখানেও ঐরকম হয়। ভালো ভালো বাচ্চাদেরও মায়া নিজের করে নেয়। তখন বাবা বলেন আমাকে পৃথকও করে দেয়, ডিভোর্সও দেয়। পৃথকীকরণ বাচ্চা আর বাবার হয়, আর

ডিভোর্স ত্রী আর স্বামীর হয়। বাবা বলেন আমার দুটোই মেলে। ভালো ভালো কন্যারাও ডিভোর্স দিয়ে গিয়ে রাবণের হয়ে যায়। ওয়ান্ডারফুল খেলা তো। মায়া কি না করে দেয়। বাবা বলেন মায়া খুব কড়া। কথায় আছে হাতীকে বড় কুমারীরে খেয়েছে। অনেক গাফিলতি করে বসে। বাবার সাথে বেয়াদপি করলে মায়া কাঁচা খেয়ে নেয়। মায়া এমনই যে কাউকে কাউকে একদম ধরে নেয়। আচ্ছা !

বাচ্চাদের কতো শনিয়েছি, কতো শোনাবো। মুখ্য ব্যাপার হলো পরমাত্মা (অল্ক)। মুসলমানরাও বলে-সকালে উঠে অল্ক-কে স্মরণ করো। এই সময় শুয়ে থাকার নয়। এই উপায়েই বিকর্ম বিনাশ হয়, আর কোনো উপায় নেই। বাবা তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের সাথে কতো বিশ্বস্ত। কখনো তোমাদের ছাড়বে না। এসেছেনই শুধরে দিয়ে সাথে নিয়ে যেতে। স্মরণের যাত্রার দ্বারাই তোমরা তমোপ্রধান হবে। ওই দিকে জমা হতে থাকবে। বাবা বলেন নিজের খসড়া রাখো- কতোটা স্মরণ করছো, কতোটা সার্ভিস করছো। ব্যবসায়ীরা লোকসান দেখলে সাবধান হয়ে যায়। লোকসান যেন না হয়। তবে কল্প কল্পান্তর লোকসান হবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ-ভালবাসা আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মা রূপী সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার:-

১) মানসিকতায় - বাচা-য় -কর্মে পবিত্র হতে হবে,বুদ্ধিতে বিকারী সংকল্পও যেন না আসে, এর জন্য আত্মা হলাম ভাই-ভাই এই অভ্যাস করতে হবে। কারোর নাম রূপে আটকে যেও না।

২) বাবা যেমন বিশ্বস্ত, বাচ্চাদের শুধরে দিয়ে সাথে নিয়ে যান, সেই রকম বিশ্বস্ত হতে হবে। কখনো পৃথক হয়ো না বা ডিভোর্স দিও না।

বরদান : - সকল বরদানকে সময়ে কাজে লাগিয়ে ফলীভূত করায় সক্ষম ফল স্বরূপ ভব

বাপদাদা দ্বারা একেক সময় যা কিছু বরদান প্রাপ্ত হয়, তাকে সময়ে কাজে লাগাও। শুধু মাত্র বরদান শুনে খুশী হয়ো না যে আজ খুব ভালো বরদান মিলেছে। বরদানকে কাজে লাগালে তবে বরদান স্থায়ী হয়। বরদান তো অবিনাশী বাবার, কিন্তু তাকে ফলীভূত করতে হবে। এর জন্য বরদানকে বারংবার স্মৃতির জল সিঞ্চন করো, বরদানের স্বরূপে স্থিত হওয়ার রৌদ্র দাও তবে বরদানের ফল স্বরূপ হয়ে যাবে।

শ্লোগান :- যাদের দৃষ্টিতে বাবা থাকেন, তাদের মায়ার দৃষ্টি লাগতে পারে না।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- তোমরা এসেছ বাবার কাছে হেল্‌থ, ওয়েল্‌থ, হ্যাপিনেসের অবিনাশী উত্তরাধিকার নিতে, ঈশ্বরীয় মতানুসারে চললেই বাবার অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়"

প্রশ্ন :- বাবা সব বাচ্চাদের কলুষিত চিন্তাকে (বিকল্প জিত) জয় করবার কোন্‌ যুক্তি বলে দিয়েছেন ?

উত্তর :- কলুষিত চিন্তাকে জয় করবার জন্য নিজেকে আত্মা মনে করে ভাই-ভাইয়ের দৃষ্টি দিয়ে দেখো। শরীর দেখলেই বিকল্প চিন্তা আসে, তাই ভ্রুকুটিতে আত্মা ভাইকে দেখো। পবিত্র হতে হলে এই দৃষ্টি পাকা মজবুত রাখো। নিরন্তর পতিত-পাবন বাবাকে স্মরণ করো। স্মরণের দ্বারা-ই কাট বা মরচে দূর হবে, খুশীর পারদ উর্ধ্ব থাকবে এবং কলুষিত চিন্তা গুলিকে জয় করতে পারবে।

ওম্ শান্তি । শিব ভগবানুবাচ নিজের শালগ্রামের উদ্দেশ্যে। শিব ভগবানুবাচ সুতরাং শরীর নিশ্চয়ই থাকবে, তা নাহলে বাচ অর্থাৎ বলবেন কিভাবে। বলার জন্যে অবশ্যই মুখের প্রয়োজন আছে। তো শোনার জন্যেও অবশ্যই কানের দরকার । আত্মার কান, মুখ চাই। এখন বাচ্চারা তোমাদের ঈশ্বরীয় মতামত প্রাপ্ত হচ্ছে, যাকে রামের মত বলা হয়। অন্যরা আছে রাবণের মত অনুসারে। ঈশ্বরীয় মত এবং অসুরী মত। ঈশ্বরীয় মত অর্ধকল্প চলে। বাবা ঈশ্বরীয় মত দিয়ে তোমাদের দেবতায় পরিণত করেন, তারপরে সত্যযুগ-ত্রৈতায় সেই মত চলে। সেখানে জন্মও কম হয় কারণ সবাই যোগী। এবং দ্বাপর-কলিযুগে থাকে রাবণের মত, এখানে জন্মও অনেক হয়, কারণ সবাই ভোগী, তাই আয়ুও কম হয়। অনেক সম্প্রদায় হয়ে যায় এবং অনেকে দুঃখে থাকে। রামের মতানুসারে যারা চলে, তারাও রাবণের মত অনুযায়ী চলা মানুষগুলোর সঙ্গে মিলে যায়। তখন সম্পূর্ণ দুনিয়া রাবণ মতের হয়ে যায়। সেইসময় বাবা এসে সবাইকে রামের মত প্রদান করেন। সত্যযুগে হয় রামের মত, ঈশ্বরীয় মত। সেই সময়কে বলা হয় স্বর্গ। ঈশ্বরীয় মত প্রাপ্ত হলে স্বর্গের স্থাপনা হয়ে যায় অর্ধকল্পের জন্য। সেই কল্প পূর্ণ হলে রাবণ রাজ্য হয়, তাকে বলা হয় অসুরী মত। এখন নিজেকে জিজ্ঞাসা কর - আমরা অসুরী মতানুযায়ী চলে কি করতাম ? ঈশ্বরীয় মতানুযায়ী কি করছি ? পূর্বে নরকবাসী ছিলাম, তারপরে স্বর্গবাসী হই - শিবালয়ে এসে। সত্যযুগ-ত্রৈতাকে শিবালয় বলা হয়। যে নামের দ্বারা স্থাপন হয় সে নাম নিশ্চয়ই রাখা হবে। অতএব ওটা হল শিবালয়, যেখানে দেবতারা বাস করেন। রচয়িতা পিতা স্বয়ং তোমাদের এই কথা বুঝিয়ে বলছেন। কি রচনা করেন, সেসবও তোমরা বাচ্চারা বুঝেছ। সম্পূর্ণ রচনা এই সময় তাঁকে আহবান করছে - হে পতিত-পাবন বা হে লিবারেটর, রাবণের রাজ্য থেকে বা দুঃখ থেকে মুক্তি প্রদানকারী। এখন তোমরা সুখের সন্ধান পেয়েছ তবেই দুঃখ বুঝতে পারো। তা নাহলে অনেকে এই সময়কে দুঃখের সময় ভাবে না। যেমন বাবা হলেন নলেজফুল, মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ, তোমরাও নলেজফুল হও। বীজের মধ্যে ঝাড়ের নলেজ থাকে, তাইনা। কিন্তু সেটা হল জড় বস্তু। যদি চৈতন্য (চেতনা যুক্ত) হত, তো কথা বলতে পারত। তোমরা হলে চৈতন্য বৃক্ষের অংশ তাই বৃক্ষকেও জানো। বাবাকে বলা হয় মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ, সত্য চিত্ত আনন্দ স্বরূপ। এই বৃক্ষের উৎপত্তি ও পালনা কিভাবে হয়, সে কথা কেউ জানে না। এমন নয় নতুন বৃক্ষ উৎপন্ন হয়। এই কথাও বাবা বুঝিয়েছেন পুরানো বৃক্ষের মানুষ আহ্বান করে যে এসে রাবণের হাত থেকে লিবারেট করুন বা মুক্ত করুন কারণ এই সময় হল রাবণ রাজ্য। মানুষ না রচয়িতা-কে জানে আর না রচনা-কে। বাবা নিজে বলছেন আমি একবার-ই হেভেন তৈরি করি । স্বর্গের

(হেভেনের) পরে আবার নরক (হেল) তৈরি হয়। রাবণের আগমনে তারা বাম মার্গে চলে যায়। সত্যযুগে হেল্থ, ওয়েল্থ, হ্যাপিনেস সবই থাকে। তোমরা এখানে এসেছ বাবার কাছে অবিনাশী উত্তরাধিকার নিতে - হেল্থ, ওয়েল্থ, হ্যাপিনেসের অবিনাশী উত্তরাধিকার কারণ স্বর্গে কখনও দুঃখ হয় না। তোমাদের অন্তরে আছে যে আমরা কল্প-কল্প পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগে পুরুষার্থ করি। নামটাই কত সুন্দর। অন্য কোনও যুগকে পুরুষোত্তম বলা হয় না। অন্য যুগে তো সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামা হয়। বাবাকেও আহ্বান করা হয়, সমর্পণও করা হয়। কিন্তু বাবা কবে আসবেন সে কথা জানা থাকে না। যদিও আহ্বান করা হয় - গড ফাদার লিবারেট করুন, আমাদের গাইড হন। লিবারেটর হতে হলে অবশ্যই আসতে হবে। তখন গাইড রূপে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। বাবা বাচ্চাদের বহু দিন পরে দেখে খুব খুশী হন। উনি হলেন দেহের পিতা। ইনি হলেন অসীম জগতের পিতা। বাবা হলেন ক্রিয়েটর (রচয়িতা)। রচনা করে তারপরে বাচ্চাদের লালন পালন করেন। পুনর্জন্ম তো নিতে হয়। কারও ১০-টি, কারও ১২-টি সন্তান হয়, কিন্তু সেইসব হল দেহের সীমিত সুখ, যা হল কাক বিষ্ঠা সম সুখ। তমোপ্রধান হয়ে যায়। তমোপ্রধান স্থিতিতে সুখের মাত্রা খুবই কম থাকে। তোমরা যখন সতোপ্রধান হও তখন অনেক সুখ ভোগ কর। সতোপ্রধান হওয়ার যুক্তি বাবা এসে বলেন। বাবাকে অলমাইটি অথরিটি বলা হয়। মানুষ ভাবে গড হলেন অলমাইটি অথরিটি তিনি যা ইচ্ছে তা করতে পারেন। মরা মানুষকে বাঁচাতে পারেন। একবার কেউ লিখেছিল - আপনি যদি ভগবান তো মরা মাছি বাঁচিয়ে দেখান। বাচ্চারা এমন অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে।

তোমাদের বাবা এসে শক্তি প্রদান করেন, যার দ্বারা তোমরা রাবণকে জয় কর। তোমরা বানর স্বরূপ থেকে মন্দির সম স্বরূপধারী হয়ে যাও। তারা যদিও কি সব তৈরি করে দিয়েছে। বাস্তবে তোমরা সবাই হলে সীতা রূপী ভক্তির প্রতিমূর্তি। তোমাদের সবাইকে রাবণের হাত থেকে মুক্ত করা হয়। রাবণের দ্বারা তোমরা কখনও সুখ প্রাপ্ত করতে পারো না। এই সময় সবাই রাবণের জেলে বন্দী আছে। রামের জেল বলা হবে না। রাম আসেন রাবণের জেল থেকে মুক্ত করতে। রাবণের ১০-টি মাথা দেখানো হয়। তাকে ২০-টি ভূজা দেখানো হয়েছে। বাবা বুঝিয়েছেন যে ৫-টি বিকার হল পুরুষের, ৫-টি বিকার স্ত্রীর। তাকেই বলা হয় রাবণের রাজ্য বা ৫ বিকার রূপী মায়ার রাজ্য। এমন বলা হবে না, এদের কাছে অনেক মায়া আছে। মায়ার নেশা লেগে রয়েছে, তা নয়। ধনকে মায়া বলা হবে না। ধনকে সম্পত্তি বলা হয়। বাচ্চারা, তোমরা সম্পত্তি ইত্যাদি অনেক প্রাপ্ত কর। তোমাদের কিছু চাইবার দরকার নেই, কারণ এ হল পড়াশোনা। পড়াশোনাতে কিছু চাইতে হয় কি! টিচার যা পড়াবেন স্টুডেন্ট তাই পড়বে। যে যত পড়বে, ততই প্রাপ্তি করবে। চাইবার কথা নেই। এতে পবিত্রতাও চাই। এক একটি শব্দ দেখো কত মূল্যবান। পদ্মাপদম। বাবাকে জানো, স্মরণ করো। বাবা পরিচয় দিয়েছেন - যেমন আত্মা হল বিন্দু স্বরূপ, তেমনই আমিও হলাম বিন্দু রূপী আত্মা। তিনি হলেন সদা পবিত্র (এভার পিওর)। শান্তি, গুণ, পবিত্রতার সাগর। একেরই মহিমা আছে। সবার নিজস্ব পজিশন আছে। নাটকও তৈরি করা হয়েছে - কণায়-কণায় ভগবান আছেন, যারা নাটকটি দেখেছে তারা জানবে। যে বাচ্চারা হল মহাবীর তাদেরকে তো বাবা বলেন তোমাদের যেখানে ইচ্ছে তোমরা যাও, শুধুমাত্র সাক্ষী হয়ে দেখা উচিত।

এখন তোমরা বাচ্চারা রাম রাজ্য স্থাপন করে রাবণ রাজ্য শেষ কর। এই হল অসীম জগতের কথা। তারা লৌকিক কাহিনী তৈরি করেছে। তোমরা হলে শিব শক্তি সেনা বাহিনী। শিব হলেন অলমাইটি, তাইনা। শিবের কাছে শক্তি প্রাপ্ত করা শিবের সেনা বাহিনী হলে তোমরা। তারা যদিও

শিব সেনা নাম রেখেছে। এবারে তোমাদের নাম কি রাখা হবে। তোমাদের নাম তো রাখা আছে - প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমার-কুমারী। শিবের তো সবাই সন্তান। সম্পূর্ণ দুনিয়ার আত্মারা তাঁরই সন্তান। শিবের কাছে তোমরা শক্তি প্রাপ্ত কর। শিববাবা তোমাদের জ্ঞান শেখান, যার দ্বারা তোমরা এতখানি শক্তি প্রাপ্ত কর যে অর্ধকল্প তোমরা সম্পূর্ণ বিশ্বে রাজত্ব কর। এই হল তোমাদের যোগ বলের শক্তি। আর তাদের হল বাহুবলের শক্তি। ভারতের প্রাচীন রাজযোগের সুখ্যাতি আছে। সবাই ভারতের প্রাচীন যোগ শিখতে চায়, যার দ্বারা প্যারাডাইস স্থাপন হয়েছিল। বলাও হয় - ক্রাইস্টের এত বছর পূর্বে প্যারাডাইস ছিল। কিভাবে তৈরি হয়েছিল ? যোগের দ্বারা। তোমরা হলে প্রবৃত্তি মার্গের সন্ন্যাসী। তারা ঘর সংসার ত্যাগ করে জঙ্গলে যায়। ড্রামা অনুযায়ী প্রত্যেকের পার্ট আছে। এত সূক্ষ্ম বিন্দু রূপী আত্মাতে কত পার্ট ভরা আছে, একেই প্রকৃতি বলা হবে। বাবা তো হলেন এভার শক্তিমান গোল্ডেন এজেড, এখন তোমরা তাঁর কাছেই শক্তি প্রাপ্ত করছ। এও ড্রামা, এও নির্দিষ্ট আছে। এমন নয় হাজার সূর্যের চেয়েও তেজোময় হলেন ঈশ্বর। সে তো যার যেরকম ভাব অনুভূতি হয় তখন সে সেই ভাবে ঈশ্বরের দর্শন করে। চোখ লাল হয়ে যায়। থামো, আমি আর সহ্য করতে পারছি না। বাবা বলেন সেসব হল ভক্তিমার্গের সংস্কার। এইসব তো হল নলেজ, এখানে পড়তে হবে। বাবা হলেন টিচারও, তিনি-ই পড়াচ্ছেন। আমাদের বলেন তোমাদের তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হতে হবে। বাবা বুঝিয়েছেন হিয়ার নো ইভিল ... মানুষের জানা নেই এই কথাটি কে বলেছে, প্রথমে বানরের চিত্র তৈরি করা হত। এখন মানুষের তৈরি হয়। বাবাও নলিনী দেবীর তৈরি করেছিলেন। মানুষের মনে ভক্তির কত নেশা থাকে। ভক্তির রাজ্য তাইনা। এখন হল জ্ঞানের রাজ্য। অনেক তফাৎ হয়ে যায়। বাচ্চারা জানে যথাযথভাবে জ্ঞানের দ্বারা অনেক সুখের প্রাপ্তি হয়। তারপরে ভক্তি থেকে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামা হয়। আমরা প্রথমে সত্যযুগে যাই তারপরে উঁকুনের মতো ধীর গতিতে নীচে নামা হয়। ১২৫০ বছরে আত্মার দুটি কলা (কোয়ালিটি) কম হয়। চাঁদের দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়। চন্দ্রে গ্রহণ লাগে। চন্দ্রের কলা কম হতে থাকে তারপরে ধীরে ধীরে কলা বৃদ্ধি পায় তখন ১৬ কলা সম্পন্ন হয়। সে হল অল্পকালের কথা। এই হল অসীম জগতের কথা। এই সময় সবার উপরে রাহুর গ্রহণ লেগে আছে। উঁচুর চেয়ে উঁচু হল বৃহস্পতির দশা। নীচু থেকে নীচু হল রাহুর দশা। একবারে দেউলিয়া করে দেয়। বৃহস্পতির দশা লাগলে আমাদের উন্নতি হয়। তারা অসীম জগতের পিতাকে (বেহদের পিতা) জানে না। এবারে রাহুর দশা তো সবার উপরে সমান রয়েছে। এই কথা তোমরা জানো, অন্য কেউ জানে না। রাহুর দশা-ই ইন্-সলভেন্ট (কাঙাল) করে দেয়। বৃহস্পতির দশা সলভেন্ট করে। ভারত খুব সলভেন্ট ছিল। একটি ভারত ছিল। সত্যযুগে রাম রাজ্য, পবিত্র রাজ্য হয়, যার মহিমা মন্ডন করা হয়। অপবিত্র রাজ্যের মানুষ গায় - আমি নিগুণ, আমার কোনও গুণ নেই। এমন সংস্থাও তৈরি করা হয়েছে যার নাম নিগুণ সংস্থা। আরে, এই সম্পূর্ণ দুনিয়াটাই হল নিগুণ সংস্থা। একজনের কথা তো নয়। বাচ্চাদের সদা মহাত্মা বলা হয়। তোমরা তবু বল কোনও গুণ নেই। এই টি তো সম্পূর্ণ দুনিয়া, যাতে কোনও গুণ না হওয়ার জন্যে রাহুর দশা বসেছে। এখন বাবা বলছেন দান করে গ্রহণ মুক্ত হও। এখন ফিরে যেতে হবে সবাইকে। দেহ সহ দেহের সব ধর্মকে ত্যাগ করো। নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো। তোমাদের এখন ফিরে যেতে হবে। পবিত্র না হওয়ার জন্যে কেউ ফিরে যেতে পারে না। এখন বাবা পবিত্র হওয়ার যুক্তি বলে দেন। বেহদের বাবাকে স্মরণ করো। অনেকে বলে বাবা আমরা ভুলে যাই। বাবা বলেন - মিষ্টি বাচ্চারা, পতিত-পাবন বাবাকে তোমরা ভুলে যাবে তো পবিত্র হবে কিভাবে ? বিচার করো যে কি কথা বলছ ? পশু পাখিরাও কখনও এমন বলবে না যে আমরা বাবাকে ভুলে যাই। তোমরা কি বল ! আমি তোমাদের অসীম জগতের পিতা, তোমরা এসেছ অসীম জগতের প্রাপ্ত করতে। নিরাকার বাবা সাকারে

আসবেন তবে তো পড়াবেন। এখন বাবা এনার মধ্যে প্রবেশ করেছেন। ইনি হলেন বাপদাদা। দুই আত্মা এই ভ্রুকুটির মধ্যখানে উপস্থিত আছেন। তোমরা বলো বাপ-দাদা, তো নিশ্চয়ই দুই আত্মা আছেন। শিববাবা ও ব্রহ্মার আত্মা। তোমরা সবাই হলে প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমার-ব্রহ্মাকুমারী। তোমরা নলেজ পেয়েছ যে আমরা হলাম ভাই-ভাই। তারপরে প্রজাপিতা ব্রহ্মা দ্বারা আমরা ভাই-বোন হই। এই স্মৃতি টি মজবুত চাই। কিন্তু বাবা দেখেন যে ভাই-বোনের মধ্যেও নাম-রূপের আকর্ষণ থাকে। অনেকের বিকল্প আসে। সুন্দর শরীর দেখে বিকল্প আসে। এখন বাবা বলেন নিজেকে আত্মা মনে করে ভাই-ভাইয়ের দৃষ্টি দিয়ে দেখো। আত্মারা সবাই হল ব্রাদার্স। ব্রাদার্স হলে পিতাও নিশ্চয়ই চাই। সবার পিতা একজন-ই। সবাই পিতাকে স্মরণ করে। এখন বাবা বলেন সতোপ্রধান হতে হবে তাই মামেকম্ স্মরণ করো। যত স্মরণ করবে ততই মরচে দূর হবে, খুশীর পারদ উর্ধ্ব থাকবে এবং আকৃষ্ট হতে থাকবে। নম্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণ স্নেহ ও গুডমর্নিং। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী সন্তানদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) ঈশ্বরীয় পঠন-পাঠনে সম্পূর্ণ মনোনিবেশ করে নিজেকে সম্পত্তিবান করতে হবে। কিছু চাইবে না। এক বাবার স্মরণে এবং পবিত্রতার ধারণা দ্বারা পদ্মাপদমপতি হতে হবে।

২) রাহুর গ্রহণ থেকে মুক্ত হতে বিকারের দান করতে হবে। হিম্মার নো ইভিল ... যে কথার দ্বারা সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামা হয়, নিগুণ বা গুণ হীন হয়, সেসব কথা বুদ্ধি দ্বারা ভুলে যেতে হবে।

বরদান :- স্নেহের পাখা মেলে সদা সমীপ বা নিকটস্থ অনুভবকারী স্নেহের প্রতিমূর্তি ভব

ব্যাখা: সব বাচ্চাদের মনে বাপদাদার স্নেহ সমায়িত আছে, স্নেহের শক্তি দ্বারা সবাই এগিয়ে উড়ে যাচ্ছে। স্নেহের পাখা মেলে ওড়া তন বা মন দ্বারা, হৃদয়ের অনুভূতি দ্বারা বাবার কাছে নিয়ে আসে। যদিও জ্ঞান যোগ ধারণায় সবাই যথাশক্তি নম্বর অনুযায়ী আছে কিন্তু স্নেহের ক্ষেত্রে সবাই হল এক নম্বরে। এই স্নেহের অনুভূতি-ই ব্রাহ্মণ জীবন প্রদান করার মূল আধার। স্নেহের অর্থ হল কাছে বা পাশে থাকা, পাস করা এবং প্রতিটি পরিস্থিতিতে সহজে পার করা বা পাস করা।

স্নোগান - নিজের দৃষ্টিতে বাবাকে সমায়িত রাখলে মায়ার নজর থেকে সুরক্ষিত থাকবে ।

তোমার লক্ষ্য অনুযায়ী সাফল্য প্রাপ্ত করার জন্য স্বার্থ প্রণোদিত না হয়ে সর্বকার্য সেবার্থে করো

আজ, বাবা ত্রিমূর্তি মিলন দেখছেন। জ্ঞান সূর্য, জ্ঞান চন্দ্রমা আর জ্ঞান নক্ষত্রদের মিলন হচ্ছে। ব্রাহ্মণ সংসারের এই ত্রিমূর্তি মিলন বিশেষতঃ মধুবনের মন্ডপে হয়। আকাশ মন্ডলে চন্দ্র আর নক্ষত্রদের মিলন হয়। অসীম জগতের এই মধুবন-মন্ডপে সূর্য আর চন্দ্রমা উভয়ের মিলন হয়। যখন তোমরা এই উভয়ের সাথে মিলিত হও, তোমরা নক্ষত্র সকল, জ্ঞান সূর্যের থেকে শক্তির বিশেষ বরদান লাভ কর আর জ্ঞান চন্দ্রমার থেকে স্নেহের বিশেষ বরদান। যার মাধ্যমে তোমরা লাভলি আর লাইটহাউজ হয়ে যাও। এই উভয় শক্তিকে সদা সাথে থাকতে দাও। মা এবং বাবার থেকে এই দুই বরদান তোমাদের সদা সফলতার প্রতিমূর্তি বানায়। সবাই তোমরা এমন সফলতার শ্রেষ্ঠ নক্ষত্র। সফলতার নক্ষত্র তোমরা, সকলকে সফলতা স্বরূপ হওয়ার সন্দেশ (বার্তা) দিতে যাচ্ছ। যে কোনো বিভাগের (বর্গ, wing) আত্মারা যে কাজই করছে, সকলের প্রধান লক্ষ্য এটাই যে তারা তাদের কাজে যেন সফল হয়। তারা কেন সফলতা চায়, কারণ তারা বিশ্বাস করে যে সুখ আর শান্তি তাদের মাধ্যমে সকলের প্রাপ্তি হবে। হয় তারা সেটা নিজেদের নাম-ডাক হওয়ার স্বার্থে করে অথবা অল্পকালের সুযোগ-সুবিধার দ্বারা করে, কিন্তু তাদের লক্ষ্য নিজের এবং অন্যদের জন্য সুখ শান্তির প্রাপ্তি। তাদের সকলের লক্ষ্য সুন্দর কিন্তু লক্ষ্য অনুযায়ী স্ব স্বার্থের কারণে ধারণ করতে পারে না, সেইজন্য লক্ষ্য আর লক্ষণে প্রভেদ হওয়াতে তারা তাদের লক্ষ্য পূরণ করতে অপারগ হয়। এমন আত্মাদের নিজের মুখ্য লক্ষ্য প্রাপ্ত করার সহজ উপায় শোনাও, এক শব্দের পরিবর্তনে, তোমাদের সফলতার মন্ত্র প্রাপ্ত হবে। সেই মন্ত্র হলো- নিজ স্বার্থের পরিবর্তে সকলের সেবার স্বার্থে হোক। স্বার্থ লক্ষ্য থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। সেবার অভিপ্রায়ে কিছু করার সঙ্কল্প সহজভাবে সাফল্যের সাথে লক্ষ্য প্রাপ্ত করতে তোমাদের সমর্থ করে তোলে। তোমরা কোনো লৌকিক বা অলৌকিক কার্যের নিমিত্ত হলে, তোমাদের নিজ নিজ কার্যে তোমরা সন্তুষ্টতা বা সফলতা অনায়াসে লাভ করবে। এই এক শব্দের পরিবর্তনের মন্ত্র সব বিভাগের সকলকে শোনাও।

সমস্ত কলহ ক্লেশ, অস্থির পরিবেশ, বিশ্বের সর্বত্র বিভিন্নরকম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির উৎস এই এক শব্দ স্বার্থ, এইজন্য সেবা ভাব সমাপ্ত হয়ে গেছে। যে কোনো অকুপেশনের যে কেউই নিজ কার্য যখন থেকে করতে শুরু করে তখন তার সঙ্কল্প কি থাকে? নিঃস্বার্থ সেবার সঙ্কল্প থাকে, কিন্তু যত এগিয়ে চলে সেই লক্ষ্য আর লক্ষণ পরিবর্তিত হয়ে যায়। সুতরাং যে বিকারই আসুক না কেন, মূল কারণের বীজ হলো স্বার্থ। অতএব, সবাইকে তাদের লক্ষ্য পূরণ করতে সাফল্যের চাবি দিয়ে এসো। সাধারণতঃ লোকে অন্যদের চাবিসহই উপহার দেয়। সুতরাং তোমরা সবাইকে সফলতার চাবি উপহার দিতে যাচ্ছ। লোকে সবকিছু দিয়ে দেয়, কিন্তু তাদের ধনভাণ্ডারের চাবি কেউ দেয় না। যা অন্য আর কেউ দেয় না সেটা তোমরা গিয়ে দাও। যখন সকল খাজানার চাবি তাদের প্রাপ্ত হয়ে যাবে, তখন তো সফলতা নিশ্চিত। আচ্ছা! আজ তো বাবা এসেছেন শুধু তোমাদের সাথে মিলনের জন্য!

২১ জন্মের জন্য তোমরা অবিরত রাজতিলক লাভ করতে থাকো আর স্মৃতির তিলক তো তোমরা সঙ্গমযুগের নাম-সংস্কারের দিন বাপদাদার থেকে পেয়েই গেছ। ব্রাহ্মণ সদা স্মৃতির তিলকধারী আর দেবতা রাজ্য তিলকধারী। মধ্যরূপ ফরিস্তা স্বরূপ, তাদের তিলক সম্পন্ন-স্বরূপের তিলক, সমান স্বরূপের তিলক। বাপদাদা কোন তিলক লাগাবেন? সম্পন্ন ও সমান স্বরূপের তিলক, আর তিনি

তোমাদের সকল বিশেষত্বের মণিসমূহে সজ্জিত রাজমুকুট দেবেন । তোমরা এইরকম তিলকধারী, মুকুটধারী ফরিস্তাস্বরূপ এবং সদা ডবল লাইট হওয়ার সিংহাসনাসীন শ্রেষ্ঠ আত্মা । বাপদাদা এই অলৌকিক অলঙ্করণের সাথে সেরিমনি উদযাপন করছেন । তোমরা মুকুটধারী হয়ে গেছ, তাই না ! মুকুট, তিলক এবং সিংহাসন । এটাই বিশেষ সেরিমনি । তোমরা সবাই সেরিমনি উদযাপন করতে এসেছ, তাই নয় কি ? আচ্ছা !

সমগ্র দেশে-বিদেশের সফলতার নক্ষত্রসকলের গলায় বাপদাদা সফলতার মালা পরাচ্ছেন । প্রতি কল্পের সফলতার অধিকারী বিশেষ আত্মা তোমরা, এইজন্য প্রতি কল্পে সফলতা তোমাদের জন্মসিদ্ধ অধিকার । এই নিশ্চয় এবং নেশার সাথে অনবরত উড়ে চলো । তোমরা বাচ্চারা স্মরণ আর ভালোবাসার মালা প্রতিদিন অতি স্নেহে বিধিপূর্বক বাবার কাছে পৌছে দিচ্ছ । এরই কপি অর্থাৎ অনুকরণ করে ভক্তরাও রোজ তাদের দেবী-দেবতাদের অবশ্যই মালা পরায় । যে বাচ্চারা প্রকৃত ভালোবাসায় একাগ্র থাকে, তারা অমৃতবেলায় অতি মনোমুগ্ধকর, স্নেহের শ্রেষ্ঠ সঙ্কল্পের রত্নখচিত মালা, রুহানী গোলাপের মালা প্রতিদিন বাপদাদাকে অবশ্যই পরায়, সুতরাং, সব বাচ্চাদের মালা দিয়ে বাপদাদা অলঙ্কৃত হন । ভক্তরাও যেমন প্রথম কার্য তাদের ইস্ট দেবী-দেবতাকে মালা দিয়ে সাজায়, পুষ্প অর্পণ করে । এইরকম স্ত্রানী আত্মারা, স্নেহী বাচ্চারাও তাদের উৎসাহ-উদ্দীপনার পুষ্প বাপদাদাকে অর্পণ করে । এমন স্নেহী বাচ্চাদের স্নেহের রিটার্ণে বাপদাদা পদমণ্ডন (লক্ষ-কোটি) স্নেহের, বরদানের, শক্তির মালা পরাচ্ছেন । বাপদাদা সকলের খুশির নৃত্যও দেখছেন । তোমরা ডবল লাইট হয়ে উড়ছ আর অন্যদের ওড়ানোর প্ল্যান তৈরি করছ । তোমরা সব বাচ্চা প্রথম স্মরণ বাবার থেকে সর্বাগ্রে তোমার নিজের নামে এসেছে, এইভাবে স্বীকার কর । নাম তো অনেক আছে । কিন্তু সকলেই তোমরা নম্বরানুক্রমে স্মরণের যোগ্য পাত্র । আচ্ছা -

মধুবনের সকলে তোমরা শক্তিশালী আত্মা, তাই না ? অক্লান্তভাবে তোমরা সেবার ভূমিকা পালন করেছ এবং নিজেদের জন্য অধ্যয়নের পার্টও । সেবায় শক্তিশালী হয়ে অনেক জন্মের ভবিষ্যৎ আর বর্তমানও তৈরি করেছ ; শুধু ভবিষ্যৎ নয়, বর্তমান সময়ও মধুবনের সকলে মহিমান্বিত হয়েছে । সুতরাং তোমরা বর্তমানও বানিয়েছ আর ভবিষ্যতের জন্য জমাও করেছ । সবাই শারীরিক রেস্ট নিয়ে নিয়েছ । এখন তোমরা সীজনের জন্য প্রস্তুত, সীজনে অসুস্থ হওয়া যাবে না, সেইজন্য সেই হিসেবনিকেশও স্থির করে নিয়েছ । আচ্ছা ।

যারাই এসেছে সবাইই লটারি জিতেছে । আগমন অর্থাৎ পদমণ্ডন জমা হওয়া । মধুবনে আত্মা এবং শরীর উভয়ের রিফ্রেশমেন্ট তোমাদের প্রাপ্ত হয় ।

জগদীশ ভাইয়ের সাথে:- সেবাতে শক্তিগণের সাথে ভূমিকা পালন করার নিমিত্ত হওয়াও এক বিশেষ পার্ট । সেবার পথ দিয়ে তোমাদের জন্ম, সেবা দ্বারা প্রতিপালন হয়েছে, আর এখন সদা সেবার মাধ্যমে এগিয়ে চলার পথ কয়েম রাখ । ড্রামা অনুসারে, সেবার আদিতে প্রথম পান্ডব নিমিত্ত হয়েছে, এইজন্য এটাও বিশেষ সহযোগের রিটার্ণ । সহযোগ সদা প্রাপ্ত হয়েছে আর হতেও থাকবে । প্রত্যেক বিশেষ আত্মার বিশেষত্ব আছে । এখন বিশেষত্ব কার্যে প্রয়োগ করছ, সেই বিশেষত্বের পথ ধরে তুমি বিশেষ আত্মা হয়ে উঠেছ । সেবার ভাণ্ডারে যাচ্ছ, বিদেশে গমন অর্থাৎ সেবার ভাণ্ডারে যাওয়া । শক্তিদের সাথে পাণ্ডবদেরও বিশেষ পার্ট আছে । তুমি সদা চাক্স লাভ করেছ আর করতেও থাকবে । একইভাবে সবাইকে বিশেষত্বে পূর্ণ করে তোল । আচ্ছা ।

মোহিনী বোনের সাথে :- সদা সাথে থাকার বিশেষ পার্ট আছে তোমার । হৃদয়েও সদা তুমি বাবার সাথে আর সাকার রূপেও শ্রেষ্ঠ সাহচর্যে থাকার বরদান আছে । এই বরদান দ্বারা সকলকে সাহচর্যের অনুভব করাও । নিজের বরদান দ্বারা অন্যদেরও এই বরদান লাভে সমর্থ বানাও । পরিশ্রম থেকে রেহাই পাওয়া আর আন্তরিক ইচ্ছা থাকা, পরিশ্রম ভালোবাসায় বদল হওয়া, এই বিশেষ অনুভব সবার মধ্যে অনুভূত হতে দাও । এই কারণে তোমরা সবাই যাচ্ছ । বিদেশি আত্মারা পরিশ্রম করতে চায় না, তারা ক্লান্ত । এমন আত্মাদের সদাসর্বদার জন্য সাহচর্যের অর্থাৎ ভালোবাসায় মগ্ন থাকার সহজ অনুভব করাও । সেবা করার চান্সও গোল্ডেন লটারী । তুমি সদা লটারী জয়ী সহজ পুরুষার্থী । পরিশ্রম ভালোবাসায় পরিবর্তন করার তোমার যে অনুভব, তার বিশেষত্ব সবাইকে শুনিয়ে তাদের সেই স্বরূপ বানাও । তুমি যে দৃঢ় সঙ্কল্প করেছ, সেটা খুব ভালো । সদা অমৃতবেলায় এই দৃঢ় সঙ্কল্প রিভাইস করতে থাক । আচ্ছা ।

পার্টির সাথে :- নিজেদের পার্ট দেখে সদা উৎফুল্ল থাক ? তোমরা সব বিশেষ পার্টধারী, সর্বোচ্চ বাবার সাথে পার্ট অভিনয় করো । বিশেষ পার্টধারীর প্রতিটা কর্ম নিজে থেকেই বিশেষ হবে কেননা তাদের স্মৃতিতে আছে যে তারা বিশেষ পার্টধারী । প্রতিটা কর্ম এবং প্রতিটা শব্দ বিশেষ । যা কিছু সাধারণ সমাপ্ত হয়েছে । বিশেষ পার্টধারী নিজে থেকেই সকলকে আকর্ষণ করে । সদা এই স্মৃতি বজায় রাখ যে তোমাদের বিশেষ পার্ট দ্বারা অনেক আত্মারা নিজের বিশেষত্বকে জানবে । কোনও বিশেষ আত্মাকে দেখে নিজেদেরও বিশেষ হয়ে ওঠার আগ্রহ জন্মাবে । যেখানেই থাক, যতই মায়াবী বায়ুমন্ডলে থাক, বিশেষ আত্মা যে কোনও স্থানে বিশেষরূপেই প্রতিভাত হবে । যেমন, হীরক প্রভা কাদামাটির মধ্যেও ঠিকরে বেরিয়ে আসে । হীরা হীরাই থাকে । একইভাবে বাতাবরণ যেমনই হোক বিশেষ আত্মা সদাই নিজ বিশেষত্বে আকর্ষণ করবে । সদা স্মরণে রেখ যে তোমরা বিশেষ যুগের বিশেষ আত্মা ।

বন্ধে থেকে আগতদের জন্য স্মরণ-আর ভালোবাসা
বন্ধে থেকে আগতদের সর্বাগ্রে বার্তা দিতে হবে । বন্ধের সকলে খুব বিজি থাকে । যারা বিজি থাকে তাদের সময়ের অনেক আগেই বার্তা পৌঁছে দেওয়া উচিত, নয়তো অভিযোগ উঠবে যে তারা খুব বিজি ছিল, তোমরা তাদের বলনি পর্যন্ত, সেইজন্য এখন থেকেই তাদের ভালোভাবে সচেতন করো (জাগাও) । সুতরাং, বন্ধে থেকে আগতদের বলা, নিজের জন্মের বিশেষত্ব অনবরত সেবার জন্য ব্যবহার করো । এর মাধ্যমেই সহজে সফলতা অনুভব করবে । তোমাদের প্রত্যেকের জন্মের বিশেষত্ব আছে, সেই বিশেষত্ব সেবাতে সদা আচরণ যোগ্য করে তোল । নিজের বিশেষত্ব স্টেজে নিয়ে এসো । তোমার ভিতরেই শুধু রেখে দিও না, বরং স্টেজে নিয়ে এসো । আচ্ছা ।

অব্যক্ত মুরলি থেকে বাছাই করা প্রশ্ন আর তার উত্তরঃ -

প্রশ্নঃ - একাগ্রতার শক্তি কোন্ কোন্ অনুভূতি করায়?

উত্তরঃ - একাগ্রতার শক্তি দ্বারা মালিকভাবের শক্তি আসে, যার দ্বারা

১) সহজ নির্বিঘ্ন স্থিতির অনুভব হয়, যুদ্ধ করতে হয় না ।

২) স্বভাবতঃই, 'এক বাবা দ্বিতীয় কেউ নয়', এই অনুভূতি হয় ।

৩) অবিরত ফরিস্তা স্বরূপের অনুভূতি নিজে থেকেই হয় ।

৪) স্বাভাবিকভাবেই, সকলের প্রতি স্নেহ, কল্যাণ, সম্মানের বৃত্তি থাকে ।

প্রশ্ন:- ব্রহ্মাবাবা সমান সম্পন্নতার সময় কাছাকাছি এলে তোমার স্বপ্ন কি হবে ?

উত্তর:- ফরিস্তা স্থিতির স্বপ্ন। চলতে-ফিরতে তিনি ছিলেন ফরিস্তা স্বরূপ, দেহভাব রহিত। ব্রহ্মাবাবা কর্ম করাকালীন, অন্যদের সাথে কথোপকথন চলত, ডিরেকশন দিতেন এবং উৎসাহ-উদ্দীপনা ক্রমবর্ধিত করতেও তিনি ছিলেন দেহ থেকে পৃথক, সূক্ষ্ম প্রকাশ রূপের অনুভূতি করেছেন। এমন মনে হতো যে তিনি বার্তালাপ তো করছেন কিন্তু যেন এখানে নেই, দেখছেন কিন্তু দৃষ্টি অলৌকিক। দেহভাব থেকে এত উর্ধ্বে ছিলেন তিনি যে অন্যরাও দেহভাব অনুভব করেনি এবং শুধু স্বতন্ত্র রূপ প্রতিভাত হয়েছে, একেই বলা হয় দেহ থেকেও ফরিস্তা স্বরূপ হওয়া।

প্রশ্ন:- ফরিস্তা রূপসহ ফরিস্তা হয়ে সূক্ষ্ম বতনে যেতে হলে কোন্ বিষয়ে অ্যাটেনশন দেওয়া প্রয়োজন ?

উত্তর:- মনের একাগ্রতার প্রতি। তোমার অর্ডার দ্বারা তোমার মনকে চালনা করো। যেমন নাম্বার ওয়ান ব্রহ্মার আত্মা সাকার রূপে ফরিস্তা জীবনের অনুভব করিয়েছে এবং ফরিস্তা হয়েছে, ঠিক একইভাবে, নিজেও ফরিস্তা স্থিতির অনুভব করো এবং অন্যদেরও করাও, কারণ ফরিস্তা হওয়া ব্যতীত তুমি দেবতা হতে পারবে না।

প্রশ্ন:- কোন্ অবস্থা বশীভূত হওয়ার অবস্থা, যা তোমার পছন্দ নয় ?

উত্তর:- কোনো কোনো বাচ্চা বলে যে তারা চাইছে না করতে, তারা চাইছে না ভাবতে, করা উচিত নয় তবুও সেটা সংঘটিত হয়ে যায়, এটাই মনের বশীভূত হওয়ার অবস্থা। তুমি এই অবস্থা পছন্দ করনা। তুমি যদি কিছু করতে চাও তো আন্তরিকভাবে কর, কিন্তু কিছু যদি করতে না চাও, আর তোমার মন যদি বলে, 'এটা কর', তবে তা 'মাস্টার' হওয়া নয়।

প্রশ্ন:- কোন্ বিষয়ে তুমি ব্রহ্মাবাবাকে অবশ্যই ফলো কর ?

উত্তর:- ব্রহ্মাবাবার থেকে অনুভব করেছে যে তোমার সামনে ফরিস্তা দাঁড়িয়ে আর সেই ফরিস্তা তোমায় দৃষ্টি দিচ্ছে, সেইরকমভাবে ফলো ব্রহ্মাবাবা। মনের একাগ্রতার শক্তি সহজে এইভাবে ফরিস্তা হতে তোমাকে সমর্থ বানাবে।

বরদান:- যেকোন ব্যর্থ বা মায়া থেকে ইনোসেন্ট হয়ে এবং দিব্যতার অনুভব করে, মহান আত্মা ভব মহান আত্মা অর্থাৎ সেন্ট (saint) তাদের বলা হবে যারা ব্যর্থ বা মায়া সম্পর্কে ইনোসেন্ট হবে। দেবতা যেমন এইসব থেকে ইনোসেন্ট ছিল, সেইরকমভাবে তোমার সেই সংস্কার ইমার্জ কর, ব্যর্থ সম্পর্কে অবিদ্যা স্বরূপ হও কারণ এই ব্যর্থের জোর প্রায়শঃ সত্যতার এবং নীতিনিষ্ঠার সচেতনতা সমাপ্ত করে দেয়। এইজন্য সময়, শ্বাস, বোল, কর্ম সবকিছুতে ব্যর্থ সম্পর্কে ইনোসেন্ট হও। যখন ব্যর্থ সম্পর্কে অবিদ্যা অর্থাৎ অজ্ঞাত থাকবে তখন দিব্যতা স্বতঃই অনুভব হবে এবং অন্যকে অনুভব করাবে।

স্লোগান:- ফার্স্ট ডিভিশনে আসতে হলে ব্রহ্মাবাবার কদমে কদম রেখে চলো।

সূচনা:- আজ মাসের তৃতীয় রবিবার, সকলে সংগঠিত রূপে সন্ধ্যা ৬:৩০ থেকে ৭:৩০ পর্যন্ত অন্তর্রাষ্ট্রীয় যোগে সম্মিলিতভাবে নিজের ফরিস্তা স্বরূপ দ্বারা সমগ্র বিশ্বকে শান্তির সকাশ দেওয়ার সেবা করুন।

সারাদিন চলতে ফিরতে নিজেকে নিরাকারী আত্মা এবং কর্ম করাকালীন ফরিস্তা মনে করে কর্মযোগী হোন ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - এ হলো উপরে ওঠার প্রকৃত সৎ সঙ্গ, তোমরা এখন সৎ বাবার সঙ্গে এসেছ, তাই মিথ্যা সঙ্গ-এ কখনোই যেও না"

প্রশ্ন : - বাচ্চারা, কোন্ আধারে তোমাদের বুদ্ধি সদা অসীমে টিকে থাকতে পারে ?

উত্তর : - বুদ্ধিতে যেন স্বদর্শন চক্র ঘুরতে থাকে, যা কিছুই ড্রামাতে আছে, সে সবই লিপিবদ্ধ আছে । সেকেণ্ডেরও তফাৎ হতে পারে না । অসীমে টিকে থাকার জন্য এই খেয়াল যেন থাকে যে, এখন বিনাশ হয়ে যাবে, আমাদের ঘরে ফিরে যেতে হবে, আমরা পবিত্র হয়েই ঘরে ফিরে যাবো ।

ওম্ শান্তি । মিষ্টি - মিষ্টি আত্মা রূপী বাচ্চাদের আত্মাদের বাবা বসে বোঝাচ্ছেন । বাচ্চারা এই পড়ার দ্বারাই সবকিছু বুঝতে পারে । তোমরাও এই পড়াতেই সব বুঝতে পারো । আমাদের কে পড়ান ? এ তো কখনোই ভুলে যেও না । আমাদের পড়ান টিচার, তিনিই সুপ্রীম বাবা । তাই তাঁর মতেই চলতে হবে । তোমাদের শ্রেষ্ঠ হতে হবে । শ্রেষ্ঠের থেকেও শ্রেষ্ঠ হন সূর্যবংশীরা । যদিও চন্দ্রবংশীরাও শ্রেষ্ঠ, কিন্তু এরা হলেন শ্রেষ্ঠের থেকেও শ্রেষ্ঠ । তোমরা এখানে এসেছ শ্রেষ্ঠের থেকেও শ্রেষ্ঠ হতে । বাচ্চারা, তোমরা জানো যে, আমাদের এমন হতে হবে । এমন স্কুল পাঁচ হাজার বছর অন্তর খোলা হয় । এখানে তোমরা এ কথা বুঝেই বসেছো যে, এ সত্যিকারের সতের সঙ্গ । সৎ হলেন উঁচুর থেকেও উঁচু, তাঁর সঙ্গে তোমাদের সঙ্গ । তিনি বসেই সত্যযুগের জন্য শ্রেষ্ঠের থেকেও শ্রেষ্ঠ দেবতা বানান, অর্থাৎ ফুল বানান । তোমরা এখন কাঁটা থেকে ফুলে পরিণত হচ্ছেো । কেউ তো শীঘ্র পরিণত হয়, কারোর আবার সময় লাগে । বাচ্চারা জানে যে, এ হলো সঙ্গম যুগ । সেও কেবল বাচ্চারাই জানে, তারা নিশ্চিত যে, এ হলো পুরুষোত্তম হওয়ার যুগ । পুরুষোত্তমও কেমন ? উঁচুর থেকেও উঁচু আদি সনাতন দেবী - দেবতা ধর্মের যে মহারাজা - মহারানী ছিলেন, তেমনই হওয়ার জন্য তোমরা এখানে এসেছো । তোমরা বুঝতে পারো যে, আমরা এখানে এসেছি অসীম জগতের বাবার থেকে অসীম জগতের, সত্যযুগী সুখ নেওয়ার জন্য । লৌকিক যে সমস্ত বিষয় আছে, সবই সমাপ্ত হয়ে যায় । লৌকিক জগতের বাবা, লৌকিক ভাই, কাকা, মামা, সীমিত পাই - পয়সার সম্পত্তি ইত্যাদি, যার প্রতি অনেক মোহ থাকে, এ সবই শেষ হয়ে যাবে । বাবা বোঝান যে, এই সম্পদ হলো সীমিত জগতের । এখন তোমাদের অসীমে (বেহদে) যেতে হবে । অসীম, জগতের সম্পদ প্রাপ্ত করার জন্য তোমরা এখানে এসেছো । আর তো সবকিছুই হলো লৌকিক বা সীমিত সামগ্রী । এই শরীরও সীমিত জগতের । অসুস্থ হয়, সবই শেষ হয়ে যায় । অকালমৃত্যু হয়ে যায় । এখন তো দেখো, মানুষ কি কি বানাতে থাকে । বিজ্ঞানও জাদু করে দেখিয়ে দিয়েছে । এখানে কতো মায়ার জৌলুস । বৈজ্ঞানিকরা খুবই পরিশ্রম করেছে । যাদের কাছে অনেক মহল - প্রাসাদ ইত্যাদি আছে, তারা মনে করে এ হলো আমাদের জন্য সত্যযুগ । তারা এ কথা বোঝেই না যে, সত্যযুগে এক ধর্ম থাকে, সে হলো নতুন দুনিয়া । বাবা বলেন, এরা সম্পূর্ণ অবুঝ । তোমরা কতো বুঝদার হও । তোমরা উপরে ওঠো আবার সিঁড়ি দিয়ে নামতে থাকো । সত্যযুগে তোমরা বুঝদার (বুদ্ধিমান) ছিলে, তারপর ৮৪ জন্ম নিতে নিতে অবুঝ হয়ে যাও । বাবা এসে আবার তোমাদের বুঝদার করে তোলেন, যাকে স্পর্শ (বা পারস) বুদ্ধি বলা হয় । তোমরা জানো যে আমরা পরশ পাথর তুল্য বুদ্ধির অর্থাৎ খুবই বুদ্ধিমান ছিলাম । গানও তো এমনই আছে, তাই না -- বাবা আপনি যে অবিনাশী উত্তরাধিকার দেন, আমরা সম্পূর্ণ পৃথিবী এবং আকাশের মালিক হয়ে যাই । কেউই আমাদের থেকে ছিনিয়ে নিতে পারে না । কেউই

দখল করতে পারে না। বাবা আমাদের অফুরন্ত দেন। এর থেকে বেশী কেউই আমাদের ঝুলি ভর্তি করতে পারেন না। এমন বাবাকে আমরা পেয়েছি, যাঁকে অর্ধেক কল্প স্মরণ করেছি। দুঃখে তো মানুষ স্মরণ করে, তাই না। যখন আমরা সুখ পেয়ে যাই, তখন স্মরণ করার প্রয়োজন হয় না। দুঃখেই সবাই স্মরণ করে -- হায় রাম -- এমন অনেক প্রকারের কথা বলে থাকে। সত্যযুগে এমন কোনো শব্দ হয় না। বাচ্চারা, তোমরা এখানে এসেছো বাবার সম্মুখে বসে পড়বার জন্য। প্রত্যক্ষভাবে তোমরা বাবার ভাষা শোনো। বাবা কোনো ইনডায়রেক্ট জ্ঞান দেন না। জ্ঞান আমরা প্রত্যক্ষভাবেই পাই। বাবাকে আসতে হয়। তিনি বলেন, আমি আমার মিষ্টি - মিষ্টি বাচ্চাদের কাছে এসেছি। আমাকে ডাকে - "ও বাপদাদা" বলে। বাবাও উত্তর দেন "ও বাচ্চারা" বলে। এখন তোমরা আমাকে খুব ভালোভাবে স্মরণ করো, ভুলে যেও না। মায়ার বিঘ্ন তো অনেকই আসবে। তোমাদের পড়া ছাড়িয়ে দিয়ে তোমাদের দেহ - ভাবে নিয়ে আসবে, তাই সাবধান থাকো। এ হলো সত্যিকারের সৎসঙ্গ - উপরে যাওয়ার। দুনিয়ার ওইসব সৎসঙ্গ হলো নীচে নামার। এই সত্যসঙ্গ একবারই হয়, মিথ্যাসঙ্গ জন্ম - জন্মান্তর অনেকবারই হয়। বাবা বাচ্চাদের বলেন, এ তোমাদের অন্তিম জন্ম। এখন তোমাদের ওখানে যেতে হবে যেখানে কোনো অপ্রাপ্ত বস্তুই নেই। যার জন্য তোমরা এখন পুরুষার্থ করছো। বাবা এখন যা বলছেন তা এখন তোমরা শুনছো, ওখানে তোমরা এসব কিছুই জানতে পারবে না। এখন তোমরা কোথায় যাচ্ছে? নিজের সুখধামে। এই সুখধাম তোমাদেরই ছিল। তোমরা সুখধামে ছিলে এখন তোমরা দুখধামে আছ। বাবা খুবই সহজ রাস্তা বলে দিয়েছেন, সেটাই স্মরণ করো। আমাদের ঘর হল শান্তিধাম, সেখান থেকে আমরা স্বর্গে আসব। তোমরা ছাড়া আর কেউই স্বর্গে আসে না। তাই তোমরাই স্মরণ করবে। আমরা প্রথমে সুখের দুনিয়ায় যাই, তারপর দুঃখের। কলিযুগে সুখধাম হয়ই না। এখানে সুখ পাওয়াই যায় না, তাই সন্ন্যাসীরা বলেন - সুখ কাক বিষ্ঠার সমান।

বাচ্চারা এখন বুঝতে পারে যে, বাবা এসেছেন আমাদের ঘরে নিয়ে যেতে। তিনি আমাদের অর্থাৎ পতিতদের পবিত্র করে নিয়ে যাবেন। এই স্মরণের যাত্রায় তোমরা পবিত্র হবে। লৌকিক যাত্রায়ও অনেক উপর - নীচ হয়। কেউ কেউ তো অসুস্থ হয়ে যায়, তখন ফিরে যায়। এখানেও এমন। এ হল আধ্যাত্মিক যাত্রা, অন্তিম সময়ে যেমন মতি, তেমনই গতি হয়ে যাবে। আমরা আমাদের শান্তিধামে যাচ্ছি। এ তো হল খুবই সহজ কিন্তু মায়া খুবই ভুলিয়ে দেয়। তোমাদের যুদ্ধ হল এই মায়ার সঙ্গে। বাবা খুবই সহজ করে বুঝিয়ে বলেন, আমরা এখন শান্তিধামে যাই। বাবাকেই আমরা স্মরণ করি। দৈবীগুণ ধারণ করি। আমরা পবিত্র হই। তিন - চারটি বিষয় হলো মুখ্য যা বুদ্ধিতে রাখতে হবে - বিনাশ তো হতেই হবে, পাঁচ হাজার বছর পূর্বেও আমরা গিয়েছিলাম। আবার আমরাই প্রথমেই দিকে আসব। এমন বলাও হয় যে - রাম গেল, রাবণও গেল। সবাইকেই তো শান্তিধামে যেতে হবে। তোমরা যে পড়া পড়ো - সেই পড়া অনুসারেই তোমরা পদ পাও। তোমাদের এইম অবজেক্ট সামনে দণ্ডায়মান। কেউ বলবে আমরা সাক্ষাৎকার করবো। এই চিত্র (লক্ষ্মী - নারায়ণের) সাক্ষাৎকার নয় তো কি! এঁরা ছাড়া কার সাক্ষাৎকার করবে? বেহদের বাবার কি? আর তো কোনো সাক্ষাৎকারই কাজের নয়। তোমরা বাবার সাক্ষাৎকার চাও। বাবার থেকে মিষ্টি আর কিছুই নেই। বাবা বলেন যে - মিষ্টি বাচ্চারা, প্রথমে নিজের সাক্ষাৎকার করেছ কি? আত্মা বলে যে, বাবার সাক্ষাৎকার করব। আগে নিজের সাক্ষাৎকার করেছ কি? এ তো বাচ্চারা, তোমরা জেনেই গেছ। এখন তোমরা বুঝতে পেরেছ - আমরা হলাম আত্মা, আমাদের ঘর হলো শান্তিধাম। সেখান থেকে আমরা আত্মারা ভূমিকা পালন করতে আসি। ড্রামার নিয়ম অনুসারে আমরা প্রথমে সত্যযুগ আদিত্যে আসি। এ হল আদি আর অন্তের পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগ। এখানে তফাৎ কেবল ব্রাহ্মণদেরই

হয়, আর কারোর নয়। কলিযুগে তো অনেক ধর্ম - কুল ইত্যাদি আছে। সত্যযুগে একই রাজত্ব হবে। এ তো খুবই সহজ, তাই না। এইসময় তোমরা হলে সঙ্গমযুগী ঈশ্বরীয় পরিবারের। তোমরা না হলে সত্যযুগী আর না কলিযুগী। তোমরা এও জানো যে, কল্প - কল্প বাবা এসে এমন পড়া পড়ান। এখানে তোমরা যখন বসে আছো তখন এই স্মৃতিতেই থাকা উচিত। শান্তিধাম, সুখধাম আর এ হলো দুঃখধাম। বুদ্ধির দ্বারা এই দুঃখধামের বৈরাগ্য বা সন্ন্যাস করতে হবে। ওরা বুদ্ধির দ্বারা কোনো সন্ন্যাস করে না। ওরা তো বাড়ি ঘর ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়। বাবা তো তোমাদের কখনোই বলেন না যে, তোমরা ঘরবাড়ি ত্যাগ করো। অবশ্য করেই ভারতের এই সেবা বা নিজের সেবা করতে হবে। তোমরা সেবা তো ঘরে বসেই করতে পারো। পড়ার জন্য অবশ্যই এখানে আসতে হবে। তারপর হুঁশিয়ার হয়ে অন্যদেরও নিজের তুল্য বানাতে হবে। সময় তো খুবই অল্প। এমন তো কথিতও আছে - অনেকে চলে গেলো, অল্প রইলো। দুনিয়ার মানুষ তো সম্পূর্ণ অন্ধকারে আছে, তারা মনে করে এখনো ৪০ হাজার বছর পড়ে আছে। বাবা তোমাদের বোঝান - বাচ্চারা, খুবই অল্প সময় বাকি আছে। তোমাদের বেহদের বুদ্ধিতে টিকতে হবে। সম্পূর্ণ দুনিয়ায় যা কিছু চলছে, সবই লিপিবদ্ধ আছে। চিড়িয়াখানার মতো এই নাটক চলছে। পৃথিবীর এই হিস্ট্রি - জিওগ্রাফীর পুনরাবৃত্তি হতে হবে। যারাই সত্যযুগে যাবে, তারাই এসে এই পড়া পড়বে। তোমরা অনেকবারই পড়েছ। তোমরা শ্রীমতে চলে স্বর্গ স্থাপন করো। তোমরা এও জানো যে, উঁচুর থেকেও উঁচু ভগবান এই ভারতেই আসেন। পূর্ব কল্পেও তিনি এসেছিলেন। তোমরা বলবে যে, কল্প কল্প এমন বাবা আসেন। তিনি বলেন, আমি কল্প - কল্প এমন স্থাপন করি। এই বিনাশও তোমরাই দেখো। তোমাদের বুদ্ধিতে এখন সব বসে যাচ্ছে। স্থাপনা, বিনাশ আর পালনার কর্তব্য কেমন হয় তা তোমরাই জানো। এরপর অন্যদেরও বোঝাতে হবে। আগে তোমরা এসব জানতে না। বাবাকে জানলে তোমরা বাবার কাছে সবকিছুই জানতে পারো। এই পৃথিবীর হিস্ট্রি - জিওগ্রাফী যথার্থ রীতিতে তোমরাই জানো। মানুষ কিভাবে তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হয় - এ কথা বাবা তোমাদের বোঝাচ্ছেন। তোমাদের আবার তা অন্যদেরও বোঝাতে হবে।

বাচ্চারা, তোমরা এখন পরশ পাথর তুল্য বুদ্ধির তৈরী হচ্ছে। সত্যযুগে থাকে পারসবুদ্ধি। এ হলো পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগ। একে গীতা এপিসোড বলা হয়, তোমরা যেই সময় পাথর বুদ্ধির থেকে পরশ পাথর বুদ্ধির হও। গীতা তো ভগবান নিজেই শোনান। মানুষ শোনায় না। তোমরা আত্মারা আগে শোনো তারপর অন্যদেরও শোনাও। একে বলা হয় আত্মিক জ্ঞান যা তোমরা আত্মা রূপী ভাইদের শোনাও। তোমরা ধীরে ধীরে বুদ্ধি পেতে থাকো। তোমরা জানো যে, বাবা এসে সূর্যবংশী এবং চন্দ্রবংশী রাজত্ব স্থাপন করেন। কার দ্বারা স্থাপন করেন? ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী ব্রাহ্মণ কুল ভূষণদের দ্বারা। বাবা শ্রীমত দান করেন। এ হলো বোঝার মতো কথা। হৃদয়ে নোট করে নিতে হবে যে, এ হলো খুবই সহজ। এ হলো দুঃখধাম। আমাদের এখন ঘরে ফিরে যেতে হবে। কলিযুগের পরে হল সত্যযুগ। বিষয় তো খুবই সহজ আর ছোটো। তোমরা যদি পড়তে নাও পারো, তাহলেও কোনো অসুবিধা নেই। যারা পড়তে জানেন, তাদের থেকে তখন শোনা উচিত। শিববাবা হলেন সমস্ত আত্মাদের বাবা। এখন তাঁর থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার নিতে হবে। বাবার উপর নিশ্চিত থাকবে তো স্বর্গের সম্পদ পাবে। তোমাদের ভিতরেও অজপা জপ চলতে থাকে। শিববাবার থেকে বেহদের সুখ আর স্বর্গের অবিনাশী উত্তরাধিকার পাওয়া যায়, তাই অবশ্যই শিববাবাকে স্মরণ করতে হবে। সকলেরই বেহদের বাবার থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার নেওয়ার অধিকার আছে। লৌকিকে যেমন জন্মগত অধিকার পাওয়া যায় তেমনি এ হলো অসীম জগতের। শিববাবার থেকে তোমরা সম্পূর্ণ

বিশ্বের রাজ্য পাও । ছোটো - ছোটো বাচ্চাদেরও এ কথা বুঝিয়ে বলা উচিত । প্রত্যেক আত্মারই অধিকার আছে বাবার থেকে জন্মগত অধিকার নেওয়ার । তোমরা কল্প - কল্প অবশ্যই তা নিয়েছো । তোমরা জীবনমুক্তির আশীর্বাদী বর্ষা নাও । যারা মুক্তির অবিদ্যাবাদী উত্তরাধিকার পায় তারাও জীবনমুক্তিতে অবশ্যই আসে । প্রথম জন্ম তো সুখেরই হয় । এ হলো তোমাদের ৮৪ তম জন্ম । এই সম্পূর্ণ জ্ঞান তোমাদের বুদ্ধিতে থাকা উচিত । অসীম জগতের বাবা তোমাদের পড়ান, এ কথা ভুলে যেও না । দেহধারীরা কখনোই জ্ঞান দিতে পারে না । তাদের মধ্যে রুহানী বা আত্মিক জ্ঞান থাকে না । তোমাদের বোঝানো হয় - সকলকে ভাই - ভাই মনে করো । যে সমস্ত মানুষ আছে, তারা কেউই এই শিক্ষা পায় না । যদিও তারা গীতা শোনায় যে - কাম মহাশত্রু, একে জয় করলে তোমরা জগতজিৎ হতে পারবেন, তবুও বুঝতে পারে না । এখন ভগবান তো হলো সত্য । দেবতারাও এই ভগবানের থেকে সত্যতা শিখেছে । কৃষ্ণও এই পদ কোথা থেকে পেয়েছে ? লক্ষ্মী - নারায়ণ কিভাবে হলো ? তাঁরা কি কর্ম করেছে ? কেউ কি তা বলতে পারবে ? এখন তোমরাই জানো যে, ব্রহ্মার দ্বারা নিরাকার বাবা তাদের এই কর্ম শিখিয়েছেন । এ তো সৃষ্টি । তোমরা এখন হলে প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমার - কুমারী । তোমাদের কাছে রুহানী বাবার জ্ঞান আছে । তোমরা বুঝতে পারো যে, আমরা ভগবানকে জেনে গেছি । তিনি হলেন উঁচুর থেকেও উঁচু, নিরাকার । তাঁর কোনো সাকার রূপ নেই । বাকি আর যা কিছুই দেখো, তা সাকার । মন্দিরেও তোমরা লিঙ্গ দেখো, অর্থাৎ তাঁর কোনো শরীর নেই । এমনও নয় যে তিনি নাম - রূপ থেকে পৃথক । হ্যাঁ, অন্য সব দেহধারীর নাম আছে, জন্মপত্র আছে । শিববাবা হলেন নিরাকার । তাঁর কোনো জন্মপত্র নেই । কৃষ্ণের হলো এক নম্বর জন্মপত্র । মানুষ শিব জয়ন্তীও পালন করে । শিববাবা হলেন নিরাকার, কল্যাণকারী । বাবা যেহেতু আসেন, তিনি অবশ্যই অবিদ্যাবাদী উত্তরাধিকার দেবেন । তাঁর নাম হলো শিব । বাবা, টিচার, সঙ্কর এই তিনই হলেন এক । তিনি কতো ভালোভাবে পড়ান । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্নেহ - সুমন, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । আত্মাদের বাবা আত্মা রূপী বাচ্চাদের জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :--

১) বুদ্ধির দ্বারা এই দুঃখধামের সন্ন্যাস করে স্মৃতিকে শান্তিধাম আর সুখধামে রাখতে হবে । ভারতের বা নিজের প্রকৃত সেবা করতে হবে । সবাইকে আধ্যাত্মিক নলেজ শোনাতে হবে ।

২) নিজের সত্যযুগী জন্মসিদ্ধ অধিকার নেওয়ার জন্য এক বাবার প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস রাখতে হবে । মনের মধ্যে অজপা জপ চলতেই থাকবে । রোজ অবশ্যই পড়া করতে হবে ।

বরদান :-- সাইলেন্সের শক্তির দ্বারা আত্মশক্তির উড়ানকে তীব্রগতি করে বিশ্ব পরিবর্তক ভব

সায়েন্সের উপকরণ গুলির তীব্রগতিকে সায়েন্সের দ্বারাই কাটা যেতে পারে, আয়ত্তেও আনা যেতে পারে, কিন্তু আত্মার গতি তো এখনও পর্যন্ত না কেউ ধরতে পেরেছে, না ধরতে পারে, এতে সায়েন্স নিজেকে অকৃতকার্য মনে করে । যেখানে সায়েন্স ফেল করে সেখানে সাইলেন্সের শক্তিতে যা চাও তাই করতে পারো । তাই আত্মশক্তির উড়ান তীব্রগতিতে করো, এই শক্তিতেই স্ব পরিবর্তন, চাইলে কারোর বৃত্তির

পরিবর্তন, বায়ুমণ্ডলের পরিবর্তন করে বিশ্ব পরিবর্তক হতে পারো । তীব্রতার নিদর্শন হল চিন্তা করলে
আর হয়ে গেলো ।

স্লোগান :-- দয়ালু এবং সহযোগী শিক্ষা প্রদাতা হও ।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- নিজের কর্মের চাট বা পোতামেল চেক করো যে সারাদিন বাবাকে কতবার স্মরণ করছি, কোনও ভুল তো করিনি ? কারণ তোমরা প্রত্যেকে হলে ব্যাপারী"

প্রশ্ন:- অন্তর্মুখী হয়ে কোন একটি পরিশ্রম করলে অপার খুশী থাকবে ?

উত্তর :- জন্ম-জন্মান্তর যা কিছু করেছে, যা কিছু সামনে আসতে থাকে, সেসব থেকে বুদ্ধিযোগ ছিন্ন করে সত্যে প্রধান হওয়ার জন্য বাবাকে স্মরণ করার পরিশ্রম করতে থাকো। চারিদিক থেকে বুদ্ধি সরিয়ে অন্তর্মুখী হয়ে বাবাকে স্মরণ করো। সার্ভিসের প্রমাণ দাও তাহলেই অপার খুশী থাকবে ।

ওম্ শান্তি । বাবা বসে বাচ্চাদের বোঝান, এই কথা তো বাচ্চারা জানে যে আত্মাদের পিতা পরমাত্মা (রুহানী পিতা) আত্মা রূপী বাচ্চাদের (রুহানী বাচ্চাদের) বসে বোঝাচ্ছেন। আত্মাদের পিতা পরমাত্মা হলেন অসীম জগতের (বেহদের) পিতা। আত্মা রূপী বাচ্চারাও হল অসীম জগতের বাচ্চা। বাবার তো সব বাচ্চাদের সদগতি প্রদান করতে হবে। কাদের দ্বারা ? এই বাচ্চাদের দ্বারা তিনি বিশ্বের সদগতি করবেন । সম্পূর্ণ বিশ্বের বাচ্চারা তো এখানে এসে অধ্যয়ন করে না। নাম-ই হল ঈশ্বরীয় বিশ্ব-বিদ্যালয়। মুক্তি তো সবার হয়। মুক্তি বলা বা জীবনমুক্তি বলা, মুক্তি-তে গিয়ে সবাইকে জীবনমুক্তিতে আসতেই হবে। অতএব এমন বলা হবে- সবাই জীবনমুক্তিতে আসে ভায়া মুক্তিধাম। একে অপরের পিছনে আসতেই হবে পাট প্লে করতে। ততক্ষণ মুক্তিধামে থেকে অপেক্ষা করতে হবে। বাচ্চারা এখন রচয়িতা ও রচনার কথা জেনেছে। এই সম্পূর্ণ রচনা হল অনাদি। রচয়িতা হলেন একমাত্র বাবা। এই সব আত্মারা যে আছে, সবাই অসীম জগতের পিতার সন্তান। যখন বাচ্চারা জানতে পারে তখন তারা-ই যোগ শিখতে আসে। এই যোগ হল ভারতের জন্যে। বাবা আসেন ভারতে। ভারতবাসীদের-ই যোগের যাত্রা শিখিয়ে পবিত্র করেন এবং নলেজ প্রদান করেন যে এই সৃষ্টি চক্র কিভাবে পরিক্রম করে, এইসব বাচ্চারা এখন জানে। রুদ্র মালা আছে যার গায়ন হয়, পূজন হয়, স্মরণ করা হয়। ভক্ত মালাও আছে। উঁচুর চেয়ে উঁচু হল ভক্তের মালা আছে। ভক্ত মালার পরে হবে জ্ঞান মালা। ভক্তি ও জ্ঞান আছে, তাইনা। ভক্ত মালাও আছে তো রুদ্র মালাও আছে। পরে আবার রুদ্র মালাও বলা হয় কারণ উঁচুর চেয়ে উঁচু হলেন মনুষ্য সৃষ্টিতে বিষ্ণু, যাকে সূক্ষ্মবতনে দেখানো হয়। প্রজাপিতা ব্রহ্মা তো হলেন ইনি, এনার মালাও আছে। শেষে যখন এই মালা তৈরি হয়ে যাবে তখন এই রুদ্র মালা ও বিষ্ণুর বৈজয়ন্তি মালাও তৈরি হবে। উঁচুর চেয়ে উঁচু হলেন শিববাবা পরে উঁচুর চেয়ে উঁচু হল বিষ্ণুর রাজস্ব। শোভা বৃদ্ধির জন্যে ভক্তিমার্গে কত চিত্র বানানো হয়েছে। কিন্তু জ্ঞান কিছুই নেই। তোমরা যে চিত্র তৈরি কর তার পরিচয় দিলে মানুষ বুঝবে। নাহলে শিব ও শঙ্কর এক করে দেয়।

বাবা বুঝিয়েছেন সূক্ষ্মবতনেও সমস্ত সাক্ষাৎকারের কথা আছে। হাড় মাংস সেখানে থাকে না। সাক্ষাৎকার করে। সম্পূর্ণ ব্রহ্মাও আছেন কিন্তু তিনি হলেন সম্পূর্ণ, অব্যক্ত। এখন ব্যক্ত ব্রহ্মা যিনি আছেন তাঁকে অব্যক্ত হতে হবে। ব্যক্ত-ই অব্যক্ত হয়, যাকে ফরিস্তা বলা হয়। তাঁর চিত্র সূক্ষ্মবতনে রাখা হয়েছে। সূক্ষ্ম বতনে গিয়ে, বলে বাবা অমৃতরস (সুবীরস) পান করালেন। এবারে সেখানে গাছপালা ইত্যাদি কিছুই হয় না। বৈকুণ্ঠ আছে, কিন্তু এমনও নয় বৈকুণ্ঠ থেকে নিয়ে এসে পান করাবেন। এইসব হল সূক্ষ্ম বতনে সাক্ষাৎকারের কথা। এখন তোমরা বাচ্চারা জানো যে, ঘরে অর্থাৎ

পরমধাম ফিরতে হবে এবং আত্মা অভিমানী হতে হবে। আমি আত্মা অবিনাশী, এই শরীর হল বিনাশী। আত্মার জ্ঞানও তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের বুদ্ধিতে আছে। তারা তো আত্মার বিষয়ে জানে না। তাদের তো এই কথাও জানা নেই যে কিভাবে আত্মার মধ্যে ৮৪ জন্মের পার্ট ভরা আছে। এই নলেজ কেবল বাবা-ই প্রদান করেন। নিজের (ওঁনার পরিচয়) নলেজও দেন। তোমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান করেন। ব্যস, এই পুরুষার্থ করতে থাকো - আমরা হলাম আত্মা, এখন পরমাত্মার সঙ্গে যোগ যুক্ত হতে হবে। সর্বশক্তিমান পতিত-পাবন একমাত্র বাবাকেই বলা হয়। সন্ন্যাসীরা বলে পতিত-পাবন এসো। কেউ তো আবার ব্রহ্মকে পতিত-পাবন বলে। এখন বাচ্চারা তোমাদের ভক্তির জ্ঞানও প্রাপ্ত হয়েছে যে ভক্তি কত সময় চলেছে, জ্ঞান কত সময় চলে ? এইসব বাবা বসে বোঝান। প্রথমে কিছুই জানা ছিল না। মানুষ হয়েও তুচ্ছ বুদ্ধি হয়ে গেছে। সত্যযুগে খুব স্বচ্ছ বুদ্ধি ছিল। তাঁদের মধ্যে কত দৈবী গুণ ছিল। বাচ্চারা তোমাদের দৈবী গুণ অবশ্যই ধারণ করতে হবে। কথায় বলে না মানুষ তো নয় যেন দেবতা। যদিও সাধু, সন্ন্যাসী, মহাত্মাদের লোকেরা সম্মান করে তবুও তাদের দৈবী বুদ্ধি তো নয়। রজোগুণী বুদ্ধি হয়ে যায়। রাজা, রানী, প্রজা আছে, তাইনা। রাজধানী কখন এবং কিভাবে স্থাপন হয় - সেই কথা দুনিয়া জানে না। এখানে তোমরা সব নতুন কথা শোনো। মালার রহস্যও বোঝানো হয়েছে। উঁচুর চেয়ে উঁচু হলেন শিববাবা। তাঁর মালা উপরে রয়েছে, তিনি হলেন রুদ্র নিরাকার তারপরে হলেন সাকার লক্ষ্মী নারায়ণ তাঁদেরও মালা আছে। ব্রাহ্মণদের মালা এখন তৈরি হয় না। শেষ সময়ে তোমাদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের মালাও তৈরি হয়। এইসব কথায় বেশী প্রশ্ন উত্তর করার প্রয়োজন নেই। মূল কথা হল নিজেকে আত্মা ভেবে পরমপিতা পরমাত্মাকে স্মরণ করো। এই বিশ্বাস দুট মজবুত হওয়া চাই। মূল কথা হল পতিতদের পবিত্র করা। সম্পূর্ণ দুনিয়া হল পতিত, তাদের পবিত্র করতে হবে। মূলবতনেও সবাই পবিত্র থাকে, তো সুখধামেও সবাই পবিত্র থাকে। তোমরা পবিত্র হয়ে পবিত্র দুনিয়ায় প্রবেশ কর। বর্তমানে পবিত্র দুনিয়া স্থাপন হচ্ছে। এই সব ড্রামাতে নির্দিষ্ট আছে।

বাবা বলেন, সারা দিনের কর্মের চার্ট (পোতামেল) দেখো - কোনো ভুল হয়নি তো ? ব্যবসায়ী গণ হিসাবের খাতা দেখেন, এইটিও ধন উপার্জন তাইনা। তোমরা প্রত্যেকে এক একজন ব্যবসায়ী। বাবার সঙ্গে ব্যবসা কর। নিজেকে পরখ করা উচিত - আমাদের মধ্যে কত গুলি দৈবী গুণ আছে ? বাবাকে কত স্মরণ করি ? আমরা কতবার অশরীরী অবস্থায় থাকি ? আমরা অশরীরী এসেছিলাম আবার অশরীরী হয়ে ফিরে যেতে হবে। এখনও সবাই আসছে। মধ্যখানে কারো ফিরে যাওয়ার নেই। সবাইকে একসাথেই ফিরতে হবে। যদিও সৃষ্টি খালি থাকে না, গায়ন আছে রাম গেল, রাবণ গেল ... কিন্তু থাকে দুইজনেই। রাবণ সম্প্রদায় চলে গেলে আর ফিরে আসেনা। কিছু জন বাকি থেকে যায়। এইসব ভবিষ্যতে গিয়ে সব সাক্ষাৎকার হবে। এই কথা জানতে হবে যে নতুন দুনিয়ার স্থাপনা কিভাবে হচ্ছে, পরবর্তীকালে কি কি হবে ? তখন শুধুমাত্র আমাদের ধর্ম রয়ে যাবে। সত্যযুগে তোমরা রাজ্য করবে। কলিযুগ শেষ হয়ে যাবে, তারপরে সত্যযুগ আসবে। এখন রাবণ সম্প্রদায় ও রাম সম্প্রদায় দুই-ই আছে। সঙ্গমযুগেই এইসব হয়। এখন তোমরা এইসব কিছু জানো। বাবা বলেন যে রহস্য উন্মোচন এখনো বাকি রয়েছে , সেসব ভবিষ্যতে ধীরে ধীরে বোঝানো হবে। যা রেকর্ডে আছে , সেসব জানতে পারবে। তোমরা বুঝতে পারবে। আগে থেকেই কিছু বলা হবে না। এও ড্রামার প্ল্যান , রেকর্ড উন্মোচিত হয়। বাবা বলতে থাকেন। তোমার বুদ্ধিতে এইসব কথা বুঝবার শক্তি বেড়ে যায়। যেমন যেমন বাবার রেকর্ড বাজবে তেমন ভাবে বাবার মুরলি চলবে। ড্রামার রহস্য সম্পূর্ণ টি ভরা আছে। এমন নয়, রেকর্ড থেকে পিন সরিয়ে মাঝখানে রাখতে পারবে যাতে

আবার রিপিট হোক। না, সেসব আবার নতুন করে রিপিট হবে। কোনো নতুন কথা নয়। বাবার কাছে যা কিছু নতুন কথা থাকবে সব রিপিট হবে। তোমরা শুনবে ও শোনাবে। বাকি সবকিছু গুপ্ত থাকবে। এই ভাবে রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। পুরো মালা-টি তৈরি হচ্ছে। তোমরা ভিন্ন ভিন্ন রাজার বংশে জন্ম নেবে। রাজা, রানী, প্রজা সবই চাই। এসবের জন্যে বুদ্ধি দ্বারা কাজ নিতে হবে। প্রাক্তিক্যালে যা হবে দেখা যাবে। যারা এখান থেকে যায় তারা ধনী ঘরে জন্ম নেয়। এখনও সেখানে তোমাদের অনেক আপ্যায়ন করা হয়। এই সময়েও রক্ত জড়িত সামগ্রী অনেকের কাছেই রয়েছে। কিন্তু তাদের মধ্যে এত শক্তি নেই, শক্তি রয়েছে তোমাদের মধ্যে। তোমরা যেখানে যাবে সেখানে নিজেদের প্রত্যক্ষ করাবে। তোমরা তো উচ্চ মানের হয়ে ওঠো, তাই তোমরা সেখানে গিয়ে নিজেদের দৈবী চরিত্র প্রদর্শন করবে। অসুরী বাচ্চারা জন্ম থেকেই কাঁদবে। অপবিত্র হতে থাকবে। তোমরা খুব নিয়ম অনুযায়ী প্রতিপালিত হবে। অপবিত্রতার কোনো চিহ্নই থাকবে না। আজকালকার বাচ্চারা তো অপবিত্র হয়ে যায়। সত্যযুগে এমন হতে পারে না। সেই সময়টা তো হেভেন বা স্বর্গ, তাইনা। সেখানে কোনো রূপ দুর্গন্ধ নেই যে বলতে হবে ধূপকাঠি জ্বালাও। বাগানে অনেক রকমের সুগন্ধিত ফুল থাকবে। এখানকার ফুলে এমন সুগন্ধ নেই। সেখানে তো প্রত্যেকটি জিনিসে ১০০ শতাংশ সুগন্ধ থাকে। এখানে তো ১ শতাংশও নেই। সেখানে তো ফুলের কোয়ালিটি ফার্স্টক্লাস হবে। এখানে যতই কেউ ধনী, সম্পদশালী হোক না কেন তবুও সেই রকমের হবে না। সেখানে তো বিভিন্ন রকমের জিনিস থাকবে। বাসন ইত্যাদি সবই সোনার হবে। যেমন এখানকার পাথর, সেখানে হবে সোনা আর সোনা। বালিতেও সোনা থাকবে। ভেবে দেখো - কত সোনা হবে! যার দ্বারা বাড়ি ঘর তৈরি হবে। সেখানে এমন ঋতু থাকবে - না শীত, না গ্রীষ্ম। সেখানে গরমের প্রকোপ থাকবে না যে ফ্যান বা পাখা চালাতে হবে। তার নামই হল স্বর্গ। সেখানে অপার সুখ থাকবে। তোমাদের মতন লক্ষকোটি গুণ (পদ্মাপদম) ভাগ্যবান আর কেউ হয় না। লক্ষ্মী-নারায়ণের কত মহিমা গাওয়া হয়। যিনি তাঁদের এমন তৈরি করেন, তাঁর কত মহিমা গায়ন হওয়া উচিত ! প্রথমে হয় অব্যভিচারী ভক্তি, তারপরে দেবতাদের ভক্তি আরম্ভ হয়। তাকেও ভূত পূজা বলা হবে। শরীর তো আর সেইরূপ নেই। পাঁচ তন্ত্রের পূজা হয়। শিববাবার জন্যে এমন বলা হবে না। পূজা করার জন্যে কোনও জিনিসের বা সোনার মূর্তি তৈরি করা হয়। আত্মাকে সোনা বলা হবে না। আত্মা কি দিয়ে তৈরি ? শিবের চিত্র কি দিয়ে তৈরি হয় তা চট করে বলতে পারবে। কিন্তু আত্মা-পরমাত্মা কি দিয়ে তৈরি হয়েছে, তা কেউ বলতে পারে না। সত্যযুগে ৫-টি তন্ত্রও শুদ্ধ হয়। এখানে সবই অশুদ্ধ। অতএব পুরুষার্থী বাচ্চারা এমন এমন চিন্তন করবে। বাবা বলেন সব কথাকে ত্যাগ করো। যা হওয়ার হবে। প্রথমে বাবাকে স্মরণ করো। চারিদিক থেকে বুদ্ধি সরিয়ে মামেকম্ স্মরণ করো (কেবলমাত্র আমাকে স্মরণ করো), তাহলে বিকর্ম বিনাশ হবে। যা কিছু শোনো সেসব ছেড়ে একটি কথা পাকা করো যে আমাদের সতোপ্রধান হতে হবে। তারপরে সত্যযুগে যা কল্প-কল্প হয়েছে, তাই হবে। তাতে কোনও তফাৎ হবে না। মূল কথা হল, বাবাকে স্মরণ করো। এইটি হল পরিশ্রম। সেটাই সম্পূর্ণ রূপে করো। ঝড়, তুফান তো অনেক আসবে। জন্ম জন্মান্তর যা কিছু করেছে, সেসব সামনে আসে। অতএব সব দিক থেকে বুদ্ধি সরিয়ে আমাকে স্মরণ করার পুরুষার্থ করো, অন্তর্মুখী হয়ে। বাচ্চারা, তোমাদের মনে পড়েছে, তাও নম্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে। সার্ভিস দ্বারা সব কিছু জানা যায়। সার্ভিস যারা করে তাদের সার্ভিস করার খুশী থাকে। যারা ভালো সার্ভিস করে তাদের সার্ভিস করার প্রমাণ পাওয়া যায়। পান্ডা রূপে অর্থাৎ গাইড রূপে আসে। কে মহারথী, কে সহিস, কে পেয়াদা, সেসব জানতে পারা যায়। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণ স্নেহ ও গুডমর্নিং। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী সন্তানদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) অন্য সব কথা ত্যাগ করে, বুদ্ধিকে চারিদিক থেকে সরিয়ে সত্যে প্রধান হওজন্য অশরীরী হওয়ার অভ্যাস করতে হবে। দৈবী গুণ ধারণ করতে হবে।

২) বুদ্ধিতে সু-চিন্তা রাখতে হবে, আমাদের রাজ্যে (স্বর্গে) কি-কি হবে, সেই বিষয়ে চিন্তন করে নিজেকে সেইরূপ উপযুক্ত চরিত্রবান বানাতে হবে। এখান থেকে (কলিযুগ থেকে) বুদ্ধিকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে।

বরদান :- অল্পকালের অবলম্বনের ভরসা ত্যাগ করে একমাত্র বাবাকে অবলম্বন রূপে স্বীকার করতে পারা যথার্থ পুরুষার্থী ভব

ব্যাখ্যা: পুরুষার্থের অর্থ এই নয় যে একবার করা ভুল বার-বার করতে থাকো এবং পুরুষার্থকে নিজের অবলম্বন ভেবে নাও। যথার্থ পুরুষার্থী অর্থাৎ পুরুষ (আত্মা রূপী কর্তা) হয়ে রথের দ্বারা কার্য পরিচালনা করতে পারা। এখন অল্পকালের অবলম্বনের ভরসা ত্যাগ করো। অনেক বাচ্চারা বাবার পরিবর্তে দেহের সম্পর্ক গুলিকে ভরসা করে অবলম্বন বা আশ্রয় ভেবে নেয়, সে নিজের স্বভাব-সংস্কার হোক, বা পরিস্থিতি, সবই হল অল্পকালের অবলম্বন। এ সবই হল বাহ্য আড়ম্বর যুক্ত, প্রপঞ্চময়। একমাত্র বাবার অবলম্বন-ই হল ছত্রছায়া।

স্লোগান - নলেজফুল হল সে যে মায়াকে দূর থেকে পরখ করে নিজেকে শক্তিশালী করে নেয়।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- তোমাদের এই জীবন দেবতাদের থেকেও উত্তম, কারণ তোমরা এখন রচয়িতা আর রচনাকে যথার্থরূপে জেনে আস্তিক হয়েছ"

প্রশ্ন :- সঙ্গমযুগী ঈশ্বরীয় পরিবারের বিশেষত্ব কি যা পুরো কল্পেও আর হবে না ?

উত্তর :- বাচ্চারা, এইসময় স্বয়ং ঈশ্বর পিতা-রূপে তোমাদের লালন-পালন করেন, শিক্ষক-রূপে পড়ান এবং সঙ্গরূপে তোমাদের ফুল(গুল-গুল)বানিয়ে সঙ্গে করে নিয়ে যান। সত্যযুগে দৈবী-পরিবার হবে কিন্তু এমন ঈশ্বরীয় পরিবার হতে পারে না। বাচ্চারা, তোমরা হলে এখন অসীম জগতের সন্ন্যাসীও, আবার রাজযোগীও। রাজস্ব নেওয়ার জন্য পড়ছো ।

ওম্ শান্তি । এ হলো স্কুল বা পাঠশালা। কাদের পাঠশালা ? আত্মাদের পাঠশালা। এ তো অবশ্যই ঠিক যে আত্মা শরীর ব্যতীত কিছু শুনতে পারে না। যখন বলা হয় যে, আত্মাদের পাঠশালা তখন বোঝা উচিত -- আত্মা শরীর ছাড়া তো বুঝতে পারে না। তখন আবার বলতে হবে জীবাত্মা। এখন জীবাত্মাদের পাঠশালা তো সবই, তাই বলা হয় যে, এ হলো আত্মাদের পাঠশালা আর পরমপিতা পরমাত্মা এসে পড়ান। ওটা হলো পার্থিব পড়াশোনা, এ হলো অপার্থিব(আত্মিক)পড়া, যা অসীম জগতের পিতা এসে পড়ান। তাই এ হলো গড ফাদারের ইউনিভার্সিটি। ভগবানুবাচ, তাই না ? এটা ভক্তিমার্গ নয়, এ হলো পড়াশোনা। স্কুলে পড়াশোনা হয়। ভক্তি তো মন্দির ইত্যাদি স্থানে হয় । এখান কে পড়ায় ? ভগবানুবাচ। আর কোনও পাঠশালায় ভগবানুবাচ হয়ই না। শুধুমাত্র এই একটাই জায়গা আছে যেখানে ভগবানুবাচ হয়। উচ্চ থেকেও উচ্চতম ভগবানকেই জ্ঞান- সাগর বলা হয়, তিনিই জ্ঞান দিতে পারেন। আর বাকি সবই হলো ভক্তি। ভক্তির বিষয়ে বাবা বুঝিয়েছেন যে, এতে(ভক্তিতে) কোনো সঙ্গতি হয় না। সকলের সঙ্গতিদাতা এক পরমাত্মা, তিনি এসে রাজযোগ শেখান। আত্মা শরীর দ্বারা শোনে। আর কোনো নলেজ ইত্যাদিতে ভগবানুবাচ নেই। একমাত্র ভারতই হলো সেই স্থান যেখানে শিবরাত্রি পালন করা হয়। ভগবান তো নিরাকার তাহলে শিবরাত্রি কিভাবে পালন করে। জন্মদিন(জয়ন্তী) তো তখন হয় যখন শরীরে প্রবেশ করে। বাবা বলেন, আমি তো কখনও গর্ভে প্রবেশ করি না। তোমরা সবাই গর্ভে প্রবেশ কর। ৮৪ জন্ম নাও। সর্বাপেক্ষা অধিকবার জন্মগ্রহণ করে এই লক্ষ্মী-নারায়ণ। ৮৪ জন্ম নিয়ে আবার শ্যামবর্ণের, গ্রাম্য ছেলে হয়ে যায়। লক্ষ্মী-নারায়ণ বলো আর রাধা-কৃষ্ণ বলো। রাধা-কৃষ্ণ হলো শৈবকালে। তারা যখন জন্মগ্রহণ করে তখন স্বর্গে জন্ম নেয়, যাকে বৈকুণ্ঠও বলে। সর্বপ্রথম জন্ম হয় ঐনার(ব্রহ্মা), তাই ৮৪ জন্মও ইনিই নেন। শ্যাম(কালো) আর সুন্দর, সুন্দর তথা পুনরায় শ্যামবর্ণের। কৃষ্ণ সকলের কাছেই অতি প্রিয়। কৃষ্ণের জন্মই তো হয় নতুন দুনিয়ায়। পুনরায় জন্ম নিতে নিতে এসে পুরনো দুনিয়ায় পৌঁছায় তখন কালো(শ্যামবর্ণ) হয়ে যায়। এ খেলাই হলো এমন। ভারত প্রথমে সতোপ্রধান সুন্দর ছিল, এখন কালো(তমোপ্রধান) হয়ে গেছে। বাবা বলেন, এতো সব আত্মারা হলো বাবার সন্তান। এখন সকলে কাম-চিতায় বসে কালো হয়ে গেছে। আমি এসে সকলকে ফিরিয়ে নিয়ে যাই। এই সৃষ্টি-চক্র এরকমই। ফুলের বাগিচাই পুনরায় কাঁটার জঙ্গলে পরিনত হয়। বাবা বোঝান, বাচ্চারা, তোমরা কত সুন্দর বিশ্বের মালিক ছিলে, এখন পুনরায় তৈরী হচ্ছে। এই লক্ষ্মী-নারায়ণ বিশ্বের মালিক ছিল। তাঁরা ৮৪ জন্ম ভোগ করে পুনরায় এমন তৈরী হচ্ছে অর্থাৎ তাঁদের আত্মা এখন পড়ছে।

তোমরা জানো যে, সত্যযুগে অপার(অসীম) সুখ রয়েছে, সেইজন্য কখনো বাবাকে স্মরণ করার প্রয়োজনও পড়ে না। কথিতও আছে --- দুঃখে স্মরণ সকলেই করে..... কার স্মরণ ? বাবার। এতো সব-কে স্মরণ করতে হবে না। ভক্তিতে কতো স্মরণ করে। কিছুই জানে না। কৃষ্ণ কখন এসেছে, তিনি কে -- কিছুই জানে না। কৃষ্ণ আর নারায়ণের মধ্যে প্রভেদ কি তাও জানে না। শিববাবা হলেন সর্বোচ্চ। আবার তাঁর নীচে হলো ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্কর.... তাঁদেরকে দেবতা বলা হয়। লোকেরা তো সকলকেই ভগবান বলে সম্বোধন করে। সর্বব্যাপী বলে দেয়। বাবা বলেন -- সর্বব্যাপী তো মায়া ও বিকার যা প্রত্যেকের ভিতরেই রয়েছে। সত্যযুগে কোনো বিকার থাকে না। মুক্তিধামেও আত্মা পবিত্র থাকে। অপবিত্রতার কোনও কথাই নেই। তাই এই রচয়িতা বাবা-ই এসে এখন নিজের পরিচয় দেন, আদি-মধ্য-অন্তের রহস্য বোঝান, যার ফলে তোমরা আস্তিক হয়ে যাও। তোমরা একবার-ই আস্তিক হও। তোমাদের এই জীবন দেবতাদের থেকেও উত্তম। স্মরণও করা হয় যে, মনুষ্য জীবন অতি দুর্লভ। আর যখন পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ হয় তখন তা হীরে-তুল্য হয়ে যায়। লক্ষ্মী-নারায়ণকে (তাঁদের জীবনকে) হীরে-তুল্য বলা যাবে না। তোমাদের জন্ম হীরে-তুল্য। তোমরা হলে ঈশ্বরীয় সন্তান, ঐরা(লক্ষ্মী-নারায়ণ) দৈবী-সন্তান। এখানে তোমরা বল যে, আমরা হলাম ঈশ্বরীয় সন্তান, ঈশ্বর আমাদের পিতা, তিনি আমাদের পড়ান কারণ তিনি জ্ঞানের সাগর, তাই না, তিনি রাজযোগ শেখান। এই জ্ঞান তো এই একবারই পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগে পাওয়া যায়। এ হলো উত্তম থেকে উত্তম পুরুষ (আত্মা) হওয়ার যুগ, যাকে দুনিয়া জানেই না। সকলেই কুস্কর্কের মতো অজ্ঞানতার নিদ্রায় আচ্ছন্ন(ঘুমিয়ে) হয়ে রয়েছে। সকলেই বিনাশের সম্মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তাই বাচ্চারা, এখন তোমরা কারোর সাথেই সম্বন্ধ রেখো না। বলা হয় যে, অন্তিমকালে যে স্ত্রী-কে স্মরণ করে.....(অর্থাৎ কামের বশীভূত থাকে, তবে দেহপসারিণী হয়ে জন্ম হয়) অন্তিমসময়ে শিববাবাকে স্মরণ করলে নারায়ণের বংশে(বৈষ্ণবকুল) আসবে। এই সিঁড়ি একদম সঠিক। লিখিত আছে --- আমরা (ব্রাহ্মণ) তথা দেবতা আবার তথা ক্ষত্রিয় ইত্যাদি। এইসময় হলো রাবণ-রাজ্য, যখন (তোমরা) নিজেদের আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মকে ভুলে অন্য ধর্মে আটকে পড়েছ। এই সমগ্র দুনিয়াই এখন লক্ষা। এছাড়া স্বর্ণ-লক্ষা বলে কিছু ছিল না। বাবা বলেন, তোমরা নিজেদের থেকেও বেশী আমার গ্লানি করেছে, নিজেদের জন্য ৮৪ লক্ষ আর আমাকে কণায়-কণায়(অনু-পরমানু-তে) বলে দিয়েছ। এমন অপকারীর উপরেও আমি উপকার করি। বাবা বলেন, তোমাদের কোনো দোষ নেই, এ হলো ড্রামার খেলা। সত্যযুগের শুরু থেকে নিয়ে কলিযুগের অন্তিম পর্যন্ত এই খেলা চলে, যাকে আবার রিপীট হতেই হবে। একে(খেলা) বাবা ছাড়া আর কেউ-ই বোঝাতে পারে না। তোমরা সকলেই হলে ব্রহ্মাকুমার-কুমারী। তোমরা অর্থাৎ ব্রাহ্মণেরা হলে ঈশ্বরীয় সন্তান। তোমরা ঈশ্বরীয় পরিবারে বসে রয়েছে। সত্যযুগে হবে দৈবী-পরিবার। এই ঈশ্বরীয় পরিবারে বাবা তোমাদের লালন-পালনও করেন, পঠন-পাঠনও করান আবার ফুল বানিয়ে সঙ্গে করে নিয়েও যাবেন। তোমরা পড়ো মনুষ্য থেকে দেবতা হওয়ার জন্য। গ্রন্থসাহেবে রয়েছে যে, মনুষ্য থেকে দেবতা হতে বেশি সময় লাগে না (মনুষ্য সে দেবতা কিয়ৎ করত না লাগি বার), তাই পরমাত্মাকে জাদুকরও বলা হয়। নরক-কে স্বর্গে পরিণত করা, এ তো জাদুরই খেলা, তাই না। স্বর্গ থেকে নরকে পরিণত হতে ৮৪ জন্ম লাগে, আবার নরক থেকে স্বর্গ এক সেকেন্ডেই হয়ে যায়। এক সেকেন্ডে জীবনমুক্তি। আমি আত্মা, আত্মাকে জেনেছি, বাবাকেও জেনে নিয়েছি। আর কোনো মানুষ(অজ্ঞানী) জানে না যে, আত্মা কি? গুরু অনেক, সঙ্গুরু এক। বলা হয় যে, সঙ্গুরু হলেন অকালমূর্তি। সঙ্গুরু হলেন একজনই, তিনি

পরমপিতা পরমাত্মা। কিন্তু গুরু তো অনেক। নির্বিকারী তো কেউ-ই নয়। সকলেই বিকার থেকে জন্ম নেয়।

এখন রাজধানী স্থাপিত হচ্ছে। তোমরা সকলেই এখানে রাজত্ব(রাজাই) প্রাপ্ত করার জন্য পড়ছো। তোমরা হলে রাজযোগী, অসীম জগতের(বেহদের) সন্ন্যাসী। ওইসমস্ত হঠযোগীরা হলো পার্থিব জগতের সন্ন্যাসী। বাবা এসে সকলের সঙ্গতি করে সবাইকে সুখী করে দেন। আমাকেই বলা হয় সন্ন্যাসী অকালমূর্তি। ওখানে(স্বর্গ) আমরা ঘন-ঘন(প্রতি মুহূর্তে) শরীর ত্যাগ আর গ্রহণ করি না। ওখানে কাল গ্রাস করে না। তোমাদের আত্মাও অবিনাশী, কিন্তু পতিত আর পাবন হয়ে যায়। (আত্মা) অলিপ্ত অর্থাৎ লেপ-ছেপহীন নয়। ড্রামার রহস্যও বাবা-ই বোঝান। রচয়িতাই রচনার আদি-মধ্য-অন্তের রহস্যকে বোঝেন, তাই না। তিনিই হলেন জ্ঞানের সাগর, আমাদের একমাত্র পিতা। তিনিই তোমাদেরকে মনুষ্য থেকে দেবতা, দ্বি-মুকুটধারী বানান। তোমাদের জন্ম তো কড়ি-তুল্য ছিল। এখন তোমরা হীরে-তুল্য তৈরী হচ্ছে। বাবা-ই তো ব্রাহ্মণ তথা দেবতা..... শূদ্র তথা ব্রাহ্মণ(হাম সো, সো হাম) -- এই মন্ত্রের অর্থ বুঝিয়েছেন। ওরা (অজ্ঞানী) বলে যে, আত্মাই পরমাত্মা তথা পরমাত্মাই আত্মা, অর্থাৎ আমিই সে, সে-ই আমি। বাবা বলেন, আত্মাই পরমাত্মা কি করে হতে পারে ? বাবা তোমাদের বোঝান -- আমরা অর্থাৎ আত্মারা এইসময় হলাম ব্রাহ্মণ, আবার আমরা আত্মারা ব্রাহ্মণ তথা দেবতা হব, পুনরায় তথা ক্ষত্রিয় হব, আবার শূদ্র তথা ব্রাহ্মণ হব। সর্বাপেক্ষা উচ্চ জন্ম হলো তোমাদের। এটা হলো ঈশ্বরীয় আশ্রয়। তোমরা কার কাছে বসে আছো ? মাতা-পিতার কাছে। সকলেই ভাই-বোন। বাবা আত্মাদের শিক্ষা দেন। তোমরা সকলেই আমার সন্তান, অবিনাশী উত্তরাধিকারের অধিকারী, তাই পিতা পরমাত্মার কাছ থেকে সকলেই উত্তরাধিকার নিতে পারে। আবালবৃদ্ধ, ছোট, বড় সকলের-ই বাবার কাছ থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করার অধিকার রয়েছে। তাই বাচ্চাদেরও এটাই বোঝাও -- নিজেকে আত্মা নিশ্চয় কর আর বাবাকে স্মরণ কর তবেই পাপ কেটে (দূর হয়ে) যাবে। ভক্তিমার্গের মানুষেরা তো এই কথা কিছুই বুঝতে পারে না। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাত-পিতা বাপদাদার স্নেহ-স্মরণ ও সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা-রূপী সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার ।

রাত্রি ক্লাস:-

বাচ্চারা বাবাকে জানেও আর বোঝেও যে বাবা-ই পড়াচ্ছেন, ঔঁনার কাছ থেকে অসীম জগতের উত্তরাধিকার পাবে। কিন্তু মুশকিল হলো এই যে, মায়া ভুলিয়ে দেয়। কোনো না কোনো বিঘ্ন চলে আসে, যার ফলে বাচ্চারা ভয় পেয়ে যায়। তারমধ্যেও প্রথম নম্বরের বিকারে (কাম) পতিত হয়। চোখ ধোঁকা দিয়ে দেয়। এখানে কোন চোখ উপরে ফেলার কোনো ব্যাপার নেই। বাবা জ্ঞান-নেত্র প্রদান করেন। জ্ঞান আর অজ্ঞানতার লড়াই চলে। জ্ঞান হলো বাবা, আর অজ্ঞান হলো মায়া। এদের লড়াই অত্যন্ত তীক্ষ্ণ(ভয়ংকর)। অধঃপতনে গেলেও বুঝতে পারে না। আবার অনুভবও করে যে, আমি পতিত হয়ে গেছি, আমি নিজের অনেক ক্ষতি করেছি। মায়া যদি একবার হারিয়ে দেয়, তখন আবার উপরে চড়া খুবই মুশকিল হয়ে যায়। অনেক বাচ্চারা বলে, আমরা যখন ধ্যান(ট্রান্সে) চলে যাই, তখনও কিন্তু সেখানেও মায়া প্রবেশ করে। জানতেও পারা যায় না। মায়া চুরি করাবে, মিথ্যা

বলাবে। মায়া কি না করায় ! তা আর জিজ্ঞাসা কোরো না। নোংরা (অপবিত্র) করে দেয়। ফুল হতে-হতে আবার ছিঃ-ছিঃ (অপবিত্র) হয়ে যায়। মায়া এতো শক্তিশালী যে প্রতি মুহূর্তে পতনের দিকে নিয়ে যায়।

বাচ্চারা বলে, বাবা আমরা প্রতি মুহূর্তে ভুলে যাই। পুরুষার্থ করান বাবা, তিনি তো একজনই, কিন্তু কারোর ভাগ্যে যদি না থাকে তাহলে সে পুরুষার্থও করতে পারে না। এরজন্য কারোর কাছে বিশেষ আনুকূল্যও পেতে পারে না আর না (বাবা) অতিরিক্ত পড়া পড়ান। লৌকিক পড়ায় তো এক্সট্রা করে পড়ানোর জন্য আলাদাভাবে টীচারকে ডাকা হয়। বাবা তো ভাগ্য তৈরীর জন্য সকলকে একইরকম(একরস) পড়ান। এক-একজনকে আলাদা-আলাদা কিভাবে পড়াবেন ? তাঁর কত অধিকসংখ্যক বাচ্চা। লৌকিক পড়ায় যদি কোন ধনী ব্যক্তির সন্তান হয়, আর অধিক ব্যয় করতে পারে তবে তাকে আলাদাভাবে অতিরিক্তও পড়ানো হয়। শিক্ষক জানে যে, এ নির্বোধ(বোকা) তাই তাকে পড়িয়ে স্কলারশিপ(বৃত্তি) পাওয়ার যোগ্য করে তোলে।(শিববাবা) এই বাবা এমন করেন না। তিনি তো সকলকেই একরস(সমানভাবে) পড়ান। ওটা হলো টীচারের অতিরিক্ত পুরুষার্থ করানো। ইনি তো কাউকে অতিরিক্ত পুরুষার্থ করান না। এক্সট্রা পুরুষার্থ মানেই হলো টীচারের কিছু কৃপা করা। যদিও এরজন্য পয়সা নেয়। বিশেষ সময় দিয়ে পড়ায় তাই সে বেশী পড়ে হুশিয়ার (চালাক) হয়ে যায়। এখানে তো বেশী কিছু পড়ার কোন ব্যাপারই নেই। এঁনার তো একটাই কথা। একটাই মহামন্ত্র দেন --- মন্মনাভব-র। স্মরণের দ্বারা কি হয়, বাচ্চারা, তা তো তোমরা বোঝো। বাবা-ই পতিত-পাবন, তোমরা জানো যে, তাঁকে স্মরণ করলেই আমরা পবিত্র হয়ে যাব। আচ্ছা -- ওড নাইট।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) সমগ্র দুনিয়াই এখন কবরে (সমাপ্ত) পরিণত হবে। বিনাশ সম্মুখে এসে গেছে, তাই কারোর সঙ্গে সশ্রদ্ধ রেখো না। অন্তিম সময়ে যেন একমাত্র বাবাই স্মরণে থাকে।

২) শ্যামবর্ণ থেকে সুন্দর, পতিত থেকে পবিত্র হওয়ার, এটাই হলো পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ। (আত্মা) পুরুষের উত্তম হওয়ার এটাই সময়, সদা এই স্মৃতিতে থেকে নিজেকে কড়ি থেকে হীরে-তুল্য বানাতে হবে।

বরদান :- কারোর ব্যর্থ সমাচার শুনে আগ্রহ বা কৌতুহল প্রদর্শনের পরিবর্তে তাতে ফুলস্টপ প্রদানকারী পরমত থেকে মুক্ত ভব

বিস্তার:- অনেক বাচ্চারা চলতে-চলতে শ্রীমতের সঙ্গে আত্মাদের পরমত মিশ্রিত করে দেয়। যখন কোনো ব্রাহ্মণ জগৎ সংসারের খবর শোনায়, তখন তা অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে শোনে। করতে কিছুই পারে না, কিন্তু শুনে নেয়, তখন সেই সমাচার বুদ্ধিতে চলে যায়, আর টাইম ওয়েস্ট হয়ে যায়, তাই বাবার আজ্ঞা হলো এই যে, শুনেও শুনো না। যদি কেউ শুনিতেও দেয় কিন্তু তুমি তাতে ফুলস্টপ লাগিয়ে দাও। যে ব্যক্তির কথা শুনেছো তার প্রতি দৃষ্টি বা সঙ্কল্পেও যেন ঘৃণাভাব না আসে তবেই বলা হবে যে, পরমত থেকে মুক্ত।

স্লোগান :- যার হৃদয় বিশাল, তার স্বপ্নের মধ্যেও কখনও পার্থিব (জগতের) সংস্কার ইমার্জ হতে পারে না ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - অন্য সব সম্পর্ক ছেড়ে একের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করো, ভাই-ভাইয়ের দৃষ্টিতে দেখলে শরীরিক ভাব আসবে না, দৃষ্টি কু হবে না, বাণীতেও শক্তি আসবে"

প্রশ্ন :- বাবা বাচ্চাদের কাছে ঋণী - নাকি বাচ্চারা বাবার কাছে ঋণী ?

উত্তর :- যেহেতু তোমরা বাবার সবকিছুর অধিকারী বাচ্চা, তাই বাবা তোমাদের কাছে ঋণী । বাচ্চারা, তোমরা যা দান করো, তোমাদেরকে তার শতগুণ দিতে হয় বাবাকে। ঈশ্বরকে তোমরা যা দাও, পরবর্তী জন্মে তারই ফসল পাও। মাত্র এক মুঠো চালের পরিবর্তে বিশ্বের মালিক হও। অতএব কত উদার চিত্তের হওয়া উচিত ! তবে এমন মনোভাব যেন ঘুণাঙ্করেও না আসে যে, আমি বাবাকে দিচ্ছি।

ওঁম্ শান্তি ! মিউজিয়াম ও প্রদর্শনীগুলিতে ব্যাখ্যা করে বোঝাতে হবে তোমাদের- বর্তমান সময়কালটা মঙ্গলকারী পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ। যেহেতু একমাত্র তোমরাই তা জানো, তাই সবাইকে তোমরাই নানাভাবে বোঝাবে এই মঙ্গলকারী পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগের বিষয়ে। মিউজিয়াম খুব উপযুক্ত স্থান এই সেবার জন্য। যদিও অনেক বাচ্চাই যায় সেখানে কিন্তু খুব ভাল সার্ভিসেবল বাচ্চার সংখ্যা খুবই কম। আর সেন্টারগুলি হল সার্ভিস-স্টেশন। দিল্লিতে লেখা আছে - স্পিরিচুয়াল মিউজিয়াম (আধ্যাত্মিক সংগ্রহালয়) । এরও কোনো সঠিক উত্তর বের হয় না। বহু মানুষ জিজ্ঞাসা করে, তোমরা ভারতের কী সেবা করছ ? ভগবানুবাচ আছে না - এ হল ফরেস্ট (কাঁটার জঙ্গল)। তোমরা এই সময় সঙ্গমে রয়েছ, না ফরেস্টে, না গার্ডেনে রয়েছ (সত্যযুগে) । এখন তোমরা গার্ডেনে যাওয়ার পুরুষার্থ করছো । তোমরা এই রাবণের রাজত্বকে রাম রাজত্ব বানাচ্ছ। লোকে তোমাদেরকে প্রশ্ন করে - এত খরচ কোথা থেকে আসে ? বলাে আমরা বি. কে-রাই সব করি। তারা সার্বভৌমত্বকে (সভেরেন্টি) মানে না, তাই রাজাদের রাজত্বের অবসান ঘটিয়ে দিয়েছে। এই সময় সেই সব রাজারাও তমোপ্রধান হয়ে গেছে, তাই আর শোভা পায় না। সবই অবিনাশী ড্রামা অনুসারে হয়েছে, তাদের কোনো দোষ নেই। ড্রামাতে যা কিছু রয়েছে, সেই অনুসারেই আমরা আমাদের ভূমিকা পালন করি। কল্প কল্প ধরে শিব বাবার দ্বারা স্থাপনার এই পার্ট চলে। যা কিছু খরচ - খরচা, তা তোমরা বাচ্চারা করে থাকো, নিজের জন্যই। শ্রীমৎ অনুসারে নিজেরা খরচ করে থাকো, নিজেদের সত্যযুগী রাজধানী নির্মাণ করছ, এ বিষয়ে অন্যদের কিছু জানাই নেই। তোমাদের নাম অঙ্গাত যোদ্ধা (আননোন ওয়ারিয়র্স) নামে খ্যাত। বাস্তবে সেই সেনাতে আননোন ওয়ারিয়র্স বলে কিছু হয় না। কারণ সিপাহীদের নাম রেজিস্টার্ড থাকে। এমন হতে পারে না যে, কারো নাম রেজিস্টার করা নেই। বাস্তবে অঙ্গাত যোদ্ধা হলে তোমরা। তোমাদের নাম কোথাও রেজিস্টার করা নেই। তোমাদের হাতে কোনো যুদ্ধান্ত্র নেই। এই যুদ্ধে কোনো শারীরিক হিংসার কোনো ব্যাপার নেই। যোগ বলের দ্বারা তোমরা বিশ্বের উপরে বিজয় লাভ করো। ঈশ্বর হলেন সর্বশক্তিমান ! স্বরূপের দ্বারাই তোমরা শক্তি পেয়ে থাকো। সতোপ্রধান হওয়ার জন্য তোমরা বাবার সাথে যোগযুক্ত হচ্ছ। তোমরা সতোপ্রধান হয়ে গেলে রাজ্যও তো সতোপ্রধান হওয়া চাই । সেটাই তোমরা শ্রীমতের দ্বারা স্থাপন করছ । গুপ্ত (অঙ্গাত, ইনকগনিটো) তাদেরই বলা হবে, যারা রয়েছে, অথচ তাদের দেখতে পাওয়া যাবে না। তোমরা শিব বাবাকেও এই চর্মচক্ষু দিয়ে দেখতে পাবে না। তোমরাও হলে গুপ্ত, তাই শক্তিও তোমরা গুপ্ত ভাবেই নিচ্ছ। তোমরা বুঝতে পারো যে, আমরা পতিত থেকে পবিত্র হচ্ছি আর

পবিত্রতারই মধ্যেই শক্তি রয়েছে। সত্যযুগে তোমরা সবাই পবিত্র থাকবে। তাদেরই (যারা সত্যযুগে থাকবে) ৮৪ জন্মের কাহিনী বাবা বলছেন। তোমরা বাবার থেকে শক্তি নিয়ে, পবিত্র হয়ে পবিত্র দুনিয়াতে রাজ্য ভাগ্য লাভ করবে। বাহু বলের দ্বারা কেউই সমগ্র বিশ্বকে জয় করতে পারে না। এ হল যোগ বলের বিষয়। তারা যুদ্ধ করে, কিন্তু রাজ্য তোমাদের হাতেই আসবে। বাবা সর্বশক্তিমান, তাই তাঁর থেকে শক্তি পাওয়ারই তো কথা। তোমরা বাবাকে এবং রচনার আদি - মধ্য - অন্ত-কেও জানো।

তোমরা জানো যে, আমরাই হলাম স্বদর্শন চক্রধারী। এই স্মৃতি সকলের থাকে না। তোমাদের, অর্থাৎ বাচ্চাদের স্মৃতিতে থাকা চাই, কেননা তোমাদের, অর্থাৎ বাচ্চাদেরই এই নলেজ প্রাপ্ত হয়। বাইরের কেউ এ সব বুঝতে পারবে না সেইজন্য তাদেরকে এই সভায় বসানো হয় না। পতিত-পাবন বাবাকে সবাই আহ্বান করে, কিন্তু নিজেকে পতিত কেউই মনে করে না, এমনই গাইতে থাকে পতিত-পাবন সীতারাম। তোমরা সবাই হলে ব্রাইডস (কনে), বাবা হলেন ব্রাইডগ্রুম (বর)। তিনি আসেনই সকলের সঙ্গতি করতে। তোমাদের, অর্থাৎ বাচ্চাদের (স্ত্রান, গুণের শৃঙ্গার) সুসজ্জিত করেন। তোমরা ডবল ইঞ্জিন পেয়েছ। রোলস রয়েস করে খুব ভালো ইঞ্জিন থাকে। বাবাও হলেন এমন। বলে থাকে - পতিত-পাবন এসো, আমাদের পবিত্র বানিয়ে নিয়ে চলো। তোমরা সবাই শান্ত হয়ে বসে আছ। কাঁসর-ঘন্টা-ঝাঁঝরও বাজাও না। তাই কোনো ঝুট ঝামেলাও নেই। চলতে-ফিরতে বাবাকে স্মরণ করতে থাকো আর কেউ সামনে এলে তাকে মার্গ প্রদর্শন করো। বাবা বলেন--আমার বা লক্ষ্মী-নারায়ণের, রাধা-কৃষ্ণ ইত্যাদিদের ভক্ত যারা রয়েছে, তাদের এই দান দিতে হবে। কিছুই ব্যর্থ হতে দিও না। পাত্রকেই তো দান দেওয়া হয়। পতিত মানব পতিত মানবকেই দান দিতে থাকে। বাবা হলেন সর্বশক্তিমান, তাঁর থেকেই শক্তি নিয়ে তোমরা উত্তম হয়ে যাও। রাবণ যখন আসে, সেই কালটাও হল সঙ্গম, ত্রেতা আর দ্বাপরে সঙ্গম। এই সঙ্গম হল কলিযুগ আর সত্যযুগের। স্ত্রান কত কাল আর ভক্তি কত কাল চলে, এ সমস্ত বিষয় তোমাদের নিজেদের বুঝে, অন্যদের বোঝাতে হবে। মূল বিষয় হল অবিনাশী জগতের বাবাকে স্মরণ করো। যখন অবিনাশী জগতের বাবা আসেন, তখন বিনাশও হয়। মহাভারতের যুদ্ধ কখন সংঘটিত হয়েছিল? ভগবান যখন রাজযোগ শিখিয়েছিলেন। তাতে তো বোঝাই যায় যে নতুন দুনিয়ার আদি, পুরাতন দুনিয়ার অন্ত, অর্থাৎ বিনাশ। দুনিয়া এখন ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন, এখন তাদের জাগাতে হবে। আধা কল্প ধরে মানুষ ঘুমিয়ে রয়েছে। বাবা এখন বোঝান, নিজেকে আত্মা মনে করে ভাই-ভাই এর দৃষ্টিতে দেখো। তাহলে তুমি যখন কাউকে স্ত্রান দেবে, তখন তোমার বাণীতে জোর আসবে। আত্মা-ই পবিত্র আর পতিত হয়। আত্মা পবিত্র হলে পবিত্র শরীরই লাভ করবে। পবিত্র সকলকেই হতে হবে, কেউ যোগবলের, কেউ শাস্তি প্রাপ্ত হয়ে। পরিশ্রম হল স্মরণের যাত্রার। বাবা তার প্র্যাকটিসও করাতে থাকেন। যেখানেই যাবে বাবাকে স্মরণে রেখে যাও। পাদরীরা যেমন শান্ত মনে যীশুখ্রীষ্টের স্মরণে যাত্রা করে আর যীশুকে স্মরণ করতে থাকে। বাবা বলেন, একমাত্র বাবাকে ছাড়া আর কাউকে স্মরণ করবে না। অবিনাশী বাবার কাছ থেকে আমরা মুক্তি আর জীবনমুক্তির অধিকারী হই। সেকেন্ডে জীবনমুক্তি লাভ হয়। সত্যযুগে সবাই জীবনমুক্তিতে ছিলে, কলিযুগে সবাই জীবনবন্ধ অবস্থায় রয়েছে। এটা কারোই জানা নেই, এসব কথা বাবা-ই বাচ্চাদের বুঝিয়ে বলেন। বাচ্চারা তারপর বাবার কথাকেই প্রত্যক্ষ করায়। সব দিকে পরিক্রমণ করতে থাকে। তোমাদের কাজই হল প্রতিটি মানবের কাছে এই বার্তা পৌঁছে দেওয়া যে, এটা হল পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ। অসীম জগতের বাবা, অসীমের উত্তরাধিকার দিতে এসেছেন। বাবা বলেন, "মামেকম স্মরণ করো" তবে বিকর্ম বিনাশ হবে। পাপ কেটে যাবে। এ

হল সত্যিকারের গীতা, যা একমাত্র বাবা-ই শিখিয়ে থাকেন। মনুষ্য মতে চলে তো অধঃপতিতই হয়েছ, ভগবানের মতের দ্বারা তোমরা অবিনাশী উত্তরাধিকার নিষ্ছ। মূল কথা হল - উঠতে - বসতে, চলতে - ফিরতে বাবাকে স্মরণ করতে থাকো আর বাবার পরিচয় দিতে থাকো। ব্যাজ তো তোমাদের কাছেই রয়েছে। ফ্রি-তে দিতেও কোনো ক্ষতি নেই। কিন্তু অবশ্যই পাত্র বুঝো।

বাবা বাচ্চাদের প্রতি অনুযোগ করেন যে, তোমরা তোমাদের লৌকিক বাবাকে স্মরণ করো আর আমি তোমাদের পারলৌকিক বাবা, আমাকে তোমরা ভুলে যাও ! লজ্জা আসে না তোমাদের ! তোমরাই তো পবিত্র প্রবৃত্তি (গৃহস্থ) মাগে গৃহস্থ ব্যবহারে ছিলে, আবারও তেমনই হতে হবে তোমাদের। তোমরা হলে ভগবানের সওদাগর। নিজের অন্দরে ঝাঁক দিয়ে দেখো, বুদ্ধি কোথাও এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে না তো ? বাবাকে কতটা সময় স্মরণ করেছি ? বাবা বলেন, আর সকল সঙ্গ ছিন্ন করে এক-এর সঙ্গ-এ জোড়ো। ভুল করবে না। বাবা এও বুঝিয়েছেন - ভাই-ভাই এর দৃষ্টিতে দেখো, তবে দেহের দিকে দৃষ্টি যাবে না। দৃষ্টি বিগড়াবে না। লক্ষ্য তো সামনে রয়েছেই। এই জ্ঞান এখনই তোমাদের প্রাপ্ত হয়। ভাই-ভাই তো সবাই বলে থাকে, মানুষ বলে থাকে ব্রাদারহুড। সেটা তো ঠিক আছে। পরমপিতা পরমাত্মার সন্তান আমরা সবাই। তাহলে এখানে কেন বসে আছো ? বাবা স্বর্গ স্থাপন করেন, এই রকম ভাবে বুঝিয়ে নিজের উন্নতি লাভ করতে থাকো। বাবার অনেক সার্ভিসেবল কন্যার প্রয়োজন। তারা পর পর সেন্টার খুলে যেতে থাকে। বাচ্চাদের বিশেষ আগ্রহ থাকে তাতে, তারা ভাবে এতে অনেকের কল্যাণ হবে। কিন্তু টিচার এর দায়িত্ব সামলানোর জন্য ভালো ভালো মহারথী প্রয়োজন। নম্বর অনুসারে টিচার রয়েছে। বাবা বলেন, যেখানে লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দির, শিবের মন্দির রয়েছে, অথবা গঙ্গার পাড়ে, যেখানে বহু লোকের সমাগম হয়, সেখানে গিয়ে সেবা করা উচিত। লোকেদের বোঝাও- ভগবান বলেন, কাম হল মহাশত্রু। তোমরা শ্রীমৎ অনুসারে সার্ভিস করতে থাকো। এ হল তোমাদের ঈশ্বরীয় পরিবার, এখানে ৭ দিনের যোগ ভাঙিতে এসে পরিবারের সাথে থাকে। বাচ্চারা, তোমাদের খুব আনন্দ হওয়া উচিত। অসীম জগতের বাবা, যার থেকে তোমরা লক্ষকোটিগুণ (পদ্মাপদম) ভাগ্যবান হয়ে যাও। জগতের লোক জানে না যে, ভগবানও যে পড়াতে পারে। এখানে তোমরা পড়ো, তাই তোমাদের কত আনন্দ হওয়া উচিত। তোমরা উচ্চ থেকে উচ্চে যাওয়ার জন্য এই পাঠ পড়ছ। কতখানি উদার চিত্ত হওয়া উচিত ! বাবাকে তোমরা ঋণী বানিয়ে দাও। ঈশ্বরার্থে যা কিছুই দাও, পরের জন্মে তার রিটার্ন নিয়ে থাকো যে। বাবাকে তোমরা সব কিছু দিলে, বাবাকেও তো সব কিছু দিতে হবে। আমি বাবাকে দিয়েছি, এ'কথা কখনোই মনে আসা উচিত নয়। সব সময়ই ভাববে আমি তো নিষ্ছি। সেখানে তোমরা পদমপতি হবে। তোমরা প্র্যাকটিক্যাল পদমাপদম ভাগ্যশালী হয়ে যাও। অনেক উদার মনের বাচ্চাও রয়েছে। আবার কেউ কেউ কৃপণও আছে। বোঝেই না যে, পদ্মাপদমপতি আমরাই হই, আমরা খুব সুখী হয়ে থাকি সেখানে। যখন পরমাত্মা বাবা অনুপস্থিত থাকেন, তখন ইনডাইরেক্ট অল্প সময়ের জন্য ফল প্রদান করেন। কিন্তু যখন হাজির হয়ে যান, তখন ২১ জন্মের জন্য দেন। এমন কথিত আছে যে, শিববাবার ভান্ডারা ভরপুর। দেখো, কতো কতো বাচ্চা, কেউই তারা জানে না যে কে কী দেয়। বাবা জানেন, আর বাবার গুঁড়ের থলি (ব্রহ্মা বাবা) জানে, যার মধ্যে বাবা থাকেন - তিনি একেবারে সাধারণ। এই কারণে বাচ্চারা এখান থেকে বেরিয়ে যখন বাইরে যায়, তখন সেই নেশা উধাও হয়ে যায়। জ্ঞান আর যোগ না থাকলে খিট-খিট চলতেই থাকবে। ভালো ভালো বাচ্চাদেরও মায়া হারিয়ে দেয়। ভগবান এসে অ্যাডপ্ট (দওক নেন) করেন, কতখানি সৌভাগ্যের কথা ! কতখানি আনন্দে থাকার কথা ! কিন্তু মায়া আনন্দকে গুম করে দেয়। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাত-পিতা বাপদাদার স্নেহ-স্মরণ ও সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মা-রূপী সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্য মূল সার : -

১) ভগবান আমাদের অ্যাডপ্ট করেছেন, তিনিই টিচার হয়ে আমাদের পড়াচ্ছেন, নিজের পদমাপদম (লক্ষকোটীগুণ) ভাগ্যকে স্মরণ করে আনন্দে থাকতে হবে।

২) আমরা আত্মারা হলাম ভাই-ভাই, এই দৃষ্টিকে পাকা করতে হবে। দেহকে দেখবে না। ভগবানের সাথে সওয়া করার পরে, পুনরায় বুদ্ধিকে এদিক ওদিক চালিত হতে দেবে না।

বরদান : - নিজের সূক্ষ্ম দুর্বলতা গুলিকে চিন্তনের দ্বারা চিহ্নিত করে পরিবর্তন করতে সক্ষম স্বয়ংচিন্তক (সুচিন্তক) ভব

কেবলমাত্র জ্ঞানের পয়েন্ট গুলিকে রিপোর্ট করা, শোনা বা শোনানোই স্বয়ংচিন্তন নয়, বরং স্বয়ংচিন্তন অর্থাৎ নিজের সূক্ষ্ম দুর্বলতা গুলিকে, নিজের ছোট ছোট ভুল গুলির বিষয়ে চিন্তন করে চিহ্নিত করে সেগুলোকে দূর করা, পরিবর্তন করা - একেই বলা হবে স্বয়ংচিন্তক হওয়া । জ্ঞানের মনন তো সব বাচ্চারাই খুব ভালো ভাবেই করে, কিন্তু জ্ঞানকে নিজের ক্ষেত্রে ব্যবহার করে ধারণা স্বরূপ হওয়া, নিজেকে পরিবর্তন করা, এরই মার্কস ফাইনাল রেজাল্ট পাওয়া যাবে।

স্লোগান : - শ্রীমৎ প্রদান করে যিনি করাচ্ছেন (করনকরাবনহার), প্রতিটি মুহূর্তে সেই বাবা যদি স্মরণে থাকে, তবে আমিষ্ট্র ভাবের অভিমান আসতে পারবে না।

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবার স্মরণে সর্বদা উৎফুল্ল থাকো, পুরানো দেহের ভাব ছাড়তে থাকো, কারণ তোমাদের যোগবলের দ্বারা বায়ুমন্ডলকে শুদ্ধ করার সেবা করতে হবে"

প্রশ্ন :- স্কলারশিপ নিতে গেলে অথবা নিজেই নিজেকে রাজ-তিলক দেওয়ার জন্য কেমন পুরুষার্থ চাই ?

উত্তর : - রাজ তিলক তখন প্রাপ্ত হবে যখন স্মরণের যাত্রার পুরুষার্থ করবে। নিজেদের মধ্যে ভাই-ভাই মনে করার অভ্যাস করলে নাম-রূপের ভাব চলে যাবে। ফলতু কথা কখনো শুনো না। বাবা যা শোনান সেটাই শোনো, দ্বিতীয় কোনো কথায় কান বন্ধ করে নাও। পড়াশুনার উপর সম্পূর্ণ মনোযোগ দাও তবে স্কলারশিপ প্রাপ্ত হতে পারে।

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা জানে আমরা শ্রীমতের আধারে নিজেদের জন্য রাজধানী স্থাপন করছি। যে যত সার্ভিস করে, মনসা-বাচা-কর্মে নিজেরই কল্যাণ করে থাকে। এতে ঝামেলার কোনো ব্যাপার নেই। ব্যাস, এই পুরোনো দেহের ভাব ছাড়তে ছাড়তে তোমরা ওখানে গিয়ে পৌঁছাও। বাবাকে স্মরণ করলে খুশীও অনেক হয়। সর্বদা স্মরণে থাকলে খুশী আর খুশী। বাবাকে বিস্মৃত হলে বিষন্নতা চলে আসে। বাচ্চাদের সর্বদা উৎফুল্ল থাকা চাই। আমরা হলাম আত্মা। আমাদের আত্মাদের পিতা এই (ব্রহ্মা বাবার) মুখ দ্বারা বলেন, আমরা আত্মারা এই কান দ্বারা শুনি। নিজেদের এইরকম সব অভ্যাস রপ্ত করার জন্য পরিশ্রম করতে হয়। বাবাকে স্মরণ করতে করতে পরমধাম গৃহে ফিরে যেতে হবে। এই স্মরণের যাত্রাই ভীষণ ভাবে শক্তি প্রদান করে। তোমাদের এতোই শক্তি প্রাপ্ত হয় যে তোমরা বিশ্বের মালিক হয়ে ওঠো। বাবা বলেন তোমরা একমাত্র আমাকে (মামেকম্) স্মরণ করলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে। এই বিষয়টি সুনিশ্চিত করা চাই। পরিশেষে এই বশীকরণ মন্ত্রটিই কাজে আসবে। সবাইকে ঈশ্বরীয় বার্তাও এখানেই দিতে হবে- নিজেকে আত্মা মনে করো, এই শরীর হলো বিনাশী। বাবার আদেশ হলো আমাকে স্মরণ করলে পবিত্র হয়ে যাবে। বাচ্চারা, তোমরা বাবার স্মরণে বসেছো। সাথে জ্ঞানও আছে, কারণ তোমরা রচয়িতা আর রচনার আদি-মধ্য-অন্তকেও জানো। নিজের আত্মাতে সমস্ত জ্ঞান আছে। তোমরা তো হলে স্বদর্শন চক্রধারী। তোমাদের এখানে বসে বসে অনেক উপার্জন হচ্ছে। তোমাদের দিন আর রাত শুধুই উপার্জন। তোমরা এখানে আসোই প্রকৃত উপার্জন করতে। সত্যিকারের উপার্জন আর কোথাওই হয় না, যা সঙ্গে যাবে। তোমাদের তো কিছু জীবিকা অর্জনের জন্য কর্ম ইত্যাদি এখানে (মধুবনে) নেই। বায়ুমন্ডলও তেমনি সুন্দর। তোমরা যোগবলের দ্বারা বায়ুমন্ডলকেও শুদ্ধ করো। তোমরা অনেক সার্ভিস করছ। যারা নিজেদের সেবা করে তারাই ভারতের সেবা করে। আবার এই পুরানো দুনিয়াও থাকবে না। তোমরাও থাকবে না। দুনিয়াই নতুন হয়ে যাবে। তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের বুদ্ধিতে সমস্ত জ্ঞান আছে। এটাও জানো যে - পূর্ব কল্পে যে সার্ভিস করেছিল সেই এখন করতে থাকে। প্রত্যেক দিন অনেককে নিজের সমান বানাতেই থাকে। এই জ্ঞান শুনে খুব খুশী হয়। রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। বলে এই জ্ঞান কখনো কারোর থেকে শুনিনি। তোমাদের ব্রাহ্মণদের থেকেই শুনছি। ভক্তি মার্গে তো পরিশ্রম কিছুই নেই। এতে সমস্ত পুরোনো দুনিয়াকে ভুলে যেতে হয়। এই অসীম জগতের সন্ধ্যাস বাবা-ই করান। তোমাদের বাচ্চাদের মধ্যেও নম্বর অনুযায়ী হয়। খুশীও নম্বর অনুযায়ী হয়, একরকম নয়। জ্ঞান-

যোগও একরকম না। আর সব মানুষ তো দেহধারীদের কাছে যায়। এখানে তোমরা তাঁর কাছে আসো যার নিজের দেহ নেই।

স্মরণের পুরুষার্থ যত করতে থাকবে ততই সতোপ্রধান হতে থাকবে। খুশী বাড়তে থাকবে। এ হলো আত্মা আর পরমাত্মার বিশুদ্ধ ভালোবাসা (লভ)। তিনি হলেন নিরাকার। তোমাদের মরচে যত উঠে যেতে থাকবে, আকর্ষণ ততই হবে। নিজেদের ডিগ্রী তোমরা দেখতে পারো- আমরা কতো খুশীতে থাকি। এতে আসনে বসা ইত্যাদির ব্যাপার নেই। হঠযোগ নয়। আরাম করে বসে বাবাকে স্মরণ করতে থাকো। শুয়ে শুয়েও স্মরণ করতে পারো। অসীম জগতের পিতা বলেন আমাকে স্মরণ করলে তোমরা সতোপ্রধান হয়ে যাবে আর পাপ খন্ডন হবে। অসীম জগতের পিতা তোমাদের টিচারও বটে, সঙ্গুরুও হন, ওঁনাকে খুব ভালোবেসে স্মরণ করতে হবে। এতেই মায়া বিম্ব ঘটায়। দেখতে হবে আমি কি বাবার স্মরণে থেকে উৎফুল্লতার সাথে খাওয়ার তৈরী করেছি ? দয়িতার যদি দয়িতের সাথে মিলন হয় তবে অবশ্যই খুশী হবে। স্মরণে থাকার জন্য তোমাদের অনেক জমা হতে থাকে। লক্ষ অনেক বড়। তোমরা কি থেকে কি হও। প্রথমে তো অবুঝ ছিলে, এখন তোমরা অনেক বুঝদার হয়েছ। তোমাদের এইম-অবজেক্ট কতো ফাস্টক্লাস। তোমরা জানো, আমরা বাবাকে স্মরণ করতে করতে এই পুরানো দুনিয়ার চামড়াটি ছেড়ে গিয়ে নতুন নিই। কর্মাতীত অবস্থা হলে আবার এই খোলস ছেড়ে দেব। কাছাকাছি এলে বাড়ির কথাই তো স্মরণে আসে তাই না ! বাবার জ্ঞান খুব মধুর। বাচ্চাদের কতো নেশা থাকা উচিত। ভগবান এই রথে (ব্রহ্মা বাবার দেহে) বসে তোমাদের পড়াচ্ছেন। তোমাদের এখন হলো (চড়তি কলা) উর্দ্ধ গতিতে চলার সময়। তোমাদের চড়তি কলায় সকলের মঙ্গল হয়। তোমরা কোনো নতুন কথা শুনছো না। জানো যে অনেক বার আমরা শুনেছি, সেটাই আবার শুনছি। শুনে ভিতরে ভিতরে বিগলিত হতে থাকবে। তোমরা হলে অঙ্গাত যোদ্ধা (আননোন ওয়ারিয়র্স), যারা কিনা সুপরিচিত (ভেরি ওয়েলনোন)। তোমরা সমগ্র বিশ্বকে হেভেন করে তোলা, তাই দেবীদের এতো পূজো হয়। যে করে আর যিনি করান দুইয়েরই পূজো হয়। বাচ্চারা জানে দেবী-দেবতা ধর্মের যারা তাদেরকলম সারিবদ্ধ হচ্ছে। এই নিয়ম এখন শুরু হলো। তোমরা নিজেদের তিলক লাগাও। যে ভালো করে পড়াশুনা করে সে নিজেকে স্কলারশিপের যোগ্য করে তোলে। বাচ্চাদের স্মরণের যাত্রার অনেক পুরুষার্থ করা উচিত। নিজেদেরকে ভাই-ভাই মনে করলে নাম-রূপের ভাব বেরিয়ে যাবে, এতেই পরিশ্রম। অনেক মনোযোগ দিতে হবে। ব্যর্থ কথা কখনো শুনো না। বাবা বলেন আমি যা শোনাবো, সেটা শোনো। ঝগড়া-ঝাঁটির কথা শুনো না। কান বন্ধ করো। সবাইকে শান্তিধাম আর সুখধামের রাস্তা বলতে থাকো। যে যত বেশী জনকে রাস্তা বলে, সে ততই লাভবান হয়। উপার্জন হয়। বাবা এসেছেন সকলকে সুসজ্জিত করতে আর গৃহে নিয়ে যেতে। বাবা সর্বদা বাচ্চাদের সহযোগী হন। যারা বাবার সহযোগী হয়েছে, বাবা তাদেরও ভালোবাসার সাথে দেখেন। যারা অনেককে রাস্তা বলে, বাবাও তাদের খুব স্মরণ করেন। তাদেরও বাবার স্মরণের প্রতি আকর্ষণ বোধ হয়। স্মরণের দ্বারাই মরচে ঝড়ে যায়, বাবাকে স্মরণ করা মানে গৃহের স্মরণ করা। সর্বদা বাবা-বাবা করতে থাকো। এ হলো ব্রাহ্মণদের আত্মিক যাত্রা। সুপ্রিম আত্মাকে স্মরণ করতে করতে গৃহে পৌঁছে যাবে। যতো দেহী-অভিমানী হওয়ার পুরুষার্থ করবে ততো কর্মেন্দ্রীয় বশ হতে থাকবে। কর্মেন্দ্রীয়কে বশ করার একটাই উপায় হলো- স্মরণ। তোমরা হলে আধ্যাত্মিক (রুহানী) স্বদর্শন চক্রধারী ব্রাহ্মণ কুল ভূষণ। এটা হলো তোমাদের সর্বোত্তম শ্রেষ্ঠ কুল। ব্রাহ্মণ কুল দেবতাদের কুলের থেকেও উচ্চ, কারণ তোমাদের বাবা পড়ান। তোমরা বাবার হয়েছে, বাবার থেকে বিশ্বের বাদশাহীর উত্তরাধিকার নেওয়ার জন্য। বাবা উচ্চারণ করলেই

উত্তরাধিকারের সুগন্ধ আসে। শিবকে প্রায়ই বাবা-বাবা বলা হয়। শিববাবা হলেনই সন্নতি (মোক্ষ) দাতা আর কেউ সন্নতি দিতে পারে না। খাঁটি সন্ন্যাস হলেন একজনই নিরাকার, যিনি অর্ধ-কল্পের জন্য রাজ্য দিয়ে যান। তাই মূল কথাই হলো স্মরণ। শেষ সময় কোনো শরীরের ভাব অথবা ধন-দৌলত স্মরণে যেন না আসে। নয়তো পুনর্জন্ম নিতে হবে। ভক্তিতে কাশী-কলবটে বলিদান হয়, তোমরাও কাশী কলবটে বলি হয়েছে অর্থাৎ বাবার হয়ে গেছে। ভক্তি মার্গেও কাশী কলবটে বলিদান হয়ে মনে করে সব পাপ খন্ডন হয়ে গেল। কিন্তু কেউ ফিরে যেতে পারে না। যখন সবাই উপর থেকে চলে আসবে আবার বিনাশ হবে। বাবাও যাবেন, তোমরাও যাবে। সকলে বলে পান্ডব পাহাড়ের উপর গলে গেছে। ওটা তো যেন অপঘাত হয়ে গেল। বাবা ভালো করে বোঝান। বাচ্চারা, সকলের সন্নতি দাতা এক আমিই, কোনো দেহধারী তোমাদের সন্নতি করতে পারে না। ভক্তির সময় থেকে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমেছো, শেষে বাবা এসে জোর করে তোলেন। একে বলা হয় হঠাৎ অসীম জগতের সুখের লটারী পাওয়া। সেটা হয় ঘোড় দৌড়। এটা হলো আত্মাদের দৌড়। কিন্তু মায়ার কারণে অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যায় বা সম্পর্কচ্ছেদ ঘটায়। মায়া বুদ্ধিযোগ ছিন্ন করে। কামনার উপর পরাজয় হলে উপার্জন ঝড়ে যায়। কামনা অনেক বড় ভূত, কামনার উপর বিজয় প্রাপ্ত করলে জগতজিৎ হবে। লক্ষ্মী-নারায়ণ জগতজীত ছিল। বাবা বলেন এই অন্তিম জন্ম অবশ্যই পবিত্র হতে হবে, তবে বিজয় হবে। তা না হলে পরাজিত হবে। এটা হলো মৃত্যুলোকের অন্তিম জন্ম। অমরলোকের ২১ জন্মের আর মৃত্যু লোকের ৬৩ জন্মের রহস্য বাবা-ই বোঝান। এখন হৃদয় থেকে জিজ্ঞাসা করো আমি কি লক্ষ্মী-নারায়ণ হওয়ার যোগ্য? যত ধারণা হতে থাকবে ততই খুশীও হবে। কিন্তু ভাগ্যে না থাকলে মায়া স্থির হতে দেয় না।

এই মধুবনের প্রভাব দিনে দিনে ক্রমশ আরো বেশী এগোবে। মুখ্য ব্যাটারি হলো এখানে, যে সার্ভিসেবল বাচ্চা, তাকে বাবার খুব প্রিয় মনে হয়। যারা ভালো সার্ভিসেবল বাচ্চা তাদের বেঁচে বেঁচে বাবা সার্চলাইট দেন। তারাও অবশ্যই বাবাকে স্মরণ করে। সার্ভিসেবল বাচ্চাদের বাপদাদা দু'জনে স্মরণ করেন, সার্চলাইট দেন। বলেন যা দেবে সেটাই ঘুরে ফিরে আসবে ... স্মরণ করলে স্মরণের রেসপন্স পাবে। একদিকে সারা দুনিয়া আর একদিকে তোমরা খাঁটি ব্রাহ্মণ। তোমরা উচ্চতমের চেয়েও উচ্চ বাবার সন্তান, যে বাবা হলেন সকলের মোক্ষদাতা। তোমাদের এই দিব্য জন্ম হীরে তুল্য। আমাদের কড়ি থেকে হীরে উনিই করেন। অর্ধ কল্পের জন্য এতো সুখ দিয়ে দেন যে আবার ওনাকে স্মরণ করার প্রয়োজন হয় না। বাবা বলেন-- বাচ্চারা প্রচুর পরিমাণ ধন তোমাদের দিচ্ছি। তোমরা সব হারিয়ে বসেছ। কতো হীরে জহরতের আমারই মন্দিরে লাগাও। এখন দেখো হীরের কতো দাম। আগে হীরের কিনলে তার উপরও কিছু ছাড়িয়ে হতো এখন তো সস্তির উপরেও ছাড় পাওয়া যায় না। তোমরা জানো কিভাবে রাজ্য নিয়েছি, কি ভাবে হারিয়েছ? এখন আবার নিচ্ছি। এই জ্ঞান অনেক ওয়ান্ডারফুল। কারোর বুদ্ধিতে মুশকিল মনে হয়। রাজস্ব নিতে গেলে সম্পূর্ণ শ্রীমতে চলতে হবে। নিজের মৃত্যু কাজে আসবে না। জীবিত থেকে বানপ্রস্থে যেতে গেলে সব কিছু ওঁনাকে দিতে হবে। ওয়ারিশ করতে হবে। ভক্তি মার্গেও ওয়ারিশ করে। দান করে কিন্তু কম সময়ের জন্য। এখানে তো ওঁনাকে (শিববাবা) ওয়ারিশ করতে হবে- জন্মজন্মান্তরের জন্য। কথায় আছে ফলো ফাদার। যে ফলো করে সেই উঁচু পদ প্রাপ্ত করে। অসীম জগতের পিতার হলে অসীম জগতের উত্তরাধিকার প্রাপ্তি হবে। শিববাবা হলেন দাতা। এই ভাঁড়ার হলো ওঁনার। ভগবানের নিমিত্তে যে দান করে, দ্বিতীয় জন্মে অল্প সময়ের সুখ পায়। সেটা (ভক্তি মার্গে) হলো ইনডায়রেক্ট। এটা (জ্ঞান মার্গে) হলো ডায়রেক্ট। শিববাবা তোমাদের ২১জন্মের জন্য দেন। কারোর মনে হয় আমি

শিববাবাকে দিচ্ছি। এ যেন অপমানজনক (ইনসাল্ট)। দেয় নেওয়ার জন্য। এটা বাবার ভাঁড়ার। মৃত্যু কন্টক দূর হয়ে যায়। বাচ্চারা পড়াশুনা করে অমরলোকের জন্য। এটা হলো কাঁটার জঙ্গল। বাবা ফুলের বাগানে নিয়ে যান। তাই বাচ্চাদের অনেক খুশী হতে হবে। দৈবী গুণও ধারণ করতে হবে। বাবা কতো ভালোবেসে বাচ্চাদের ফুল তৈরী করেন। বাবা অনেক ভালোবেসে বোঝান। নিজের কল্যাণ করতে চাইলে দৈবী গুণও ধারণ করো আর কারোর অবগুণ দেখো না। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ-ভালবাসা আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার:-

১) অসীম জগতের পিতার থেকে সার্চ লাইট নেওয়ার জন্য ঔঁনার সহযোগী হতে হবে। মুখ্য ব্যাটারির সাথে নিজের কানেকশন জুড়ে রাখতে হবে। কোনো কথায় সময় নষ্ট করতে নেই।

২) প্রকৃত উপার্জন করতে বা ভারতের প্রকৃত সেবা করার জন্য এক বাবার স্মরণে থাকতে হবে, কারণ স্মরণের দ্বারা বায়ুমন্ডল শুদ্ধ হয়। আত্মা সতোপ্রধান হয়ে ওঠে। অপার খুশীর অনুভব হয়। কর্মেন্দ্রীয় বশ হয়ে যায়।

বরদান :- ধারণা স্বরূপ দ্বারা সেবা করে খুশীর প্রত্যক্ষ ফল প্রাপ্ত করার মতো প্রকৃত সেবাধারী ভব

সেবার উৎসাহ থাকা খুব ভালো, কিন্তু যদি পরিস্থিতি (সারকমস্টেন্স) অনুযায়ী সেবার চান্স না পাওয়া যায়, তবে যেন নিজের অবস্থার পতন বা বিচলিত ভাব না আসে । যদি জ্ঞান শোনানোর চান্স না পাওয়া যায়, তবে নিজেই নিজের ধারণা স্বরূপের প্রভাব ফেললে সেবার মার্কস জমা হয়ে যায়। ধারণা স্বরূপ বাচ্চরাই প্রকৃত সেবাধারী। সকলের আশীর্বাদ আর সেবার রিটার্নে তাদের প্রত্যক্ষ ফল হিসাবে খুশীর অনুভূতি হয়।

শ্লোগান :- হৃদয়ের সত্যতার দ্বারা দাতা, বিধাতা, বরদাতাকে প্রসন্ন করিয়ে নিলে আত্মীয়ক অনুরঞ্জে থাকবে।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- ঘর পরিবারে থেকেও পারলৌকিক বাবার কাছ থেকে সম্পূর্ণ অবিনাশী উত্তরাধিকার গ্রহণ করতে হবে, সুতরাং নিজের সবকিছু এক্সচেঞ্জ (বদল) করে নাও, এ হল অনেক বড় বিজনেস (সওদা, ব্যাপার)"

প্রশ্ন:- ড্রামার জ্ঞান কোন্ বিষয়ে বাচ্চারা, তোমাদের অনেক সাহায্য করে থাকে ?

উত্তর : - যখন শরীর রোগগ্রস্ত হয়ে পড়ে তখন ড্রামার জ্ঞান অনেক সহযোগ প্রদান করে থাকে। কেননা তোমরা জান যে এই ড্রামা হুবহু রিপিট হচ্ছে। এখানে কাল্পনিক দুঃখ করার কোনো প্রশ্নই নেই। কর্মের হিসেব-নিকেশ মেটাতে হবে। ২১ জন্মের সুখের উপহারের সাথে তুলনা করলে এই দুঃখ কিছুই নয়। এই জ্ঞান সম্পূর্ণ না থাকার কারণে ছটফট করে থাকে।

ওম্ শান্তি। ভগবানুবাচ। ভগবান তাঁকেই বলা হয় যাঁর নিজের কোনও শরীর নেই। এমনটাও নয় যে ভগবানের নাম, রূপ, দেশ, কাল(সময়) কিছুই নেই। তা নয়, ভগবানের শরীর নেই। এছাড়া কিন্তু সমস্ত আত্মাদের নিজ-নিজ শরীর আছে। এখন বাবা বলছেন মিষ্টি মিষ্টি রুহানী বাচ্চারা, নিজেকে আত্মা মনে করে বসো। প্রকৃত অর্থে আত্মাই শোনে, রোল প্লে করে, শরীর দ্বারা কর্ম করে। আত্মাই সংস্কার নিয়ে যায়। ভালো মন্দ কর্মের ফলও আত্মাই ভোগ করে, শরীরের সাথে। শরীর ছাড়া তো ভোগ হতে পারে না। তাই বাবা বলেন নিজেকে আত্মা মনে করে বসো। বাবা আমাদের শোনান। আমরা আত্মারা এই শরীর রূপী কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা শুনি। ভগবানুবাচ : "মনমনাভব" (তোমার মন আমাতে নিয়োজিত করো)। দেহ সহ দেহের সব ধর্মকে ত্যাগ করে নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো। একথা একজন বাবাই বলেন, যিনি গীতার ভগবান। ভগবান অর্থাৎ যিনি জন্ম-মৃত্যুর উর্ধে। (জন্ম-মৃত্যু নেই)। বাবা বোঝান - আমার অলৌকিক জন্ম। আর কেউ এমন জন্ম গ্রহণ করে না। যেমন আমি এনার মধ্যে (ব্রহ্মা বাবা) প্রবেশ করি। এসব ভালোভাবে স্মরণ করা উচিত। এমন নয়, সবকিছু ভগবান করেন, পূজ্য-পূজারি, কাঠ পাথরের ভিতরেও পরমাত্মা বাস করেন। ২৪ অবতার, কচ্ছ-মৎস অবতার, এমনকি পরশুরামকেও অবতার রূপে দেখানো হয়েছে। এখন তোমরা বুঝেছ ভগবান পরশুরাম রূপে অবতার হয়ে কুঠার নিয়ে হিংসার আশ্রয় নেবেন! সম্পূর্ণ ভুল। যেমন পরমাত্মাকে সর্বব্যাপী বলে দিয়েছে, তেমনই কল্পের আয়ু লক্ষ বছর লিখেছে, একেই বলে ঘোর অন্ধকার অর্থাৎ কোনও জ্ঞান নেই। জ্ঞান দ্বারাই আলোর প্রবেশ ঘটে। এখন অজ্ঞানতার ঘোর অন্ধকার চলছে। তোমরা বাচ্চারা এখন আলোয় প্রবেশ করেছ। তোমরা সবাইকে ভালোভাবে জেনেছ। যারা জানেনা তারাই পূজো ইত্যাদি করে থাকে। তোমরা সবাইকে জেনে গেছ সেইজন্য তোমাদের পূজো করার প্রয়োজন নেই। তোমরা এখন পূজারী থেকে মুক্ত হয়েছ। পূজ্য দেবী-দেবতা হওয়ার জন্য তোমরা এখন পুরুষার্থ করছ। তোমরাই পূজ্য দেবী-দেবতা ছিলে তারপর পূজারী মানুষ হয়েছ। মানুষের মধ্যেই আছে আসুরি গুণ আর তাই নিয়ে গীতও আছে -- মানুষকে দেবতা করে তোলে। মানুষকে দেবতা করে তুলতে বেশি সময় লাগে না। এক সেকেন্ডেই দেবতা করে তোলেন। বাচ্চারা বাবাকে চেনার সাথে সাথেই শিববাবা বলতে শুরু করে। বাবা বললেই অন্তরে এটাই জেগে ওঠে যে, আমরা বিশ্বের, স্বর্গের মালিক হতে যাচ্ছি। ইনি হলেন অসীম জগতের পিতা। এখন তোমরা দ্রুততার সাথে বাবার হয়ে উঠেছ। বাবা বলেন ঘর পরিবারে থেকেই এখন তোমরা পারলৌকিক বাবার কাছ থেকে এই

অবিনাশী উত্তরাধিকার গ্রহণ কর । লৌকিক উত্তরাধিকার তো তোমরা নিয়েই আসছ, এখন লৌকিক বর্সাকে পারলৌকিক উত্তরাধিকারের সাথে একত্রে করে নাও । কত সুন্দর সওদা । লৌকিক উত্তরাধিকার দিয়ে কি হবে ? এ হল অনন্ত অধিকার, যা গরিবরা চট করে গ্রহণ করে নেয়। বাবা গরিবদের-ই দত্তক নিয়ে থাকেন । বাবা হলেন দীনবন্ধু, তাই না ! গীতও আছে আমি দীনবন্ধু । ভারত সবচেয়ে গরিব । আমিও আমি এই ভারতে । এখানে এসে বিত্তবান করে তুলি । ভারতের মহিমা প্রসিদ্ধ । এ হলো সবচেয়ে বড় তীর্থ । কিন্তু কল্পের আয়ু দীর্ঘ করে দেওয়ার জন্য সম্পূর্ণ ভুলে গেছে । ভাবে ভারত খুব বিত্তশালী ছিল, এখন গরিব হয়ে গেছে । আগে সবজি-আনাজ সব এখান থেকে বিদেশ যেত । এখন বুঝেছে ভারত গরিব হয়ে গেছে, তাই সাহায্য করে থাকে । এমনও তো হয় - যখন কোনও বিখ্যাত মানুষ অসফল হয়, তখন সবাই মিলে আলাপ-আলোচনা করে তাকে সাহায্য করা হয় । এই ভারত সবচেয়ে প্রাচীন । ভারতই স্বর্গ ছিল । সর্বপ্রথম আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম ছিল । শুধুমাত্র সময় দীর্ঘ করে দেওয়ার জন্য মুষড়ে পড়ে । ভারতকেও কতভাবে সাহায্য করা হয় । বাবাকেও ভারতেই আসতে হয়।

তোমরা বাচ্চারা জানো আমরা এখন বাবার কাছ থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার গ্রহণ করছি । লৌকিক বাবার কাছ থেকে পাওয়া উত্তরাধিকার পারলৌকিক বাবার সাথে একত্রে করছি । যেমন ব্রহ্মা বাবা করেছিলেন । দেখেছিলেন, পারলৌকিক বাবার কাছ থেকে রাজমুকুট-রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হয় - কোথায় সেই বাদশাহী আর কোথায় এই সামান্য গদি । বলাও হয়ে থাকে ফলো ফাদার । এখানে না খেয়ে মরবার কোনো প্রশ্নই নেই। বাবা বলেন ট্রাস্টি হয়ে সবকিছুর প্রতি যত্নশীল হও। বাবা এসে সহজ পথ বলে দেন । বাচ্চারা অনেক কষ্টের দিন দেখেছে, তবেই তো বাবাকে আহ্বান করে - হে পরমপিতা পরমাত্মা, দয়া কর । সুখের সময় কেউ বাবাকে স্মরণ করেনা, দুঃখের সময় সবাই বাবার নাম জপতে থাকে । এখন বাবা বলে দিচ্ছেন কিভাবে স্মরণ করা উচিত । তোমাদের তো স্মরণ করাও আসেনা । আমি এসেই তোমাদের বলে দিই। বাচ্চারা নিজেকে আত্মা মনে করে, পারলৌকিক বাবাকে স্মরণ করলে তোমাদের পাপ বিনষ্ট হয়ে যাবে । প্রতিটি স্মরণ দ্বারা সুখ অনুভব কর, শরীরের কষ্ট, যন্ত্রণা সব শেষ হয়ে যাবে । শরীর সংক্রান্ত যা কিছু কষ্ট সব মিটে যাবে । তোমাদের আত্মা আর শরীর দুই-ই পবিত্র হয়ে যাবে । তোমরা এমনই কাঞ্চনকায় ছিলে।তারপর পুনর্জন্ম নিতে নিতে আত্মায় মরচে পড়ে যায় । শরীর ও পুরানো প্রাপ্ত হয় । যেমন সোনার মধ্যে খাদ দেওয়া হয় । খাঁটি সোনার অলঙ্কার খাঁটি হয়ে থাকে । ওতে ঔজ্জ্বল্যও থাকে । খাদযুক্ত অলঙ্কার কালো হয়ে যায় । বাবা বলেন তোমাদের মধ্যেও খাদ পড়েছে, তাকে বের করে আনতে হবে । কিভাবে বেরোবে ? বাবার সাথে যোগযুক্ত হও । যিনি শিক্ষা প্রদান করেন তাঁর সাথে যোগযুক্ত হতে হয় তাইনা ! ইনি তো একাধারে বাবা, গুরু, টিচার সবকিছু । ওঁাকে স্মরণ করলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে আর উনি তো তোমাদের শিক্ষা দিচ্ছেন ।

পতিত-পাবন সর্বশক্তিমান তোমরা আমাকেই বল। কল্পে-কল্পে এসে বাবা এভাবেই বুঝিয়ে বলেন । মিষ্টি মিষ্টি হারিয়ে পাওয়া বাচ্চারা, ৫ হাজার বছর পরে তোমাদের পেয়েছি । সেইজন্য তোমাদের হারানিধি (সিকিলধে) বলা হয় । এখন এই দেহের অহঙ্কার ত্যাগ করে আত্ম-অভিমানী হও। বাবা আত্মার জ্ঞানও প্রদান করেছেন, যা বাবা ছাড়া আর কেউ দিতে পারে না । এমন কোনও মানুষ নেই যার মধ্যে আত্মার জ্ঞান আছে । সন্ন্যাসী, সন্ত, গুরু, গোঁসাই কেউ-ই জানেনা । সবার শক্তি কমে গেছে । সমস্ত সৃষ্টি রূপী কল্পবৃক্ষ এখন জরাজীর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছে। এখন আবার নতুন করে স্থাপনা হতে চলেছে । বাবা এসেই ভিন্ন-ভিন্ন প্রকারের বৃক্ষের রহস্যকে বুঝিয়ে বলেন । তিনি বলেন

প্রথমে তোমরা রাম রাজ্যে (শিবালয়ে, স্বর্গে) ছিলে, তারপর যখন বাম মার্গে এলে তখন থেকেই রাবণ রাজ্য শুরু হয় । তারপর অন্যান্য ধর্ম আসে। শুরু হয় ভক্তি মার্গ । আগে তোমরা জানতে না। কারও কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করতে পার - তোমরা রচয়িতা আর রচনার আদি-মধ্য অন্তকে জান ? কেউ বলতে পারবে না । বাবা ভক্তদের বলেন এখন তোমরা বিচার করে দেখো। বোর্ডে লিখে দাও - অ্যাক্টর হয়েও ড্রামার ডাইরেক্টর, ক্রিয়েটর, প্রিন্সিপাল অ্যাক্টরকে (প্রধান চরিত্রাভিনেতা) জানেনা, সুতরাং এমন অ্যাক্টরকে কি বলবে ? আমরা আত্মারা এখানে ভিন্ন- ভিন্ন শরীর ধারণ করে রোল প্লে করতে আসি নিশ্চয়ই এটা নাটক, তাই না !

গীতা হলো মা আর বাবা হলেন শিব। সৃষ্টির সবকিছুই তাঁর রচনা । গীতা নতুন জগতঃ স্থাপনা করে । এটাও সবার অজানা যে, নতুন দুনিয়া কিভাবে সৃষ্টি করে থাকেন । নতুন দুনিয়াতে সর্বপ্রথম তোমরাই যাবে। এখন হলো পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগী দুনিয়া । এটা যেমন পুরানো দুনিয়া নয়, তেমনি নতুন দুনিয়াও নয় । এ হলো সঙ্গম, ব্রাহ্মণদের শিখা (চটি,সর্বোচ্চ স্থান) । বিরাট রূপে না শিববাবাকে দেখানো হয়, না ব্রাহ্মণ চটিকে দেখানো হয় । তোমরা তো চটিও দেখিয়েছ একদম উপরেই, সেখানে তোমরা ব্রাহ্মণরা বসে আছ। দেবতাদের পরে আসে ঋত্রিয় । দ্বাপর থেকে শুরু হয় পেটের জন্য পূজারী, তারপর তারাই শূদ্র পরিণত হয় । এ হলো ডিগবাজি খাওয়া । এই ডিগবাজিকেই তোমরা শুধুমাত্র স্মরণ কর । এটাই তোমাদের জন্য ৮৪ জন্মের যাত্রা । সেকেন্ডেই সব স্মরণে এসে যায় । আমরা এভাবেই চক্রাকারে ঘুরছি। এটাই সঠিক চিত্র । ওটা (ভক্তি মার্গের) ভুল । বাবা ছাড়া সঠিক চিত্র আর কেউ তৈরি করতে পারেনা। এই চিত্র দ্বারাই বাবা বুঝিয়ে বলেন । তোমরা এইভাবেই ডিগবাজি খেয়ে চলেছ। সেকেন্ডে তোমাদের যাত্রা শুরু হয়, এতে কষ্টের কোনও ব্যপার নেই । আত্মা রূপী বাচ্চারা বুঝেছে বাবা আমাদের পড়াচ্ছেন । এই সতসঙ্গ হলো যিনি সত্য সেই বাবার সাথে । ওটা (লৌকিক) হল মিথ্যে সঙ্গ। সত্য খন্ড বাবাই এসে স্থাপনা করেন । মানুষের কোনও শক্তি নেই স্থাপনা করার । ভগবানই করতে পারেন। ভগবানকেই জ্ঞানের সাগর বলা হয় । সাধু-সন্ন্যাসীরা জানেনা যে, এ হলো পরমাত্মার মহিমা । ঐ শান্তির সাগর এসে তোমাদের শান্তি প্রদান করছেন । অমৃতবেলায় তোমরা ড্রিল কর । শরীর থেকে আলাদা হয়ে বাবার স্মরণে থাক। এখানে তোমরা এসেছ জীবিত হয়ে ও মৃতপ্রায় থাকতে। বাবার প্রতি পূর্ণ সমর্পিত হয়ে ওঠ তোমরা । এই পুরানো দুনিয়ার এটা পুরানো শরীর, এর প্রতি যেন ঘৃণা জন্মে গেছে, একেই ত্যাগ করে চলে যাব, কিছুই যেন স্মরণে না আসে। সবকিছু তোমরা ভুলে গেছ। তোমরা বলেও থাক ভগবানই সবকিছু দিয়েছেন সুতরাং এখন ওঁনাকে সবকিছু দিয়ে দাও । ভগবান তোমাদের বলেন তোমরা ট্রাস্টি হও। ভগবান ট্রাস্টি হবেন না। তোমরা ট্রাস্টি হয়ে ওঠো, তখন আর পাপ করবে না । আগে পাপ আত্মাদের সাথে লেনদেন হয়ে এসেছে । এখন সঙ্গম যুগে তোমাদের পাপাত্মাদের সাথে কোনও লেনদেন নেই । পাপাত্মাদের দান করলে পাপ মাথায় চড়ে যাবে। বলো ঈশ্বরার্থে, আর দান করছ পাপাত্মাদের । বাবা তো কিছুই নেন না । বাবা বলেন সেন্টার খোলো এতে অনেকের কল্যাণ হবে।

বাবা বুঝিয়ে বলেন যা কিছুই হচ্ছে হুবহু ড্রামানুসারে রিপিট হচ্ছে । এরমধ্যে কান্নাকাটি, দুঃখ প্রকাশ করার কোনও প্রশ্নই নেই । কর্মের হিসেব-নিকেশ মিটছে এটা তো ভালোই হচ্ছে । বৈদ্যরা (আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক) বলে সব রোগ উথলে বাইরে বেরিয়ে আসবে । বাবাও বলে থাকেন বাকি থাকা হিসেব-নিকেশ মিটিয়ে ফেলতে হবে । হয় যোগ দ্বারা, নতুবা সাজা খেয়ে মেটাতে হবে ।

সাজা তো (শাস্তি) খুব কড়া । রোগভোগ ইত্যাদি দ্বারা মিটে গেলে সেটাও অনেক ভালো । ঐ দুঃখ ২১ জন্মের সুখের উপহারের কাছে কিছুই নয়, কেননা সেখানে অনন্ত সুখ। জ্ঞান সম্পূর্ণ না থাকার কারণে অসুখ-বিসুখে ছটফট করতে থাকে । রোগগ্রস্ত হয়ে পড়ে যখন, তখন ভগবানকে স্মরণ করে । সেটাও ভালো । একজনকেই স্মরণ করতে হবে । বাবাও এক'থা বোঝান। ওরা ওদের গুরুকে স্মরণ করে, গুরু তো অনেকেই আছে। এক সঙ্গুরুকে তোমরাই জান । তিনি হলেন সর্বশক্তির অধিকারী । বাবা বলেন আমি এইসব বেদ, গ্রন্থ ইত্যাদি জানি। এসবই হলো ভক্তি মার্গের সামগ্রী, এর দ্বারা আমাদের পাওয়া যায় না । বাবা আসেন এই পাপ আত্মাদের দুনিয়ায়। এখানে পুণ্য আত্মা কোথা থেকে আসবে । যে সম্পূর্ণ ৮৪ জন্ম গ্রহণ করেছে তার শরীরেই আসি। সর্বপ্রথম সেই শোনে। বাবা বলেন এখানে তোমাদের স্মরণের যাত্রা ভালো হয়। যদিও তুফান আসবে কিন্তু বাবা বোঝাতে থাকেন যে নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ কর । কল্প পূর্বেও তোমরা এভাবেই জ্ঞান শুনেছিলে । প্রতিদিনই শুনছ । রাজধানী স্থাপন হতে চলেছে । পুরানো দুনিয়ারও বিনাশ ঘটবে । আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ -সুমন, স্মরণ আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) অমৃতবেলায় উঠে শরীর থেকে অলিপ্ত হওয়ার ড্রিল করতে হবে । পুরানো দুনিয়া, পুরানো শরীর কিছুই যেন স্মরণে না আসে, সবকিছু ভুলে যেতে হবে ।

২) সঙ্গম যুগে পাপ আত্মাদের সাথে লেনদেন করা উচিত নয় । কর্মের হিসেব-নিকেশ আনন্দের সাথে মেটাতে হবে । কান্নাকাটি বা দুঃখ করা উচিত নয় । সবকিছুই বাবার কাছে সমর্পণ করে ট্রাস্টি হয়ে সামলাতে হবে ।

বরদান :- যে কোনো বিষয় কল্যাণের ভাবনা নিয়ে দেখতে আর শুনতে সমর্থ স্বরূপ পরদর্শন মুক্ত ভব

সংগঠন যত বড় হবে, অনেক বড় বড় কথাও হবে । কিন্তু নিজের স্বেচ্ছা তখনই থাকবে যখন দেখেও দেখবে না, শুনেও শুনবে না। নিজের স্ব-চিন্তায় থাকবে । স্ব-চিন্তনে সমর্থ আত্মা পরদর্শন থেকে মুক্ত হয়ে যায় । যদি কোনো কারণে শুনতেই হয় নিজেকেই তার দায়িত্ববান মনে করে, প্রথমেই নিজের ব্রেককে পাওয়ারফুল করে তোলা। দেখেছ-শুনেছ, যতটুকু করা সম্ভব কল্যাণ করো, তারপর ফুলস্টপ বসাও।

স্লোগান :-নিজের সন্তুষ্টি, আনন্দময় জীবন দ্বারা প্রতিটি পদক্ষেপে সেবা করতে সমর্থরাই প্রকৃত সেবাধারী ।

অনন্তেরড০ (বেহদ) বৈরাগ্য বৃত্তির দ্বারা সিদ্ধিপ্রাপ্তি

আজ, বিশ্ব রচয়িতা তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা এবং রচনার পূর্বজ আত্মাদের লক্ষ্য করছেন। চতুর্দিকের পূর্বজ পূজ্য আত্মারা বাপদাদার সামনে। পূর্বজ আত্মাদের সহায়তায় বিশ্বের সকল আত্মাদের শক্তি আর শান্তি প্রাপ্ত হচ্ছে আর হতেও হবে। অনেক আত্মারা পূর্বজ পূজ্য আত্মাদের শান্তিদেব, শক্তিদেব হিসেবে আহ্বান করে স্বরণ করছে। এইরকম সময়ে যারা শান্তিতরঙ্গ দাতার বাচ্চা হয়েছ, মাস্টার শান্তির সাগর, মাস্টার শান্তির সূর্যদেব হয়েছ, সেই তোমরা নিজেদের শান্তির কিরণ, শান্তিতরঙ্গ সকলকে দিচ্ছ ? এই বিশেষ সেবা করায় অভ্যস্ত হয়েছ ? নাকি অন্যসব বিভিন্নরকম সেবায় এত বিজি যে এই বিশেষ সেবার জন্য তোমাদের সময় নেই আর অভ্যাসেও ঘাটতি আছে। সময়ের উপযোগী সেবার প্রতিরূপ হয়ে উঠতে সমর্থ তোমরা ? যদি কেউ জলের জন্য পিপাসার্ত হয় আর তুমি উপাদেয় ভোজন দাও, তবে সে সন্তুষ্ট হবে কি? সেইরকম বর্তমান সময়ের শান্তি আর শক্তি আবশ্যিক। তোমাদের মানসিক (মন্সা) শক্তি দ্বারা আত্মাদের মনের শান্তি অনুভব করাতে পার। বাণী দ্বারা তাদের কানে আওয়াজ পৌঁছে দিতে পার, কিন্তু বাণীর সাথে সাথে মানসিক শক্তি দ্বারা তোমরা তাদের মনে পৌঁছে যেতে পার। মুখের আওয়াজ শুধু কান আর মুখ পর্যন্তই থেকে যায়। বাণী দ্বারা সেবাতে শুধু বর্ণন শক্তি, কিন্তু মন দ্বারা সেবায় মনন শক্তি এবং মগ্ন (একাগ্র) স্বরূপ হওয়ার শক্তি উভয়ই প্রাপ্ত হয়। তারা হয়ে যায় শ্রোতা আর আর যারা কিছু হওয়ার, তারা হয়ে যায়। এই দুইয়ের মধ্যে প্রভেদ হয়ে যায়। সুতরাং সেবাতে সদা বচন আর মন্সা একসাথে হতে হবে।

বর্তমান সময়ে, বাবা ভারতবাসীর বিশেষ কি অবস্থা দেখছেন ? এখন তারা শ্মশান বৈরাগ্যের বৃত্তিতে ! যাদের এইরকম শ্মশান বৈরাগ্যের বৃত্তি, তাদের অনন্ত বৈরাগ্যের বৃত্তিতে অনুপ্রাণিত করার জন্য নিজেরা অনন্ত বৈরাগ্যের বৃত্তি ধারণ কর। নিজেকে চেক কর, কখনও স্বার্থসম্পন্ন ভাব আর কখনও বৈরাগ্য, উভয়ই সাথে সাথে চলে ? নাকি সদা অনন্তের বৈরাগী হয়েছ ? অনন্তের বৈরাগী অর্থাৎ দেহরূপী ঘর থেকে ঘরছাড়া। দেহও বাবার, তোমার নয় ! দেহভাব থেকে এতটাই উর্ধ্ব ! অনন্তের বৈরাগী কখনও সংস্কার, স্বভাব, সুযোগ সুবিধার উপকরণ (সাধন) কোনো কিছুই বশীভূত হবে না। সে স্বতন্ত্র মালিক হয়ে উপকরণ গুলিকে ব্যবহার করে সিদ্ধিস্বরূপ হয়ে যাবে। সাধনকেই বিধি বানাবে। সঠিক বিধি ব্যবহারে স্ব-উন্নতিতে সিদ্ধি প্রাপ্ত করবে। সেবাতে বৃদ্ধির সিদ্ধি প্রাপ্ত করবে। সে নামেমাত্র আধার নেবে, কিন্তু অধীন হবে না। আধারের অধীন হওয়া অর্থাৎ বশীভূত হওয়া। বশীভূত শব্দের অর্থই হলো, ভূতাবিষ্ট আত্মার পরবশ হওয়ার ও ভূত আত্মার দ্বারা বিচলিত হওয়ার অনুরূপ। এইরকমভাবে তোমরাও কোনও সুযোগ সুবিধার উপকরণ বা সংস্কার অথবা স্বভাব বা সম্পর্কের বশীভূত হয়ে যাও তখন ভূতগ্ৰস্ত আত্মার মতো অস্থির আর পরবশ হয়ে যাও। অনন্তের বৈরাগী সদা করানোর মালিকই (করাবনহার) সবকিছু তাকে দিয়ে করাচ্ছেন, এই নেশাতে আত্মহার্য যোগীর (রমতা যোগী) থেকেও উপরে, উচ্চীর্ণমান যোগী হবে। যেমন জাগতিক বৈরাগী হঠযোগের বিধি দ্বারা ভূমি, অগ্নি এবং জল, সবকিছু থেকে উঁচু আসনধারী প্রতীয়মান হয়। তাদেরকে যোগের সিদ্ধিস্বরূপ মানা হয়। সেটা হলো হঠযোগের বিধি দ্বারা অল্পকালের সিদ্ধি। একইভাবে, যাদের অনন্তের বৈরাগ্যের বৃত্তি তারা এই বিধি দ্বারা দেহভাবের ক্ষেত্রভূমির উপরে থাকবে, মায়ার বিভিন্ন বিকার অগ্নির উর্ধ্ব এবং বিভিন্ন রকম সাধনের অসৎ সঙ্গের গঙ্গুলিকা প্রবাহে না চলে তারা নিজেদের

সুরক্ষিত রাখবে এবং স্বতন্ত্র থাকবে। জলপ্রবাহ যেমন নিজের দিকে টেনে নিয়ে আপন গতিধারায় বয়ে নিয়ে চলে, সেইরকম কোনও রকম অল্পকালের প্রবাহ যেন নিজের দিকে তোমাকে আকৃষ্ট না করে। জলপ্রবাহের উর্ধ্ব থাকাকেই বলা হয় উদ্ভীয়ামান যোগী। এই সব সিদ্ধি অনন্তের উপরম (বৈরাগ্য) বিধি থেকে প্রাপ্ত হয়।

অনন্তের বৈরাগী অর্থাৎ প্রতিটা সঙ্কল্প, বোল এবং সেবাতে অনন্তের বৃত্তি, স্মৃতি, ভাবনা আর কামনা থাকা। প্রতিটা সঙ্কল্প সেবার প্রতি সমর্পিত হতে দাও। প্রতিটা বোলে নিঃস্বার্থ ভাবনা থাকতে দাও। তোমাদের প্রতিটা কর্মে এই ভাইরেশন সকলের অনুভব হতে দাও, করানোর মালিক তোমাকে দিয়ে করাচ্ছেন, একেই বলা হয়ে থাকে অসীম জগতের বৈরাগী। অনন্তের বৈরাগী অর্থাৎ স্বয়ং ভাবের সমাপ্তি। সবকিছুতে বাবা-ভাব হতে দাও। যেমন জপমালা বারংবার জপ কর, সেইরকম অভিন্ন স্মৃতিস্বরূপ হও। তোমাদের প্রতিটা সঙ্কল্পে, প্রতিটা শ্বাসে অসীম জগৎ আর বাবা যেন মিশে থাকে। সুতরাং সীমিত পরিধির তোমরা সব বৈরাগী, শ্মশান বৈরাগী আত্মাদের বর্তমান সময়ে শান্তি আর শক্তিদেব হয়ে অসীম জগতের বৈরাগী বানাও।

সুতরাং, বর্তমান সময়ে অনুসারে বাচ্চাদের রেজাল্ট কিরকম হয়েছে, সেই টি.ভি. বাপদাদা দেখেছেন আর বাচ্চারা ইন্দিরা গান্ধী সম্পর্কে জানতে টি. ভি. দেখেছে। সবই ঠিক আছে, তোমরা সেই সময়ের নলেজের জন্য বা সমাচার শোনার জন্য দেখেছ, 'কিন্তু কি হয়ে গেল' 'এখন কি হবে', এইরকম আবেগময় হয়ে দেখ না। নলেজফুল হয়ে প্রতিটা দৃশ্যকে কল্প পূর্বের স্মৃতিরূপে দেখ। সুতরাং, বাপদাদা বাচ্চাদের মধ্যে কি দেখেছিলেন? অভিনয় মঞ্চে বাচ্চাদের দৃশ্যপটও চিত্তাকর্ষক ছিল। বাবা তিন রকম রেজাল্ট দেখেছেন।

১) অগ্রগামী হয়ে চলতে চলতে অমনোযোগের নিদ্রায় অবশ হওয়া আত্মারা। যখন হঠাৎ কোনো জোরে আওয়াজ হয় বা কেউ তাদের নাড়া দেয় তখন সুপ্ত অবস্থা থেকে জেগে ওঠে, কিন্তু তাৎক্ষণিক স্পর্শ - অনুভূতিতে তারা কিছু সময়ের জন্য জেগে উঠে বলে 'কি হলো' এবং ধীরে ধীরে আবার সেই অসতর্কতার নিদ্রায় নিদ্রিত! 'এইরকম তো হয়ই', এইরকম ভাবনার চাদর জড়িয়ে শুয়ে পড়ে। 'এখন তো শুধু রিহার্সাল, ফাইনাল তো পরে হবে'- এই ভেবে মুখ পর্যন্ত চাদর মুড়ি দিয়ে দেয়।

২) যারা আলস্যের নিদ্রায় নিদ্রিত। এই সব কিছুই তো হওয়ার ছিল, হয়েছে! পুরুষার্থ তো করছিই, ভবিষ্যতেও করব! সঙ্গমযুগে তো পুরুষার্থ করতেই হবে। কিছুটা করেছি, আরও কিছুটা করে নেব। তারা জেগে উঠে অন্যদের দেখতে থাকে, যেমন চাদর থেকে মুখ বার করে কেউ কেউ দেখে নেয়, তখনও তার পাশে কে নিদ্রায় আছে! যারা সুপরিচিত তারাও এমনই তীব্রগতিতে চলছে, যেমন আমরা চলছি। এইভাবে অন্যের দুর্বলতা দেখে ফলো ফাদারের পরিবর্তে সিস্টার্স এবং ব্রাদার্সকে ফলো করে, এমনকি তারা তাদেরও দুর্বলতা ফলো করে। যারা এইরকম সঙ্কল্প করে এবং আলস্য-নিদ্রায় নিদ্রিত, তারাও অবশ্যই জেগে ওঠে। তাদের উৎসাহ-উদ্দীপনার আধারে অনেকে আলস্য-নিদ্রা ত্যাগ করেছে, স্ব-উন্নতি এবং সেবার উন্নতিতে সামনে পদক্ষেপও করেছে। মানসিক চাঞ্চল্য তাদের চেতনাকে নাড়িয়ে দিয়েছে, আর তারা সামনে এগিয়েছে, কিন্তু তবুও আলস্যের সংস্কার মাঝেমধ্যে নিজের দিকে টানতে থাকে। তৎসঙ্গেও, ভাবতরঙ্গ তাদের নাড়িয়ে দিয়েছে, অগ্রচালিত করেছে।

৩) অস্থির পরিস্থিতি দেখেও যারা অনড় থাকে। সেবার শ্রেষ্ঠ সঙ্কল্পের সাথে, তারা সেবার বিভিন্ন প্ল্যানস বানায় এবং সেইসব পরিপূর্ণ করে। সমগ্র বিশ্বকে যারা শান্তি আর শক্তির সহায়তা দেয়, যারা নিজেরা সাহস বজায় রেখে অন্যদেরও সাহস জোগায়, এইরকম বাচ্চাদেরও বাবা দেখেছেন। যাই হোক, ঋণস্থায়ী উৎসাহ-উদ্দীপনার অথবা ঋণস্থায়ী তীব্র পুরুষার্থ বা দুর্বলতায় বৈরাগ্য বৃত্তির তরঙ্গে গমন ক'রনা। সদা পরিস্থিতিকে স্ব-স্থিতির শক্তি দ্বারা পরিবর্তন করে বিশ্ব পরিবর্তকের স্মৃতি অক্ষুণ্ণ রাখ। যখন বিপরীত পরিস্থিতি তোমাদের স্থিতিকে সম্মুখগতি করে বা বায়ুমন্ডল মাস্টার সর্বশক্তিমানকে চালনা করে, অথবা মানবাত্মার ঋণস্থায়ী শ্মশান বৈরাগ্য অল্পকালের জন্য অসীম জগতের বৈরাগী বানায়, সেগুলো পূর্বজ আত্মাদের কাজ নয়। যখন সময়, রচনা, মাস্টার রচয়িতাসকলকে অগ্রচালিত করে, তখন সেটা মাস্টার রচয়িতাগণের দুর্বলতা। তোমাদের শ্রেষ্ঠ সঙ্কল্প সময়কে পরিবর্তন করবে। সময় তোমরা সব বিশ্ব পরিবর্তক আত্মার সহযোগী। বুঝেছ? সময়ের অপেক্ষায় থেকে, সময়ের ঝাঁকুনিতে যারা সম্মুখগতি হয়, তোমরা তো তারা নও, বরং তোমরা নিজেরা অগ্রচালিত হয়ে সময়কে কাছে নিয়ে আস। অনেকের কোশ্চেন উঠেছে, এখন কি হবে? যাই হোক, এখন কোশ্চেনকে ফুলস্টপে পরিবর্তন কর অর্থাৎ নিজেকে সব সাবজেক্টে পরিপূর্ণ (ফুল) কর। এটাই ফুলস্টপ। এইরকম সময়ে কি হবে? এই কোশ্চেন উঠতে দিও না, আমাকে কি করতে হবে- এই প্রশ্নের পরিবর্তে বরং এমন সময়ে আমার কি কর্তব্য হওয়া উচিত, সেই সেবায় নিজেকে নিয়োজিত কর। যেমন অগ্নি নিবারণকারী আগুন নেভানোর কাজে নিজেদের নিয়োজিত করে। তারা বলেন, কি হয়েছে! তারা তাদের সেবাতে নিযুক্ত হয়, তাই না? একইভাবে আধ্যাত্মিক (রহানী) সেবানীর কর্তব্য হলো নিজের রহানী সেবায় নিয়োজিত হওয়া। দুনিয়ার লোকেও যেন স্বতন্ত্রভাবে অনুভব করতে পারে। বুঝেছ তোমরা! তবুও সময় অনুসারে তোমরা এখানে পৌঁছেই গেছ, তাই না! পরিস্থিতি যেমনই হোক, ড্রামা অনুযায়ী মিলনমেলা উদযাপন হয়েই গেছে। তোমরা আরও লাকি হয়েছে যার জন্য এখানে পৌঁছে গেছ, তাই না! তোমরা খুশি হয়েছে যে তোমাদের ভাগ্যে তোমরা এখানে পৌঁছে গেছ। সুস্বাগতম! তোমরা সব বাচ্চা মধুবনের সৌন্দর্য। মধুবনের অলঙ্করণ মধুবনে পৌঁছেছে। মধুবনে শুধু বাবা নয়, বাচ্চারাও মধুবনে আছে। আচ্ছা -

চতুর্দিক থেকে যে বাচ্চারা তাদের সঙ্কল্প দ্বারা, স্নেহ দ্বারা, আকারী রূপে এখানে পৌঁছেছে, সেই সমস্ত বাচ্চাদের বাপদাদা সদা অচল ভব, সদা বেহদের বৈরাগী, সদা উজ্জীযমান যোগী ভব'র উত্তরাধিকার এবং বরদান দেন। সদা অসীম জগতের স্মৃতিস্বরূপ, অসতর্কমূলক আলস্যের নিদ্রাজিৎ, সদা বেহদের স্মৃতিস্বরূপ এমন পূর্বজ এবং পূজ্য আত্মাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার।

দাদীজী এবং জগদীশ ভাই বাপদাদাকে তাঁদের বিদেশ যাত্রার সমাচার শুনিয়েছেন এবং স্মরণ আর ভালোবাসা দিয়েছেন

তোমরা বার্তা দিয়ে সবাইকে অনুভব করিয়েছ। তাদের স্নেহ আর সম্বন্ধ বর্ধিত করেছে। এখন, তাদের অধিকার নেওয়ার জন্য তারা সামনে এগোবে। তোমাদের প্রতি পদে অনেক আত্মাদের কল্যাণের পার্ট স্থির হয়ে আছে। এই স্থিরীকৃত পার্ট দ্বারা তোমরা সকলের হৃদয়ে উৎসাহ-উদ্দীপনা জাগিয়েছ। খুব ভালো সেবা আর ভালোবাসার পার্ট প্লে করেছে। বাপদাদা করানোর মালিকও বটে আবার সাক্ষীদ্রষ্টা হয়েও লক্ষ্য করেন। তিনি তোমাদের দিয়ে এটা করিয়েছেন আবার তোমাদেরও লক্ষ্য করেছেন। বাচ্চাদের উৎসাহ-উদ্দীপনা আর সাহসের জন্য বাপদাদা গৌরবান্বিত। ভবিষ্যতে আরও উচ্চরবে আওয়াজ হবে। সরবে এমন আওয়াজ হবে যে, সব কুস্কর্প চোখ খুলে দেখবে কি ঘটে গেছে!

অনেকের ভাগ্য পরিবর্তন হবে। তোমরা ভূমি প্রস্তুত করে, বীজ বপন করে ফিরে এসেছ। এখন শীঘ্রই ফলও ফলবে প্রত্যক্ষতার ফল অবশ্যই বেরোবে; সেই সময় সমাসন্ন। তোমরা সেখানে গিয়ে যে সেবা করেছিলে তার ফলস্বরূপ তারা নিজেরাই ছুটে এখানে আসবে। তাদের এমন অনুভব হবে যে দূর থেকে চুম্বক যেমন টানে সেভাবেই কেউ যেন তাদের টানছে। আদিত্যে যেমন অনেক আত্মাদের রুহানী টান ছিল, কেউ যেন তাদের টানছে, কোথায় যাবে! সেইরকম এরাও টানে টানে চলে আসবে। তোমরা তো অনুভব করেছ রুহানী টান বাড়ছে, তাই নয় কি? এই টানের বৃদ্ধি হতেই আত্মিক টানে তারা উড়ে এখানে চলে আসবে। সেই দৃশ্য এখন প্রতীয়মান হওয়ার মুখে। এখন এটা হওয়াই বাকি আছে। বার্তাবাহক বার্তা নিয়ে যায়, কিন্তু তারা নিজেরাই সত্য তীর্থে পৌঁছে যায়, এটাই লাস্ট সীন। এরজন্য ভূমি প্রস্তুত হয়ে গেছে, বীজও বপন করা হয়েছে, এখন তা ফলশালী প্রায়। আচ্ছা – তোমরা উভয় দিকে গেছ। সকলের সাহস, পরমানন্দ, উৎসাহ-উদ্দীপনা বাপদাদার কাছে পৌঁছে যায়। সেবার জন্য মেজরিটির উৎসাহ-উদ্দীপনা থাকার কারণে, তারা সহজেই মায়াজিৎ হওয়ার ক্ষেত্রেও সামনে এগিয়ে চলেছে। তোমাদের ফুরসৎ হলে মায়া আক্রমণও করে, কিন্তু তোমরা যখন মন থেকে বিজি থাক, ডিউটি হিসেবে নয়, তখন সেবায় অন্তর্মনে বিজি থাকার কারণে তোমরা সহজে মায়াজিৎ হয়ে যাও। সুতরাং, বাচ্চাদের উৎসাহ-উদ্যম দেখে বাপদাদা উৎফুল্ল হন। ওখানে সুযোগ সুবিধার উপকরণ সহজলভ্য, আর সেগুলো প্রাপ্তও হয়ে যায়। তাদের লক্ষ্য আছে, তারা পরিশ্রম করে এবং সাধনও সহজে প্রাপ্ত হয়, এই তিন বিষয়ের কারণে রেসে এগিয়ে তারা ভালো নম্বর নিচ্ছে। এটা ভালো। যাই হোক, এই দেশেও কেউ কম নয়। তোমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ উদ্যম-উৎসাহের আধারে এগিয়ে যাচ্ছ। এই দেশ থেকেই নাম ছড়িয়ে পড়তে হবে। বিদেশের সফলতাও এই দেশের ওপরে নির্ভর করে। এই ব্যাপারে তারা খুব সচেতন এবং তারা মনে করে যে নাম মহিমান্বিত করা তাদের ডিউটি। বিদেশের আওয়াজ দ্বারাই ভারতকে জাগরিত হতে হবে। তোমাদের লক্ষ্য স্থির, আর সেটা তোমরা পূরণও করছ। তোমরা তাদের তৈরি করছ, কিন্তু এখনও পর্যন্ত শুধুমাত্র বিদেশেই আওয়াজ পৌঁছেছে। বিদেশ থেকে আওয়াজ এই দেশে পৌঁছাবে, উড়ে উড়ে আসছে। এখন উড়ছে, আওয়াজ এখনও ব্রাহ্মমাণ! উড়তে উড়তে এখানে পৌঁছেই যাবে। এখন বিদেশে খুব ভালোভাবে ছড়িয়ে পড়ছে, সেইসঙ্গে বিদেশ থেকে আওয়াজ দেশ পর্যন্ত পৌঁছান, এটাও হওয়ারই আছে। আচ্ছা – যে পার্ট তোমরা অভিনয় করেছ, সেটা ভাল করেছ। সদা সম্মুখগতি হওয়ার সহযোগ এবং বরদান আছে তোমাদের। প্রত্যেক আত্মার নিজস্ব পার্ট আছে। যতই তোমরা অনুভাবী হবে, ততই অনুভবের আধারে তোমরা অগ্রচালিত হবে। করানোর মালিক যা কিছুই যার মাধ্যমে করিয়েছেন, ড্রামা অনুসারে সবচেয়ে ভালো করিয়েছেন। নিমিত্ত ভাবের মাধ্যমে তিনি সেবা করিয়েই নেন। সুতরাং সেবা করতে তিনি তোমাদের অনুপ্রাণিত করেন এবং তোমরা নিমিত্ত হয়ে ওঠ, জমা হয় আর ভবিষ্যতেও জমা হতে থাকবে। আচ্ছা।

পার্টির সাথে:– তোমরা সদা মিলন মেলায় থাক, তাই না! এই মিলনমেলা অবিনাশী মিলন মেলার অনুভব করায়। যেখানেই থাক না কেন তোমরা, মেলাতে থাক। মেলা থেকে কখনও দূরে থাক না। মেলা অর্থাৎ মিলন। সুতরাং সদা মিলনেরই মেলা। অতএব, এমন ভাগ্যবান কে হবে যে সদা মেলায় থাকবে! সাধারণতঃ, মেলা বসে আর পরে মেলা ভাঙে, কিন্তু মেলাতে কেউ সবসময় থাকে না। তোমরা ভাগ্যবান আত্মারা সদা মেলায় থাক, সদা মিলনমেলা। মেলায় কি হয়? মিলন আর দোলন। তোমরাও তো দোল খাও, তাই না! সুতরাং তোমরা প্রাপ্তির দোলায় নিরন্তর দোল খাচ্ছ। একটা মাত্র দোলাই নয়, অনেক প্রাপ্তির অনেক দোলা। কখনো এক দোলায় দোলন, তো কখনো আরেক

দোলায়, কিন্তু এই দোল খাওয়া মেলাতেই । এমন দোলা যে সবসময় তোমাকে সুখ আর সর্বপ্রাপ্তির অনুভব করায় । অনেক কোটির মধ্যে কতিপয় ভাগ্যবান আত্মা তোমরা ! আগে মহিমা শুনতে তোমরা অভ্যস্ত ছিল, এখন মহান হয়ে গেছ । আচ্ছা ।

বরদান:- শান্তির শক্তি দ্বারা অসম্ভবকে সম্ভব ক'রে সহজযোগী ভব

শান্তির শক্তি সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি । শান্তির শক্তি থেকে অন্য সব শক্তির উদ্ভব হয়েছে । সায়েন্সের শক্তিও যে প্রভাব বিস্তার করে, সেই সায়েন্সও সাইলেন্সের শক্তি থেকে উদ্ভূত । সুতরাং, শান্তির শক্তি দ্বারা যেমন চাও করতে পার । অসম্ভবকেও সম্ভব করতে পার । দুনিয়ার লোকে যেটা অসম্ভব বলে, সেটাও তোমাদের জন্য সম্ভব এবং যেহেতু সম্ভব, তাই সহজও বটে ! শান্তির শক্তি ধারণ করে সহজযোগী হও ।

স্লোগান:- বাণী দ্বারা সকলকে সুখ আর শান্তি দিয়ে মহিমা যোগ্য হও।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- বাবাকে ভালোবেসে স্মরণ করো তাহলে তোমরা সম্পন্ন হয়ে যাবে, দৃষ্টি দ্বারা সম্পন্ন হওয়ার অর্থ হল বিশ্বের মালিক হওয়া "

প্রশ্ন :- দৃষ্টি দ্বারা সম্পন্ন করলেন স্বামী সদগুরু এই কথাটির বাস্তবিক অর্থ কি ?

উত্তর :- আত্মা যখন বাবার দ্বারা জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র প্রাপ্ত করে এবং সেই চোখ দিয়ে বাবাকে চিনতে পারে তখন সে সম্পন্ন হয়ে যায় অর্থাৎ সদগতি লাভ করে। বাবা বলেন - বাচ্চারা, দেহী-অভিমানী হয়ে তোমরা আমার দৃষ্টিতে একনিষ্ঠ হও অর্থাৎ আমাকে স্মরণ করো, অন্য সব সঙ্গ ত্যাগ করে এক আমার সঙ্গে যুক্ত হও তাহলে দূরবস্থা বা কাণ্ডাল স্থিতি থেকে সম্পন্ন বা ধনী হয়ে যাবে।

ওম্ শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি আত্মা রূপী (রহানী) বাচ্চারা কার কাছে আসে ? আত্মার পিতা (রহানী পিতা) পরমাত্মার কাছে। তোমরা বুঝতে পারো আমরা শিববাবার কাছে যাই। এই কথাও জানো শিববাবা হলেন সর্ব আত্মার পিতা। এই কথাতেও বাচ্চাদের দৃঢ় বিশ্বাস থাকা চাই যে সুপ্রিম টিচারও হলেন তিনি, সুপ্রিম গুরুও হলেন তিনি । সুপ্রিম অর্থাৎ পরম। ওই এক-কেই স্মরণ করতে হবে। দৃষ্টি দ্বারা দৃষ্টির মিলন হয়। বলা হয়ে থাকে - দৃষ্টি দ্বারা সম্পন্ন করেন স্বামী সদগুরু। তার কোনো অর্থ তো থাকা চাই। দৃষ্টি দ্বারা সম্পন্ন করা হয় কাদের ? অবশ্যই সম্পূর্ণ দুনিয়ার জন্যে বলা হবে, কারণ সকলের সদগতি দাতা হলেন তিনি। সকলকে এই পতিত দুনিয়া থেকে নিয়ে যান উনি। এবারে দৃষ্টিটি কার ? এই চোখ দুটি কি ? না , জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র যা প্রাপ্ত হয়। যার দ্বারা আত্মা জানতে পারে ইনি হলেন সকল আত্মাদের পিতা। বাবা আত্মাদের পরামর্শ দেন যে আমাকে স্মরণ করো। বাবা আত্মাদের বোঝান। আত্মারা-ই পতিত তমোপ্রধান হয়েছে। এখন এই হল তোমাদের ৮৪-তম জন্ম, এই নাটকটি পূর্ণ হয়েছে। পূর্ণ তো অবশ্যই হতে হবে। প্রতিটি কল্প পুরানো দুনিয়া থেকে নতুন দুনিয়ায় পরিণত হয়। নতুন দুনিয়া আবার পুরানো হয়। নামও আলাদা থাকে। নতুন দুনিয়ার নাম হল সত্যযুগ। বাবা বুঝিয়েছেন তোমরা প্রথমে সত্যযুগে ছিলে, তারপরে পুনর্জন্ম নিয়ে ৮৪ জন্ম পার করেছ। এখন তোমাদের আত্মা তমোপ্রধান হয়েছে। বাবাকে স্মরণ করলে সম্পন্ন হয়ে যাবে। বাবা সামনে থেকে বলেন আমাকে স্মরণ করো, আমি কে? পরমপিতা পরমাত্মা। বাবা বলেন - বাচ্চারা, দেহী-অভিমানী হও, দেহ-অভিমানী হয়ে না। আত্মা-অভিমানী হয়ে তোমরা আমার সঙ্গে দৃষ্টি মিলন করো তাহলে তোমরা সম্পন্ন হয়ে যাবে। বাবাকে স্মরণ করতে থাকো, এতে কোনও কষ্ট নেই। আত্মা-ই পড়া করে, পার্ট প্লে করে। খুব সূক্ষ্ম। যখন এখানে আসে তখন ৮৪ জন্মের পার্ট প্লে করে। সেই পার্ট আবার রিপিট করতে হয়। ৮৪ জন্মের পার্ট প্লে করে আত্মা পতিত হয়েছে। এখন আত্মার শক্তি কমেছে। এখন আত্মা সম্পন্ন নয়, কাণ্ডাল হয়েছে। তাহলে আবার সম্পন্ন হবে কিভাবে ? এই শব্দটি হল ভক্তিমার্গের, যার সম্বন্ধে বাবা বোঝান। বেদ, শাস্ত্র, চিত্র ইত্যাদি বিষয়েও বোঝান। তোমরা এইসব চিত্র শ্রীমৎ অনুসারে তৈরি করেছ। অসুরী মতানুসারে অনেক অনেক চিত্র আছে। সেসব হল মাটির পাথরের। তার কোনো অক্যুপেশান নেই। এখানে তো বাবা এসে বাচ্চাদের পড়ান। ভগবানুবাচ বলা হয় অর্থাৎ এইসব হল তাঁরই নলেজ । স্টুডেন্ট জানে ইনি অমুক টিচার। এখানে তোমরা বাচ্চারা জানো যে অসীম জগতের (বেহদের) বাবা একবার-ই এসে এমন ওয়ান্ডারফুল পার্ট পড়ান। এই আত্মিক পড়াশোনা এবং ঐ দৈহিক পড়াশোনার মধ্যে রাত-

দিনের তফাৎ আছে। ঐ পড়া পড়তে পড়তে রাত হয়, এই পড়া পড়লে দিন আসে। ঐ পড়া তো জন্ম জন্মান্তর পড়েছে। এইখানে বাবা স্পষ্ট বলেন যে আত্মা যখন পবিত্র হবে তখন ধারণা হবে। বলা হয় বাঘিনীর দুধ সোনার পাত্রে রাখা যায়। তোমরা বাচ্চারা বুঝেছ, আমরা এখন সোনার পাত্রে পরিণত হচ্ছি। থাকব তো মানুষ কিন্তু আত্মাকে সম্পূর্ণ পবিত্র হতে হবে। ২৪ ক্যারেট ছিল এখন ৯ ক্যারেট হয়ে গেছে। আত্মার জ্যোতি যে প্রজ্বলিত ছিল এখন নিভু নিভু অবস্থায় পৌঁছেছে। জাগ্রত জ্যোতি এবং স্নান জ্যোতি মানুষের মধ্যেও তফাৎ আছে। জ্যোতি জাগ্রত হল কিভাবে এবং কিভাবে পদমর্যাদা প্রাপ্ত হল - সব কথা বাবা এসে বোঝান। বাবা বলেন আমাদের স্মরণ করো। যারা আমাদের ভালো ভাবে স্মরণ করবে আমিও তাদের ভালো করে স্মরণ করব। এই কথাও বাচ্চারা জানে যে দৃষ্টি দ্বারা সম্পন্ন করেন একমাত্র বাবা হলেন স্বামী। ব্রহ্মার আত্মাও সম্পন্ন হয়। তোমরা সবাই হলে বহি পতঙ্গ, পরমাত্মাকে অগ্নি শিখা বলা হয়। কোনও পতঙ্গ শুধুমাত্র পরিক্রম করতে আসে। কেউ বাবাকে ভালো ভাবে চিনতে পারে এবং জীবন্ত (জীবিত অবস্থায় মৃত স্বরূপ) হয়ে যায়। কেউ পরিক্রমা করে ফিরে যায়, মাঝে মাঝে আসে ও চলে যায়। এই সঙ্গমের-ই সম্পূর্ণ গায়ন আছে। এই সময় যা কিছু চলে তারই শাস্ত্র তৈরি হয়। বাবা একবার এসে স্বর্গের অধিকার (বর্সা) প্রদান করে চলে যান। অসীম জগতের পিতা অবশ্যই অসীমের বর্সা অর্থাৎ স্বর্গের উত্তরাধিকার দেবেন। গায়নও আছে ২১ জন্ম। সত্যযুগে কে বর্সা প্রদান করেন ? ভগবান রচয়িতা নিজেই অর্ধকল্পের জন্যে বর্সা প্রদান করেন রচনা-কে। স্মরণও সবাই তাঁকেই করে। তিনি-ই হলেন পিতা, টিচার, স্বামী ও সদগুরু। তোমরা যদিও অন্যকে স্বামী সদগুরু বলে সম্বোধন কর। কিন্তু সত্য পিতা হলেন একজন-ই। বাবাকে সর্বদা সত্য বা টুথ বলা হয়। তিনি এসে কোন টুথ করেন ? তিনি-ই পুরানো দুনিয়াকে সত্যথওে পরিণত করেন। সত্যথওের জন্যে আমরা পুরুষার্থ করছি। যখন সত্যখন্ড ছিল অন্য সব খন্ড গুলি ছিল না। এইসব পরবর্তীকালে আসে। সত্য খণ্ডের কথা কারো জানা নেই। বাকি যে খন্ড গুলি এখন রয়েছে সেসবের কথা তো সবাই জানে। নিজের ধর্ম স্থাপক কে জানে। বাকি সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশী এবং এই সঙ্গমযুগী ব্রাহ্মণ কুলের কথা কেউ জানে না। প্রজাপিতা ব্রহ্মাকে বিশ্বাস করে, তারা বলে আমরা ব্রাহ্মণ ব্রহ্মার সন্তান, কিন্তু তারা হল কুখ বংশী (গর্ভের দ্বারা জন্ম লাভ হয়), তোমরা হলে মুখ বংশী। তারা হল অপবিত্র, তোমরা হলে মুখ বংশী পবিত্র। তোমরা মুখ বংশী হয়ে পুনরায় ছিঃ ছিঃ দুনিয়ায় রাবণ রাজ্যে চলে যাও। সেখানে রাবণ রাজ্য হয় না। এখন তোমরা চল নতুন দুনিয়ায়। তাকে বলা হয় ভাইসলেস ওয়ার্ল্ড। ওয়ার্ল্ড -ই নতুন পুরানো হয়। কিভাবে হয় সে কথা তোমরা জেনেছ। অন্য কারো বুদ্ধিতে নেই। লক্ষ বছরের কথা কেউ জানতেও পারে না। এইটি তো অল্প সময়ের কথা। এইসব কথা বাবা বসে বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন।

বাবা বলেন আমি আসি তখন যখন বিশেষ করে ভারতে ধর্মের গ্লানি হয়। অন্য স্থানে কেউ জানে না যে নিরাকার পরমাত্মা কি বস্তু। বিশাল লিঙ্গ তৈরি করে রেখেছে। বাচ্চাদের বোঝানো হয়েছে - আত্মার সাইজ কখনও ছোট-বড় হয় না। যেমন আত্মা অবিনাশী, তেমনই বাবাও হলেন অবিনাশী। তিনি হলেন সুপ্রিম আত্মা। সুপ্রিম অর্থাৎ সর্বদা পবিত্র এবং নির্বিকারী। তোমরা আত্মারাও নির্বিকারী ছিলে, দুনিয়াও নির্বিকারী ছিল। সেই স্থানকে বলা হয় সম্পূর্ণ নির্বিকারী, নতুন দুনিয়া যা অবশ্যই পুরানো হয়। কোয়ালিটি কম হয়ে যায়। দুই কলা বা কোয়ালিটি কম হয়ে চন্দ্রবংশী রাজ্য ছিল তারপরে দুনিয়া আরও পুরানো হতে থাকে। পরে অনেক খন্ড আসে। তাদের বলা হয় বাইপ্লট, কিন্তু মিস্ত্রি হয়ে যায়। ড্রামা প্ল্যান অনুযায়ী যা কিছু হয় সব আবার রিপিট হবে। যেমন বৌদ্ধ ধর্মের কোনো বিশিষ্ট জন এসে অনেককে বৌদ্ধ ধর্মে নিয়ে যায়। ধর্ম পরিবর্তন করিয়ে দিল। হিন্দুরা

নিজের ধর্ম নিজেরাই বদলেছে, কারণ কর্ম ব্রষ্ট হওয়ার দরুন ধর্ম ব্রষ্টও হয়েছে। বাম মার্গে চলে গেছে। জগন্নাথের মন্দিরও গিয়েছে হয়তো, কিন্তু কারো কোনো চিন্তন চলে না। নিজেরা বিকারী, তাই তাঁদেরও বিকারী দেখিয়েছে। এই কথা বুঝতে পারেনি যে দেবতারা যখন বাম-মার্গে গেছে, তখন এমন বিকারী হয়েছে। সেই সময়েরই এই চিত্র। দেবতা নাম তো খুব ভালো। হিন্দু তো হিন্দুস্তানের নাম। তারপরে নিজেদেরকে হিন্দু বলেছে। কতখানি ভুল হয়েছে তাই বাবা বলেন "যদা যদা হি ধর্মস্যঃ" বাবা ভারতে আসেন। এমন তো বলেন না - আমি হিন্দুস্তানে আসি। এই হল ভারত, হিন্দুস্তান বা হিন্দু ধর্ম নেই। মুসলমানরা হিন্দুস্তান নাম রেখেছে। এও ড্রামাতে নির্দিষ্ট আছে। ভালো রীতি বোঝা উচিত। এও নলেজ। পুনর্জন্ম নিতে নিতে বাম মার্গে এসে ব্রষ্টাচারী হয়, তারপরে দেবতাদের সামনে গিয়ে বলে, আপনি হলেন সম্পূর্ণ নির্বিকারী। আমরা হলাম বিকারী পাপী অন্য কোনও খণ্ডের মানুষ এমন বলবে না। আমরা নীচু অথবা আমাদের কোনও গুণ নেই। কেউ এমন বলছে তোমরা শোনো নি হয়তো। সিন্ধু জনেরা গ্রন্থের সামনে বসে কিন্তু কখনও এমন বলে না যে নানক , তুমি নির্বিকারী, আমরা বিকারী। গুরু নানকের অনুগামীরা কঙ্কন (লৌহ বালা) ধারণ করে, সেইটি হল নির্বিকারী হওয়ার চিহ্ন। কিন্তু বিকার ছাড়া থাকতে পারে না। মিথ্যা চিহ্ন গুলি রেখেছে। যেমন হিন্দু মানুষ পৈতা ধারণ করে, সেইটি হল পবিত্রতার চিহ্ন। আজকাল তো ধর্মকে কেউ বিশ্বাস করে না। এই সময় ভক্তিমার্গ চলছে। যাকে বলা হয় ভক্তি কাল্ট। জ্ঞান কাল্ট হল সত্যযুগে। সত্যযুগে দেবতারা হলেন সম্পূর্ণ নির্বিকারী। কলিযুগে সম্পূর্ণ নির্বিকারী কেউ হতে পারে না। প্রবৃত্তি মার্গের স্থাপনা তো বাবা-ই করেন। বাকিরা সবাই গুরু নিবৃত্তি মার্গের অর্থাৎ সন্ন্যাস ধর্মের, বাবার চেয়ে গুরুদের জোর বেশি হয়েছে। বাবা বলেন এইসব যা কিছু তোমরা পড়েছ , সেসবের দ্বারা আমাকে প্রাপ্ত করা সম্ভব নয়। আমি যখন আসি, তখন সবাইকে দৃষ্টি দ্বারা সম্পন্ন করি। গায়নও আছে দৃষ্টি দ্বারা সম্পন্ন করেন স্বামী সদগুরু তোমরা এখানে কেন এসেছ ? সম্পন্ন হতে। বিশ্বের মালিক হতে। বাবাকে স্মরণ করো তাহলে সম্পন্ন হয়ে যাবে। কেউ কখনও বলবে না যে এমন করলে তোমরা এমন হয়ে যাবে। বাবা-ই বলেন তোমাদের এইরূপ (দেবতা স্বরূপ) হতে হবে। তাঁরা লক্ষ্মী-নারায়ণ কিভাবে হয়েছেন ? কেউ জানে না। বাচ্চারা, বাবা তোমাদের সবকিছু বলেন, ব্রহ্মাবাবা ৮৪ জন্ম নিয়ে পতিত হয়েছেন তারপরে আমি তোমাদের দেবতায় পরিণত করতে আসি।

বাবা নিজের পরিচয় দেন এবং দৃষ্টি দ্বারা সম্পন্নও করেন। এই কথা কার উদ্দেশ্যে বলা হয় ? এক সদগুরুর উদ্দেশ্যে। ঐ গুরুদের তো সংখ্যা অনেক এবং মাতারা হলেন অবলা, অবোধ। তোমরা সবাই হলে ভোলানাথের সন্তান। শঙ্করের উদ্দেশ্যে বলা হয় চোখ খুলতেই বিনাশ হয়। এও তো একপ্রকার পাপ কর্ম । বাবা কখনও এমন কাজের জন্য ডাইরেক্সন দেন না। বিনাশ তো অন্য কিছু দিয়ে হবে তাইনা। বাবা এমন ডাইরেক্সন দেন না। এইসব তো বিজ্ঞানের আবিষ্কার, বুঝতে পারে আমরা নিজের কুলের নিজেরাই বিনাশ করি। তারাও ড্রামার বন্ধনে আবদ্ধ। ত্যাগ করতে পারবে না। নাম বিখ্যাত হয়। চাঁদে যায় কিন্তু কোনও লাভ হয় না।

মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা, তোমরাও বাবার সঙ্গে দৃষ্টি মিলন করো অথবা হে আত্মা, নিজের পিতাকে স্মরণ করো তাহলে সম্পন্ন হয়ে যাবে। বাবা বলেন - যারা আমায় স্মরণ করে, আমিও তাদের স্মরণ করি। যারা আমার জন্যে সার্থিস করে, আমিও তাদের স্মরণ করি, ফলে তারা শক্তি প্রাপ্ত করে। তোমরা সবাই এখানে বসে আছো যারা সম্পন্ন হবে, তারা রাজা হবে। গায়নও আছে অন্য সব সঙ্গ

ত্যাগ করে এক সঙ্গ তে যুক্ত হই। এক হলেন নিরাকার। আত্মাও হলেন নিরাকার। বাবা বলেন আমাকে স্মরণ করো। তোমরা নিজেরা বল হে পতিত-পাবন এই কথা কাকে বলেছে? ব্রহ্মা কে, বিষ্ণু কে, শঙ্কর কে ? নয়। পতিত-পাবন হলেন একজনই, তিনি হলেন সর্বদা পবিত্র। তাঁকে বলা হয় সর্বশক্তিমান। বাবা -ই সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের নলেজ বলে দেন এবং তাঁর সব শাস্ত্রের জ্ঞান আছে। সন্ন্যাসীরা শাস্ত্র ইত্যাদি পাঠ করে টাইটেল অর্জন করেন। বাবার তো প্রথম থেকেই টাইটেল আছে। তাঁকে পাঠ করে নিতে হয় না। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণ স্নেহ ও গুডমর্নিং। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) অগ্নি শিখায় (পিতা পরমাত্মা) জীবিত অবস্থায় মৃত বা সমর্পিত হয়ে বহি পতঙ্গ হতে হবে, শুধু পরিক্রমা করলে হবে না। ঈশ্বরীয় পঠন পাঠন ধারণ করবার জন্যে বুদ্ধিকে সম্পূর্ণ পবিত্র করতে হবে।

২) অন্য সব সঙ্গ ত্যাগ করে এক বাবার সঙ্গে যুক্ত হতে হবে। একের স্মরণে থেকে নিজেকে সম্পন্ন করতে হবে।

বরদান :- মন্মনাভবের মন্ত্র দ্বারা মনের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া নির্বন্ধন, ট্রাস্টি ভব

ব্যাখা: যে কোনও রকমের বন্ধন হল কারাগার বা খাঁচা। খাঁচার ময়না এখন নির্বন্ধন হয়ে উড়ন্ত পাখি হয়েছে। যদি কোনও দেহের বন্ধন থাকেও তাও মন হল উড়ন্ত পাখি, কারণ মন্মনাভব হওয়ার দরুন মন বন্ধন থেকে মুক্ত হয়েছে। প্রবৃত্তি অর্থাৎ সংসারের দায়িত্ব পালনের কাজেও বন্ধন নেই। ট্রাস্টি হয়ে দায়িত্ব পালন করে যারা তারা সদা নির্বন্ধন থাকে। গৃহস্থ অর্থাৎ ভার বহনকারী, যে ভার বহন করে সে উড়তে পারে না। কিন্তু যে ট্রাস্টি হয় সে তো নির্বন্ধন হয় এবং উড়ন্ত কলার দ্বারা সেকেন্ডে সুইট হোম বা পরম ধামে পৌঁছাতে পারে।

স্লোগান - উদাসীনতাকে নিজের দাসী করে নাও, তাকে চেহায়ায় আসতে দিও না ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - শ্রীমতে চলে যারা খুব ভালো সার্ভিস করে, তারাই রাজস্বের প্রাইজ প্রাপ্ত করে, বাচ্চারা, তোমরা এখন বাবার সাহায্যকারী হয়েছো, তাই তোমরা অনেক বড় প্রাইজ পাও"

প্রশ্ন :- বাবার জ্ঞান নৃত্য কোন্ বাচ্চাদের কাছে খুবই ভালো হয় ?

উত্তর :- যাদের জ্ঞানের শখ আছে, যাদের যোগের নেশা আছে, তাদের সামনে জ্ঞানের নৃত্য খুব সুন্দর হয়। স্টুডেন্টরা নম্বরের ক্রমানুসারে হয় কিন্তু এ হলো এক আশ্চর্য স্কুল, কারো কারো মধ্যে সামান্যতমও জ্ঞান নেই, কেবল ভাবনা আছে, সেই ভাবনার আধারে অবিনাশী উত্তরাধিকারের অধিকারী হয়ে যায়।

ওম্ শান্তি। আত্মা রূপী বাচ্চাদের আত্মাদের বাবা বোঝান যে, একে বলা হয় রুহানী জ্ঞান বা স্পিরিচুয়াল নলেজ। এই আধ্যাত্মিক জ্ঞান একমাত্র বাবার মধ্যেই থাকে, আর কোনো মনুষ্যমাত্রের মধ্যেই আধ্যাত্মিক (রুহানী) জ্ঞান থাকে না। এই রুহানী জ্ঞান দানও করেন একজন, যাঁকে জ্ঞানের সাগর বলা হয়। প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যেই তাদের নিজের নিজের বিশেষত্ব থাকে, তাই না। ব্যারিস্টার, ব্যারিস্টারই হয়, আবার ডাক্তার, ডাক্তারই। প্রত্যেকেরই কর্তব্য বা পার্ট আলাদা - আলাদা। প্রত্যেক আত্মাই তার নিজের - নিজের পার্ট পেয়েছে আর এই পার্ট হলো অবিনাশী। আত্মা কতো ছোটো। এ তো আশ্চর্যের, তাই না। এমন গীতও আছে, ক্রুকুটির মাঝে ঝলমলে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র - - এমনও গীতও আছে যে, নিরাকার আত্মার এই শরীর হলো আসন। এ হলো এক ছোটো বিন্দু। আর সমস্ত আত্মাই হলো অভিনেতা। এক জন্মের চেহারা অন্য জন্মের সঙ্গে মেলে না, এক জন্মের পার্টও অন্য জন্মের সঙ্গে মেলে না। কেউই জানে না যে আমরা অতীতে কি ছিলাম আবার ভবিষ্যতে কি হবো। এইসব কথা বাবা এই সঙ্গম যুগে বসেই বোঝান। ভোরে বাচ্চারা, তোমরা যখন স্মরণের যাত্রায় বসো, তখন তোমাদের নিভে যাওয়া আত্মা প্রজ্জ্বলিত হতে থাকে কেননা আত্মায় অনেক জং লেগে আছে। বাবা স্যাকরার কাজও করেন। পতিত আত্মা, যাদের মধ্যে খাদ জমা হয়ে আছে, তাদের তিনি পিওর বা স্বচ্ছ করেন। খাদ তো পড়েই, তাই না। রূপা, তামা, লোহা ইত্যাদি নামও এমনই। স্বর্ণ যুগ, রৌপ্য যুগ -- সত্যপ্রধান, সত্য, রজো, তমো -- এইসব কথা আর কোনো মানুষ বা গুরু বোঝাবেন না। এক সঙ্করুই এ বোঝাবেন। তারা তো সঙ্করুর অকাল আসনের কথাই বলে। ওই সঙ্করুরও তো আসন চাই, তাই না। যেমন আত্মারা, তোমাদেরও তো নিজের নিজের আসন আছে, তাঁকেও তেমনই আসন নিতে হয়। তিনি বলেন, আমি কোন্ আসন নিই - সে কথা এই দুনিয়ার কেউই জানে না। ওরা তো এও না, ওটাও না, এমনই বলে এসেছে। আমরা জানতাম না। বাচ্চারা, তোমরাও বুঝতে পারো, প্রথমে আমরা কিছুই জানতাম না। যে কিছুই বোঝে না, তাকে অবুঝ বলা হয়। ভারতবাসী মনে করে, আমরা খুবই বুঝদার ছিলাম। এই বিশ্বের রাজ্য - ভাগ্য আমাদেরই ছিলো। এখন অবুঝ হয়ে গেছি। বাবা বলেন যে, তোমরা শাস্ত্র ইত্যাদি যা কিছুই পড়ো না কেন, সে সব এখন ভুলে যাও। যদিও গৃহস্থ জীবনে থাকো তবুও কেবলমাত্র এক বাবাকে স্মরণ করো। সন্ন্যাসীদের অনুসরণকারীরা তাদের নিজের - নিজের ঘরেই থাকে। কেউ কেউ প্রকৃত অনুসরণকারী হলে তারা তাদের সঙ্গে থাকে। বাকি কেউ কোথায়, কেউ বা অন্য কোথাও থাকে। তো এইসব কথা বাবা বসে বোঝান। একে বলা হয় জ্ঞান নৃত্য। যোগ তো হলো সাইলেন্স। জ্ঞানের হয় নৃত্য। যোগে তো সম্পূর্ণ শান্ত থাকতে হয়। ডেড সাইলেন্স বলা হয় তো। তিন মিনিট ডেড

সাইলেন্স কিন্তু এর অর্থও কেউ জানে না। সন্ন্যাসী শান্তিলাভের জন্য জঙ্গলে যায় কিন্তু ওখানে শান্তি পাওয়াও যায় না। এমন এক গল্পও আছে --- রাণীর হার গলায় ছিলো আর তা সে খুঁজে বেড়াচ্ছিল, এই উদাহরণও শান্তির জন্য। বাবা এই সময় যে বিষয় বোঝান, সেই দৃষ্টান্তই ভক্তিমার্গে চলতে থাকে। বাবা এই সময় পুরানো দুনিয়ার পরিবর্তন করে নতুন দুনিয়া বানান। তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান বানান। এ তো তোমরাই বুঝতে পারো। বাকি এই দুনিয়াই হলো তমোপ্রধান, পতিত কেননা সবারই জন্ম হয় বিকার থেকে। দেবতাদের জন্ম তো বিকার থেকে হয় না। তাকে বলা হয় সম্পূর্ণ নির্বিকারী দুনিয়া। নির্বিকারী শব্দটি বলা হয় কিন্তু এর অর্থ কেউই জানে না। তোমরাই পূজ্য থেকে পূজারী হয়েছো। বাবার জন্য কখনোই এমন কথা বলা হয় না। বাবা কখনোই পূজারী হন না। মানুষ তো কোণে - কোণে পরমাত্মা আছেন -- এমনও বলে দেয়। বাবা তখন বলেন, যখনই ভারতে ধর্মের এমন গ্লানি হয় -----। ওরা তো এমন শ্লোক এমনই পড়ে নেয়, এর অর্থ কিছুই জানে না। ওরা বলে যে, শরীর তো পতিত হয়, কিন্তু আত্মা হয় না।

বাবা বলেন, প্রথমে আত্মা পতিত হয়, তখন শরীরও পতিত হয়। সোনাও যখন খাদ দেওয়া হয় তখন গয়নাও তেমনই তৈরী হয় কিন্তু এ সবই হলো ভক্তিমার্গের। বাবা বোঝান যে, প্রত্যেকের মধ্যেই আত্মা বিরাজিত, জীবাত্মা - এমন কথাও বলা হয়। জীব পরমাত্মা, এমন কথা বলা হয় না। মহান আত্মা বলা হয় কিন্তু মহান পরমাত্মা বলা হয় না। আত্মাই ভিন্ন - ভিন্ন শরীরে অভিনয় করে। তাহলে যোগ হলো সম্পূর্ণ সাইলেন্স। এ হলো জ্ঞান নৃত্য। বাবার জ্ঞান নৃত্যও তাদের সামনেই হবে, যাদের এই বিষয়ে শখ থাকবে। বাবা জানেন যে, কার মধ্যে কতটা জ্ঞান আছে, যোগের নেশা কার মধ্যে কতটা আছে। টিচার তো জানাবেনই তাই না। বাবাও জানেন, কোন্ - কোন্ বাচ্চা খুব ভালো গুণবান। ভালো - ভালো বাচ্চাদেরই যেখানে সেখানে ডাকা হয়। বাচ্চাদের মধ্যেও নম্বরের ক্রমানুসারে আছে। প্রজাও পুরুষার্থের নম্বর অনুসারে তৈরী হয়। এতো হল স্কুল অথবা পাঠশালা। পাঠশালাতে সবসময় নম্বরের ক্রমানুসারেই বসে। তোমরা বুঝতে পারো যে, অমুকে খুবই বুদ্ধিমান আর অনেকে মাঝারি ধরনের। এ তো হলো বেহদের ক্লাস, এখানে কাউকে নম্বর অনুসারে বসানো যায় না। বাবা জানেন যে, আমার সামনে এ যে বসে আছে, এর মধ্যে কিছুই জ্ঞান নেই। কেবল ভাবনা আছে। বাকি তো না আছে জ্ঞান আর না স্মরণ। এতটা নিশ্চয়তা থাকা উচিত -- ইনি বাবা, ঈশ্বরের থেকে আমাদের অবিনাশী উত্তরাধিকার নিতে হবে। এই অবিনাশী উত্তরাধিকার তো সবাইকেই পেতে হবে কিন্তু রাজস্ব পেতে হলে তো নম্বরের ক্রমানুসারে পদ। যে খুব ভালো সার্ভিস করে সে খুব ভালো প্রাইজ পায়। এখানেও তাদেরকে প্রাইজ দেওয়া হয়, যারা কোনো মূল্যবান তত্ত্ব উপস্থাপন করে বা বুদ্ধি খাটিয়ে কিছু আবিষ্কার করে। এখন তোমরা জানো যে, এই বিশ্বে প্রকৃত শান্তি কিভাবে আসবে? বাবা বলেছেন, ওদের জিজ্ঞেস করো তো, কবে বিশ্বের প্রকৃত শান্তি ছিলো? কখনো শুনেছো বা দেখেছো কি? তোমরা কোন্ প্রকারের শান্তি চাও? তা কবে ছিলো?

তোমরা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতেই পারো কারণ তোমরা জানো যে, যারা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে অথচ উত্তর নিজেরাই জানে না তাদের কি বলা হবে? তোমরা খবরের কাগজের মাধ্যমে জিজ্ঞেস করো যে, তোমরা কোন্ প্রকারের শান্তি চাও? শান্তিধাম তো আছেই, যেখানে আমরা সব আত্মারা থাকি। বাবা বলেন যে, তোমরা এক তো শান্তিধামকে স্মরণ করো আর দ্বিতীয় সুখধামকে স্মরণ করো। সৃষ্টিচক্রের সম্পূর্ণ জ্ঞান না থাকার কারণে মানুষ কতো গল্পকথা বলে দিয়েছে।

বাস্তারা, তোমরা জানো যে আমরা ডবল মুকুটধারী হই। আমরা পূর্বে দেবতা ছিলাম, এখন আবার মানুষ হয়েছি। দেবতাদের দেবতাই বলা হয়, মানুষ নয়, কেননা তাঁরা তো দৈবী গুণ সম্পন্ন। যার মধ্যে অপগুণ আছে সে বলে, আমি নিগুণ, হেরে যাওয়ার মধ্যে কোনো গুণ নেই। মানুষ শাস্ত্রে :যে কথা শুনেছে তাই এতকাল গেয়ে এসেছে - অচ্যুতম্ কেশবম্...। যেমনভাবে তোতাকে শেখানো হয়। ওরা বলে, বাবা এসে আমাদের সবাইকে পবিত্র বানাও। ব্রহ্মলোককে বাস্তবে দুনিয়া বলা হবে না। ওখানে তোমরা আস্তারা থাকো। বাস্তবে ভূমিকা পালন করার জন্য হলো এই দুনিয়া। সেটা হলো শান্তিধাম। বাবা বোঝান যে, বাস্তারা আমি বসে তোমাদের নিজের পরিচয় দিই। আমি তাঁর মধ্যেই আসি যে নিজের জন্মকে জানে না। ইনিও এখনই শোনে। আমি এনার মধ্যে প্রবেশ করি। পুরানো পতিত দুনিয়া হলো রাবণের দুনিয়া। যিনি এক নম্বর পবিত্র ছিলেন, তিনিই আবার এক নম্বর পতিত হয়েছেন। আমি তাঁকে নিজের রথ বানাই। প্রথমে যিনি ছিলেন তিনিই শেষে এসেছেন। তাঁকেই আবার প্রথমে যেতে হবে। ছবিতেও বোঝানো হয়েছে --ব্রহ্মার দ্বারা আমি আদি সনাতন দেবী - দেবতা ধর্মের স্থাপন করি। এমন তো বলেন না যে, আমি দেবী - দেবতা ধর্মে আসি। তিনি যেই শরীরে এসে অবস্থান করেন, তিনিই গিয়ে নারায়ণ হন। বিষ্ণু অন্য কেউ নয়। লক্ষ্মী - নারায়ণ বা রাধা - কৃষ্ণের যুগল বলা। বিষ্ণু কে - এ কথাও কেউ জানে না। বাবা বলেন, আমি তোমাদের বেদ শাস্ত্র, সব চিত্র ইত্যাদির রহস্য বুঝিয়ে বলি। আমি যাঁর মধ্যে প্রবেশ করি, তিনিই আবার এমন হন। এ তো প্রবৃত্তি মার্গ, তাই না। এই ব্রহ্মা, সরস্বতীই আবার লক্ষ্মী - নারায়ণ হন। আমি এই ব্রহ্মার মধ্যে প্রবেশ করে ব্রাহ্মণদের জ্ঞান দান করি। তাই এই ব্রহ্মাও শোনে।

ইনি প্রথম নম্বর যিনি এই জ্ঞান শোনে। ইনি হলেন বড় নদী ব্রহ্মপুত্র। মেলাও সাগর আর ব্রহ্মপুত্র নদীর তীরেই হয়। যেখানে সাগর আর নদীর সঙ্গম সেখানে বড় মেলা বসে। আমি এঁর মধ্যে প্রবেশ করি। ইনিই নারায়ণ তৈরী হন। এনার ব্রহ্মার থেকে বিষ্ণু হতে এক সেকেণ্ড সময় লাগে। এঁর সাক্ষাত্কার হয়ে যায় আর চট করে দূট এসে যায় যে - আমিই এমন তৈরী হবো। আমিই বিশ্বের মালিক হবো। তাহলে এই গদি কি হবে? তিনি সব ছেড়ে দিলেন। তোমরাও প্রথম জানতে পেরেছো যে, বাবা এসেছেন, এই দুনিয়া শেষ হয়ে যাবে, তাই চট করে দৌড়ে যাবো। বাবা তোমাদের ভাগিয়ে আনেন নি। হ্যাঁ, ভাঙি তৈরী হতো। বলা হয় কৃষ্ণ ভাগিয়ে নিয়ে এসেছিলো। আচ্ছা, কৃষ্ণ যদি ভাগিয়ে আনে তাহলে পাটরানী তো বানিয়েছিলো। তাহলে এই জ্ঞানে তোমরা এই বিশ্বের মহারাজা - মহারানী হও। এ তো ভালোই। এতে গালি খাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। আবার এও বলে, কলঙ্ক যখন লাগে তখনই কলঙ্কীধর তৈরী হয়। কলঙ্ক তো লাগে শিববার উপর। মানুষ তাঁর কতো গ্লানি করে। মানুষ বলে আমি আত্মাই পরমাত্মা আবার বলে পরমাত্মাই আত্মা। বাবা এখন বোঝাচ্ছেন - এমন হয় না। আমরা আত্মা এখন ব্রাহ্মণ হয়েছি। ব্রাহ্মণ হলো সবথেকে উঁচু কুল। একে সাম্রাজ্য বলা হবে না। সাম্রাজ্য অর্থাৎ যেখানে রাজত্ব থাকে। এ হলো তোমাদের কুল। এ হলো খুবই সহজ, আমরা ব্রাহ্মণ থেকেই দেবতা হই তাই অবশ্যই দৈবী গুণ ধারণ করতে হবে। সিগারেট, বিড়ি ইত্যাদি কি দেবতাদের ভোগে দেওয়া হয়? শ্রীনাথ দ্বারে অনেক ঘিয়ের প্রসাদ প্রস্তুত হয়। এতো ভোগ দেওয়া হয় যে তার দোকানও তৈরী হয়। যাত্রীরা গিয়ে তা গ্রহণও করে। মানুষের অনেক ভক্তির ভাবনা থাকে। সত্যযুগে তো এমন কথা হয়ই না। এমন ভক্তিও সেখানে হবে না যে কোনো জিনিস খারাপ হবে। এখানের মতো অসুস্থতা সেখানে থাকবে না। বড় মানুষদের কাছে অজুহাত অনেকই থাকে। ওখানে তো এমন কোনো কথাই থাকে না। রোগ ইত্যাদিও হয় না। এই সব রোগ দ্বাপর যুগ থেকে শুরু হয়। বাবা এসে তোমাদের চির সুস্থ বানান। তোমরা বাবার স্মরণের পুরুষার্থ করো, যাতে তোমরা চিরসুস্থ হয়ে যাও। তোমাদের আয়ুও অনেক বেশী হয়। এ তো কালকের কথা

। তখন তো তোমাদের ১৫০ বছর আয়ু ছিলো, তাই না । এখন তো গড় আয়ু ৪০ - ৫০ বছরের, কেননা ওরা ছিলো যোগী আর এরা ভোগী ।

তোমরা হলে রাজযোগী এবং রাজস্বয়ি, তাই তোমরা পবিত্র । এ হলো পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগ । মাস বা বছর নয় । বাবা বলেন যে, আমি কল্প - কল্প পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগে আসি । বাবা আমাদের রোজ - রোজই বোঝাতে থাকেন । তবুও একটা কথা রোজই বলেন, কখনো ভুলে যেও না - পবিত্র হতে হলে আমাকে স্মরণ করো । নিজেকে আত্মা মনে করো । দেহের সমস্ত ধর্ম ত্যাগ করো । এখন তোমাদের ঘরে ফিরে যেতে হবে । আমি এসেছি তোমাদের আত্মাকে স্বচ্ছ করতে, যাতে তোমরা শরীরও পবিত্র পাবে । এখানে তো বিকারের দ্বারা জন্ম হয় । আত্মা যখন সম্পূর্ণ পবিত্র হয় তখন তোমরা এই পুরানো শরীর রূপী জুতাকে ত্যাগ করো । এরপর আর পাবে না । তোমাদের মহিমা হয় - বন্দে মাতরম্ । তোমরা এই ধরিত্রীকেও পবিত্র করো । তোমরা মায়েরা স্বর্গের দ্বার খোলো কিন্তু এ কথা কেউই জানে না । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্নেহ, সুমন, স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদের নমস্কার জানাচ্ছেন ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :--

১) আত্মারূপী জ্যোতিকে প্রজ্জ্বলিত করার জন্য ভোরবেলা স্মরণের যাত্রায় বসতে হবে । এই স্মরণেই জং দূর হবে । আত্মাতে যে খাদ জমা হয়েছে, সেই খাদ স্মরণের দ্বারা দূর করে প্রকৃত সোনা হতে হবে ।

২) বাবার থেকে উচ্চ পদের প্রাইজ নেওয়ার জন্য ভাবনার সঙ্গে জ্ঞানবান এবং গুণবান হতে হবে । সেবা করে দেখাতে হবে ।

বরদান :-- এক বল, এক ভরসার আধারে মায়াকে সমর্পণ করিয়ে শক্তিশালী আত্মা ভব

এক বল, এক ভরসা অর্থাৎ সদা শক্তিশালী । যেখানে এক বল, এক ভরসা আছে সেখানে কেউ দোলা লাগাতে পারে না । তার সামনে মায়া মূর্ছিত হয়ে যায়, সমর্পণ হয়ে যায় । মায়া যদি সমর্পিত হয়ে যায় তাহলে সর্বদার জন্য বিজয়ী হয়ে গেলে । তাই এই নেশা যেন থাকে যে, বিজয় আমাদের জন্মসিদ্ধ অধিকার । এই অধিকার কেউই ছিনিয়ে নিতে পারে না । মনে এই স্মৃতি যেন ইমার্জ থাকে যে, আমরাই কল্প - কল্পের শক্তি এবং বিজয়ী পাণ্ডব হয়েছিলাম, এখনো আছি আর আবারও হবে ।

স্লোগান :-- নতুন দুনিয়ার স্মৃতিতে সর্বগুণের আহ্বান করো আর তীব্রগতিতে এগিয়ে যাও ।